প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'মহাভারতম্' মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যালব্ধ অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপস্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর 'মহাভারতম্'—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। 'মহাভারতম্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। সুধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দনম্।
লোমশঃ সুমহাতেজা ঋষিস্তত্রাজগাম হ ॥১॥
তং পাণ্ডবাগ্রজো রাজা সগণো ব্রাহ্মণাশ্চ তে।
উপাতিষ্ঠন্মহাভাগং দিবি শক্রমিবামরাঃ ॥২॥
তমভ্যর্চ্চ্য যথান্যায়ং ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপ্রচ্ছাগমনে হেতুমটনে চ প্রয়োজনম্ ॥৩॥
স পৃষ্টঃ পাণ্ডুপুত্রেণ প্রীয়মাণো মহামনাঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হর্ষয়ন্নিব পাণ্ডবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। কৌরবনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্, এবং সম্ভাষমাণে ব্রুবতি সতি ॥১॥

তমিতি। সগণো ভীমাদিভিরনুচরৈঃ সহ। উপাতিষ্ঠৎ পাদ্যাদিভিরপূজয়ৎ ॥২॥

তমিতি। তং লোমশমেব হেতুং পপ্রচ্ছ। প্রচ্ছির্দ্বিকর্ম্মকঃ। অটনে বিচরণে ॥৩॥

স ইতি। স লোমশঃ। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া ॥৪॥

মিলিত হইয়া এই তীর্থসমূহে বিচরণ করিতে থাকিয়া অর্জ্জুনের উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতে পারিবে" ॥৩৪॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৌম্যপুরোহিত যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে অতিমহাতেজা লোমশমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তখন স্বর্গে দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন, সেইরূপ অনুচরবর্গের সহিত যুধিষ্ঠির এবং সেই ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা লোমশের পূজা করিলেন ॥২॥

যথানিয়মে পূজা করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির লোমশের নিকটে তাঁহার আগমনের কারণ এবং বিচরণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামনা লোমশ আনন্দিত হইয়া পাণ্ডবগণকেও আনন্দিত করিবার জন্য কোমল বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥৪॥

---

(১) এবং সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দন।—বা ব কা। (২)···উদতিষ্ঠন্মহাভাগম্—নি।

সঞ্চরন্নস্মি কৌন্তেয়! সর্ব্বান্ লোকান্ যদৃচ্ছয়া।
গতঃ শক্রস্য ভবনং তত্রাপশ্যং সুরেশ্বরম্ ॥৫॥
তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনম্।
শক্রস্যার্দ্ধাসনগতং তত্র মে বিস্ময়ো মহান্ ॥৬॥
আসীৎ পুরুষশার্দ্দূল! দৃষ্ট্বা পার্থং তথা গতম্।
আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
সোঽহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্রং দিদৃক্ষুস্ত্বাং সহানুজম্।
বচনাৎ পুরুহূতস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ॥৮॥
আখ্যাস্যে তে প্রিয়ং তাত! সুমহৎ,পাণ্ডুনন্দন!।
ঋষিভিঃ সহিতো রাজন্! কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছৃণু ॥৯॥
যত্ত্বয়োক্তো মহাবাহুরস্ত্রার্থং ভরতর্ষভ!।
তদস্ত্রমাপ্তং পার্থেন রুদ্রাদপ্রতিমং বিভো! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কিমুবাচেত্যাহ—সঞ্চরন্নিতি। যদৃচ্ছয়া উদ্দেশ্যবিহীনেচ্ছয়া ॥৫॥

তবেতি। সব্যসাচিনমর্জ্জুনম্। তথা গতং শক্রস্যার্দ্ধাসনগতং পার্থমর্জ্জুনং দৃষ্ট্বা মে মহান্ বিস্ময় আসীৎ, মানুষস্য দেবরাজার্দ্ধাসনে স্থিত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৬—৭॥

স ইতি। বচনাদনুরোধবাক্যাৎ, পুরুহূতস্য ইন্দ্রস্য, পার্থস্য অর্জ্জুনস্য ॥৮॥

আখ্যাস্য ইতি। প্রিয়ং প্রীতিকরং বচনম্। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা ॥৯॥

"কুন্তীনন্দন! আমি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সেখানে ইন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম ॥৫॥

এবং তোমার ভ্রাতা মহাবীর অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুনকে সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার গুরুতর বিস্ময় জন্মিয়াছিল। তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন—"ঋষি! আপনি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করুন" ॥৬—৭॥

তা'র পর দেবরাজের ও মহাত্মা অর্জ্জুনের অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত তোমাকে দেখিবার জন্য সত্বর আমি এখানে আসিয়াছি ॥৮॥

বৎস পাণ্ডুনন্দন! আমি তোমার নিকট গুরুতর প্রিয় সংবাদ বলিব। রাজা! ঋষিগণ ও দ্রৌপদীর সহিত তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! তুমি যে অস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলে, অর্জ্জুন মহাদেবের নিকট হইতে সেই অতুলনীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছেন ॥১০॥

যত্তদ্‌ব্রহ্মশিরো নাম তপসা রুদ্রমাগতম্।
অমৃতাদুত্থিতং রৌদ্রং তল্লব্ধং সব্যসাচিনা ॥১১॥
তৎ সমন্ত্রং সসংহারং সপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলম্।
বজ্রমস্ত্রাণি চান্যানি দণ্ডাদীনি যুধিষ্ঠির! ॥১২॥
যমাৎ কুবেরাদ্বরুণাদিন্দ্রাচ্চ কুরুনন্দন!।
অস্ত্রাণ্যধীতবান্ পার্থো দিব্যান্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩॥
বিশ্বাবসোস্তু তনয়াদ্‌গীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ।
বাদিত্রঞ্চ যথান্যায়ং প্রত্যবিন্দদ্‌যথাবিধি ॥১৪॥
এবং কৃতাস্ত্রঃ কৌন্তেয়ো গান্ধর্ব্বং বেদমাপ্তবান্।
সুখং বসতি বীভৎসুরনুজস্যানুজস্তব ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। মহাবাহুরর্জ্জুনঃ। আপ্তং লব্ধম্, পার্থেন অর্জ্জুনেন ॥১০॥

কিং নাম তদস্ত্রমিত্যাহ—যদিতি। অমৃতাৎ মন্থনসময়ে অমৃতাশ্রয়াৎ সমুদ্রাৎ ॥১১॥

তদিতি। সংহারেণ নিবর্ত্তনেন সহেতি সসংহারম্, প্রায়শ্চিত্তং পরপ্রযুক্তস্য নিবারণং তদেব মঙ্গলং তেন সহেতি তৎ। লব্ধং লব্ধানি চেত্যনুবর্ত্ততে ॥১২॥

অথ কস্মাল্লব্ধং লব্ধানি বেত্যাহ – যমাদিতি। যথাসম্ভবমধীতবান্ ॥১৩॥

বিশ্বেতি। বিশ্বাবসোস্তনয়াৎ চিত্রসেনাৎ। সাম সান্ত্ববাদং সামগানং বা ॥১৪॥

এবমিতি। কৃতাস্ত্রঃ শিক্ষিতাস্ত্রঃ, আপ্তবান্ চিত্রসেনাল্লব্ধবাংশ্চ সন্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ সমন্ত্রং প্রয়োগাদৌ মন্ত্রসহিতম্। সংহারস্ত্যক্তস্যাকর্ষণম্। প্রায়শ্চিত্তম্ অস্ত্রাগ্নিনা নিরপরাধানাং দাহে যো দোষস্তস্য শোধনম্। মঙ্গলং দগ্ধানামেবারামাদীনাং পুনর্বিকসনম্। বজ্রং বজ্রবদপ্রতীকার্য্যং রৌদ্রমেব ॥১২—১৩॥ গীতং লৌকিকং

সেই যে 'ব্রহ্মশির'-নামক অস্ত্র সমুদ্রমন্থনের সময়ে তাহা হইতে উঠিয়াছিল এবং মহাদেবের তপস্যায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিল; সেই পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জুন লাভ করিয়াছেন ॥১১॥

আর, যুধিষ্ঠির! মন্ত্র, উপসংহার ও নিবারণের উপায়ের সহিত সেই বজ্র এবং দণ্ডপ্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্রও অর্জ্জুন লাভ করিয়াছেন ॥১২॥

কুরুনন্দন! অসাধারণ-বিক্রমশালী অর্জ্জুন যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের নিকট হইতে স্বর্গীয় অস্ত্র সকল শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৩॥

তাহার পর তিনি—বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনগন্ধর্ব্বের নিকট নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সামগান যথানিয়মে ও যথাবিধানে শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৪॥

(১১)...রুদ্রমাগমৎ—বা ব কা নি।

যদর্থং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।
তচ্চ তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির! নিবোধ মে ॥১৬॥
ভবান্ মনুষ্যলোকেঽপি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ব্রূয়াদ্‌যুধিষ্ঠিরং তত্র বচনান্মে দ্বিজোত্তম! ॥১৭॥
আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতাস্ত্রঃ ক্ষিপ্রমর্জ্জুনঃ।
সুরকার্য্যং মহৎ কৃত্বা যদশক্যং দিবৌকসৈঃ ॥১৮॥
তপসাপি ত্বমাত্মানং যোজয় ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯॥
অহঞ্চ কর্ণং জানামি যথাবদ্ভরতর্ষভ!।
সত্যসন্ধং মহোৎসাহং মহাবীর্য্যং মহাবলম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। সুরশ্রেষ্ঠো দেবরাজঃ। নিবোধ শৃণু ॥১৬॥

কিং তদ্বচনমিত্যাহ—ভবানিতি। তত্র মনুষ্যলোকে, বচনাদনুরোধবাক্যাৎ ॥১৭॥

আগমিষ্যতীতি। সুরকার্য্যং নিবাতকবচাদীনাং বধরূপম্। দিবৌকসৈর্দেবৈঃ, "সমাসান্তগতানাং বা রাজাদীনামদন্ততা" ইত্যদন্ততয়া ভিস্ ঐস্ ॥১৮॥

তপসেতি। ত্বমপীত্যন্বয়ঃ। পরমুত্তমম্। বিন্দতে লভতে, মহৎ ফলম্ ॥১৯॥

অহমিতি। সত্যসন্ধং সত্যপ্রতিজ্ঞম্। বীর্য্যং কায়িকী শক্তিঃ, বলঞ্চ মানসিকী শক্তিঃ

ভারতভাবদীপঃ

গানম্, সাম ঋতুগানম্ ॥১৪॥ অনুজস্য ভীমস্যানুজঃ ॥১৫—১৭॥ সুরকার্য্যং নিবাতকবচাদীনাং বধঃ। দিবৌকসৈরিতি বহুলং ছন্দসীত্যৈস্ ॥১৮—১৯॥ সত্যসন্ধং সত্যপ্রতিজ্ঞম্

যুধিষ্ঠির! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার (ভীমের) কনিষ্ঠভ্রাতা অর্জ্জুন এইভাবে অস্ত্র ও গান্ধর্ব্ববেদ শিক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে সুখে বাস করিতেছেন ॥১৫॥

দেবরাজ যেজন্য আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট বলিব; তুমি শ্রবণ কর ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকেও যাইবেন; সুতরাং আমার অনুরোধে সেখানে যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন (যে)— ॥১৭॥

'তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, এখন দেবগণের যাহা অসাধ্য, এমন একটী গুরুতর দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্রই আসিবেন ॥১৮॥

তুমিও অপর ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া তপস্যা কর। কারণ, তপস্যা হইতে উত্তম কিছুই নাই; সুতরাং তপস্যা দ্বারা গুরুতর ফল পাওয়া যায় ॥১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমিও যথাযথভাবেই কর্ণকে জানি; কর্ণ—সত্যপ্রতিজ্ঞ,

মহাহবেষ্বপ্রতিমং মহাযুদ্ধবিশারদম্।
মহাধনুর্দ্ধরং বীরং মহাস্ত্রং বরবর্ম্মিণম্ ॥২১॥
মহেশ্বরসুতপ্রখ্যমাদিত্যতনয়ং প্রভুম্।
তথাঽর্জ্জুনমতিস্কন্ধং সহজোল্বণপৌরুষম্।
ন স পার্থস্য সংগ্রামে কলামর্হতি ষোড়শীম্ ॥২২॥ (বিশেষকম্)
যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণাম্মনসিস্থমরিন্দম!।
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্যতো গতে ॥২৩॥
যচ্চ তে মানসং বীর! তীর্থযাত্রামিমাং প্রতি।
স মহর্ষির্লোমশস্তে কথয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী।

সাহসাখ্যা। মহাহবেষু মহাযুদ্ধেষু। বরবর্ম্মিণং সহজাভেদ্যবর্ম্মশালিনম্। মহেশ্বরসুতপ্রখ্যং কার্ত্তিকেয়তুল্যম্, আদিত্যতনয়ং সূর্য্যপুত্রম্, প্রভুম্ অস্ত্রপ্রভাবশালিনম্। অতিস্কন্ধং মহাধ্যবসায়ম্, "স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে সৈন্যাংশে বাহুমূলসমূহয়োঃ। সমীহানৃপয়োশ্চাপি" ইতি বিশ্বঃ। সহজং স্বাভাবিকম্ উল্বণম্ উদ্ধতঞ্চ পৌরুষং পুরুষকারো যস্য তম্। স তাদৃশোঽপি কর্ণঃ, সংগ্রামে, পার্থস্য অর্জ্জুনস্য, ষোড়শীং কলাং ভাগমপি নার্হতি, অর্জ্জুনস্যেদানীং দেবাস্ত্রলাভাদিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০—২২॥

যদিতি। হে অরিন্দম! কর্ণাৎ, ভয়ং ভয়হেতুভূতম্, যচ্চাপি অভেদ্যং কবচম্, মনসিস্থম্, তচ্চাপি সব্যসাচিনি অর্জ্জুনে, অতঃ স্বর্গলোকাৎ, গতে সতি, অহমপহরিষ্যামি ॥২৩॥

যদিতি। মানসং কর্ম্ম সঙ্কল্পঃ। স প্রসিদ্ধঃ। তৎ কথয়িষ্যতি ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২০॥ বরবর্ণিনমতিসুন্দরম্ ॥২১॥ মহেশ্বরসুতপ্রখ্যং স্কন্দতুল্যম্, অতিস্কন্ধমুন্নতাংসম্, জ্ঞানগতিস্কন্ধমিতি পাঠে যোগিশ্রেষ্ঠম্ ॥২২—২৩॥ অপহরিষ্যামি কবচকুণ্ডলাপহরণে ইন্দ্রেণ কৃতে সতি তদপীন্দ্রস্যান্তঃ প্রবিশ্য সম্পাদয়িষ্যামি আর্বেণাভেদদর্শনেনাহং মন্থরভব-

মহোৎসাহী, গুরুতর দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন, মহাযুদ্ধে অতুলনীয় বিশারদ, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, উত্তম বর্ম্মধারী, কার্ত্তিকের তুল্য, সূর্য্যের পুত্র এবং অস্ত্রপ্রভাবসম্পন্ন। আবার অর্জ্জুনকেও জানি; অর্জ্জুনও গুরুতর অধ্যবসায়ী এবং স্বভাবতই মহাপুরুষকারসম্পন্ন; সুতরাং সে কর্ণ এখন অর্জ্জুনের ষোল ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে ॥২০—২২॥

অরিন্দম যুধিষ্ঠির! কর্ণের যে অভেদ্য কবচ তোমার ভয়ের কারণ, তাহাও আমি—অর্জ্জুন এ স্থান হইতে গেলে পরই হরণ করিব ॥২৩॥

(২২)...তথা জ্ঞাতগতিং হ্যেনং সহস্রনয়নোপমম্—পি। (২৩) যচ্চাপি তে ভয়ং তস্মান্মনসিস্থং হি ধর্ম্মজ!। তদপ্যপহরিষ্যেঽহং সব্যসাচিন্যুপাগতে ॥—পি।

যচ্চ কিঞ্চিত্তপোযুক্তং ফলং তীর্থেষু ভারত ! ।
ব্রহ্মর্ষিরেষ ক্রয়াত্তে তচ্ছ্রদ্ধেয়মনন্যথা ॥২৫॥

লোমশ উবাচ ।

ধনঞ্জয়েন চাপ্যুক্তং যত্তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ! ।
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরং মে যোজয়েৰ্দ্ধৰ্ম্ম্যয়া গিরা ॥২৬॥
ত্বং হি ধৰ্ম্মান্ পরান্ বেত্থ তপাংসি চ তপোধন ! ।
শ্রীমতাঞ্চাপি জানাসি ধৰ্ম্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২৭॥
স ভবান্ পরমং বেদ পাবনং পুরুষান্ প্রতি ।
তেন সংযোজয়েথাস্ত্বং তীর্থপুণ্যেন পাণ্ডবান্ ॥২৮॥
যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দদ্যাৎ স পার্থিবঃ ।
তথা সৰ্ব্বাত্মনা কাৰ্য্যমিতি মামৰ্জ্জুনোঽব্রবীৎ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। অনন্যথা সংশয়াদিরাহিত্যেন, তৎ, শ্রদ্ধেয়ং বিশ্বাস্যম্ ॥২৫॥
ধনেতি। ধৰ্ম্ম্যয়া ধৰ্ম্মাদনপেতয়া গিরা যোজয়েঃ তাং শ্রাবয়েরিত্যর্থঃ ॥২৬॥
ত্বমিতি। পরান্ শ্রেষ্ঠান্। শ্রীমতাং ধনাদিসম্পত্তিশালিনাম্ ॥২৭॥
স ইতি। পাবনং তীর্থপুণ্যম্, পুরুষান্ প্রতি পুরুষাণামিত্যর্থঃ ॥২৮॥

বীর! তীর্থযাত্রা বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে প্রসিদ্ধ মহর্ষি লোমশ নিশ্চয়ই নিয়মাদি বলিবেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন! তীর্থে তপস্যাপ্রযুক্ত যে কিছু ফল হয়, তাহা তোমার নিকট এই ব্রহ্মর্ষি লোমশই বলিবেন; তুমি নিঃসন্দেহে তাহা বিশ্বাস করিও"' ॥২৫॥

লোমশ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! অৰ্জ্জুনও যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও শোন—"আপনি আমার ভ্রাতৃগণকে ধৰ্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনাইবেন ॥২৬॥

কারণ, আপনি উত্তম ধৰ্ম্ম ও তপস্যার বিষয় জানেন এবং সম্পত্তিশালী রাজাদের সনাতন ধৰ্ম্মও অবগত আছেন ॥২৭॥

আর, আপনি মানুষের পরম তীর্থধৰ্ম্মের বিষয়ও জানেন; সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণকে সেই তীর্থধৰ্ম্মযুক্ত করিবেন ॥২৮॥

যাহাতে সেই রাজা তীর্থে গমন ও গোদান করেন, তাহা আপনি সৰ্ব্বপ্রযত্নে করিবেন," এই কথা অৰ্জ্জুন আমাকে বলিয়াছেন ॥২৯॥

(২৫)···ন তচ্ছ্রদ্ধেয়মন্যথা—বা ব কা নি। ইতঃ পরম্—'···একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '···একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি। (২৬)···ধৰ্ম্ম্যয়া শ্রিয়া—বা ব কা, ধৰ্ম্ম্যয়া ধিয়া—নি। (২৮)···পুরুষং প্রতি—বা ব কা নি।

ভবতা চানুগুপ্তোঽসৌ চরেত্তীর্থানি সর্ব্বশঃ।
রক্ষোভ্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥৩০॥
দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্।
তথা রক্ষস্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম ! ॥৩১॥
যাতুধানা হি বহবো রাক্ষসাঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তান্ কৌন্তেয়ান্ নাভিবর্ত্তেয়ুরন্তিকাৎ ॥৩২॥
সোঽহমিন্দ্রস্য বচনান্নিয়োগাদর্জ্জুনস্য চ।
রক্ষমাণো ভয়েভ্যস্ত্বাং চরিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৩৩॥
দ্বিস্তীর্থানি ময়া পূর্ব্বং দৃষ্টানি কুরুনন্দন !।
ইদং তৃতীয়ং দ্রক্ষ্যামি তান্যেব ভবতা সহ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। স পার্থিবো যুধিষ্ঠিরঃ। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন, কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ ॥২৯॥
ভবতেতি। অনুগুপ্তো রক্ষিতঃ। দুর্গেষু দুর্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাবচেষু স্থানেষু ॥৩০॥
দধীচ ইতি। দধীচো নাম মুনিঃ। রক্ষস্ব রক্ষোঘ্নমন্ত্রপাঠাদিনা ॥৩১॥
যান্বিতি। যাতুং সময় এব দধতীতি যাতুধানাঃ। অভি লক্ষ্যীকৃত্য ॥৩২॥
স ইতি। চরিষ্যামি তীর্থেষ্বিতি শেষঃ ॥৩৩॥
দ্বিরিতি। দ্বির্বারদ্বয়ম্। তৃতীয়ং বারম্, তান্যেব তীর্থানি ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাদিবদহমেবেন্দ্ররূপী করিষ্যামীতি ॥২৪॥ তৎ শ্রদ্ধেয়ং ন ত্বন্যায়গৃহীতব্যমিত্যর্থঃ ॥২৫॥ যোজয়েঃ যোজয়, ধর্ম্ম্যয়া ধর্ম্মাদনপেতয়া ॥২৬—২৭॥ দ্বিঃ দ্বিবারম্, তৃতীয়ং তৃতীয়বারম্

আপনি তাঁহাকে দুর্গমস্থানে এবং বিষমস্থানে রক্ষা করিবেন; আপনি রক্ষা করিলেই তিনি সকল তীর্থে বিচরণ করিতে পারিবেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দধীচমুনি যেমন দেবরাজকে এবং অঙ্গিরা যেমন সূর্য্যকে রক্ষা করেন, আপনিও তেমনই রাক্ষসগণ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবেন ॥৩১॥

আপনি রক্ষা করিতে থাকিলে, হঠকারী পর্ব্বতপ্রমাণ বহুতর রাক্ষসও নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সম্মুখে আসিতে পারিবে না” ॥৩২॥

ইন্দ্রের কথায় ও অর্জ্জুনের অনুরোধে আমি সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিয়া তোমার সহিত তীর্থে বিচরণ করিব ॥৩৩॥

কুরুনন্দন! আমি পূর্ব্বে দুইবার তীর্থগুলি দেখিয়াছি; এখন তৃতীয় বার তোমার সহিত সেইগুলিই দেখিব ॥৩৪॥

ইয়ং রাজর্ষিভির্যাতা পুণ্যকৃদ্ভির্যুধিষ্ঠির ! ।
মন্বাদিভির্মহারাজ ! তীর্থযাত্রা ভয়াপহা ॥৩৫॥
নানৃজুর্নাকৃতাত্মা চ নাবিদ্যো ন চ পাপকৃৎ ।
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ! ন চ বক্রমতির্নরঃ ॥৩৬॥
ত্বন্তু ধর্ম্মমতির্নিত্যং ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো ভূয় এব ভবিষ্যসি ॥৩৭॥
যথা ভগীরথো রাজা রাজানশ্চ গয়াদয়ঃ ।
যথা যযাতিঃ কৌন্তেয় ! তথা ত্বমপি পাণ্ডব ! ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন হর্ষাৎ সম্প্রপশ্যামি বাক্যস্যাস্যোত্তরং ক্বচিৎ ।
স্মরেদ্ধি দেবরাজো যং কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ইয়মিতি। যাতা প্রাপ্তা কৃতেত্যর্থঃ। ভয়াপহা পাপভয়নাশিকা ॥৩৫॥

নেতি। অনৃজুঃ অসরলঃ শঠঃ তীর্থেষু ন স্নাতি, পরপ্রতারণাব্যাপৃতত্বাৎ; অকৃতাত্মা ভূপ্রদেশদর্শনাভাবেনাশিক্ষিতচিত্তঃ তীর্থেষু ন স্নাতি, কূপমণ্ডূকতুল্যত্বাৎ; অবিদ্যঃ তীর্থেষু ন স্নাতি শাস্ত্রাজ্ঞানেন তীর্থফলাজ্ঞানাৎ; পাপকৃৎ তীর্থেষু ন স্নাতি চৌর্য্যাদিনিরতত্বাৎ; বক্রমতির্নরশ্চ, তীর্থেষু ন স্নাতি হেতুবাদেন তীর্থফলানঙ্গীকারাৎ ॥৩৬॥

ত্বমিতি। সত্যসঙ্গরঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ। বিমুক্তঃ, তীর্থস্নানাদিনা সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ ॥৩৭॥

যথেতি। অতস্তীর্থপর্য্যটনেনাধিকধর্ম্মলাভে তব বুদ্ধির্ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥৩৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির! মনুপ্রভৃতি পুণ্যকারী রাজর্ষিরা পাপভয়নাশক এই তীর্থপর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন ॥৩৫॥

কুরুনন্দন! শঠ, কূপমণ্ডূকস্বভাব, মূর্খ, পাপকারী এবং কুটিলবুদ্ধি লোক তীর্থে স্নান করে না ॥৩৬॥

কিন্তু তোমার সর্ব্বদাই ধর্ম্মে মতি রহিয়াছে এবং তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব তুমি (তীর্থপর্য্যটন করিয়া) সম্পূর্ণরূপেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥৩৭॥

পাণ্ডুনন্দন! ভগীরথরাজা যেমন ছিলেন, গয়প্রভৃতি রাজারা যেমন গিয়াছেন এবং যযাতিরাজা যেমন ছিলেন, তুমিও তেমনই হইয়াছ" ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আমি আনন্দবশতঃ এই বাক্যের উত্তর কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না এবং দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি বড় ? ॥৩৯॥

---

(৩৭)…বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যঃ—বা ব কা।

ভবতা সঙ্গমো যস্য ভ্রাতা চৈব ধনঞ্জয়ঃ।
বাসবঃ স্মরতে যস্য কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥৪০॥
যচ্চ মাং ভগবানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি।
ধৌম্যস্য বচনাদেষা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বং কৃতৈব মে ॥৪১॥
তদ্‌যদা মন্যসে ব্রহ্মন্! গমনং তীর্থদর্শনে।
তদৈব গন্তাস্মি তীর্থান্যেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গমনে কৃতবুদ্ধিন্তু পাণ্ডবং লোমশোঽব্রবীৎ।
লঘুর্ভব মহারাজ! লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ। *

ভিক্ষাভুজো নিবর্ত্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃষ্ণাধ্বশ্রমায়াসশীতার্ত্তিমসহিষ্ণবঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। হর্ষাৎ অর্জ্জুনস্য সর্ব্বদেবাস্ত্রলাভস্বাস্থ্যসংবাদপ্রাপ্তিজনিতাদানন্দাৎ ॥৩৯॥

ভবতেতি। বাসব ইন্দ্রঃ। যস্যেতি "স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥৪০॥

যদিতি। ভগবান্ ভবান্। দর্শনং প্রতি দর্শনবিষয়ে। মে ময়া ॥৪১॥

তদিতি। গন্তাস্মি গমিষ্যামি। বনবাসপ্রতিজ্ঞায়া অগৃহবাসতাৎপর্য্যকত্বাৎ তীর্থভ্রমণেনাপি ন তৎপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। কিঞ্চ অবসরে মহাধর্ম্মার্জ্জনং মহালাভ এবেতি ভাবঃ ॥৪২॥

গমন ইতি। লঘুর্ভারশূন্যঃ স্বল্পপরিজন ইত্যর্থঃ। কথমিত্যাহ—লঘুরিতি। লঘুঃ সন্, স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথেচ্ছমিতি যাবৎ, গমিষ্যসি। বহুপরিজনসত্ত্বে তু ব্যাপারবাহুল্যাদিনা যথেচ্ছগমনব্যাঘাতো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। "মন্দস্বচ্ছন্দয়োঃ স্বৈরম্" ইত্যমরঃ ॥৪৩॥

ভিক্ষেতি। ভিক্ষাভুজো নিবর্ত্তন্তাম্, তীর্থে ভিক্ষালাভাসম্ভবাৎ "তীর্থে ন প্রতিগৃহ্লীয়াৎ

আপনার সহিত যাহার সম্মেলন হইল, অর্জ্জুন যাহার ভ্রাতা এবং ইন্দ্র যাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি প্রধান? ॥৪০॥

তা'র পর, আপনি যে আমাকে তীর্থদর্শনের বিষয়ে বলিতেছেন, এ বুদ্ধি আমি ধৌম্যপুরোহিতের বাক্যে পূর্ব্বেই করিয়াছি ॥৪১॥

অতএব যখনই অপনি তীর্থদর্শনে গমন করা সঙ্গত মনে করিবেন, তখনই আমি তীর্থে গমন করিব; ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়" ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির তীর্থগমনে মত করিলে, লোমশ তাঁহাকে কহিলেন—"যুধিষ্ঠির! লঘু হও (অল্প পরিজন সঙ্গে লও), লঘু হইলে ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পারিবে" ॥৪৩॥

* রাজোবাচ—পি।

তে সর্ব্বে বিনিবর্ত্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্কান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥৪৫॥
তেঽপি সর্ব্বে নিবর্ত্তন্তাং যেঽপি সূদানুযায়িনঃ।
ময়া যথোচিতাজীবৈঃ সংবিক্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ ॥৪৬॥
যে চাপ্যনুগতাঃ পৌরা রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্তু তে চ বৈ।
স দাস্যতি যথাকালমুচিতা যস্য বা ভৃতিঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি" ইতি স্মৃত্যা নিষেধাচ্চেতি ভাবঃ। যে যতয়ো জিতেন্দ্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চ, তেঽপি নিবর্ত্তন্তাম্, তেষামিন্দ্রিয়জয়িতয়া দর্শনাদ্যর্থং তত্র তত্র গমনাসম্ভবেন সর্ব্বেষামেব তদসম্ভবাৎ। ক্ষুধাদ্যসহিষ্ণূনাঞ্চ সর্ব্বত্র গমনস্যৈবাসম্ভবাৎ ॥৪৪॥

ত ইতি। মিষ্টভুজো মধুরভোজিনঃ, সর্ব্বত্র মধুরবস্তুলাভাসম্ভবাৎ। বিকল্পকা আহারে উক্ত-বিবিধকল্পগ্রাহিণঃ, তীর্থে তাদৃশবিবিধকল্পসম্পাদনাসম্ভবাৎ ॥৪৫॥

ত ইতি। সূদানুযায়িনঃ স্বয়ং স্বয়ং পাকাসামর্থ্যেন পাচকাপেক্ষিতারঃ, সর্ব্বত্র পাচকপ্রাপ্ত্য-সম্ভবাৎ। যথোচিতাজীবৈঃ যথোচিতনির্দ্দিষ্টখাদ্যাদিদানৈঃ, বৃত্তিভির্নির্দ্দিষ্টবেতনৈশ্চ, সংবিভক্তা বিভজ্য রক্ষিতাঃ, তেঽপি নিবর্ত্তন্তাম্, সর্ব্বত্র তদ্দানাসম্ভবাৎ ॥৪৬॥

য ইতি। অভিগচ্ছন্তু, তত্রাপি রাজভক্তিসম্ভবাৎ তস্যৈব প্রকৃতরাজত্বাৎ। ভৃতির্বেতনং খাদ্যাদিকঞ্চ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৮—৩৬॥ সত্যসঙ্গরঃ সত্যযজ্ঞঃ, "যান্যেব সংগ্রামনামানি তানি যজ্ঞনামানী"তি যাস্কবচনাৎ ॥৩৭—৪২॥ লঘুরল্পপরিবারঃ ॥৪৩—৪৪॥ বিকল্পকাঃ মৃষ্টামৃষ্টবিভাজকাঃ ॥৪৫॥ আজীব্যৈ-

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যে সকল ব্রাহ্মণ ভিক্ষাভোজী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহারা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের কষ্ট ও শীতের কষ্ট সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সকলেই নিবৃত্ত হউন ॥৪৪॥

যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল সুস্বাদু বস্তু ভোজন করেন এবং যাঁহারা পক্কান্ন লেহ্য, পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৫॥

যাঁহারা পাচকের অপেক্ষা রাখেন, কিংবা আমি যাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত খাদ্য এবং নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়া রাখিয়াছি, তাঁহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৬॥

আর, যে সকল পুরবাসীরা রাজভক্তিবশতঃ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন ; তিনিই—যাহার যাহা যোগ্য বৃত্তি আছে, তাহা তাঁহাকে যথাসময়ে দিবেন" ॥৪৭॥

(৪৬)…ময়া যথোচিতাজীব্যৈঃ—বা ব কা নি।

স চেদ্‌যথোচিতাং বৃত্তিং ন দগ্ধাম্মনুজেশ্বরঃ।
অস্মৎপ্রিয়হিতার্থায় পাঞ্চাল্যো বঃ প্রদাস্যতি ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভারপ্রপীড়িতাঃ।
বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্যা জগ্মুর্নাগপুরং প্রতি ॥৪৯॥
তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মরাজস্য প্রেম্ণা রাজাঽম্বিকাসুতঃ।
প্রতিজগ্রাহ বিধিবদ্ধনৈশ্চ সমতর্পয়ৎ ॥৫০॥
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা লঘুভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
লোমশেন চ সুপ্রীতস্ত্রিরাত্রং কাম্যকেঽবসৎ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থযাত্রামন্ত্রণে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পাঞ্চাল্যো দ্রুপদো রাজা, বো যুষ্মভ্যম্। অতস্তত্রৈব গচ্ছেতেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

তত ইতি। গুরুভারেণ দুঃখাতিরেকেণ প্রপীড়িতাঃ। নাগপুরং হস্তিনাম্ ॥৪৯॥

তানিতি। ধর্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্য, প্রেম্ণা বাৎসল্যেন ॥৫০॥

তত ইতি। লঘুভিরল্পসংখ্যকৈঃ। লোমশাগমনাবধিত্রিরাত্রবাসাভাবে যুধিষ্ঠিরাদীনাং যাত্রাসিদ্ধাবপি লোমশস্য যাত্রা ন স্যাৎ "ত্রিরাত্রং যত্র নো বাসস্ততো যাত্রা ন সিধ্যতি" ইতি জ্যোতিষাৎ লোকব্যবহারাচ্চ। তথাত্বে লোমশস্য তীর্থযাত্রাঙ্গকার্য্যমপি ন স্যাৎ। অতস্ত্রিরাত্রং কাম্যকেঽবসদিত্যুক্তম্ ॥৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূত্যাদিভির্বৃত্তিভির্জীবনহেতুভিরন্নাদিভিঃ ॥৪৬—৪৭॥ পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ, বো যুষ্মভ্যম্ ॥৪৮—৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬॥

তিনি যদি যথোচিত বৃত্তি না দেন, তবে দ্রুপদরাজা আমাদের প্রীতি ও হিতের জন্য তাহা আপনাদিগকে দিবেন" ॥৪৮॥

তাহার পর বহুসংখ্যক পুরবাসী এবং জিতেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন ॥৪৯॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রণয়বশতঃ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ধনদ্বারা যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিলেন ॥৫০॥

---

* '…দ্বিনবতিতমঃ…'—বা ব কা পি, '…নবতিতমঃ…'—নি।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়ান্তং কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ।
অভিগম্য তদা রাজন্নিদং বচনমব্রুবন্ ॥১॥
রাজংস্তীর্থানি গন্তাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ঋষিণা চৈব সহিতো লোমশেন মহাত্মনা ॥২॥
অস্মানপি মহারাজ! নেতুমর্হসি পাণ্ডব!।
অস্মাভির্হি ন শক্যানি ত্বদৃতে তানি কৌরব! ॥৩॥
শ্বাপদৈরুপসৃষ্টানি দুর্গাণি বিষমাণি চ।
অগম্যানি নরৈরল্পৈস্তীর্থানি মনুজেশ্বর! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বনবাসিনঃ যুধিষ্ঠিরাদ্যাগমনাৎ পূর্ব্বাবধিকাম্যকবনস্থিতাঃ ॥১॥
রাজন্নিতি। গন্তাসি গমিষ্যসি ॥২॥
অস্মানিতি। নেতুং সহচরীকর্ত্তুম্। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা, তানি তীর্থানি ॥৩॥
শ্বেতি। শ্বাপদৈর্হিংস্রজন্তুভিঃ, দুর্গাণি দুর্গমাণি, বিষমাণি বিপৎসঙ্কুলানি ॥৪॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং লোমশমুনির সহিত আরও তিন রাত্রি কাম্যকবনে বাস করিলেন ॥৫১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! তাহার পর যুধিষ্ঠির যখন তীর্থযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব্ব হইতে কাম্যকবনবাসী ব্রাহ্মণেরা যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥১॥

"রাজা! আপনি—ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা লোমশমুনির সহিত তীর্থসমূহে ভ্রমণ করিবেন ॥২॥

অতএব মহারাজ! আপনি আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। কারণ, আমরা আপনাকে ভিন্ন সে তীর্থভ্রমণে সমর্থ হইব না ॥৩॥

কারণ, নরনাথ! তীর্থ সকল হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল; সুতরাং সেগুলি অল্প লোকের অগম্য ॥৪॥

ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরা ধনুর্দ্ধরবরাঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ পালিতাঃ শূরৈর্গচ্ছেম বয়মপ্যুত ॥৫॥
ভবৎপ্রসাদাদ্ধি বয়ং প্রাপ্নুয়ামঃ সুখং ফলম্।
তীর্থানাং পৃথিবীপাল! বনানাঞ্চ বিশাংপতে! ॥৬॥
তব বীর্য্যপরিত্রাতাঃ শুদ্ধাস্তীর্থপরিপ্লুতাঃ।
ভবেম ধূতপাপ্মানস্তীর্থসন্দর্শনান্নৃপ! ॥৭॥
ভবানপি নরেন্দ্রস্য কার্ত্তবীর্য্যস্য ভারত!।
অষ্টকস্য চ রাজর্ষের্লোমপাদস্য চৈব হ ॥৮॥
ভরতস্য চ বীরস্য সার্ব্বভৌমস্য পার্থিব!।
ধ্রুবং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাপান্ লোকাংস্তীর্থপরিপ্লুতঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
প্রভাসাদীনি তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্ব্বতান্।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চৈব প্লক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্।
ত্বয়া সহ মহীপাল! দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ভবদ্ভিরিতি। পালিতা বিপদ্ভ্যো রক্ষিতাঃ। উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৫॥
ভবদিতি। সুখমনায়াসং যথা স্যাত্তথা। তীর্থানাং বনানাঞ্চ ভ্রমণাৎ ফলম্ ॥৬॥
তবেতি। শুদ্ধাঃ স্বভাবত এব নির্ম্মলচিত্তাঃ, তীর্থেষু পরিপ্লুতাঃ স্নাতাঃ ॥৭॥
ভবানিতি। অষ্টকস্য আদিপর্ব্বণি প্রাপ্তস্য। লোকান্ স্বর্গান্ ॥৮—৯॥

আপনারা ভ্রাতারা সকলেই প্রধান ধনুর্দ্ধর ও বীর; অতএব আপনারা সর্ব্বদা রক্ষা করিতে থাকিলে, আমরাও তীর্থভ্রমণ করিতে পারিব ॥৫॥

রাজা! নরনাথ! আপনার অনুগ্রহে আমরা তীর্থ ও বনভ্রমণের ফল অনায়াসে লাভ করিতে পারিব ॥৬॥

রাজা! আমরা স্বভাবতই নির্ম্মল চিত্ত; সুতরাং আপনার বলে রক্ষিত হইয়া, তীর্থস্নান ও তীর্থদর্শন করিয়া আমরা পাপশূন্য হইতে পারিব ॥৭॥

ভরতনন্দন রাজা! আপনিও তীর্থে স্নান করিয়া—রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাজর্ষি অষ্টক ও লোমপাদ এবং মহাবীর ও সার্ব্বভৌম ভরতের দুর্লভ স্বর্গগুলি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন ॥৮—৯॥

রাজা! আমরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া—প্রভাসপ্রভৃতি তীর্থ, মহেন্দ্র-প্রভৃতি পর্ব্বত, গঙ্গাপ্রভৃতি নদী এবং প্লক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১০॥

(৫) ভবতো ভ্রাতরঃ শূরাঃ—বা ব কা নি। (৯) ভরতস্য দিলীপস্য—পি।

যদি তে ব্রাহ্মণেষ্বস্তি কাচিৎ প্রীতির্জনাধিপ ! ।
কুরু ক্ষিপ্রং বচোঽস্মাকং ততঃ শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে ॥১১॥
তীর্থানি হি মহাবাহো ! তপোবিঘ্নকরৈঃ সদা ।
অনুকীর্ণানি রক্ষোভিস্তেভ্যো নস্ত্রাতুমর্হসি ॥১২॥
তীর্থান্যুক্তানি ধৌম্যেন নারদেন চ ধীমতা ।
যান্যুবাচ চ দেবর্ষির্লোমশঃ সুমহাতপাঃ ॥১৩॥
বিধিবত্তানি সর্ব্বাণি পর্য্যটস্ব নরাধিপ ! ।
ধূতপাপ্মা সহাস্মাভির্লোমশেনাভিপালিতঃ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

স রাজা পূজ্যমানস্তৈর্হর্ষাদশ্রুপরিপ্লুতঃ ।
ভীমসেনাদিভির্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৫॥
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ পাণ্ডবর্ষভঃ ।
লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধৌম্যঞ্চৈব পুরোহিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । প্লক্ষাদীন্ প্লক্ষাপ্লবনাদিতীর্থগতান্ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
যদীতি । বচো বাক্যানুরূপং কার্য্যম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অভিপৎস্যসে লপ্স্যসে ॥১১॥
তীর্থানিতি । অনুকীর্ণানি ব্যাপ্তানি । নঃ অস্মান্ ॥১২॥
তীর্থানীতি । উবাচ গন্তুমাদিদেশ, লোমশেন প্রাক্ তীর্থানামবর্ণনাৎ ॥১৩॥
বিধিবদিতি । ধূতপাপ্মা তীর্থস্নানাদিনা ক্ষপিতপাপো ভবিষ্যসীতি শেষঃ ॥১৪॥

নরনাথ ! আপনার যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা থাকে, তবে সত্বর আমাদের প্রার্থনার অনুরূপ কার্য্য করুন ; তাহা হইলে মঙ্গলই লাভ করিবেন ॥১১॥

মহাবাহু ! তীর্থগুলি তপোবিঘ্নকারি-রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি সেই রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ॥১২॥

জ্ঞানী নারদ ও ধৌম্য তীর্থসমূহের বিষয় বলিয়াছেন ; যে সকল তীর্থে গমন করিবার জন্য পরে মহাতপা দেবর্ষি লোমশ আদেশ করিয়াছেন ॥১৩॥

নরনাথ ! আপনি লোমশকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যথাবিধানে সেই সকল তীর্থে পর্য্যটন করুন ; তাহা হইলে আপনি আমাদের সহিত নিষ্পাপ হইতে পারিবেন ॥১৪॥

* অয়ং পাঠঃ বা ব কা নি নাস্তি ।

ততঃ স পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বশী।
দ্রৌপদ্যা চানবদ্যাঙ্গ্যা গমনায় মনো দধে ॥১৭॥
অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পর্ব্বতনারদৌ।
কাম্যকে পাণ্ডবং দ্রষ্টুং সমাজগ্মুর্মনীষিণঃ ॥১৮॥
তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা পূজাঞ্চক্রে যথাবিধি।
সৎকৃতাস্তে মহাভাগা যুধিষ্ঠিরমথাব্রুবন্ ॥১৯॥
যুধিষ্ঠির! যমৌ! ভীম! মনসা কুরুতার্জ্জবম্।
মনসা কৃতশৌচা বৈ শুদ্ধাস্তীর্থানি যাস্যথ ॥২০॥
শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষং ব্রতম্।
মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অশ্রুপরিপ্লুতো নয়নজলসিক্তগণ্ডঃ। বাঢ়ং যুয়মবশ্যমেবাস্মাভিঃ সহচরীকর্ত্তব্যা ইতি বাচম্। সমনুজ্ঞাপ্য সম্যগনুজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥১৫—১৬॥

তত ইতি। বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। অনবদ্যাঙ্গ্যা অনিন্দ্যাবয়বয়া ॥১৭॥

অথেতি। পর্ব্বতো নাম মুনিবিশেষঃ। মনীষিণো জ্ঞানিনস্তে ত্রয়ঃ ॥১৮॥

তেষামিতি। সৎকৃতাঃ পূজয়া সম্মানিতাঃ, তে ব্যাসাদয়স্ত্রয়ঃ ॥১৯॥

যুধীতি। হে যমৌ নকুলসহদেবৌ!। আর্জ্জবং সারল্যং হিংসাচিন্তাদিত্যাগম্ ॥২০॥

শরীরেতি। শরীরস্য নিয়মম্ অগম্যদেশাগমনাদিকম্, মানুষং ব্রতং প্রাহুঃ। মনসা বিশুদ্ধাং হিংসাচিন্তাদিত্যাগেন নির্ম্মলাং বুদ্ধিঞ্চ, দৈবং ব্রতমাহুঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ গৌরব করিলে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীমপ্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, লোমশ ও ধৌম্যপুরোহিতের অনুমতি লইয়া, সেই সকল ঋষিকে বলিলেন—"অবশ্যই আপনাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইব" ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর মহাত্মা বেদব্যাস, পর্ব্বত ও নারদ—এই জ্ঞানী তিনজন মহর্ষি যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাম্যকবনে আসিলেন ॥১৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিলেন। তৎপরে সেই মহাত্মারা পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে বলিলেন—॥১৯॥

"যুধিষ্ঠির! ভীম! নকুল! সহদেব! তোমরা আপন আপন মনকে নির্ম্মল কর; মন পবিত্র করিয়া শুদ্ধ হইয়া পরে তীর্থে যাইবে ॥২০॥

মনো হ্যদুষ্টং শৌচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ ! ।
মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধাস্তীর্থানি দ্রক্ষ্যথ ॥২২॥
তে যূয়ং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিয়মব্রতৈঃ ।
দৈবং ব্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্স্যথ ॥২৩॥
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্ব্বে মুনিভির্দিব্যমানুষৈঃ ॥২৪॥
লোমশস্যোপসংগৃহ্য পাদৌ দ্বৈপায়নস্য চ ।
নারদস্য চ রাজেন্দ্র ! দেবর্ষেঃ পর্ব্বতস্য চ ॥২৫॥
ধৌম্যেন সহিতা বীরাস্তথা তৈর্বনবাসিভিঃ ।
মার্গশীর্য্যামতীতায়াং পুষ্যেণ প্রযযুস্ততঃ ॥২৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

মন ইতি। হিংসাচিন্তাদিভিরদুষ্টং মন এব শৌচায় পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং শক্তম্ ॥২২॥

ত ইতি। তে যূয়ম্, দৈবং ব্রতং পরানিষ্টচিন্তাত্যাগাদিরূপম্, সমাস্থায় অবলম্ব্য, মানসৈর্দয়াদিভির্ভাবৈঃ, শরীরনিয়মব্রতৈর্নিরামিষৈকভক্তাদিরূপৈশ্চ, শুদ্ধাঃ সন্তঃ, যথোক্তং তীর্থকৃত্যানাং ফলম্, আপ্স্যথ লপ্স্যধ্বে। এতেনান্যেষামপ্যয়মেব নিয়ম উক্তঃ ॥২৩॥

ত ইতি। দিব্যৌ স্বর্গীয়ৌ নারদপর্ব্বতৌ মানুষাশ্চ ব্যাসাদয়স্তৈর্মুনিভিঃ, কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ কৃতযাত্রাকালীনমাঙ্গলিকোপাসনাঃ সন্তঃ। উপসংগৃহ্য প্রণম্যেত্যর্থঃ। মার্গশীর্য্যাম্ অগ্রহায়ণপূর্ণিমায়ামতীতায়াং সত্যাম্, পুষ্যেণ নক্ষত্রেণ। অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তিকৃষ্ণপক্ষতৃতীয়ায়াম্, পূর্ণিমায়াং মৃগশিরসি তৎপরতৃতীয়ায়ামেব পুষ্যনক্ষত্রসম্ভবাৎ, বুধবারে তয়োর্যোগে তু অমৃতযোগলাভাৎ। যাত্রায়ান্তু পুষ্যনক্ষত্রস্য প্রাশস্ত্যম্, "অশ্বিনীমৈত্ররেবত্যো মৃগমূলে পুনর্বসুঃ।

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ দুর্গাণি কণ্টকাদ্যাক্রান্তত্বাৎ, বিষমাণি হিংস্রব্যাঘ্রাদ্যাবৃতত্বাৎ ॥৪—১২॥ অনুকীর্ণানি ব্যাপ্তানি, নোঽস্মান্ ॥১৩—১৯॥ আর্জ্জবমৃজুবুদ্ধিং শ্রদ্ধামিত্যর্থঃ ॥২০—২৬॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, শরীরসংযম মানুষব্রত; আর মনঃসংযম দৈবব্রত ॥২১॥

কেন না, নির্দ্দোষ মনই পবিত্রতা জন্মাইতে সমর্থ; অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রীবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পবিত্র হইয়া পরে তীর্থদর্শন করিবে ॥২২॥

তোমরা পরের অনিষ্টচিন্তাপ্রভৃতি দৈবব্রত অবলম্বন করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি মানসিকভাবে এবং নিরামিষ একাহারাদি শারীরিক নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া, তীর্থে গমন করিলেই তীর্থের যথোক্ত ফল লাভ করিতে পারিবে" ॥২৩॥

"তাহাই হইবে" এইরূপ পাণ্ডবেরা স্বীকার করিলে, তখন স্বর্গীয়মুনি নারদপ্রভৃতি এবং পৃথিবীর মুনি বেদব্যাসপ্রভৃতি তাঁহাদের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলেন।

কঠিনানি সমাদায় চীরাজিনজটাধরাঃ।
অভেদ্যৈঃ কবচৈর্যুক্তাস্তীর্থান্যন্বচরংস্ততঃ ॥২৭॥
ইন্দ্রসেনাদিভির্ভৃত্যৈ রথৈঃ পরিচতুর্দ্দশৈঃ।
মহানসব্যাপৃতৈশ্চ তথান্যৈঃ পরিচারকৈঃ ॥২৮॥
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ।
প্রাঙ্মুখাঃ প্রযযুর্বীরাঃ পাণ্ডবা জনমেজয়! ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা যাত্রায়াঞ্চোত্তমাঃ স্মৃতাঃ ॥" ইতি জ্যোতির্বচনাৎ। অত্রেদমবধেয়ম্—দ্বাদশ বর্ষাণি বনবাসঃ, একং বর্ষঞ্চাজ্ঞাতবাসঃ প্রতিজ্ঞাতঃ; তত্র চ বনবাসবর্ষাণাং পঞ্চবর্ষাতিক্রমঃ প্রাগুক্তঃ, স্থিতানি সপ্ত বর্ষাণি অজ্ঞাতবাসস্য চৈকং বর্ষম্; ততশ্চ কতিপয়মাসাৎ পরং যুদ্ধম্, ততোঽপি চ যুদ্ধজয়াৎ পরং যুধিষ্ঠিরাব্দারম্ভঃ কল্যব্দারম্ভশ্চ। এবঞ্চ যুধিষ্ঠিরাব্দারম্ভাৎ কল্যব্দারম্ভাচ্চ পূর্ব্ববর্ত্তিনি নবমে অব্দে তীর্থযাত্রা আরব্ধেতি ॥২৪—২৬॥

কঠিনানীতি। কঠিনানি সূর্য্যদত্তস্থাল্যাদিস্থালীঃ, "কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াং গুড়স্য চ" ইতি বিশ্বঃ। এতেন "কঠিনানি যষ্টীঃ" ইতি নীলকণ্ঠোক্তং হেয়ম্, প্রমাণাভাবাৎ বহুবচনং স্থাল্যন্তরগ্রহণার্থম্। সমাদায় পাকসৌকর্য্যার্থং গৃহীত্বা। ততঃ কাম্যকবনাৎ, অন্বচরন্ লোমশাদিভিঃ সহ প্রস্থিতবন্তঃ ॥২৭॥

ইন্দ্রেতি। চতুর্দ্দশভ্যঃ পরি অধিকা ইতি পরিচতুর্দ্দশাস্তৈঃ। "সমাসান্তগতানাং বা"

ভারতভাবদীপঃ

কঠিনানি যষ্টীঃ, কাঠীতি মহারাষ্ট্রপ্রসিদ্ধেঃ। অন্যে তু শিক্যানি করণ্ডানি, বেতি ব্যাচখ্যুঃ ॥২৭॥ পরিচতুর্দ্দশৈঃ পঞ্চদশভিঃ চতুর্দ্দশভ্যঃ পরি উপরীতি ব্যুৎপত্তেঃ। সংখ্যয়াব্যয়াসন্নেতি সমাসঃ, বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজিতি ডচ্ ॥২৮—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭॥

তৎপরে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া লোমশ, বেদব্যাস, নারদ ও পর্ব্বতমুনিকে নমস্কার করিয়া, ধৌম্যপুরোহিত ও সেই সকল বনবাসী ব্রাহ্মণের সহিত অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমা অতীত হইলে পুষ্যানক্ষত্রে কাম্যকবন হইতে যাত্রা করিলেন ॥২৪—২৬॥

তাঁহারা কৌপীন, কৃষ্ণাজিন ও জটা ধারণ করিয়া, সূর্য্যদত্ত স্থালীপ্রভৃতি লইয়া, অভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া, কাম্যকবন হইতে তীর্থে রওনা হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মহারাজ জনমেজয়! ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দ্দশাধিক রথ, রন্ধন-

---

* '…ত্রিনবতিতমঃ…'—বা ব বা পি, '…একনবতিতমঃ…'—নি।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বৈ নির্গুণমাত্মানং মন্যে দেবর্ষিসত্তম !।
তথাস্মি দুঃখসন্তপ্তো যথা নান্যো মহীপতিঃ ॥১॥
পরাংশ্চ নির্গুণান্ মন্যে ন চ ধর্ম্মরতানপি।
তে চ লোমশ ! লোকেঽস্মিন্নৃধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২॥

লোমশ উবাচ।

নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ ! কার্য্যং পার্থ ! কথঞ্চন।
যদধর্ম্মেণ বর্দ্ধেয়ুরধর্ম্মরুচয়ো জনাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ইত্যাদিনা অদন্তত্বম্। মহানসব্যাপৃতৈঃ পাকস্থানাধিকৃতৈঃ পুরুষৈঃ, অন্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ সহ। বদ্ধনিস্ত্রিংশাঃ কটিবদ্ধকৃপাণাঃ। সমার্গণাঃ সবানাঃ ॥২৮—২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

নেতি। নির্গুণং ধর্ম্মশৌর্য্যাদিগুণহীনম্। তথাপি তথা দুঃখসন্তপ্তঃ অস্মি, যথা অন্যো মহীপতির্ন। অত্র গুণসত্ত্বে তৎফলসুখাসত্ত্বম্, দোষাসত্ত্বে চ তৎফলদুঃখসত্ত্বমিত্যন্বয়ব্যতিরেকোভয়-ব্যভিচার এব প্রশ্নবিষয় ইত্যাশয়ঃ। এবং পরত্রাপি ॥১॥

পরানিতি। পরান্ শত্রূন্ দুর্য্যোধনাদীন্। ঋধ্যন্তে বর্দ্ধন্তে ॥২॥

শালায় নিযুক্ত লোকসমূহ এবং অন্যান্য পরিচারকদের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর পাণ্ডবেরা কটীদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া, অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র লইয়া, বাণপূর্ণ তূণ ধারণ করিয়া, পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন" ॥২৮—২৯॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ লোমশ ! আমি নিজেকে নির্গুণ মনে করি না; তথাপি অন্য রাজা যেরূপ দুঃখভোগ করেন না, আমি সেইরূপ দুঃখভোগ করিতেছি ! ॥১॥

আবার শত্রুগণকে নির্গুণ বলিয়াই মনে করি এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মে নিরত বলিয়াও ধারণা করিতে পারি না; তথাপি তাহারা কি কারণে এই জগতে উন্নতি লাভ করিতেছে !" ॥২॥

বর্দ্ধত্যধর্ম্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥৪॥
ময়া হি দৃষ্টা দৈতেয়া দানবাশ্চ মহীপতে!।
বর্দ্ধমানা হ্যধর্ম্মেণ ক্ষয়ঞ্চোপগতাঃ পুনঃ ॥৫॥
পুরা দেবযুগে চৈব দৃষ্টং সর্ব্বং ময়া বিভো!।
অরোচয়ন্ সুরা ধর্ম্মং ধর্ম্মং তত্যজিরেঽসুরাঃ ॥৬॥
তীর্থানি দেবা বিবশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ।
তানধর্ম্মকৃতো দর্পঃ পূর্ব্বমেব সমাবিশৎ ॥৭॥
দর্পাম্মানঃ সমভবন্মানাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত।
ক্রোধাদহ্রীস্ততোঽলজ্জা বৃত্তং তেষাং ততোঽনশৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অধর্ম্মরুচয়ঃ পাপপ্রবৃত্তয়ঃ ॥৩॥

বর্দ্ধতীতি। সপত্নান্ শত্রূন্। মূলং বংশস্থিতিহেতুঃ পুত্রাদিস্তৎসহিতঃ সমূলঃ। অত্র প্রাক্তন-কর্ম্মবশাদ্বৃদ্ধিঃ, ঐহিককর্ম্মবশাচ্চ পরং সমূলধ্বংস ইতি ভাবঃ ॥৪॥

উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ—ময়েতি। হিশব্দোঽবধারণে, ময়ৈবেত্যর্থঃ ॥৫॥

পুরেতি। দেবযুগে সত্যযুগে। অরোচয়ন্ প্রবৃত্ত্যা গ্রহীতুমৈচ্ছন্ ॥৬॥

তীর্থানীতি। অধর্ম্মকৃতঃ পাপসম্পাদিতঃ, অন্যূনতীর্থত্রয়কৃত্যস্য নিত্যত্বাৎ তদকরণে প্রত্যবায়োদয়স্যাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। দর্পঃ বয়ং শ্রেষ্ঠা ইতি গর্ব্বঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বা ইতি। নির্গুণমুত্তমগুণহীনম্ ॥১॥ পরান্ শত্রূন্ ॥২—৩॥ সমূলঃ পুত্রপৌত্রাদিবংশ-বৃদ্ধিমূলং তৎসহিতঃ ॥৪—৬॥ বিবিশুঃ স্নানার্থমিতি শেষঃ। অধর্ম্মস্তীর্থযাত্রা-ঽপ্রবেশজস্তৎকর্ত্তৄন্ অধর্ম্মকৃতঃ। অধর্ম্মেণ কৃত উৎপাদিতো বা দর্পো গর্ব্বঃ, ততো মানঃ

লোমশ বলিলেন—"পৃথানন্দন রাজা! পাপপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা যে পাপেই বৃদ্ধি পায়, এ বিষয়ে তুমি কোনপ্রকার দুঃখ করিও না ॥৩॥

কারণ, মানুষ প্রথমে পাপে বৃদ্ধি পায়, তাহার পর নানাবিধ মঙ্গল দেখিতে থাকে, তৎপরে শত্রু জয় করে, তদনন্তর সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪॥

রাজা! আমিই দেখিয়াছি—দৈত্যেরা ও দানবেরা পাপে বৃদ্ধি পাইয়া, আবার ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে ॥৫॥

রাজা! আমি সত্যযুগে সমস্তই দেখিয়াছিলাম—দেবতারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর অসুরেরা সেইভাবে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল ॥৬॥

ভরতনন্দন! দেবতারা সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিয়াছিলেন; আর অসুরেরা কোন তীর্থেই গিয়াছিল না; সেই পাপে প্রথমেই তাহাদের দর্প জন্মিয়াছিল ॥৭॥

তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্।
ক্ষমা লক্ষ্মীশ্চ ধর্ম্মশ্চ নচিরাৎ প্রজহুস্ততঃ ॥৯॥
লক্ষ্মীস্তু দেবানগমদলক্ষ্মীরসুরান্ নৃপ !।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতসঃ ॥১০॥
দৈতেয়ান্ দানবাংশ্চৈব কলিরপ্যাবিশত্ততঃ।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১॥
দর্পাভিভূতান্ কৌন্তেয়! ক্রিয়াহীনানচেতসঃ।
মানাভিভূতানচিরাদ্বিনাশঃ সমপদ্যত ॥১২॥ (বিশেষকম্)
নির্যশস্কাস্তথা দৈত্যাঃ কৃৎস্নশো বিলয়ং গতাঃ।
অধর্ম্মরুচয়ো রাজন্নলক্ষ্ম্যা সমধিষ্ঠিতাঃ ॥১৩॥
দেবাস্তু সাগরাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
অভ্যগচ্ছন্ ধর্ম্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দর্পাদিতি। মান আত্মনি পূজ্যত্ববুদ্ধিঃ। মানাৎ মানব্যাঘাতাৎ। অহ্রীঃ অকোমলতা। অলজ্জা নিন্দ্যেঽপি কর্ত্তব্যত্ববুদ্ধিঃ। বৃত্তং চরিত্রম্ ॥৮॥

তানিতি। গতহ্রীকান্ বিনষ্টকোমলভাবান্, হীনবৃত্তান্ ত্যক্তচরিত্রান্ ॥৯॥

লক্ষ্মীরিতি। দর্পোপহতচেতসঃ গর্ব্বেণ নাশিতকর্ত্তব্যবুদ্ধীন্। আবিশৎ অধিষ্ঠিতবান্। হতান্ হতসদ্বৃত্তীন্। সমপদ্যত সমাশ্রয়ৎ ॥১০—১২॥

নিরিতি। তথা তাদৃশৈরপকর্ম্মভিঃ, নির্যশস্কা লোকে নিন্দিতাঃ সন্তঃ ॥১৩॥

দর্প হইতে তাহাদের মান আসিয়াছিল, মান হইতে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, ক্রোধ হইতে উগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে নির্লজ্জতা দেখা দিয়াছিল এবং তাহা হইতেই চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল ॥৮॥

তাহারা নির্লজ্জ, উগ্রস্বভাব, হীনচরিত্র ও নিষ্ফলনিয়ম হইয়া পড়িলে, তৎপরে অচিরকালমধ্যে তাহাদিগকে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন ॥৯॥

লক্ষ্মী দেবগণের পক্ষে গেলেন ; আর অলক্ষ্মী অসুরদিগের পক্ষ লইলেন। এই-ভাবে অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট এবং দর্পনষ্টবুদ্ধি সেই দৈত্যগণ ও দানবগণের ঘাড়ে আসিয়া কলি (শয়তান) অধিষ্ঠিত হইল। কুন্তীনন্দন! তাহার পর অচিরকালমধ্যেই সেই অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট, কলিকর্ত্তৃক হতচরিত্র, দর্পাভিভূত, সৎকার্য্যশূন্য, মানাক্রান্ত এবং অচেতনপ্রায় অসুরগণের বিনাশ উপস্থিত হইল ॥১০—১২॥

ক্রমে পাপপ্রবৃত্তি ও অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অসুরেরা সেইভাবে জগতে নিন্দিত হইয়া সকলেই লয় পাইয়া গেল ॥১৩॥

তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈরাশীর্ব্বাদৈশ্চ পাণ্ডব !।
প্রজহুঃ সর্ব্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে ॥১৫॥
এবমাদানবন্তশ্চ নিরাদানাশ্চ সর্ব্বশঃ।
তীর্থান্যগচ্ছন্ বিবুধাস্তেনাপুর্ভূতিমুত্তমাম্ ॥১৬॥
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র ! স্নাত্বা তীর্থেষু সানুজঃ।
পুনর্বেৎস্যসি তাং লক্ষ্মীমেষ পন্থাঃ সনাতনঃ ॥১৭॥
যথৈব হি নৃগো রাজা শিবিরৌশীনরো যথা।
ভগীরথো বসুমনা গয়ঃ পূরুঃ পুরূরবাঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি। অত্র পুণ্যানীতি যথাসম্ভবলিঙ্গবিপরিণামেন সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ॥১৪॥

তপোভিরিতি। তপোভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। প্রতিপেদিরে লেভিরে ॥১৫॥

এবমিতি। আদানবন্তো বৈধকর্ম্মগ্রহণবন্তঃ, নিরাদানা নিষিদ্ধকর্ম্মাগ্রহণকারিণঃ, সর্ব্বশঃ সর্ব্বথা। বিবুধা দেবাঃ, আপুর্লেভিরে, ভূতিমৈশ্বর্য্যম্ ॥১৬॥

তথেতি। বেৎস্যসি লপ্স্যসে। লাভার্থস্য বিদেঃ প্রয়োগোঽয়ম্ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পূজ্যোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ ॥৭॥ ততঃ পূজায়া অলাভে প্রতিঘাতে বা ক্রোধঃ, ততঃ অহ্রীঃ অকার্য্যে প্রবৃত্তিঃ, ততঃ অলজ্জা লজ্জা নিন্দ্যতাদোষাস্তয়ং তস্য নাশঃ ॥৮॥ নচিরাৎ শীঘ্রমেব ॥৯—১৪॥ আদানবন্ত আর্জ্জবাদিনিয়মগ্রহণবন্তঃ, নিরাদানা অপ্রতিবদ্ধাঃ, সর্ব্বশঃ দেবাদিভিরপি ॥১৫—১৬॥ বেৎস্যসি লপ্স্যসে ॥১৭—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

কিন্তু ধর্ম্মশীল দেবতারা সমুদ্র, নদী, সরোবর ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহে গমন করিলেন ॥১৪॥

এবং তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বাদলাভ দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং উত্তম পুণ্য লাভ করিলেন ॥১৫॥

এইভাবে সর্ব্বপ্রকারে বৈধকর্ম্মের গ্রহণ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগকারী দেবতারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ তুমিও ভ্রাতাদের সহিত তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় সেই সম্পদ লাভ করিবে। কারণ, ইহাই সনাতন পদ্ধতি ॥১৭॥

নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ ! নৃগ, উশীনরপুত্র শিবি, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পূরু,

---

(১৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

চরমাণাস্তপো নিত্যং স্পর্শনাদম্ভসশ্চ তে।
তীর্থাভিগমনাৎ পূতা দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৯॥
অলভন্ত যশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাংপতে!।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র! লব্ধা সুবিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥২০॥ (বিশেষকম্)
যথা চেক্ষ্বাকুরভবৎ সপুত্রধনবান্ধবঃ।
মুচুকুন্দোঽথ মান্ধাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ ॥২১॥
কীর্ত্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ।
দেবর্ষয়শ্চ কাৎস্ন্যেন তথা ত্বমপি বেৎস্যসি ॥২২॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বধর্ম্মেণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ।
নচিরাদ্বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দৈত্যা ইব ন শংসয়ঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যথেতি। ঔশীনর উশীনরপুত্রঃ শিবিঃ। অম্ভসস্তীর্থজলস্য। পুণ্যং যশঃ পুণ্যজন্যাং সুখ্যাতিম্। লব্ধা ভবিষ্যসি, তৃন্প্রত্যয়ান্তত্বাৎ কর্ম্মণি দ্বিতীয়ৈব ॥১৮—২০॥

যথেতি। তথা ত্বমপি সপুত্রধনবান্ধবো ভবিষ্যসীতি শেষঃ ॥২১॥

কীর্ত্তিমিতি। অবিন্দন্ত অলভন্ত। কাৎস্ন্যেন সাকল্যেন। বেৎস্যসি লপ্স্যসে ॥২২॥

ধার্ত্তেতি। মোহেন অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধ্যা, বশীকৃতাঃ সমাবিষ্টাঃ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং পুরূরবা—এই সকল রাজা যেমন সর্ব্বদা তপস্যা করিতে থাকিয়া এবং তীর্থগমন, তীর্থজলস্পর্শ ও মহাত্মাদিগের দর্শন করিয়া, পবিত্র হইয়া, পুণ্যযশ ও ধনলাভ করিয়াছিলেন, তেমন তুমিও অতিবিপুল সম্পদ লাভ করিবে ॥১৮—২০॥

এবং ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্তরাজা যেমন পুত্র, ধন ও বন্ধুসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই হইবে ॥২১॥

আর, দেবতারা ও ঋষিরা যেমন তপস্যার বলে পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিবে ॥২২॥

কিন্তু পাপ ও মোহের বশীভূত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অচিরকালমধ্যেই অসুরগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥২৩॥

---

(২০)…'লব্ধা'…ইতি ক্বাস্তঃ পাঠঃ—বা কা পি নি। (২১)…সপুত্রজনবান্ধবঃ—বা ব কা পি। * '…চতুর্নবতিতমঃ…'—বা ব কা পি, '…দ্বিনবতিতমঃ…'—নি।

ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে তথা সহিতা বীরা বসন্তস্তত্র তত্র হ ।
ক্রমেণ পৃথিবীপাল ! নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১॥
ততস্তীর্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাণ্ডবা নৃপ ! ।
কৃতাভিষেকাঃ প্রদদুর্গাশ্চ বিত্তঞ্চ ভারত ! ॥২॥
তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রাংস্তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
কন্যাতীর্থেঽশ্বতীর্থে চ গবাং তীর্থে চ ভারত ! ॥৩॥
কালকোট্যাং বিষপ্রস্থে গিরাবুষ্য চ পাণ্ডবাঃ ।
বাহুদায়াং মহীপাল ! চক্রুঃ সর্ব্বেঽভিষেচনম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
প্রয়াগে দেবযজনে দেবানাং পৃথিবীপতে ! ।
ঊষুরাপ্লুত্য গাত্রাণি তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ, বসন্তো বিশ্রামায় অবতিষ্ঠমানাঃ সন্তঃ ॥১॥
তত ইতি । তীর্থেষু ঘট্টেষু, গোমত্যা নদ্যাঃ । কৃতাভিষেকাঃ কৃতস্নানাঃ ॥২॥
তত্রেতি । বিপ্রতর্পণং ধনদানেন । উষ্য বাসং কৃত্বা । বাহুদায়াং নদ্যাম্ ॥৩—৪॥
প্রয়াগ ইতি । দেবা ইজ্যন্তে অস্মিন্নিতি দেবযজনম্ । আপ্লুত্য মজ্জয়িত্বা ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! বীর পাণ্ডবগণ সেইভাবে সম্মিলিত থাকিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবেরা গোমতীনদীর পবিত্র তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া বহুতর গরু ও ধন দান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন রাজা ! পাণ্ডবেরা সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া এবং বার বার ধনদানে ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটীতীর্থ ও বিষপ্রস্থপর্ব্বতে বাস করিয়া বাহুদানদীতে সকলেই স্নান করিলেন ॥৩—৪॥

রাজা ! তৎপরে তাঁহারা দেবগণের যজ্ঞস্থান প্রয়াগে স্নান করিয়া বাস করিলেন এবং উত্তম তপস্যা করিলেন ॥৫॥

(১)…পৃথিবীপালাঃ—পি । (৪)…গিরাবুষ্য চ কৌরবাঃ—বা ব কা নি ।

গঙ্গাযমুনয়োশ্চাপি সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ।
বিপাপ্মানো মহাত্মানো বিপ্রেভ্যঃ প্রদদুর্বসু ॥৬॥
তপস্বিজনজুষ্টাঞ্চ ততো বেদীং প্রজাপতেঃ।
জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্! ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত! ॥৭॥
তত্র তে ন্যবসন্ বীরাস্তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্।
সন্তর্পয়ন্তঃ সততং বন্যেন হবিষা দ্বিজান্ ॥৮॥
ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্।
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে! ॥৯॥
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী।
বানীরমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ॥১০॥
পরিতশ্চিত্রকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্।
ঋষিজুষ্টং সুপুণ্যঞ্চ তীর্থং পুণ্যসরোত্তমম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

গঙ্গেতি। সত্যসঙ্গরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞাঃ, বিপাপ্মানঃ স্নানেন নিষ্পাপাঃ। বসু ধনম্ ॥৬॥

তপস্বীতি। তপস্বিজনৈর্জুষ্টাং সেবিতাম্, বেদীং নাম তীর্থম্ ॥৭॥

তত্রেতি। হবিষা ফলমূলাদিনা দ্বিজানামগ্নিরূপত্বেন তদ্ভক্ষ্যস্যাপি হবীরূপত্বম্ ॥৮॥

তত ইতি। অভিসংস্কৃতং যজ্ঞানুষ্ঠানেন পবিত্রীকৃতম্। গয়েন তন্নাম্না ॥৯॥

নগ ইতি। নগঃ পর্ব্বতঃ, গয়শিরো নাম। মহানদী নাম। বানীরো বেতসঃ ॥১০॥

পরিত ইতি। পরিতঃ সর্ব্বতঃ চিত্রা নানাবিধাঃ কূটা গৃহাণি যস্য তৎ, "কূটঃ কোটে ঘটে গেহে" ইত্যাদি বিশ্বঃ। ধরণীধরং নাম। পুণ্যসরোত্তমমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥১১॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা পাণ্ডবেরা গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন রাজা! তাহার পর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া তপস্বিসেবিত ব্রহ্মবেদীতে গমন করিলেন ॥৭॥

সেখানে সেই বীর পাণ্ডবগণ বন্য ফল-মূলপ্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিয়া বাস ও উত্তম তপস্যা করিলেন ॥৮॥

অসাধারণপ্রতাপসম্পন্ন রাজা! তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মচারী রাজর্ষি গয় যজ্ঞ করিয়া যাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতে পাণ্ডবেরা গমন করিলেন ॥৯॥

যেখানে 'গয়শির'-নামে পর্ব্বত এবং বেতসযুক্তা, পুলিনশোভিতা ও স্বভাবমনোহরা 'মহানদী'-নামে নদী আছে ॥১০॥

---

(১১) পবিত্রং চিত্রকূটঞ্চ—বা ব কা নি।

অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি।
উবাস চ স্বয়ং যত্র ধর্ম্মরাজঃ সনাতনঃ ॥১২॥
সর্ব্বাসাং সরিতাঞ্চৈব সমুদ্ভেদো বিশাংপতে!।
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥১৩॥
তত্র তে পাণ্ডবা বীরাশ্চাতুর্মাস্যৈস্তদেজিরে।
ঋষিযজ্ঞেন মহতা যত্রাক্ষয়বটো মহান্ ॥১৪॥
অক্ষয়ে দেবযজনে অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্।
তে তু তত্রোপবাসাংস্তু চক্রুর্নিশ্চিতমানসাঃ ॥১৫॥
ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্মুস্তপোধনাঃ।
চাতুর্মাস্যেনাযজন্ত আর্ষেণ বিধিনা তদা ॥১৬॥
তত্র বিদ্যাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
কথাং প্রচক্রিরে পুণ্যাং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অগস্ত্য ইতি। বৈবস্বতং যমম্। ধর্ম্মরাজো যমঃ ॥১২॥
সর্ব্বাসামিতি। সমুদ্ভেদঃ প্রভাবেণাবির্ভাবঃ স্বস্বস্নানফলজনকতেত্যর্থঃ ॥১৩॥
তত্রেতি। চাতুর্মাস্যৈর্ব্রতৈঃ, মহতা ঋষিযজ্ঞেন চ ঈজিরে দেবান্ পূজিতবন্তঃ ॥১৪॥
অক্ষয় ইতি। দেবা ইজ্যন্তে যস্মিন্ তত্র, অক্ষয়ে অক্ষয়বটসন্নিধানে ॥১৫॥
ব্রাহ্মণা ইতি। চাতুর্মাস্যেন চতুর্মাসব্যাপিনা, আর্ষেণ ঋষিবিহিতেন ॥১৬॥

এবং অতিশয় পুণ্যজনক, ঋষিসেবিত ও পবিত্র 'ধরণীধর'-নামে একটী উত্তম সরোবর আছে; তাহার সকল দিকে নানাবিধ গৃহ রহিয়াছে ॥১১॥

যেখানে সনাতন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে ভগবান্ অগস্ত্যমুনি গিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ! সেখানে সমস্ত নদীরই (প্রভাব প্রকাশদ্বারা) অধিষ্ঠান আছে এবং পিনাকধারী মহাদেব সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন ॥১৩॥

সেই তীর্থে যেখানে অক্ষয়বট রহিয়াছে, তাহার নিকটে বীর পাণ্ডবগণ চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও বৃহৎ ঋষিযজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিলেন ॥১৪॥

এবং দেবগণের যজ্ঞস্থান যে অক্ষয়বটের নিকটে কর্ম্মমাত্রেই অক্ষয় ফল হয়, সেইখানে তাঁহারা স্থিরচিত্ত হইয়া উপবাস করিলেন ॥১৫॥

তখন সেখানে শত শত তপস্বী ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন এবং তাঁহারা ঋষিবিহিত বিধানে চতুর্ম্মাসব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

এবং তখন বিদ্যাবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদের সভায় থাকিয়া পুণ্য উপাখ্যান সকল বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তত্র বিদ্যাব্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ।
শমঠোঽকথয়দ্রাজন্নামূর্ত্তরয়সং গয়ম্ ॥১৮॥

শমঠ উবাচ।

অমূর্ত্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ।
পুণ্যানি তস্য কর্ম্মাণি তানি মে শৃণু ভারত! ॥১৯॥
যস্য যজ্ঞো বভূবেহ বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ।
যত্রান্নপর্ব্বতা রাজন্! শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২০॥
ঘৃতকুল্যাশ্চ দধ্নশ্চ নদ্যো বহুশতাস্তথা।
ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহার্হাণাং সহস্রশঃ ॥২১॥
অহন্যহনি চাপ্যেতদ্ যাচতাং সম্প্রদীয়তে।
অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্! ভুঞ্জতেঽন্নং সুসংস্কৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। কথামাখ্যানম্। সদসিস্থা ইতি "বা তু বনেচরাদৌ" ইতি সপ্তম্যা অলুক্ ॥১৭॥
তত্রেতি। বিদ্যাব্রতাভ্যাং স্নাতঃ শোধিতচিত্তদেহঃ। আমূর্ত্তরয়সম্ অমূর্ত্তরয়সঃ পুত্রম্ ॥১৮॥
অমূর্ত্তেতি। অমূর্ত্তরয়া নাম কশ্চিদ্রাজা তস্য। গয়ো নাম ॥১৯॥
যস্যেতি। বহূনি অন্নানি যত্র সঃ, বহবো দক্ষিণা যত্র স চ ॥২০॥
ঘৃতেতি। ঘৃতস্য কুল্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ কৃত্রিমাঃ সরিতঃ। মহার্হাণাং মহামূল্যানাম্ ॥২১॥
অহনীতি। এতদ্ঘৃতাদিকম্। সম্প্রদীয়তে ভুঞ্জতে ইত্যুভয়ত্রাপি স্মশব্দাধ্যাহারঃ ॥২২॥

রাজা! তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা ও অনুশীলনে পরম পবিত্র এবং কৌমার-ব্রতাবলম্বী 'শমঠ'-নামে এক ব্রাহ্মণ অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়ের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শমঠ বলিলেন—"অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; ভরতনন্দন! আপনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মগুলি আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥১৯॥

রাজা! এইখানেই যাঁহার যজ্ঞ হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণা বিতরণ করা হইয়াছিল; আর সেই যজ্ঞে শত শত ও সহস্র সহস্র অন্নপর্ব্বত হইয়াছিল ॥২০॥

এবং বহু শত ঘৃতের হ্রদ, দধির নদী ও সহস্র সহস্র মহামূল্য ব্যঞ্জনের প্রবাহ হইয়াছিল ॥২১॥

রাজা! যে কেহ আসিয়া প্রার্থনা করিলেই তাহাকে এই সকল বস্তু দেওয়া হইত; তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ও অন্যান্য লোকেরা প্রত্যহই সুপক্ক অন্ন ভোজন করিতেন ॥২২॥

তত্রৈব দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দিবং গতঃ।
ন চ প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মশব্দেন ভারত! ॥২৩॥
পুণ্যেন চরতা রাজন্! ভূর্দিশঃ খং নভস্তথা।
আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদপ্যাসীন্মহাদ্ভুতম্ ॥২৪॥
তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ!।
অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে সুবর্চ্চসঃ ॥২৫॥
গয়স্য যজ্ঞে কে ত্বদ্য প্রাণিনো ভোক্তুমীপ্সবঃ।
তত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্ব্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২৬॥
ন তৎ পূর্ব্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
গয়ো যদকরোদ্‌যজ্ঞে রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥২৭॥
কথং নু দেবা হবিষা গয়েন পরিতোষিতাঃ।
পুনঃ শক্ষ্যন্ত্যুপাদাতুমন্যৈর্দত্তানি কানিচিৎ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। ব্রহ্মঘোষো বেদধ্বনিঃ, "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" ইত্যমরঃ ॥২৩॥
পুণ্যেনেতি। খং স্বর্গঃ, নভ আকাশম্। শব্দেন জয়ধ্বনিনা ॥২৪॥
তত্রেতি। সুবর্চ্চসঃ অতিতেজসো গয়স্য শুভৈরন্নপানৈস্তৃপ্তা মনুষ্যাঃ ॥২৫॥
গয়স্যেতি। ঈপ্সব ইচ্ছবঃ সন্তি, তে আগচ্ছন্ত্বিতি শেষঃ ॥২৬॥
নেতি। পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ, অপরে পরবর্ত্তিনঃ। অমিতদ্যুতিরতুলপ্রতাপঃ ॥২৭॥
কথমিতি। হবিষা ঘৃতাদিনা। দত্তানি হবীংষি ॥২৮॥

ভরতনন্দন! সেই যজ্ঞেই দক্ষিণাদানের সময়ে বেদধ্বনি উঠিয়া আকাশে গিয়াছিল; সুতরাং সেই বেদধ্বনিতে অন্য কিছুই শুনা যায় নাই ॥২৩॥

রাজা! পবিত্র জয়ধ্বনি উঠিয়া ভূলোক, স্বর্গলোক, আকাশ ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিয়াছিল; তাহাও অত্যন্ত অদ্ভুতই হইয়াছিল ॥২৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা গয়রাজার সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট অন্ন-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষেরা দেশে দেশে এই সকল গাথা গাহিয়াছিল—॥২৫॥

'গয়রাজার যজ্ঞে কোন্ কোন্ প্রাণী ভোজন করিতে ইচ্ছা কর, (তাহারা আইস); এখনও সেখানে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের পঁচিশটী পাহাড় রহিয়াছে ॥২৬॥

পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা তাহা করিতে পারেন নাই, পরবর্ত্তী লোকেরাও করিতে পারিবেন না, যাহা অমিতপ্রতাপ রাজর্ষি গয় করিলেন ॥২৭॥

হবির্দ্বারা গয়কর্ত্তৃক পরিতর্পিত দেবতারা অন্যপ্রদত্ত কিঞ্চিন্মাত্র হবিও কি করিয়া আবার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ॥২৮॥

সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ।
তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥২৯॥
এবংবিধাঃ সুবহবস্তস্য যজ্ঞা মহীপতেঃ।
বভূবুরস্য সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন! ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং গয়যজ্ঞকথনে ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

সিকতা ইতি। সিকতা বালুকাঃ। কেনচিদপি গণয়িতুং ন শক্যাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

এবমিতি। তস্য গয়স্য। অস্য প্রাগ্‌বর্ণিতস্য ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

তে তথেতি ॥১—৯॥ বানীরমালিনী বেত্রপঙ্‌ক্তিযুক্তা ॥১০—২২॥ ব্রহ্মশব্দেন বেদধ্বনিনা ॥২৩—২৮॥ সিকতাদিবদ্‌যজ্ঞে দক্ষিণা ন গণয়িতুং শক্যা ইত্যন্বয়ঃ ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯॥

—:*:—

ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের বৃষ্টিধারা যেমন সংখ্যা করিতে পারা যায় না, তেমন গয়রাজার যজ্ঞের দক্ষিণাও কেহ সংখ্যা করিতে পারে নাই' ॥২৯॥

কুরুনন্দন! এই সরোবরের নিকটে গয়রাজার এইরূপ বহুতর যজ্ঞ হইয়াছিল” ॥৩০॥

—:*:—

* '·পঞ্চনবতিতমঃ···' —বা ব কা পি, '···ত্রিনবতিতমঃ···'—নি।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংপ্রস্থিতো রাজা কৌন্তেয়ো ভূরিদক্ষিণঃ ।
অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য দুর্জ্জয়ায়ামুবাস হ ॥১॥
তত্রৈব লোমশং রাজা পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ ।
অগস্ত্যেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ ॥২॥
আসীদ্বা কিংপ্রভাবশ্চ স দৈত্যো মানবান্তকঃ ।
কিমর্থঞ্চোদিতো মন্যুরগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

ইল্বলো নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন ! ।
মণিমত্যাং পুরি পুরা বাতাপিস্তস্য চানুজঃ ॥৪॥
স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ ।
পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দুর্জ্জয়ায়াং পরিখাপ্রাচীরাদিমত্বাদিতি ভাবঃ। নাম তু তস্যা মণিমতীতি ॥১॥
তত্রেতি। উপশামিতো বিনাশিতঃ। অমস্তত্বেঽপি দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥২॥
আসীদিতি। কঃ কীদৃশঃ প্রভাবো যস্য স কিংপ্রভাবঃ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৩॥
ইল্বল ইতি। মণিমত্যাং তদাখ্যায়াম্। বাতাপির্নাম ॥৪॥
স ইতি। স ইল্বলঃ। প্রযচ্ছতু, আত্মনস্তপোবলাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া, দুর্জ্জয় মণিমতী-পুরীতে অবস্থান করিলেন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সে স্থানে থাকিয়াই লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহর্ষি অগস্ত্য কি কারণে এখানে বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? ॥২॥

মানুষহন্তা সেই দৈত্যের প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল ? মহাত্মা অগস্ত্যেরই বা কি জন্য ক্রোধ জন্মিয়াছিল ?" ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—"কৌরবনন্দন ! পূর্ব্বকালে এই মণিমতীপুরীতে 'ইল্বল'-নামে এক দৈত্য ছিল ; বাতাপি ছিল—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥৪॥

তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্ ।
চুক্রোধ সোঽসুরস্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্ ॥৬॥
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র ! ইল্বলো ব্রহ্মহাঽসুরঃ ।
মন্যুমান্ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হ্যকরোত্ততঃ ॥৭॥
মেষরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণাৎ ।
সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮॥
স চাহ্বয়তি যং বাচা গতং বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
স পুনর্দেহমাস্থায় জীবন্ সংপ্রত্যদৃশ্যত ॥৯॥
ততো বাতাপিমসুরং ছাগং কৃত্বা সুসংস্কৃতম্ ।
তং ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা পুনরেব সমাহ্বয়ৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি। বাসবসম্মিতমিন্দ্রতুল্যম্। তস্য ব্রাহ্মণস্য উপরি ॥৬॥

তত ইতি। ব্রহ্মহা ব্রহ্মঘ্নঃ সন্, তদ্ব্রাহ্মণং প্রতি ক্রোধেন ব্রাহ্মণজাত্যামেব ক্রোধাৎ ॥৭॥

মেষেতি। কামরূপী বাতাপিশ্চ, ক্ষণাদেব, মেষরূপী চকারাচ্ছাগরূপী চাভবৎ। ভোক্তুরিচ্ছয়া তাদৃশো রূপবিকল্প ইতি ভাবঃ। ততশ্চেল্বলঃ সংস্কৃত্য ছাগরূপিণং বাতাপিং ছিত্বা পক্ত্বা চ বিপ্রং ভোজয়তি স্ম, ততোঽপি চ তং জিঘাংসতি হন্তুমিচ্ছতি স্ম ॥৮॥

কেন ভাবেন জিঘাংসতীত্যাকাঙ্ক্ষানিরাসমুখেন ইল্বলপ্রভাবমাহ স ইতি। স ইল্বলশ্চ, বৈবস্বত ক্ষয়ং যমালয়ং গতং যং জনং বাচা আহ্বয়তি স্ম, স জনঃ পুনর্দেহম্, আস্থায় ধৃত্বা জীবন্ উপস্থিতঃ সংপ্রত্যদৃশ্যত লোকৈঃ। অনির্ব্বচনীয়ঃ খল্বয়ং মায়াপ্রভাবঃ ॥৯॥

তত ইতি। ছাগং ছাগীভূতম্। সুসংস্কৃতং কৃত্বা ছিন্নং পক্বঞ্চ বিধায় ॥১০॥

একদা সেই ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিল—"ভগবন্! আপনি আমাকে ইন্দ্রতুল্য একটী পুত্র দান করুন" ॥৫॥

কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ইল্বলকে ইন্দ্রতুল্য পুত্র দান করিলেন না ; তাহাতেই ইল্বল সেই ব্রাহ্মণের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥৬॥

এবং তদবধিই মায়াবী ইল্বল ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ ও ব্রাহ্মণহন্তা হইয়া (মায়াপ্রভাবে) ভ্রাতা বাতাপিকে ছাগল করিতে লাগিল ॥৭॥

কামরূপী বাতাপিও তৎক্ষণাৎ ভোক্তার ইচ্ছানুসারে কখনও ছাগরূপী এবং কখনও মেষরূপী হইত ; তাহার পর ইল্বল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত। এইভাবে সে, ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিত ॥৮॥

ইল্বল যে কোন মৃত ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা আহ্বান করিত ; সেই ব্যক্তিই আবার দেহধারণপূর্ব্বক জীবিত হইয়া আসিত ; ইহা দেখা যাইত ॥৯॥

তামিল্বলেন মহতা স্বরেণ বাচমীরিতাম্।
শ্রুত্বাতিমায়ো বলবান্ ক্ষিপ্রং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১॥
তস্য পার্শ্বং বিনির্ভিদ্য ব্রাহ্মণস্য মহাসুরঃ।
বাতাপিঃ প্রহসন্ রাজন্! নিশ্চক্রাম বিশাংপতে! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
এবং স ব্রাহ্মণান্ রাজন্! ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
হিংসয়ামাস দৈতেয় ইল্বলো দুষ্টচেতনঃ ॥১৩॥
অগস্ত্যশ্চাপি ভগবানেতস্মিন্ কাল এব তু।
পিতৄন্ দদর্শ গর্ত্তে বৈ লম্বমানানধোমুখান্ ॥১৪॥
সোঽপৃচ্ছল্লম্বমানাংস্তান্ ভবন্ত ইহ কিংপরাঃ।
সন্তানহেতোরিতি তে প্রত্যূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। বাচম্ 'আগচ্ছ' ইত্যাহ্বানবাক্যম্। ব্রাহ্মণস্য কণ্টকঃ শত্রুর্বাতাপিঃ ॥১১—১২॥
এবমিতি। দুষ্টচেতনো দুর্বুদ্ধিঃ, অসকৃন্নিরপরাধজনহত্যাকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥
অগস্ত্য ইতি। পিতৄন্ আত্মন এবোর্দ্ধপুরুষান্। জরৎকারুবৃত্তান্তসমানোঽয়ম্ ॥১৪॥
স ইতি। কিংপরাঃ লম্বমানাঃ সন্তঃ কিংকার্য্যব্যাপৃতাঃ। সন্তানহেতোঃ সন্তানবিচ্ছেদসম্ভবাৎ লম্বামহ ইতি শেষঃ, তে অগস্ত্যপিতরঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। দুর্জ্জয়ায়াং বাতাপিপুর্য্যাং মণিমতীসংজ্ঞায়াম্ ॥১–৫॥ নাদাৎ ন দত্তবান্ ॥৬—৭॥ কামরূপী যথাকামং রূপাণি কর্ত্তুং সমর্থঃ, সংস্কৃত্য পক্বা ॥৮॥ স চ ইল্বলশ্চ ॥৯—১৪॥ সোঽপৃচ্ছদিতি। তান্ ভবং লম্বমানেন রূপেণ তেষামুদ্ভবম্ অপৃচ্ছৎ। পৃচ্ছতির্দ্বিকর্ম্মা, কমর্থং যূয়ং লম্বধ্বমিত্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ। তে ঋষয়ঃ কম্পিতা ইব সন্তস্তে তব সন্তানহেতোরয়-

সুতরাং বাতাপি ছাগল হইলে, ইল্বল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুনরায় আহ্বান করিত ॥১০॥

এবং অত্যন্ত মায়াবী, বলবান্ ও ব্রাহ্মণকণ্টক মহাসুর বাতাপিও ইল্বলের সেই উচ্চস্বরের আহ্বান শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করিয়া, হাসিতে হাসিতে নির্গত হইয়া আসিত ॥১১—১২॥

রাজা! এইভাবে সেই দুষ্টবুদ্ধি ইল্বল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতে থাকিল ॥১৩॥

এই সময়েই ভগবান্ অগস্ত্যমুনি একটা গর্ত্তের ভিতরে আপন পিতৃপুরুষগণকে অধোমুখে ঝুলিতে দেখিলেন ॥১৪॥

তখন অগস্ত্য তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কিজন্য এই

তে তস্মৈ কথয়ামাসুর্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ।
গর্ত্তমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ প্রসবার্থিনঃ ॥১৬॥
যদি নো জনয়েথাস্ত্বমগস্ত্যাপত্যমুত্তমম্।
স্যান্নোহস্মান্নিরয়ান্মোক্ষস্ত্বঞ্চ পুত্রাপ্নুয়া গতিম্ ॥১৭॥
স তানুবাচ তেজস্বী সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
করিষ্যে পিতরঃ! কামং ব্যেতু বো মানসো জ্বরঃ ॥১৮॥
ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ।
আত্মনঃ প্রসবস্যার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্ ॥১৯॥
স তস্য তস্য সত্ত্বস্য তত্তদঙ্গমনুত্তমম্।
সংগৃহ্য তৎসমৈরঙ্গৈর্নির্ম্মমে স্ত্রিয়মুত্তমাম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। স্বকাঃ স্বকীয়াঃ। প্রসবার্থিনঃ সন্তানার্থিনঃ ॥১৬॥

যদীতি। হে পুত্র অগস্ত্য! যদি ত্বং নঃ অস্মাকম্, উত্তমমপত্যং পুংসন্তানং জনয়েথাঃ, তদা নঃ অস্মাকম্, অস্মান্নিরয়ান্নরকাৎ মোক্ষঃ স্যাৎ, ত্বঞ্চ গতিমাপ্নুয়াঃ ॥১৭॥

স ইতি। হে পিতরঃ! কামং যুষ্মাকমভিলাষম্, ব্যেতু যাতু, জ্বরঃ সন্তাপঃ ॥১৮॥

তত ইতি। প্রসবসন্তানম্ অপত্যধারাম্। প্রসবস্য পুত্রস্য ॥১৯॥

স ইতি। সোহগস্ত্যঃ, তস্য তস্য সত্ত্বস্য লক্ষ্মীহরিণ্যাদিপ্রাণিনঃ, অনুত্তমং সর্ব্বোত্তমম্,

ভারতভাবদীপঃ

মস্মাকং ভব ইতি প্রত্যূচুরিতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥ এতস্যৈব বিবরণং তে তস্মা ইতি ॥১৬—১৭॥ বো যুষ্মাকম্, কামম্ ঈপ্সিতং করিষ্যে ॥১৮॥ প্রসবসন্তানং সন্ততেরবিচ্ছেদম্ ॥১৯॥ তস্য তস্য

গর্ত্তের ভিতরে ঝুলিতেছেন?" তাহাতে সেই বেদবাদী পিতৃগণ প্রত্যুত্তর করিলেন—"বংশলোপের সম্ভব হওয়ায় আমরা ঝুলিতেছি" ॥১৫॥

তা'র পর আবার তাঁহারা অগস্ত্যকে বলিলেন—"আমরা তোমার নিজের পিতৃপুরুষ; আমরা পুত্রার্থী হইয়া এই গর্ত্তে পড়িয়া ঝুলিতেছি ॥১৬॥

অতএব পুত্র অগস্ত্য! যদি তুমি আমাদের উত্তম বংশধর উৎপাদন করিতে পার, তবে আমাদেরও এই নরক হইতে মুক্তি হয়, তুমিও উত্তম গতি লাভ করিতে পার" ॥১৭॥

তখন তেজস্বী ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ অগস্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—"পিতৃগণ! আমি আপনাদের অভিলাষ পূরণ করিব, আপনাদের মনের দুঃখ দূর হউক" ॥১৮॥

তাহার পর অগস্ত্য ধারাবাহিক বংশরক্ষার বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের পুত্রের নিমিত্ত যোগ্য স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না ॥১৯॥

(১৫)...ভবন্ত ইব কম্পিতাঃ—বা ব কা।

স তাং বিদর্ভরাজস্য পুত্রার্থং তপ্যতস্তপঃ।
নির্ম্মিতামাত্মনোঽর্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১॥
সা তত্র যজ্ঞে সুভগা বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা।
বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবর্দ্ধত শুভাননা ॥২২॥
জাতমাত্রাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা বৈদর্ভঃ পৃথিবীপতিঃ।
প্রহর্ষেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ! ॥২৩॥
অভ্যনন্দন্ত তাং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বসুধাধিপ ! ।
লোপামুদ্রেতি তস্যাশ্চ চক্রিরে নাম তে দ্বিজাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্তদঙ্গং মুখনয়নাদ্যবয়বম্, সংগৃহ্য মনসা আনীয় বিভাব্যেত্যর্থঃ, তৎসমৈরঙ্গৈঃ উত্তমাং স্ত্রিয়ং নির্ম্মমে সঙ্কল্পমাত্রেণৈব সৃষ্টবান্ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ ॥২০॥

স ইতি। স মহাতপা মুনিঃ, আত্মনোঽর্থায় নির্ম্মিতাং সঙ্কল্পিতাম্, তাং স্ত্রিয়ম্, পুত্রার্থং সন্তানার্থং তপস্তপ্যতো বিদর্ভরাজস্য প্রাদাৎ সঙ্কল্পেনৈব দত্তবান্ ॥২১॥

সেতি। বিদ্যুতি সন্ধ্যায়াং সৌদামিনী তড়িৎ বিদ্যুৎসৌদামিনী। সন্ধ্যাকালে তড়িতো বিশেষদ্যুতিদ্যোতনার্থং বিদ্যুৎপদম্। "বিদ্যুত্তড়িতি সন্ধ্যায়াম্" ইতি বিশ্বঃ ॥২২॥

জাতেতি। বৈদর্ভো বিদর্ভদেশস্য শাস্তা। দ্বিজাতিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সিংহমৃগাদেঃ অঙ্গং কটিদৃষ্ট্যাদি, সর্ব্বগুণবতীমিত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ জজ্ঞে জাতা, সৌদামিনীতি বিশেষ্যম্, বিদ্যুদিতি বিশেষণং—দ্যুতিবিশেষোপপাদনার্থম্, "কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে" ইত্যাদৌ পিনাকপাণিপদম্ উর্জ্জিতচাপবত্ত্বদ্যোতনার্থমুপক্ষীণং সন্নবিশেষ্যসমর্পণায়ালমিতি হরস্যেতি পৃথক্ প্রত্যুক্তং তদ্বদিহাপি ধ্যেয়ম্ ॥২২—২৩॥ মুদ্রাণাং

তখন অগস্ত্য সেই সেই প্রাণীর সেই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহার তুল্য তুল্য অঙ্গদ্বারা (মনে মনে) একটী উৎকৃষ্ট স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ॥২০॥

সেই সময়ে বিদর্ভদেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন; তাই মহাতপা অগস্ত্যমুনি নিজের জন্য সঙ্কল্পিত সেই স্ত্রীটী তাঁহাকে দান করিলেন ॥২১॥

সন্ধ্যাকালে বিদ্যুতের ন্যায় সেই সুন্দরী ও সুলক্ষণমুখী আসিয়া বিদর্ভরাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল এবং শরীরদ্বারা দীপ্তি পাইতে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২২॥

জন্মিবামাত্র সেই কন্যাটীকে দেখিয়া বিদর্ভরাজ অত্যন্ত আনন্দবশতঃ সে সংবাদ ব্রাহ্মণপ্রভৃতির নিকট জানাইলেন ॥২৩॥

(২৪) অভ্যনন্দত তাং সর্ব্বে—বা ব কা পি।

বব্ধে সা মহারাজ ! বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ।
অপ্স্বিবোৎপলিনী শীঘ্রমগ্নেরিব শিখা শুভা ॥২৫॥
তাং যৌবনস্থাং রাজেন্দ্র ! শতং কন্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপতস্থুর্বশানুগাঃ ॥২৬॥
সা স্ম দাসীশতবৃতা মধ্যে কন্যাশতস্য চ ।
আস্তে তেজস্বিনী কন্যা রোহিণীব দিবিপ্রভা ॥২৭॥
যৌবনস্থামপি চ তাং শীলাচারসমন্বিতাম্ ।
ন বব্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ভয়াত্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অভ্যনন্দন্ত প্রাশংসন্ত। লোপো নিবৃত্তিঃ আমুদ্রাণাং চন্দ্রাদিগতাহ্লাদকত্বাদি-চিহ্নানাং যস্যাঃ সকাশাৎ সা। নামত্বাদ্ব্যধিকরণবহুব্রীহিঃ ॥২৪॥

বব্ধ ইতি। শুভা সা শীঘ্রং বব্ধ ইতি সম্বন্ধঃ। অপ্সু জলে ॥২৫॥

তামিতি। বশানুগাঃ সত্যঃ, উপতস্থুঃ সিষেবিরে ॥২৬॥

সেতি। দিবি প্রভাতীতি দিবিপ্রভা, "প্রায়েণ সপ্তম্যাঃ কৃতি" ইত্যলুক্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্তন্মৃগাদিজাতিগতানামসাধারণানাং চিহ্নানাং কমনীয়চক্ষুষ্ট্বাদীনাং লোপ ইব লোপস্তিরস্কারো যয়া সা লোপামুদ্রা। আহিতাগ্ন্যাদিবৎ পূর্ব্বনিপাতঃ, অন্যেষপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ, প্রকারান্তরেণ যোগে তু বেদে পদপাঠলোপ আমুদ্রেত্যবগ্রহঃ স্যাৎ, স চ ন দৃশ্যতেঽত উক্তবিধৈব ব্যুৎপত্তির্যুক্তা ॥২৪—২৫॥ বশানুগাঃ ইচ্ছানুরূপাঃ ॥২৬—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০॥

রাজা ! ব্রাহ্মণেরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলেন এবং সেই দ্বিজাতিরা সেই কন্যাটীর নাম করিলেন—'লোপামুদ্রা' ॥২৪॥

মহারাজ ! সুলক্ষণা কন্যাটী উত্তম রূপ ধারণ করিয়া জলে পদ্মিনীর ন্যায় এবং (কাষ্ঠে) অগ্নিশিখার ন্যায় সত্বর সত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই কন্যাটী যৌবনে পদার্পণ করিলে, (রাজনিযুক্ত) নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত একশত কন্যা এবং একশত দাসী বশে থাকিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল ॥২৬॥

বহুতর দাসী ও বহুতর কন্যার মধ্যবর্ত্তিনী সেই তেজস্বিনী কন্যাটী, আকাশে বহু নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী রোহিণীনক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৭॥

লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করিলে এবং সুশীলা ও সদাচারসম্পন্না হইলেও রাজার ভয়ে কোন পুরুষই তাহাকে প্রার্থনা করিল না ॥২৮॥

সা তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোঽপ্যতি।
তোষয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা ॥২৯॥
বৈদর্ভীন্তু তথা যুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা।
মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

যদা ত্বমন্যতাগস্ত্যো গার্হস্থ্যে তাং ক্ষমামিতি।
তদাভিগম্য প্রোবাচ বৈদর্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥১॥
রাজন্! নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ত্ততে পুত্রকারণাৎ।
বরয়ে ত্বাং মহীপাল! লোপামুদ্রাং প্রয়চ্ছ মে ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যৌবনেতি। ন বব্রে ন প্রার্থয়ামাস। তস্য বিদর্ভরাজস্য ॥২৮॥
সেতি। সত্যবতী বাচা ব্যবহারেণ চেতি ভাবঃ। অতি অতিক্রান্তা ॥২৯॥
বৈদর্ভীমিতি। বৈদর্ভীং লোপামুদ্রাম্, তথা গুণৈর্যুক্তাম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যদেতি। তাং লোপামুদ্রাম্, গার্হস্থ্যে গৃহস্থধর্ম্মাচরণে, ক্ষমাং যোগ্যাম্ ॥১॥

অপ্সরা অপেক্ষাও অধিক রূপবতী এবং সত্যপরায়ণা সেই কন্যাটী আপন স্বভাবদ্বারা পিতাকে ও আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল ॥২৯॥

বিদর্ভরাজ লোপামুদ্রাকে সেইরূপ গুণবতী ও যুবতী দেখিয়া, কাহার হস্তে তাহাকে দান করিবেন—এই চিন্তা করিতে লাগিলেন" ॥৩০॥

—:*:—

লোমশ কহিলেন—"অগস্ত্য যখন লোপামুদ্রাকে গৃহস্থধর্ম্মাচরণে যোগ্যা বলিয়া মনে করিলেন, তখন যাইয়া বিদর্ভরাজকে বলিলেন—॥১॥

---

* '…ষণ্ণবতিতমঃ…' —বা ব কা পি, '…চতুর্নবতিতমঃ…' —নি।

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ।
প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুঞ্চৈব নৈচ্ছত ॥৩॥
ততঃ স ভার্য্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ।
মহর্ষির্বীর্য্যবানেষ ক্রুদ্ধঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ॥৪॥
তৎ কিমিচ্ছসি কল্যাণি! তত্ত্বং ব্রূহি শুভাননে!।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী নোবাচ কিঞ্চন ॥৫॥
তং তথা দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পৃথিবীপতিম্।
লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৬॥
ন মৎকৃতে মহীপাল! পীড়ামভ্যেতুমর্হসি।
প্রয়চ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহ্যাত্মানং ময়া পিতঃ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

রাজন্নিতি। নিবেশে বিবাহে, "নিবেশঃ পুংসি বিন্যাসে শিবিরোদ্বাহয়োরপি" ইতি মেদিনী। পুত্রকারণাৎ ন তু ভোগমাত্রেচ্ছাত ইতি ভাবঃ। বরয়ে প্রার্থয়ে ॥২॥

এবমিতি। প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ শাপভয়াৎ, প্রদাতুঞ্চৈব নৈচ্ছত বৃদ্ধত্বদর্শনাৎ ॥৩॥

তত ইতি। বীর্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্। অতএব দহেৎ দগ্ধং শক্নুয়াৎ ॥৪॥

তদিতি। কিঞ্চন নোবাচ, বক্তব্যনির্ণয়ানর্হত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥

তমিতি। কালে তাদৃশে যোগ্যসময় এব ॥৬॥

নেতি। মৎকৃতে মন্নিমিত্তম্। অভ্যেতুং প্রাপ্তুম্। ময়া করণেন ॥৭॥

"রাজা! পুত্রের জন্য বর্ত্তমান সময়ে আমার বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব ভূপাল! আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি লোপামুদ্রাকে আমার হস্তে প্রদান করুন" ॥২॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, রাজা হতবুদ্ধি হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতেও পারিলেন না এবং দান করিতেও ইচ্ছা করিলেন না ॥৩॥

তৎপরে রাজা মহিষীর নিকট যাইয়া বলিলেন—"এই মহর্ষি অত্যন্ত তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেও পারেন ॥৪॥

অতএব কল্যাণি! তুমি কি ইচ্ছা কর? শুভাননে! তাহা তুমি বল।" কিন্তু রাণী রাজার সেই কথা শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না ॥৫॥

তখন মহিষীর সহিত রাজাকে সেইরূপ দুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্রা আসিয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥৬॥

"রাজা! আপনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না, আমাকে অগস্ত্যের হস্তে সমর্পণ করুন; পিতা! আমাদ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন" ॥৭॥

---

(৫) শ্লোকঃ বা ব পি নি নাস্তি।

দুহিতুর্বচনাদ্রাজা সোঽগস্ত্যায় মহাত্মনে।
লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাদ্বিধিপূর্ব্বং বিশাংপতে! ॥৮॥
প্রাপ্য ভার্য্যামগস্ত্যস্তু লোপামুদ্রামভাষত।
মহার্হাণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্যাভরণানি চ ॥৯॥
ততঃ সা দর্শনীয়ানি মহার্হাণি তনূনি চ।
সমুৎসসর্জ্জ রম্ভোরূর্বসনান্যায়তেক্ষণা ॥১০॥
ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বল্কলান্যজিনানি চ।
সমানব্রতচর্য্যা চ বভূবায়তলোচনা ॥১১॥
গঙ্গাদ্বারমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ।
উগ্রমাতিষ্ঠত তপঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া ॥১২॥
সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরত্তদা।
অগস্ত্যশ্চ পরাং প্রীতিং ভার্য্যায়ামাচরৎ প্রভুঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

দুহিতুরিতি। প্রাদাৎ, বয়স্থায়া লোপামুদ্রায়া এব সম্মতিদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥
প্রাপ্যেতি। উৎসৃজ ত্যজ, তপস্বিভার্য্যায়া ঈদৃশপরিচ্ছদস্যাযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৯॥
তত ইতি। দর্শনীয়ানি সুন্দরাণি, মহার্হাণি মহামূল্যানি, তনূনি সূক্ষ্মাণি ॥১০॥
তত ইতি। চীরাণি কৌপীনানি। সমানব্রতচর্য্যা ভর্ত্তুস্তুল্যনিয়মচারিণী ॥১১॥
গঙ্গেতি। উগ্রং ভয়ঙ্করম্, আতিষ্ঠত অবালম্বত ॥১২॥

নরনাথ! তাহার পর রাজা বয়স্থা কন্যার বচন অনুসারে মহাত্মা অগস্ত্যের হস্তে তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া বলিলেন—"তুমি এই সকল মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ কর" ॥৯॥

তৎপরে রম্ভোরূ ও আয়তনয়না লোপামুদ্রা সুদৃশ্য, মহামূল্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর তিনি কৌপীন, বল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং ভর্ত্তার সমান-ব্রতচারিণী হইলেন ॥১১॥

তদনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আসিয়া অনুকূলা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২॥

তখন লোপামুদ্রা সন্তুষ্ট থাকিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; প্রভাবশালী অগস্ত্যও ভার্য্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা জানাইতে থাকিলেন ॥১৩॥

ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাংপতে ! ।
তপসা দ্যোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥১৪॥
স তস্যাঃ পরিচারেণ শৌচেন চ দমেন চ ।
শ্রিয়া রূপেণ চ প্রীতো মৈথুনায়াজুহাব তাম্ ॥১৫॥
ততঃ সা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা লজ্জমানেব ভাবিনী ।
তদা সপ্রণয়ং বাক্যং ভগবন্তমথাব্রবীৎ ॥১৬॥
অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিরবিন্দত ।
যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে ! কর্ত্তুমর্হসি ॥১৭॥
যথা পিতুর্গৃহে বিপ্র ! প্রাসাদে শয়নং মম ।
তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহার্হসি ॥১৮॥
ইচ্ছামি ত্বাং স্রগ্বিনঞ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্ ।
উপসর্ত্তুং যথাকামং দিব্যাভরণভূষিতা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । বহুমানাদত্যাদরাৎ । পরাং পরমাম্, প্রীতিং প্রণয়ম্ ॥১৩॥
তত ইতি । স্নাতাং প্রথমরজোদর্শনানন্তরং কৃতস্নানাম্ ॥১৪॥
স ইতি । দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ । শ্রিয়া লাবণ্যেন, রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ ॥১৫॥
তত ইতি । ভাবিনী অনুরাগবতী । ভগবন্তম্ অগস্ত্যম্ ॥১৬॥
অসংশয়মিতি । প্রজাহেতোঃ পুত্রার্থম্ । ভার্য্যাং মাম্, পতির্ভবান্ । যা যৎকারণা ॥১৭॥
যথেতি । শয়নং মহার্হা শয্যা । উপৈতুমুপগন্তুম্ ॥১৮॥
ইচ্ছামীতি । স্রগ্বিনং মাল্যবন্তম্ । ইচ্ছামি, স্ত্রীণাং পরিচ্ছদস্য লোভনীয়ত্বাৎ ॥১৯॥

নরনাথ ! তাহার পর অনেক দিন অতীত হইলে একদা ভগবান্ অগস্ত্য তপস্যাপ্রভাবে উজ্জ্বলাঙ্গী লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দর্শন করিলেন ॥১৪॥

লোপামুদ্রার পরিচর্য্যা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের গুণে প্রীত হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে মৈথুনের জন্য আহ্বান করিলেন ॥১৫॥

তখন অনুরাগিণী লোপামুদ্রা কৃতাঞ্জলি হইয়া, যেন লজ্জার ভাব দেখাইয়া, প্রণয়ের সহিত অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

"ঋষি ! নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পুত্রের জন্যই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব যাহাতে আপনার বিষয়ে আমার প্রীতি জন্মে, আপনি তাহা করুন ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ ! আমার পিতৃগৃহে অট্টালিকার ভিতরে আমার যেমন শয্যা ছিল, তেমন শয্যাতেই আপনি আমার সহিত সঙ্গম করুন ॥১৮॥

অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী।
নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে! ভূষণোঽয়ং কথঞ্চন ॥২০॥
অগস্ত্য উবাচ।
ন তে ধনানি বিদ্যন্তে লোপামুদ্রে! তথা মম।
যথাবিধানি কল্যাণি! পিতুস্তব সুমধ্যমে! ॥২১॥
লোপামুদ্রোবাচ।
ঈশোঽসি তপসা সর্ব্বং সমাহর্ত্তুং তপোধন!।
ক্ষণেন জীবলোকে যদ্বসু কিঞ্চন বিদ্যতে ॥২২॥
অগস্ত্য উবাচ।
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বং তপোব্যয়করন্তু তৎ।
যথা তু মে ন নশ্যেত তপস্তন্মাং প্রচোদয় ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্যথেতি। অয়ং চীরাদিভূর্ষণঃ পরিচ্ছদঃ, কথঞ্চনাপি অপবিত্রো নৈব কার্য্যঃ ॥২০॥
নেতি। উত্তমপরিচ্ছদসংগ্রহে ধনাবশ্যকতয়া তদভাবে কথং তৎসংগ্রহ ইত্যাশয়ঃ ॥২১॥
ঈশ ইতি। ঈশঃ সমর্থঃ। সমাহর্ত্তুং সমানেতুম্। বসু ধনম্ ॥২২॥
এবমিতি। আত্থ ব্রবীষি। তপসো ব্যয়করং ক্ষয়জনকম্। তত্তস্মিন্ বিষয়ে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি ॥১॥ নিবেশে বিবাহে ॥২—১৩॥ স্নাতাং ঋতাবিতি শেষঃ ॥১৪॥ পরিচারেণ সেবয়া ॥১৫—১৯॥ ভূষণোঽয়ং চীরকাষায়াদিস্তপস্বিনাম, শ্লাঘ্যোঽয়ং সামগ্রীকলাপো ভোগ-

আর, আপনি মাল্যধারণপূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হউন, আমিও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হই, তাহার পরই আমি অভিলাষ অনুসারে আপনার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥১৯॥

না হইলে, আমি গৈরিক কৌপীন ধারণ করিয়া আপনার নিকট যাইব না। কারণ, ব্রহ্মর্ষি! এই পরিচ্ছদকে কোন প্রকারেই অপবিত্র করা উচিত নহে" ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—"কল্যাণি! সুমধ্যমে! লোপামুদ্রে! তোমার পিতার যেমন ধন আছে, তেমন ধন ত তোমারও নাই, আমারও নাই" ॥২১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—"তপোধন! এই জীবলোকে যে কিছু ধন আছে, আপনি তপোবলে ক্ষণকালমধ্যে সে সমস্তই ত আনয়ন করিতে সমর্থ হন" ॥২২॥

অগস্ত্য বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা তপস্যার ক্ষয় জন্মায়; অতএব যাহাতে তপস্যার ক্ষয় না হয়, সেই বিষয়ে আমাকে প্রণোদিত কর" ॥২৩॥

লোপামুদ্রোবাচ।

অল্পাবশিষ্টঃ কালোঽয়মৃতোর্মম তপোধন ! ।
ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৪॥
ন চাপি ধর্ম্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন ।
এবন্তু মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি ॥২৫॥

অগস্ত্য উবাচ।

যদ্যেষ কামঃ সুভগে ! তব বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতঃ ।
হর্ত্তুং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ! চর কামমিহ স্থিতা ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অল্পেতি। ঋতোঃ ষোড়শদিনাত্মকস্য ঋতুকালস্য, ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ" ইতি মনুবচনাৎ। অন্যথা পূর্ব্বোক্তাদন্যরূপেণ ॥২৪॥

নেতি। ধর্ম্মং বিলোপ্তুং ধনজননেন তপঃক্ষয়ং কর্ত্তুম্। কামোঽভিলাষঃ ॥২৫॥

যদীতি। হর্ত্তুং ধনমাহর্ত্তুম্। প্রার্থনয়া ধনাহরণে ন তপঃক্ষয় ইতি ভাবঃ। কামম্ অভীষ্টং গৃহস্থকার্য্যম্, চর কুরু, ইহ আশ্রম এব ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ.

সম্পর্কেণাপবিত্রো নৈব ভবত্বিতি শেষঃ ॥২০—২৩॥ ঋতোঃ কালঃ ষোড়শদিনানি তেষল্পোঽবশিষ্টঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—"তপোধন! আমার এই ঋতুকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; অথচ আমি অন্য কোন প্রকারেই আপনার সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করি না ॥২৪॥

আবার কোন প্রকারে আপনার ধর্ম্মলোপও করিতে ইচ্ছা করি না; অথচ আমার অভীষ্ট সম্পাদনও আপনার করিতে হইবে" ॥২৫॥

অগস্ত্য বলিলেন—"সুন্দরি! তোমার বুদ্ধি যদি এই কামনাই স্থির করিয়া থাকে, তবে আমি ধন আহরণ করিবার জন্য চলিলাম; তুমি এইখানে থাকিয়াই অভীষ্ট গৃহকার্য্য করিতে থাক" ॥২৬॥

* '...সপ্তনবতিতমঃ...' —বা ব কা পি, '...পঞ্চনবতিতমঃ' —নি।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:❀:—

লোমশ উবাচ।

ততো জগাম কৌরব্য! সোঽগস্ত্যো ভিক্ষিতুং বসু।
শ্রুতর্বাণং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১॥
স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুম্ভযোনিমুপাগতম্।
বিষয়ান্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সুসৎকৃতম্ ॥২॥
অস্মৈ চার্ঘ্যং যথান্যায়মানীয় পৃথিবীপতিঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেঽর্থিতাম্ ॥৩॥

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পৃথিবীপতে!।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ মে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হে কৌরব্য! ততঃ সোঽগস্ত্যঃ, বসু ধনম্, ভিক্ষিতুং যাচিতুম্, শ্রুতর্বাণং নাম মহীপালং জগাম, যং শ্রুতর্বাণম্, নৃপৈঃ রাজান্তরেভ্যঃ, অভ্যধিকম্ অধিকধনম্, বেদ বেত্তি স্ম। শ্রুতা বিখ্যাতা অর্বন্তঃ অশ্বা যস্য স শ্রুতর্বা, পৃষোদরাদিত্বাদকারলোপঃ ॥১॥

স ইতি। কুম্ভযোনিমগস্ত্যম্। বিষয়ান্তে স্বরাজ্যপ্রান্তে, সুসৎকৃতমত্যাদৃতম্ ॥২॥

অস্মা ইতি। আগমনে অর্থিতাং প্রয়োজনবত্ত্বং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ, পপ্রচ্ছ ॥৩॥

বিত্তেতি। বিত্তার্থিনং ধনার্থিনম্। অন্যান্ অবিহিংস্য অপীড়য়িত্বা অন্যেষাং পীড়া যথা ন স্যাত্তথেত্যর্থঃ, সংবিভজ্যত ইতি সংবিভাগো যাচকেভ্যো বিভক্তোঽর্থস্তম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"কুরুনন্দন! তাহার পর অগস্ত্য ধন প্রার্থনা করিবার জন্য শ্রুতর্বারাজার নিকট গেলেন; যাঁহাকে তিনি অন্যান্য রাজা হইতে অধিক ধনী বলিয়া জানিতেন ॥১॥

অগস্ত্যমুনি আপন রাজ্যসীমান্তে আসিয়াছেন জানিয়া শ্রুতর্বারাজা মন্ত্রীদের সহিত যাইয়া বিশেষ আদর করিয়া অগস্ত্যকে আনয়ন করিলেন ॥২॥

এবং তিনি অগস্ত্যকে যথানিয়মে অর্ঘ্যদান করিয়া, কৃতাঞ্জলি ও অবনত হইয়া, তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—"রাজা! আপনি অবগত হউন যে, আমি ধনার্থী হইয়া

---

(৩)…প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো ভূত্বা—বা ব কা নি।

লোমশ উবাচ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তস্মৈ রাজা ন্যবেদয়ৎ।
অতো বিদ্বন্নুপাদৎস্ব যদত্র বসু মন্যসে ॥৫॥
তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্ব্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥৬॥
স শ্রুতর্ব্বাণমাদায় ব্রধ্নশ্বমগমত্ততঃ।
স চ তৌ বিষয়স্যান্তে প্রত্যগৃহ্লাদ্‌যথাবিধি ॥৭॥
তয়োরর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ ব্রধ্নশ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
অনুজ্ঞাপ্য চ পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পূর্ণৌ পর্য্যাপ্তৌ। উপাদৎস্ব গৃহাণ, বসু উদ্বৃত্তং ধনম্ ॥৫॥

তত ইতি। সমমতিঃ সর্ব্বপ্রাণিষু সমানবুদ্ধিঃ। উপাদানাদাত্মনা ধনগ্রহণাৎ ॥৬॥

স ইতি। শ্রুতর্ব্বণ আদানন্ত প্রার্থনাগৌরবজ্ঞাপনেন ধনগ্রহণাবশ্যম্ভাবার্থম্। পরত্রাপ্যেবম। ব্রধ্নং জয়মূলমশ্বো যস্য তং ব্রধ্নশ্বং নাম নৃপম্। পূর্ব্ববদকারলোপঃ ॥৭॥

তয়োরিতি। অনুজ্ঞাপ্য স্বভবনগমনানুমতিং কারয়িত্বা, উপক্রমে আগমনে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। যং বেদ বেত্তি ॥১॥ বিষয়ান্তে দেশসীমান্তে ॥২॥ আগমনে নিমিত্তভূতামর্থিতাং কিমিচ্ছন্নাগতোঽসীতি পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥৩—৫॥ উপাদানাৎ ধনগ্রহণাৎ ॥৬—৭॥ উপ-

আসিয়াছি; সুতরাং অন্যের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে আমাকে ধন দান করুন” ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“তৎপরে রাজা তাঁহাকে বলিলেন যে, আমার আয় ও ব্যয় সমান; অতএব এখানে ধন উদ্বৃত্ত হয় বলিয়া যদি মনে করেন, তবে গ্রহণ করিতে পারেন” ॥৫॥

তাহার পর সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বারাজার আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে অন্য প্রাণীদের সর্ব্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিলেন ॥৬॥

তদনন্তর অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বারাজাকে লইয়া ব্রধ্নশ্বরাজার নিকট গেলেন; তখন ব্রধ্নশ্বরাজাও আপন রাজ্যসীমান্তে যাইয়া যথাবিধানে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥৭॥

এবং তিনি অগস্ত্যমুনি ও শ্রুতর্ব্বারাজাকে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন, পরে আপন ভবনে যাইবার অনুমতি করাইয়া তাঁহাদের আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তকামাবিহ প্রাপ্তৌ বিদ্ধ্যাবাং পৃথিবীপতে!।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নৌ ॥৯॥

লোমশ উবাচ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তাভ্যাং রাজা ন্যবেদয়ৎ।
অতো জ্ঞাত্বা তু গৃহ্ণীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০॥
তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্ব্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১১॥
পৌরুকুৎসং ততো জগ্মুস্ত্রসদস্যুং মহাধনম্।
অগস্ত্যশ্চ শ্রুতর্ব্বা চ ব্রধ্নশ্বশ্চ মহীপতিঃ ॥১২॥
ত্রসদস্যুশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা প্রত্যগৃহ্ণাদ্‌যথাবিধি।
অভিগম্য মহারাজ! বিষয়ান্তে মহামনাঃ ॥১৩॥
অর্চ্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষ্বাকুরাজসত্তমঃ।
সমস্তাংশ্চ ততোঽপৃচ্ছৎ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বিত্তেতি। বিত্তকামৌ ধনার্থিনৌ, প্রাপ্তৌ আগতৌ। নৌ আবাভ্যাম্ ॥৯॥
তত ইতি। রাজা ব্রধ্নশ্বঃ। গৃহ্ণীতং যুবাম্। ব্যতিরিচ্যতে উদ্বৃত্তং ভবতি ॥১০॥
তত ইতি। প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১১॥
পৌর্ব্বিতি। পৌরুকুৎসং পুরুকুৎসাপত্যম্। ত্রসা ভীতা দস্যবো যস্মাত্তং নাম ॥১২॥
ত্রসেতি। বিষয়ান্তে স্বরাজ্যসীমান্তে ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—"রাজা! আপনি অবগত হউন যে, আমরা ধনার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি; অতএব যাহাতে অন্যের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে আমাদিগকে ধন দান করুন" ॥৯॥

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর ব্রধ্নশ্বরাজা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, আমার আয় ও ব্যয় সমান; সুতরাং আপনারা জানিয়া—যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা গ্রহণ করুন" ॥১০॥

তদনন্তর সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাঁহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, তাহা হইতে গ্রহণ করিলে, প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে মনে করিলেন ॥১১॥

তখন অগস্ত্যমুনি এবং শ্রুতর্ব্বা ও ব্রধ্নশ্বরাজা সে স্থান হইতে পুরুকুৎসবংশীয় মহাধনী ত্রসদস্যুরাজার নিকট গমন করিলেন ॥১২॥

মহারাজ! মহামনা ত্রসদস্যুরাজাও আপন রাজ্যসীমান্তে যাইয়া, তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথাবিধানে গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তকামানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে !।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তেষাং রাজা ন্যবেদয়ৎ।
এতজ্ জ্ঞাত্বা হ্যুপাদদ্ধং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬॥
তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্ব্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭॥
ততঃ সর্ব্বে সমেত্যাথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্।
ইদমূচুর্মহারাজ ! সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥১৮॥
অয়ং বৈ দানবো ব্রহ্মন্নিল্বলো বসুমান্ ভুবি।
তমভিক্রম্য সর্ব্বেঽদ্য বয়ঞ্চার্থামহে বসু ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্চ্চয়িত্বেতি। ইক্ষ্বাকুরাজেষু ইক্ষ্বাকুবংশীয়নৃপতিষু সত্তমঃ শ্রেষ্ঠতমঃ ॥১৪॥
বিত্তেতি। প্রাপ্তান্ আগতান্, বিদ্ধি জানীহি, নঃ অস্মান্। নঃ অস্মভ্যম্ ॥১৫॥
তত ইতি। রাজা ত্রসদস্যুঃ। উপাদদ্ধং গৃহ্নীত। ব্যতিরিচ্যতে উদ্বর্ত্ততে ॥১৬॥
তত ইতি। প্রাগ্ ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১৭॥
তত ইতি। সমেত্য মিলিত্বা, তে নৃপাঃ শ্রুতর্ব্ব-ব্রধ্নশ্ব-ত্রসদস্যবঃ ॥১৮॥
অয়মিতি। বসুমান্ ধনী। অভিক্রম্য গত্বা। বসু ধনম্ ॥১৯॥

তৎপরে ইক্ষ্বাকুবংশীয়রাজশ্রেষ্ঠ ত্রসদস্যু যথানিয়মে সকলের পূজা করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৪॥

অগস্ত্য বলিলেন—"রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমরা এখানে ধনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি ; অতএব অন্যের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে আমাদিগকে ধন দান করুন" ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর ত্রসদস্যুরাজা তাঁহাদের নিকট জানাইলেন যে, আমার আয়-ব্যয় সমান ; ইহা জানিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত দেখেন, তাহা গ্রহণ করুন" ॥১৬॥

তদনন্তর সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাঁহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, ধন গ্রহণ করিলে অন্যান্য প্রাণীর সর্ব্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিলেন ॥১৭॥

মহারাজ ! তাহার পর সেই রাজারা সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পর্য্যালোচনা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

লোমশ উবাচ। †

তেষাং তদাসীদ্রুচিতমিল্বলস্যৈব ভিক্ষণম্।
ততস্তে সহিতা রাজন্নিল্বলং সমুপাদ্রবন্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

ইল্বলস্তান্ বিদিত্বা তু মহর্ষিসহিতান্ নৃপান্।
উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়ান্তেঽভ্যপূজয়ৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। রুচিতং সম্মতম্, ধনিত্বেন জ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। সমুপাদ্রবন্ অগচ্ছন্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ইল্বল ইতি। অমাত্যৈঃ সহেতি সহামাত্যঃ, বিষয়ান্তে স্বরাজ্যসীমান্তে ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমে আগমনে ॥৮॥ নৌ আবাভ্যাম্ ॥৯—১৮॥ বসুমান্ ধনবান্ ॥১৯॥ অধ্যায়তাৎপর্য্যম্—ব্রাহ্মণেনাপি হিংসাপূর্ব্বকং ভিক্ষা ন কর্ত্তব্যেতি ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২॥

"মহর্ষি! এই ইল্বলদানব জগতের মধ্যেই ধনী; অতএব আজ আমরা সকলে উহার নিকট যাইয়া ধন প্রার্থনা করি" ॥১৯॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা! তখন তাঁহাদের ইল্বলের নিকট প্রার্থনা করাই সর্ব্বসম্মত হইল; তাই তাঁহারা মিলিত হইয়া ইল্বলের নিকটই গেলেন" ॥২০॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"রাজারা মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত আপন রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া ইল্বল মন্ত্রিবর্গের সহিত যাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিল ॥১॥

† বৈশম্পায়ন উবাচ—পি। (২০) তেষাং তদাসীদ্রুচিতম্—বা ব কা নি। * '...অষ্টনবতিতমঃ...'—বা ব কা পি, '...ষণ্ণবতিতমঃ...'—নি। (১)...বিষয়ান্তে হ্যপূজয়ৎ—বা ব কা নি।

তেষাং ততোঽসুরশ্রেষ্ঠস্ত্বাতিথ্যমকরোত্তদা।
সুসংস্কৃতেন কৌরব্য! ভ্রাত্রা বাতাপিনা তদা ॥২॥
ততো রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে বিষণ্ণা গতচেতসঃ।
বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেষভূতং মহাসুরম্ ॥৩॥
অথাব্রবীদগস্ত্যস্তান্ রাজর্ষীনৃষিসত্তমঃ।
বিষাদো বো ন কর্ত্তব্যো হ্যহং ভোক্ষ্যে মহাসুরম্ ॥৪॥
ধুর্য্যাসনমথাসাদ্য নিষসাদ মহানৃষিঃ।
তং পর্য্যবেশয়দ্দৈত্য ইল্বলঃ প্রহসন্নিব ॥৫॥
অগস্ত্য এব কৃৎস্নন্তু বাতাপিং বুভুজে ততঃ।
ভুক্তব্যবত্যসুরো হ্বানমকরোত্তস্য চেল্বলঃ ॥৬॥
ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদধস্তস্য মহাত্মনঃ।
শব্দেন মহতা তাত! গর্জ্জন্নিব মহাঘনঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। অসুরশ্রেষ্ঠ ইল্বলঃ। সুসংস্কৃতেন ছিত্ত্বা পক্বেন ॥২॥
তত ইতি। বিষণ্ণা গতচেতসস্তিরোহিতকর্ত্তব্যবুদ্ধয়শ্চাভবন্। সংস্কৃতং পক্বম্ ॥৩॥
অথেতি। বো যুষ্মাকম্। অহং হি অহমেব। অতো যুষ্মাকমনিষ্টাশঙ্কা নাস্তি ॥৪॥
ধুর্য্যেতি। ধুর্য্যাসনং প্রধানপীঠম্। নিষসাদ ভোক্তুমুপবিবেশ ॥৫॥
অগস্ত্য ইতি। কৃৎস্নং সর্ব্বম্। হ্বানমাহ্বানম্, তস্য বাতাপেঃ ॥৬॥

কুরুনন্দন! তাহার পর তখনই ইল্বল, ভ্রাতা বাতাপিকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া তখনই তাঁহাদের অতিথিসৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥

তদনন্তর মহাসুর বাতাপি মেষ হইল এবং তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিল, ইহা দেখিয়া রাজর্ষিরা সকলেই বিষণ্ণ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩॥

তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য সেই রাজর্ষিগণকে বলিলেন—"আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না; আমিই মহাসুরকে ভক্ষণ করিব" ॥৪॥

তাহার পর মহর্ষি যাইয়া প্রধান আসনে উপবেশন করিলেন; তখন ইল্বলদৈত্য হাসিতে হাসিতেই যেন তাঁহাকে পরিবেশন করিল ॥৫॥

তদনন্তর অগস্ত্যই বাতাপির সমস্ত মাংস ভোজন করিলেন; তিনি ভোজন করিলে, ইল্বল (পূর্ব্বের ন্যায়ই) বাতাপিকে আহ্বান করিল ॥৬॥

বৎস! তাহার পর মহামেঘগর্জ্জনের ন্যায় একটা বায়ু মহাশব্দে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ দিয়া নির্গত হইয়া গেল ॥৭॥

---

(৭)…গর্জ্জন্নিব যথা ঘনঃ—বা ব কা নি।

বাতাপে! নিষ্ক্রমস্বেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্রাজন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮॥
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্তু সোঽসুরঃ।
ইল্বলস্তু বিষণ্ণোঽভূদ্দৃষ্ট্বা জীর্ণং মহাসুরম্ ॥৯॥
প্রাঞ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ব্রূত কিং করবাণি বঃ ॥১০॥
প্রত্যুবাচ ততোঽগস্ত্যঃ প্রহসন্নিল্বলং তদা।
ঈশং হ্যসুর! বিদ্মস্ত্বাং বয়ং সর্ব্বে ধনেশ্বরম্ ॥১১॥
এতে চ নাতিধনিনো ধনার্থশ্চ মহান্ মম।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১২॥
ততোঽভিবাদ্য তমৃষিমিল্বলো বাক্যমব্রবীৎ।
দিৎসিতং যদি বেৎসি ত্বং ততো দাস্যামি তে বসু ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তস্য অগস্ত্যস্য। অত্র গর্জ্জনমেবোপমানম্, মহাঘনো মহামেঘঃ ॥৭॥
বাতাপ ইতি। উবাচ, ইল্বল এবেতি শেষঃ। তমিল্বলম্ ॥৮॥
কুত ইতি। মহাসুরং বাতাপিং জীর্ণং দৃষ্ট্বা অনাগমনাদবগম্য ॥৯॥
প্রেতি। অব্রবীৎ, ইল্বল ইতি শেষঃ। উপযাতা আগতাঃ স্থ যূয়ম্ ॥১০॥
প্রতীতি। ঈশং দানে সমর্থম্। ধনেশ্বরং মহাধনিনম্ ॥১১॥
এত ইতি। এতে চ রাজানঃ। ধনার্থঃ ধনস্য প্রয়োজনম্ ॥১২॥
তত ইতি। দিৎসিতং যুষ্মভ্যং ময়া দাতুমিষ্টম্। বসু ধনম্। মুনের্যোগবলপরীক্ষার্থ-

---

"বাতাপি! নির্গত হও" এইভাবে ইল্বল বার বার ডাকিল। রাজা! তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন—॥৮॥

"বাতাপি কি করিয়া নির্গত হইবে; আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি।" বাতাপি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে জানিয়া ইল্বল বিষণ্ণ হইল ॥৯॥

এবং মন্ত্রিগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিল—"আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন—বলুন, আমি আপনাদের কি করিব" ॥১০॥

তাহার পর অগস্ত্য তখন হাস্য করিয়া ইল্বলকে কহিলেন—"অসুর! আমরা সকলেই জানি যে, তুমি মহাধনী এবং দান করিতে সমর্থ ॥১১॥

এ রাজারা অধিক ধনী নহেন, অথচ আমার গুরুতর ধনের প্রয়োজন; অতএব অন্যের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে আমাদিগকে ধনদান কর" ॥১২॥

অগস্ত্য উবাচ।

গবাং দশ সহস্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোঽসুর ! ।
তাবদেব সুবর্ণস্য দিৎসিতং তে মহাসুর ! ॥১৪॥
মহ্যং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্ময়ঃ ।
মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিৎসিতং তে মহাসুর ! ॥১৫॥
জিজ্ঞাস্যতাং রথঃ সদ্যো ব্যক্ত এষ হিরণ্ময়ঃ ।
জিজ্ঞাস্যমানঃ স রথঃ কৌন্তেয়াসীদ্ধিরণ্ময়ঃ ॥১৬॥
ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বসু ।
বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

মিদমভিহিতম্, অন্যথা যত্নপাত্রে দানং স্যাৎ। বাতাপের্জীর্ণতাকরণন্তু স্বভাবতোঽপি স্যাৎ, জঠরাগ্নের্বৈচিত্র্যাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

গবামিতি। সুবর্ণস্য "পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ" ইতি মনুপরিভাষিতস্য স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষস্য, তাবদেব দশসহস্রসংখ্যানমেব, দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৪॥

মহ্যমিতি। হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ। মনস ইব জবো বেগো যয়োস্তৌ বাজিনাবশ্বৌ। তে ত্বয়া, দিৎসিতম্ এতৎ সর্ব্বং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥

জিজ্ঞাস্যতামিতি। জিজ্ঞাস্যতাং জ্ঞাতুমিষ্যতাং পরীক্ষ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৬॥

তত ইতি। প্রব্যথিতঃ, অগস্ত্যস্য পরীক্ষণাদিতি ভাবঃ। অভ্যধিকম্ উক্তদ্বিগুণাদপ্যতি-রিক্তম্, বসু ধনম্। বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ নাম, হয়াবশ্বৌ ॥১৭॥

তাহার পর ইল্বল অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিল—"আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি আপনি জানিয়া থাকেন, তবেই আমি আপনাকে ধন দান করিব" ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—"অসুর ! তুমি এই রাজাদের এক এক জনকে দশ হাজার করিয়া গরু এবং দশ হাজার করিয়া মোহর দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৪॥

এবং তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ গরু, দ্বিগুণ ধন, একখানি স্বর্ণময় রথ ও মনের ন্যায় বেগবান দুইটী অশ্ব—এই সকল বস্তু আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৫॥

তুমি সদ্যই পরীক্ষা করিয়া দেখ—এই রথখানি স্পষ্টতই স্বর্ণময়। কুন্তীনন্দন ! তখন ইল্বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র সে রথখানি 'স্বর্ণময়' হইয়া গেল ॥১৬॥

তাহার পর ইল্বল অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উক্ত অপেক্ষাও অধিক ধন দান করিল এবং 'বিরাব' ও 'সুরাব'-নামে দুইটী অশ্ব সেই রথে সংযুক্ত করিল ॥১৭॥

উহতুস্তৌ বসূন্যাশু তান্যগস্ত্যাশ্রমং প্রতি।
সর্ব্বান্ রাজ্ঞঃ সহাগস্ত্যান্ নিমেষাদিব ভারত! ॥১৮॥
অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মূ রাজর্ষয়স্তদা।
কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সর্ব্বং লোপামুদ্রাচিকীর্ষিতম্ ॥১৯॥

লোপামুদ্রোবাচ।

কৃতবানসি তৎ সর্ব্বং ভগবন্! মম কাঙ্ক্ষিতম্।
উৎপাদয় সকৃন্মহ্যমপত্যং বীর্য্যবত্তরম্ ॥২০॥

অগস্ত্য উবাচ।

তুষ্টোঽহমস্মি কল্যাণি! তব বৃত্তেন শোভনে!।
বিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥২১॥
সহস্রং তেঽস্তু পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্।
দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উহতুরিতি। তৌ হয়ৌ, বসূনি ধনানি। অগস্ত্যেন সহেতি সহাগস্ত্যাস্তান্ ॥১৮॥
অগস্ত্যেনেতি। লোপামুদ্রয়া চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং শয্যাভূষণাদিকম্ ॥১৯॥
কৃতবানিতি। সকৃদেকবারমিতি বীর্য্যবত্তরত্ববিষয়ে, মহ্যং মম ॥২০॥
তুষ্ট ইতি। বৃত্তেন চরিত্রেণ। বিচারণাং বিচারম, অপত্যে সন্তানবিষয়ে ॥২১॥
সহস্রমিতি। দশসম্মিতং দশোত্তমপুত্রতুল্যম্। সহস্রজিৎ সর্ব্বথোৎকর্ষেণ ॥২২॥

ভরতনন্দন! তাহার পর সেই অশ্ব দুইটী অগস্ত্যের সহিত সমস্ত রাজাকে এবং সেই ধনগুলিকে সত্বর নিমেষের মধ্যেই যেন অগস্ত্যের আশ্রমে বহন করিয়া লইয়া গেল ॥১৮॥

তখন অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে রাজারা চলিয়া গেলেন; অগস্ত্যও লোপামুদ্রার অভীষ্ট সমস্ত বস্তু সম্পাদন করিলেন ॥১৯॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—"ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন, এখন আমার গর্ভে একবার বিশেষ শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন করুন" ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—"কল্যাণি! শোভনে! তোমার চরিত্রে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; এখন তোমার সন্তানের বিষয়ে একটা বিবেচনার কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥২১॥

তোমার এক হাজার পুত্র হইবে, না—দশটী উৎকৃষ্ট পুত্রের তুল্য এক-

---

(১৮) উহতুঃ স্ম বসূনাশু তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি—বা ব কা।

লোপামুদ্রোবাচ।

সহস্রসম্মিতঃ পুত্র একোঽপ্যস্তু তপোধন!।
একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ ॥২৩॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তয়া সমগমন্মুনিঃ।
সময়ে সমশীলিন্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানয়া ॥২৪॥
তত আধায় গর্ভং তমগমদ্বনমেব সঃ।
তস্মিন্ বনগতে গর্ভো ববৃধে সপ্ত শারদান্ ॥২৫॥
সপ্তমেঽব্দে গতে চাপি প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ।
জ্বলন্নিব প্রভাবেন দৃঢ়স্যুর্নাম ভারত! ॥২৬॥
সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ জপন্নিব মহাতপাঃ।
তস্য পুত্রোঽভবদৃষেঃ স তেজস্বী মহাদ্বিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি। হি যস্মাৎ, একঃ পুত্রঃ, বহুভিরসাধুভিঃ বহুভ্যঃ অসাধুভ্যঃ ॥২৩॥
স ইতি। সমগমৎ সঙ্গমং কৃতবান্। শ্রদ্ধাবান্ সৎপুত্রোৎপত্তৌ বিশ্বাসবান্ ॥২৪॥
তত ইতি। শরদো বৎসরা এব শারদাস্তান্, "শরদন্ত্রী বৎসরেঽপ্যৃতৌ" ইতি মেদিনী ॥২৫॥
সপ্তম ইতি। প্রাচ্যবৎ নিরগচ্ছৎ, মহাকবির্ভাবিনি কালে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইল্বল ইতি ॥১—১২॥ দিৎসিতং ময়া যুষ্মভ্যং দাতুমিষ্টম্, এতেন পরচিত্তাভিজ্ঞত্বমগস্ত্যস্য পরীক্ষিতম্ ॥১৩—২১॥ দশসম্মিতং দশশতসম্মিতম্ ॥২২—২৩॥ সমভবৎ সঙ্গমং চকার ॥২৪॥

শত পুত্র হইবে, কিংবা শতপুত্রের তুল্য দশটী পুত্র হইবে, অথবা সহস্র পুত্রবিজয়ী একটী পুত্র হইবে?" ॥২২॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—"তপোধন! সহস্র পুত্রের তুল্য একটীমাত্র পুত্রই আমার হউক। কারণ, বহু মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একটীমাত্রও বিদ্বান্ পুত্র শ্রেষ্ঠ" ॥২৩॥

"তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া অগস্ত্যমুনি বিশ্বাসী হইয়া বিশ্বাসশীলা ও তুল্যস্বভাবা লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গম করিলেন ॥২৪॥

এইভাবে অগস্ত্য লোপামুদ্রার গর্ভাধান করিয়া বনেই চলিয়া গেলেন; তিনি বনে চলিয়া গেলে সেই গর্ভটী সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল ॥২৫॥

ভরতনন্দন! সাত বৎসর অতীত হইলে, সেই গর্ভটী নির্গত হইল এবং আপন তেজে যেন জ্বলিতে লাগিল; পরে তাহার নাম হইয়াছিল—'দৃঢ়স্যু' এবং ভবিষ্যতে সে মহাকবি হইয়াছিল ॥২৬॥

(২৪)···সমভবন্মুনিঃ—বা ব কা পি।

বাল এব স তেজস্বী পিতুস্তস্য নিবেশনে।
ইধ্মানাং ভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোঽভবৎ ॥২৮॥
তথা যুক্তস্তু তং দৃষ্ট্বা মুমুদে স মুনিস্তদা।
এবং স জনয়ামাস ভারতাপত্যমুত্তমম্ ॥২৯॥
লেভিরে পিতরশ্চাস্য লোকান্ রাজন্! যথেপ্সিতান্।
অত ঊর্দ্ধময়ং খ্যাতস্ত্বগস্ত্যস্যাশ্রমো ভুবি ॥৩০॥
প্রাহ্লাদিরেবং বাতাপিরগস্ত্যেনোপশামিতঃ।
তস্যায়মাশ্রমো রাজন্! রমণীয়ৈর্গুণৈর্যুতঃ ॥৩১॥
এষা ভাগীরথী পুণ্যা দেবগন্ধর্ব্বসেবিতা।
বাতেরিতা পতাকেব বিরাজতি নভস্তলে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

সাঙ্গেতি। ইবশব্দস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ, মহাতপা ইব, তেজস্বীব, মহাদ্বিজ ইব চেত্যর্থঃ ॥২৭॥
তস্য নামান্তরকারণমাহ—বাল ইতি। ইধ্মানাং কাষ্ঠানাম্, ভারং রাশিম্ ॥২৮॥
তথেতি। তথা তাদৃশৈর্বিদ্যাদিভির্গুণৈর্যুক্তম্। হে ভারত! ভরতবংশনন্দন! ॥২৯॥
লেভির ইতি। অস্য অগস্ত্যস্য, লোকান্ স্বর্গান্। খ্যাতস্তীর্থত্বেন ॥৩০॥
উপসংহরতি প্রাহ্লাদিরিতি। প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদবংশোৎপন্নঃ, উপশামিতো বিনাশিতঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

শারদান্ শরদা ঋতুনা যুক্তান্ সংবৎসরানিত্যর্থঃ ॥২৫॥ প্রাচ্যবদুদরান্নির্গতোঽভবদিত্যর্থঃ ॥২৬—২৮॥ যুক্তমধ্যয়নেধ্মবাহনাদৌ ॥২৯—৩০॥ প্রাহ্রাদিঃ প্রহ্রাদগোত্রোদ্ভবঃ ॥৩১—৩২॥

অগস্ত্যের সেই পুত্রটী ব্যাকরণপ্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত বেদ পাঠ করিতে করিতেই যেন এবং মহাতপা, তেজস্বী ও প্রধান ব্রাহ্মণ হইয়াই যেন জন্মিয়াছিল ॥২৭॥

সেই অগস্ত্যপুত্র বালক অবস্থাতেই বন হইতে পিতৃগৃহে কাষ্ঠরাশি আহরণ করিত; সেই জন্যই তাহার নাম হইয়াছিল—'ইধ্মবাহ' ॥২৮॥

তখন অগস্ত্য পুত্রটীকে সেইরূপ গুণবান্ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ভরতনন্দন! এইভাবে অগস্ত্য উত্তম সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

রাজা! উঁহার পিতৃলোকেরাও অভীষ্ট স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতেই এই অগস্ত্যাশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৩০॥

রাজা! এইভাবে মহর্ষি অগস্ত্য, প্রহ্লাদবংশসম্ভূত বাতাপি দানবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারই এই রমণীয়-গুণসম্পন্ন আশ্রম ॥৩১॥

---

(৩০)...তত ঊর্দ্ধময়ম্—বা ব কা নি। (৩১) প্রহ্রাদিরেবং—বা ব কা।

প্রতার্য্যমাণা কূটেষু যথানিম্নেষু নিত্যশঃ।
শিলাতলেষু সন্ত্রস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩৩॥
দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্ব্বাং প্লাবয়ন্তীব মাতৃবৎ।
পূর্ব্বং শম্ভোর্জটাভ্রষ্টা সমুদ্রমহিষী প্রিয়া।
অস্যাং নদ্যাং সুপুণ্যায়াং যথেষ্টমবগাহ্যতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

এষেতি। নভস্তলে পতাকেব, বাতেরিতা বায়ুসঞ্চালিতা সতী বিরাজতি ॥৩২॥

প্রেতি। কূটেষু শৃঙ্গেষু, প্রতার্য্যমাণা উন্নতশিলাভির্মধ্যে মধ্যে প্রতিবধ্যমানা, যথানিম্নেষু শিলাতলেষু, সন্ত্রস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব, নিত্যশঃ পততি ॥৩৩॥

দক্ষিণামিতি। মাতৃবৎ স্নেহপরায়ণা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

শিলানাং তলেষধোভাগেষু সন্ত্রস্তা লীনা, তেন পাতালগামিত্বমুক্তং শেষেণ স্বর্গভূগতত্বমিতি ত্রিপথগাত্বমুক্তং গঙ্গায়াঃ ॥৩৩ – ৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

—:*:—

পবিত্রা ও দেবগন্ধর্ব্বসেবিতা এই গঙ্গা, আকাশে পতাকার ন্যায় বায়ুসঞ্চালিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৩২॥

এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, ক্রমিকনিম্ন শিলাতলে আসিতে থাকিয়া, সন্ত্রস্ত সর্পীর ন্যায় সর্ব্বদা পতিত হইতেছে ॥৩৩॥

সমুদ্রের প্রিয়মহিষী এই গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটা হইতে নির্গত হইয়া, মাতার ন্যায় সমস্ত দক্ষিণদিক্‌ই যেন প্লাবিত করিতে থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অতএব যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে এই মহাপুণ্যা গঙ্গানদীতে অবগাহন কর" ॥৩৪॥

—:*:—

* অত্র বা ব কা পি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি, '...সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ।

যুধিষ্ঠির! নিবোধেদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ভৃগোস্তীর্থং মহারাজ! মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥১॥
যত্রোপস্পৃষ্টবান্ রামো হৃতং তেজস্তদাপ্তবান্।
অত্র ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডব! ॥২॥
দুর্য্যোধনহৃতং তেজঃ পুনরাদাতুমর্হসি।
কৃতবৈরেণ রামেণ যথা চোপহৃতং পুনঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তত্র ভ্রাতৃভিশ্চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডবঃ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়ামাস ভারত! ॥৪॥
তস্য তীর্থস্য রূপং বৈ দীপ্তাদ্দীপ্ততরং বভৌ।
অপ্রধৃষ্যতরশ্চাসীচ্ছাত্রবাণাং নরর্ষভ!।
অপৃচ্ছচ্চৈব রাজেন্দ্র! লোমশং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। নিবোধ পশ্য, ইদং সন্নিহিতম্। বিশ্রুতং বিখ্যাতম্ ॥১॥

যত্রেতি। উপস্পৃষ্টবান্ স্নাতবান্ সন্, রামো জামদগ্ন্যঃ, হৃতং দশরথপুত্রেণ রামেণ। আপ্তবান্ লব্ধবান্। রামেণ জামদগ্ন্যেন, উপহৃতম্ আহৃতম্ ॥২—৩॥

স ইতি। স যুধিষ্ঠিরঃ, কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির! ত্রিভুবনবিখ্যাত এবং মহর্ষিগণসেবিত এই ভৃগুতীর্থ দর্শন কর ॥১॥

পাণ্ডুনন্দন! পূর্ব্বকালে পরশুরাম যেখানে স্নান করিয়া রামকর্ত্তৃক হৃত সেই নিজ তেজ পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন; অতএব রামের সহিত শত্রুতাকারী পরশুরাম যেমন হৃত তেজ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমন ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া এইখানে স্নান করিয়া দুর্য্যোধনহৃত নিজ তেজ পুনরায় গ্রহণ কর" ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয়! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া সেই ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ॥৪॥

ভবন্ ! কিমর্থং রামস্য হৃতমাসীদ্বপুঃ প্রভো ! ।
কথং প্রত্যাহৃতঞ্চৈব এতদাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥৬॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র ! ভার্গবস্য চ ধীমতঃ ।
জাতো দশরথস্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥৭॥
বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ ।
পশ্যামস্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
ঋচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ ।
তস্য দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৯॥
কৌতূহলান্বিতো রামস্ত্বযোধ্যামগমৎ পুনঃ ।
ধনুরাদায় তদ্দিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তীর্থস্য তত্তীর্থস্নাতমাত্রস্য, তস্য যুধিষ্ঠিরস্য। অপ্রধৃষ্যতরঃ সর্ব্বথৈবাজেয়ঃ, আসীৎ পাণ্ডুনন্দন ইতি সম্বন্ধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

ভবন্নিতি। বপুঃ প্রশস্তং রূপম্, "বপুঃ শস্তাকৃতৌ দেহে" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৬॥

শৃণ্বিতি। শৃণু উপাখ্যানমিতি শেষঃ। রামো নাম। পশ্যামঃ স্ম ॥৭—৮॥

ঋচীকেতি। শ্রুত্বা হরধনুর্ভঙ্গাদিবৃত্তান্তমিতি শেষঃ। রামো জামদগ্ন্যঃ। জিজ্ঞাসমানো জ্ঞাতুমিচ্ছন্। বিষয়ান্তং স্বরাজ্যপ্রান্তদেশম্। রামস্য জামদগ্ন্যস্য সমীপে। রামো জামদগ্ন্যঃ।

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র জনমেজয়! সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের রূপ উজ্জ্বল হইতেও অধিক উজ্জ্বল হইল এবং তিনি শত্রুগণের অজেয় হইলেন। তৎপরে তিনি লোমশমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৫॥

"হে প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি! রামচন্দ্র কি জন্য পরশুরামের তেজ হরণ করিয়াছিলেন? কি প্রকারেই বা পরশুরাম পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন" ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ! দশরথনন্দন রাম ও ভৃগুবংশীয় ধীমান্ পরশুরামের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত আপন শরীরে মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা সেই দশরথনন্দন রামকে অযোধ্যায় দেখিয়াছিলাম ॥৭—৮॥

একদা রেণুকাগর্ভজাত ভৃগুবংশীয় ঋচীকনন্দন পরশুরাম, অনায়াসে কার্য্যকারী দশরথনন্দন রামের বলবীর্য্যের সংবাদ শুনিয়া, তাহা জানিবার ইচ্ছা

(৬) ভগবন্! কিমর্থং রামস্য—বা ব কা পি।

জিজ্ঞাসমানো রামস্য বীর্য্যং দাশরথেস্তদা।
তং বৈ দশরথঃ শ্রুত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্ ॥১১॥
প্রেষয়ামাস রামস্য রামং পুত্রং পুরস্কৃতম্।
স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উদ্যতাস্ত্রমবস্থিতম্ ॥১২॥
প্রহসন্নিব কৌন্তেয়! রামো বচনমব্রবীৎ।
কৃতকালং হি রাজেন্দ্র! ধনুরেতন্ময়া বিভো! ॥১৩॥
সমারোপয় যত্নেন যদি শক্নোষি পার্থিব!।
ইত্যুক্তস্ত্বাহ ভগবন্! ত্বং নাধিক্ষেপ্তুমর্হসি ॥১৪॥ (কুলকম্)
নাহমপ্যধমো ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিষু।
ইক্ষ্বাকূণাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যেণ কত্থনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কৃতঃ কালঃ ক্ষত্রিয়াণাং মৃত্যুর্যেন তৎ, "কালো মৃত্যৌ মহাকালে সময়ে যমকৃষ্ণয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। আহ ব্রবীতি স্ম দাশরথী রাম ইতি শেষঃ। অধিক্ষেপ্তুং নিন্দিতুং নার্হসি, যদি শক্নোষি ইত্যুক্ত্যা দুর্ব্বলত্বসূচনাদিতি ভাবঃ ॥৯—১৪॥

নেতি। দ্বিজাতিষু মধ্যে ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মে বলে। কত্থনং শ্লাঘাকরণম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যুধিষ্ঠির ইতি ॥১॥ রামো জামদগ্ন্যঃ, হৃতং দাশরথিরামেণ ॥২—৪॥ তস্য যুধিষ্ঠিরস্য, তীর্থস্য তীর্থে স্নাতস্য ॥৫॥ বপুস্তেজঃ ॥৬—৮॥ দাশরথেঃ শ্রুত্বা ধনুর্ভঞ্জনাদিপরাক্রমমিতি শেষঃ। কর্ম্মণি বা ষষ্ঠী ॥৯—১২॥ কৃতকালং কৃতাঃ হিংসিতাঃ কালতুল্যাঃ ক্ষত্রিয়া যেন তদ্ধনুঃ। কৃ হিংসায়াং স্বাদেরিদং রূপম্ ॥১৩—১৪॥ বাহুবীর্য্যে বিষয়ে ন কত্থনং শ্লাঘনং নাস্তি ॥১৫॥ ব্যপদেশেন

করিয়া, কৌতূহলান্বিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধ্বংসকারী সেই অলৌকিক ধনু লইয়া, অযোধ্যায় গমন করিলেন। তিনি নিজ রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া দশরথরাজা বীরাগ্রগণ্য নিজ পুত্র রামচন্দ্রকে সেই পরশুরামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কুন্তীনন্দন! তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে আগত এবং উদ্যতাস্ত্র হইয়া অবস্থিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন—"প্রভাবসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি সমর্থ হও, তবে আমার এই ক্ষত্রিয়নাশক ধনুতে যত্নপূর্ব্বক গুণ আরোপণ কর।" পরশুরাম এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র বলিলেন—"ভগবন! আপনি আমাকে নিন্দা করিতে পারেন না ॥৯—১৪॥

কারণ, দ্বিজাতিগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে আমিও অধম নহি। বিশেষতঃ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের বাহুবলের শ্লাঘা চলিয়াই আসিতেছে" ॥১৫॥

---

(১৫)···বাহুবীর্য্যে ন কত্থনম্—বা ব কা নি।

তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ ।
অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাঘব ! ॥১৬॥
ততো জগ্রাহ রোষেণ ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্ ।
রামো দাশরথির্দিব্যং হস্তাদ্রামস্য কার্ম্মুকম্ ॥১৭॥
ধনুরারোপয়ামাস সলীলমিব ভারত ! ।
জ্যাশব্দমকরোচ্চৈব স্ময়মানঃ স বীর্য্যবান্ ।
তস্য শব্দেন ভূতানি বিত্রসন্ত্যশনেরিব ॥১৮॥
অথাব্রবীত্তদা রামো রামং দাশরথিস্তদা ।
ইদমারোপিতং ব্রহ্মন্ ! কিমন্যৎ করবাণি তে ॥১৯॥
তস্য রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাত্মনঃ ।
শরমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃষ্যতামিতি ॥২০॥
এতচ্ছ্রুত্বাঽব্রবীদ্রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা ।
শ্রূয়তে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপূর্ণোঽসি ভার্গব ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। রামো জামদগ্ন্যঃ। বাপদেশেন বাক্‌ছলেন। আয়চ্ছ বিস্তৃতীকুরু ॥১৬॥
তত ইতি। ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠবিনাশকম। রামস্য জামদগ্ন্যস্য ॥১৭॥
ধনুরিতি। স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। ভূতানি প্রাণিনঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
অথেতি। রামং জামদগ্ন্যম্। আরোপিতং গুণারোপবিষয়ীকৃতম্, ধনুঃ ॥১৯॥
তস্যেতি। দিব্যং শরং দদাবিতি সম্বন্ধঃ। ইতি উক্তেতি শেষঃ ॥২০॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, তখন পরশুরাম এই কথা বলিলেন—"রঘুনন্দন! ছল করিবার প্রয়োজন নাই, ধনুখানাকে বিস্তৃত কর (দেখি) ॥১৬॥

তাহার পর রামচন্দ্র ক্রোধভরে পরশুরামের হস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়নাশক অলৌকিক ধনু গ্রহণ করিলেন ॥১৭॥

এবং ভরতনন্দন! বলবান্ রামচন্দ্র লীলার সহিতই যেন সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং মন্দহাস্য করিয়া জ্যাশব্দ (টঙ্কারধ্বনি) করিলেন; বজ্রের ন্যায় সেই ধনুর শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইল ॥১৮॥

তাহার পর তখনই রামচন্দ্র পরশুরামকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! ধনুতে এই গুণারোপণ করিলাম, আপনার আর কি করিব (বলুন)" ॥১৯॥

তখন "এই বাণটিকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ কর (দেখি)" এই কথা বলিয়া পরশুরাম মহাত্মা রামচন্দ্রকে একটী অলৌকিক বাণ দিলেন" ॥২০॥

(১৮) সলীল ইব ভারত!—বঁা ব কা নি।

ত্বয়া হ্যধিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ।
পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্ ॥২২॥
পশ্য মাং স্বেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্।
ততো রামশরীরে বৈ রামঃ পশ্যতি ভার্গবঃ ॥২৩॥
আদিত্যান্ সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
হুতাশনশ্চ পিতরো নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥২৪॥
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা যক্ষা নদ্যস্তীর্থানি যানি চ।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রহ্মভূতাঃ সনাতনাঃ ॥২৫॥
দেবর্ষয়শ্চ কাৎস্ন্যেন সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাস্তথা।
বেদাশ্চ সোপনিষদো বষট্কারৈঃ সহাধ্বরৈঃ ॥২৬॥
চেতোমন্তি চ সামানি ধনুর্ব্বেদশ্চ ভারত!।
মেঘবৃন্দানি বর্ষাণি বিদ্যুতশ্চ যুধিষ্ঠির! ॥২৭॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। মন্যুনা ক্রোধেন। শ্রূয়তে ক্ষম্যতে চ ত্বদুক্তিরিতি শেষঃ ॥২১॥

ত্বয়েতি। অধিগতং লব্ধম্। বিশেষত আধিক্যেন। ক্ষিপসি নিন্দসি ॥২২॥

পশ্যেতি। চক্ষুর্দিব্যমিত্যাশয়ঃ। তথা এতানপি পশ্যতি স্মেতি যোজ্যম্। এতে কে ইত্যাহ—হুতাশন ইত্যাদি। ব্রহ্মভূতা যোগেন ব্রহ্মত্বং গতাঃ, অতএব সনাতনা নিত্যাঃ।

ভারতভাবদীপঃ

উক্ত্যা ॥১৫—২০॥ শ্রূয়তে চকারাদ্দৃশ্যতে চ তব দর্পযুক্তত্বমিতি শেষঃ, অথাপি ক্ষম্যতে ॥২১॥ ক্ষত্রিয়েভ্যঃ ক্ষত্রিয়ান্ জিত্বা ॥২২—২৬॥ চেতোমন্তি চেতনাবন্তি। আর্ষং পদত্বপ্রযুক্তং রুত্বং চেতস্বন্তীত্যপেক্ষিতম্ ॥২৭—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

লোমশ বলিলেন—"এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ভৃগুনন্দন! আপনার উক্তি শুনিলাম, ক্ষমাও করিলাম। আপনি বস্তুতই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়াছেন ॥২১॥

আপনি ব্রহ্মার অনুগ্রহেই ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা অধিক তেজ লাভ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই সেই জন্য আমাকে নিন্দা করিতেছেন ॥২২॥

আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আপনি আমার স্বরূপ দর্শন করুন।" যুধিষ্ঠির! তাহার পর পরশুরাম রামচন্দ্রের শরীরে দেখিলেন—আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অগ্নি, পিতৃগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, গন্ধর্ব্বগণ,

(২৪)…পিতরো হুতাশনশ্চৈব—বা ব কা নি।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ।
শুষ্কাশনিসমাকীর্ণং মহোল্কাভিশ্চ ভারত ! ॥২৮॥
পাংশুবর্ষেণ মহতা মেঘবর্ষৈশ্চ ভূতলম্।
ভূমিকম্পৈশ্চ নির্ঘাতৈর্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥২৯॥
স রামং বিহ্বলং কৃত্বা তেজসাক্ষিপ্য কেবলম্।
অগচ্ছজ্জ্বলিতো বাণো রামবাহুপ্রচোদিতঃ ॥৩০॥' (যুগ্মকম্)
স তু বিহ্বলতাং গত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদ্বিষ্ণুতেজসম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন। অধ্বরৈর্যাগৈশ্চ সহ। চেতোমন্তি চৈতন্যশালীনি। মন্তুপ্রত্যয়ঃ সকারস্য বিসর্গশ্চার্ষঃ। সামানি সামগানানি ॥২৩—২৭॥

তত ইতি। শুষ্কাশনিসমো মেঘাম্বুশূন্যবজ্রতুল্যশ্চাসৌ আকীর্ণো বেগাবিষ্টশ্চেতি তম্, মহোল্কাভিশ্চ সদৃশমিতি শেষঃ। তেজোবাহুল্যসূচনার্থং বহুবচনম ॥২৮॥

পাংশ্বিতি। ভূতলং ব্যাপ্যেতি শেষঃ। নির্ঘাতৈঃ পরস্পরাহতবায়ুভিঃ। তদাহ তিথিতত্ত্বে গর্গঃ—"যদান্তরীক্ষে বলবান্ মারুতো মরুতাহতঃ। পতত্যধঃ স নির্ঘাতো জায়তে বায়ুসম্ভবঃ ॥" রামং জামদগ্ন্যম্, কেবলমেকম্, আক্ষিপ্য জামদগ্ন্যচৈতন্যমেবাকৃষ্য। রামস্য দাশরথের্বাহুনা প্রচোদিতঃ ক্ষিপ্তঃ ॥২৯—৩০॥

স ইতি। রামো জামদগ্ন্যঃ। বিষ্ণোরেব তেজো যত্র তং রামচন্দ্রম্ ॥৩১॥

রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, নদীসমূহ, তীর্থসমূহ, জীবন্মুক্ত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ, সকল সমুদ্র, সকল পর্ব্বত, উপনিষদ্, বষট্কার ও যাগের সহিত সকল বেদ, চৈতন্যশালী সামগান, ধনুর্ব্বেদ, মেঘসমূহ, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ রহিয়াছে ॥২৩—২৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্ক বজ্রের তুল্য বেগবান্ এবং উল্কাসমূহের ন্যায় তেজস্বী সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৮॥

তখন রামবাহুনিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল বাণটা গুরুতর ধূলিবর্ষণ ও মেঘবারিবর্ষণ দ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত করিয়া এবং ভূমিকম্প, নির্ঘাত ও বিশাল গর্জ্জন দ্বারা পরশুরামকে বিহ্বল করিয়া এবং তেজ দ্বারা কেবল তাঁহারই চৈতন্য আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলিয়া গেল ॥২৯—৩০॥

কিন্তু পরশুরাম কিছু কাল বিহ্বল থাকিয়া, আবার চৈতন্য লাভ করিয়া এবং প্রত্যাগতপ্রাণ হইয়া বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ॥৩১॥

---

(৩০)...আগচ্ছৎ—বা ব কা নি।

বিষ্ণুনা সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রমগমৎ পুনঃ।
ভীতস্তু তত্র ন্যবসদ্ব্রীড়িতস্তু মহাতপাঃ ॥৩২॥
ততঃ সংবৎসরেঽতীতে হৃতৌজসমবস্থিতম্।
নির্ম্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্ ॥৩৩॥
ন বৈ সম্যগিদং পুত্র! বিষ্ণুমাসাদ্য বৈকৃতম্।
স হি পুজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বদা ॥৩৪॥
গচ্ছ পুত্র! নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাহ্বয়াম্।
তত্রোপস্পৃশ্য তীর্থেষু পুনর্বপুরবাপ্স্যসি ॥৩৫॥
দীপ্তোদং নাম তত্তীর্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ।
ভৃগুর্দেবযুগে রাম! তপ্তবানুত্তমং তপঃ ॥৩৬॥
তত্তথা কৃতবান্ রামঃ কৌন্তেয়! বচনাৎ পিতুঃ।
প্রাপ্তবাংশ্চ পুনস্তেজস্তীর্থেঽস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

বিষ্ণুনেতি। মহেন্দ্রং নাম পর্ব্বতম্। ব্রীড়িতঃ পরাজয়াল্লজ্জিতঃ ॥৩২॥
তত ইতি। হৃতৌজসং রামচন্দ্রেণ হৃততেজস্কম্। নির্ম্মদং গর্ব্বরহিতম্ ॥৩৩॥
নেতি। বৈকৃতং দর্পবিকারঃ, ন সম্যক্ ন সমীচীনং জাতম্ ॥৩৪॥
গচ্ছেতি। বধূসর ইতি কৃত আহ্বয়ো নাম যস্যাস্তাম্। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা ॥৩৫॥
দীপ্তোদমিতি। দীপ্তমুজ্জ্বলম্ উদকং যস্য তৎ। দেবযুগে সত্যযুগে ॥৩৬॥
তদিতি। তৎ স্নানম্। রামো জামদগ্ন্যঃ। পিতুঃ পিতৃলোকস্য ॥৩৭॥

এবং তিনি রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে পুনরায় মহেন্দ্রপর্ব্বতে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ভীত, লজ্জিত ও মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তাহার পর এক বৎসর অতীত হইল, পিতৃলোকেরা আসিয়া পরশুরামকে তেজোহীন, গর্ব্বশূন্য ও দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৩॥

"পুত্র! বিষ্ণুর নিকটে তোমার এই বিকার উচিত হয় নাই। কারণ, তিনি ত্রিভুবনের মধ্যেই সর্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয় ॥৩৪॥

পুত্র! তুমি পবিত্র বধূসরনাম্নী নদীতে গমন কর, সেই তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় তেজ লাভ করিতে পারিবে ॥৩৫॥

রাম! সেই তীর্থটার নাম 'দীপ্তোদ'। সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু যেখানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

(৩৩) শ্লোকাৎ পরম্, 'পিতর ঊচুঃ'—বা ব কা পি।

এতদীদৃশকং তাত ! রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ।
প্রাপ্তমাসীন্মহারাজ ! বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ পুরা ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
কর্ম্মণাং বিস্তরং শ্রোতুমগস্ত্যস্য দ্বিজোত্তম ! ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! কথাং দিব্যামদ্ভুতামতিমানুষীম্ ।
অগস্ত্যস্য মহারাজ ! প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । ঈদৃশকম্ ঈদৃশপ্রকারকং তেজ ইতি শেষঃ, রামেণ জামদগ্ন্যেন ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভূয় ইতি । কিংবদন্তীরূপেণ বিদিতবৃত্তান্তস্য বিশেষাবধারণায়েয়ং জিজ্ঞাসা ॥১॥

শৃণ্বিতি । কথামুপাখ্যানম্, দিব্যামুত্তমাম্, অতিমানুষীমলৌকিকীম্ ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! পরশুরাম পিতৃলোকের বাক্যানুসারে সেইভাবে স্নান করিয়াছিলেন এবং পুনরায় এই তীর্থেই তেজ লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

বৎস মহারাজ ! অক্লিষ্টকর্ম্মা পরশুরাম পূর্ব্বকালে বিষ্ণুকে পাইয়া আবার এই প্রকারে তেজ লাভ করিয়াছিলেন" ॥৩৮॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই জ্ঞানী মহর্ষি অগস্ত্যের চরিত্র বিস্তরক্রমে আবার শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥১॥

লোমশ কহিলেন—"মহারাজ ! তুমি সেই অমিততেজা মহর্ষি অগস্ত্যের অলৌকিক, অদ্ভুত ও মনোহর কথা এবং প্রভাব শ্রবণ কর ॥২॥

---

* '...একোনশততমঃ...'—বা ব কা পি, '...অষ্টনবতিতমঃ...'—নি ।

আসন্ কৃতযুগে ঘোরা দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩॥
তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানা প্রহরণোদ্যতাঃ।
সমন্তাৎ পর্য্যধাবন্ত মহেন্দ্রপ্রমুখান্ সুরান্ ॥৪॥
ততো বৃত্রবধে যত্নমকুর্ব্বংস্ত্রিদশাঃ পুরা।
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৫॥
কৃতাঞ্জলীংস্তু তান্ সর্ব্বান্ পরমেষ্ঠীত্যুবাচ হ।
বিদিতং মে সুরাঃ! সর্ব্বং যদ্বঃ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥৬॥
তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিষ্যথ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ॥৭॥
তং গত্বা সহিতাঃ সর্ব্বে বরং বৈ সম্প্রযাচত।
স বো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

আসন্নিতি। গণাঃ সঙ্ঘীভূতাঃ। কালকেয়োৎপত্তিরাদিপর্ব্বণি দ্রষ্টব্যা ॥৩॥
ত ইতি। উদ্যতানি নানা প্রহরণানি যৈস্তে, অগ্ন্যাহিতাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥৪॥
তত ইতি। ত্রিদশা দেবাঃ। উপতস্থিরে উপগতবন্তঃ ॥৫॥
কৃতেতি। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং বো যুষ্মাকং যৎ কার্য্যম্ ॥৬॥
তমিতি। ঋষিরস্তীতি শেষঃ। উদারধীত্বাদদেয়মপি দাস্যতীতি ভাবঃ ॥৭॥

সত্যযুগে অতি দারুণ যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ 'কালকেয়'-নামে বিখ্যাত বহুসংখ্যক দানব ছিল ॥৩॥

তাহারা বৃত্রাসুরকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের দিকে সকল দিক্ হইতে ধাবিত হইয়াছিল ॥৪॥

তৎপরে দেবতারা পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকেই বধ করিবার জন্য যত্ন করিলেন; তাই তাঁহারা ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তাঁহারা সকলে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন; তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ! তোমরা যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি ॥৬॥

তোমরা যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবে, সেই উপায় আমি বলিব। 'দধীচ'-নামে উদারচেতা এক মহর্ষি আছেন ॥৭॥

তোমরা সকলে যাইয়া সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর। তিনি ধর্ম্মাত্মা; সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই তোমাদিগকে বর দান করিবেন ॥৮॥

স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভির্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্বান্যস্থীনি প্রয়চ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্য হিতায় বৈ ॥৯॥
স শরীরং সমুৎসৃজ্য স্বান্যস্থীনি প্রদাস্যতি।
তস্যাস্থিভির্মহাঘোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০॥
মহচ্ছত্রুহণং ঘোরং ষড়স্রং ভীমনিস্বনম্।
তেন বজ্রেণ বৈ বৃত্রং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্মাচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্।
এবমুক্তাস্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২॥
নারায়ণং পুরস্কৃত্য দধীচস্যাশ্রমং যযুঃ।
সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
ষট্পদোদ্গীতনিনদৈর্বিঘুষ্টং সামগৈরিব।
পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবঞ্জীবকনাদিতম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। সাহিত্যেন যাচ্ঞায়া গুরুত্বাতিরেক ইত্যাশয়ঃ। দাস্যতি তং বরম্ ॥৮॥

স ইতি। ত্রৈলোক্যস্য হিতায় একস্য প্রাণত্যাগো যুক্ত এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৯॥

স ইতি। সংক্রিয়তাং নির্ম্মীয়তাম্। দৃঢ়ং লৌহাদপি, অতিপ্রাচীনত্বাত্তদস্থ্নামিতি ভাবঃ। শত্রুং হন্তীতি শত্রুহণম্, পচাদিত্বাদচ্। ষড়স্রং ষট্কোণম্ ॥১০—১১॥

এতদিতি। অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা। পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥১২—১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূয় ইতি ॥১—৭॥ স বো দাস্যতি ঈপ্সিতমিতি শেষঃ ॥৮—১০॥ ষড়স্রি ষট্কোণম্ ॥১১—১৩॥ জীবঞ্জীববদিবেতি লুপ্তোপমা, যতো জীবকৈঃ ক্ষুদ্রজীবৈঃ পশ্বাদিভির্নাদিতমত-

---

তোমরা জয়াভিলাষীরা সকলেই সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, "ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য আপনি আপনার অস্থিগুলি দান করুন" ॥৯॥

তিনি দেহত্যাগ করিয়া নিজের অস্থিগুলি দান করিবেন; তাঁহার অস্থি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর, দৃঢ়, বৃহৎ, শত্রুঘাতী, ষট্কোণ ও ভীমনাদী একটা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্রদ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন ॥১০—১১॥

দেবগণ! এই তোমাদের নিকট সমস্ত বলিলাম; তোমরা সত্বর এই কার্য্য কর।" ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, তাহার পর দেবতারা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া নারায়ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সরস্বতী নদীর অপর পারে নানাবিধ বৃক্ষলতায় আবৃত দধীচমুনির আশ্রমে গেলেন ॥১২—১৩॥

---

(১১)…ষড়স্রি ভীমনিস্বনম্—বা ব কা।

মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি।
তত্র তত্রানুচরিতং শার্দ্দূলভয়বর্জ্জিতৈঃ ॥১৫॥
করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ।
সরোঽবগাঢ়ৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬॥
সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্মহানাদান্ নদদ্ভিরনুনাদিতম্।
অপরৈশ্চাপি সংলীনৈর্গুহাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭॥
তেষু তেষ্ববকাশেষু শোভিতং সুমনোরমম্।
ত্রিপিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমমাগমন্ ॥১৮॥ (কুলকম্)
তত্রাপশ্যন্ দধীচং তে দিবাকরসমদ্যুতিম্।
জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা পিতামহম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রমং বিশিনষ্টি পঞ্চভিঃ। ষট্পদেতি। সামগৈর্ব্রাহ্মণৈরিব, ষট্পদানাং ভ্রমরাণাম্ উদ্গীতনিনদৈর্গানধ্বনিভিঃ, বিঘুষ্টং শব্দিতম্। পুংস্কোকিলানাং রবৈরুন্মিশ্রং যুক্তম্, জীবঞ্জীবকৈঃ পক্ষিবিশেষৈর্নাদিতম্। সৃমরচমরৌ মৃগবিশেষৌ। শার্দ্দূলভয়বর্জ্জিতৈরিত্যনেন মুনিপ্রভাবাৎ হিংসারাহিত্যং সূচিতম্। সরোঽবগাঢ়ৈর্জলাশয়প্রবিষ্টৈঃ, করেণুভির্হস্তিনীভিঃ সহ ক্রীড়দ্ভিঃ, প্রভিন্নানি মদস্রাবীণি করটামুখানি গণ্ডদ্বয়বদনানি যেষাং তৈঃ। করটেতি হ্রস্বস্য দীর্ঘতা। বারণৈর্হস্তিভিঃ, সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু, অনুনাদিতম্। নদদ্ভিঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ। অপরৈশ্চাপি সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃ, গুহাসু কন্দরেষু বিবরেষু চ শেরতে তিষ্ঠন্তীতি তৈঃ। "কন্দরোঽঙ্কুশে। বিবরে চ গুহায়াঞ্চ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। অবকাশেষু বৃক্ষলতাদিশূন্যস্থানেষু, শোভিতং দূর্ব্বাদিভিঃ। ত্রিপিষ্টপসমা স্বর্গতুল্যা প্রখ্যা শোভা যস্য তম্। আগমন্ দেবা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৪—১৮॥

তত্রেতি। তে দেবাঃ। লক্ষ্ম্যা শরীরকান্ত্যা, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥১৯॥

যে আশ্রমে সামগানকারী ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভ্রমরগণ গান করিতেছিল; পুরুষজাতীয় কোকিলগণ ও চকোরপক্ষিগণ রব করিতেছিল; ব্যাঘ্রভয়বিহীন মহিষগণ, শূকরগণ, সৃমরহরিণগণ ও চমরহরিণগণ সেই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিল; মদস্রাবী হস্তিগণ হস্তিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক খেলা করিতে থাকিয়া সকল দিকে শব্দ করিতেছিল; বিচরণকারী সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ এবং গুহা ও গর্ত্তশায়ী নিভৃত সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ গুরুতর গর্জ্জন করিতেছিল; সেই সেই স্থানে নবতৃণে শোভা জন্মাইতেছিল এবং স্বর্গের তুল্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল; দেবতারা সেই দধীচমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৪—১৮॥

তাঁহারা সেই আশ্রমে শরীরকান্তিতে ব্রহ্মার ন্যায় দেদীপ্যমান এবং সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী দধীচমুনিকে দর্শন করিলেন ॥১৯॥

কালকেয়ৈর্মহাকায়ৈঃ সমন্তাদভিরক্ষিতম্ ।
সমুদ্যতপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবানাং দানবৈঃ সহ ।
মুহূর্ত্তং ভরতশ্রেষ্ঠ ! লোকত্রাসকরং মহৎ ॥৩॥
উদ্যতপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ ।
আসীৎ স্তুমুলঃ শব্দঃ শরীরেষ্বভিপাত্যতাম্ ॥৪॥
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চাপ্যন্তরীক্ষান্মহীতলম্ ।
তালৈরিব মহারাজ ! বৃন্তাদ্‌ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥৫॥
তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ ।
ত্রিদশানভ্যবর্ত্তন্ত দাবদগ্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রী বজ্রধর ইন্দ্রঃ । রোদসী স্বর্গমর্ত্ত্যৌ, "ভূদ্যাবৌ রোদস্যৌ রোদসী চ তে" ইত্যমরঃ । ততঃ স্বদেশাৎ । কালকেয়ৈরসুরৈঃ । প্রহরণানাং শৃঙ্গতুল্যত্বম্ ॥১—২॥

তত ইতি । মুহূর্ত্তং কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্য । মহদ্‌যুদ্ধমিতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

উদ্যতেতি । বীরাণাং বাহুভিঃ, আদৌ উদ্যতা উত্তোলিতাঃ অনন্তরং প্রতিপিষ্টা বিপক্ষৈঃ প্রত্যাঘাতেন ভগ্নাস্তেষাম্, বিপক্ষাণাং শরীরেষু অভিপাত্যতাম্ অভিপাত্যমানানাং খড়্গানাম্, স্তুমুলঃ শব্দ আসীৎ ॥৪॥

শিরোভিরিতি । তালৈঃ ফলৈরিব । মহীতলং ব্যাপ্তমিতি শেষঃ ॥৫॥

ত ইতি । কালেয়া অসুরাঃ । অভ্যবর্ত্তন্ত অভ্যধাবন্ । দাবো বনবহ্নিঃ ॥৬॥

বৃত্রাসুর তখন (আপন সৈন্যগণ দ্বারা) স্বর্গ-মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছিল ; আর শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র বিশাল দেহ কালকেয় অসুরগণ সকল দিক্ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল ॥১—২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কিছুকাল দানবগণের সহিত দেবগণের লোকভয়জনক মহাযুদ্ধ হইল ॥৩॥

বীরগণ হস্ত দ্বারা তরবারি সকল উত্তোলন করিয়া বিপক্ষগণের শরীরে আঘাত করিবার উপক্রম করিবামাত্র বিপক্ষেরা প্রতিঘাত করিল ; তৎক্ষণাৎ সে তরবারিগুলি ভগ্ন হইতে থাকায় অতিতুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪॥

মহারাজ ! তখন দেখা গেল যে, বৃন্তচ্যুত তালফলের ন্যায় আকাশ হইতে নিপতিত মস্তকদ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥৫॥

তখন কালকেয় অসুরগণ স্বর্ণময় কবচ ধারণপূর্ব্বক পরিঘ উত্তোলন করিয়া দাবাগ্নিদহ্যমান পর্ব্বতসমূহের ন্যায় দেবগণের দিকে ধাবিত হইল ॥৬॥

তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্।
ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্না প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৭॥
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বৃত্রে বিবর্দ্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮॥
কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
জগাম শরণং শীঘ্রং তন্তু নারায়ণং প্রভুম্ ॥৯॥
তং শক্রং কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বতেজো ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্য বিবর্দ্ধয়ন্ ॥১০॥
বিষ্ণুনা গোপিতং শক্রং দৃষ্ট্বা দেবগণাস্ততঃ।
সর্ব্বে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥১১॥
স সমাপ্যায়িতঃ শক্রো বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপদ্যত ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। সাভিমানং সগর্ব্বম্। ভগ্নাঃ স্বসংঘবিশ্লিষ্টাঃ সন্তঃ ॥৭॥
তানিতি। কশ্মলং মোহম্, "মূর্চ্ছা তু কশ্মলং মোহঃ" ইত্যমরঃ ॥৮॥
কালেয়েতি। শরণং জগাম, আত্মনি বলাধানার্থমিতি ভাবঃ ॥৯॥
তমিতি। কশ্মলাবিষ্টং মোহাবিষ্টম্। ব্যদধৎ অর্পিতবান্ ॥১০॥
বিষ্ণুনেতি। গোপিতং রক্ষিতম্। সমাদধ্যুরর্পিতবন্তঃ। অমলা নিষ্পাপাঃ ॥১১॥
স ইতি। সমাপ্যায়িতঃ তেজোঽর্পণেন বর্দ্ধিতঃ। সমপদ্যত অজায়ত ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥১—৩॥ বীরবাহুভিঃ সার্দ্ধমাদাবুদ্যতাঃ পশ্চাদন্যৈঃ প্রতিপিষ্টাস্তেষাম্ ॥৪॥ তালৈস্তালফলৈঃ ॥৫—৯॥ ব্যদধৎ নিহিতবান্ ॥১০—১২॥ বলস্থং

গর্ব্বের সহিত ধাবিত বেগবান্ সেই অসুরগণের বেগ দেবতারা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

বৃত্রাসুরের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন—ইহা দেখিয়া দেবরাজ অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইলেন ॥৮॥

এবং তিনি কালেয় অসুরগণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া সত্বরই যাইয়া প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন সনাতন নারায়ণ দেবরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া উঁহার বলবৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের তেজ উঁহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর দেবতারা ও নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই দেবরাজকে বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত দেখিয়া আপন আপন তেজ তাঁহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১১॥

জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপস্তু ননাদ বৃত্রো মহতো নিনাদান্।
তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ খং দ্যৌর্নগাশ্চাপি চচাল সর্ব্বম্ ॥১৩॥
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্।
ভয়ে নিমগ্নস্ত্বরিতো মুমোচ বজ্রং মহত্তস্য বধায় রাজন্! ॥১৪॥
স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাত মহাসুরঃ কাঞ্চনমাল্যধারী।
যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাৎ স মন্দরো বিষ্ণুকরাদ্বিমুক্তঃ ॥১৫॥
তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ শক্রঃ প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।
বজ্রং স মেনে ন করাদ্বিমুক্তং বৃত্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬॥
সর্ব্বে চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃষ্টা মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিষ্টুবন্তঃ।
বৃত্রং হতং সংদদৃশুঃ পৃথিব্যাং বজ্রাহতং শৈলমিবাবদীর্ণম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞাত্বেতি। বলস্থং বলবন্তম। নানদ চকার। নগাঃ পর্ব্বতাশ্চ, এতৎ সর্ব্বম্ ॥১৩॥
তত ইতি। পরমাভিতপ্তঃ অতীবসন্তপ্তচিত্তঃ। তস্য বৃত্রাসুরস্য ॥১৪॥
স ইতি। স বৃত্রঃ। পুরস্তাৎ পূর্ব্বং সমুদ্রমন্থনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
তস্মিন্নিতি। ভয়াতিরেকাদিন্দ্রস্যায়ং মহানেব বিভ্রম আসীদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

তখন মহাভাগ ঋষিগণ ও দেবগণের সহিত বিষ্ণু তেজ দান করিয়া বর্দ্ধিত করিলে, দেবরাজ অত্যন্ত বলবান্ হইলেন ॥১২॥

দেবরাজ বলবান্ হইয়াছেন—ইহা জানিয়া বৃত্রাসুর বিশাল সিংহনাদ করিয়া উঠিল; তাহার সেই সিংহনাদে পৃথিবী, দিক্ সকল, আকাশ, স্বর্গ ও পর্ব্বত এই সমস্তই যেন কাঁপিতে লাগিল ॥১৩॥

রাজা! তাহার পর দেবরাজ বৃত্রাসুরের বিশাল ও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনিয়া, অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ভয়ে নিমগ্ন হইয়া, তাহার বধের জন্য সত্বরই সেই বিশাল বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥১৪॥

স্বর্ণমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্রের বজ্রে তাড়িত হইয়া—পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর হস্ত হইতে বিমুক্ত মহাপর্ব্বত মন্দরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥১৫॥

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বৃত্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ভয়বিহ্বল হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কারণ, আপন হস্ত হইতে বজ্র যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভয়বশতঃ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন না; কিংবা বৃত্রাসুর যে নিহত হইয়াছিল, তাহাও তিনি ভয়বশতই মনে করিতে পারিয়াছিলেন না ॥১৬॥

(১৭) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

সর্ব্বাংশ্চ দৈত্যাংস্ত্বরিতাঃ সমেত্য জঘ্নুঃ সুরা বৃত্রবধাভিতপ্তান্।
তৈস্ত্রাস্যমানাস্ত্রিদশৈঃ সমেতৈঃ সমুদ্রমেবাবিবিশুর্ভয়ার্ত্তাঃ ॥১৮॥
প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ং ঝষাকুলং নক্রসমাকুলঞ্চ।
তদা স্ম মন্ত্রং সহিতাঃ প্রচক্রুস্ত্রৈলোক্যনাশার্থমভিস্ময়ন্তঃ ॥১৯॥
তত্র স্ম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞাস্তাংস্তানুপায়ানুপবর্ণয়ন্তি।
তেষান্তু তত্র ক্রমকালযোগাদ্ঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব ॥২০॥
যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্নাস্তেষাং বিনাশঃ প্রথমন্তু কার্য্যঃ।
লোকা হি সর্ব্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে তস্মাত্ত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায় ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্ব ইতি। মুদিতা আনন্দিতাঃ, অতএব প্রহৃষ্টা উৎফুল্লবদনা ইত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥১৭॥

সর্ব্বানিতি। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ, সমেতৈঃ সম্মিলিতৈঃ। আবিবিশুর্দৈত্যা ইতি শেষঃ ॥১৮॥

প্রবিশ্যেতি। ঝষনক্রৌ মৎস্যকুম্ভীরৌ। অভিস্ময়ন্তো গর্ব্বিতা ভবন্তঃ ॥১৯॥

তত্রেতি। তত্র মন্ত্রণাসভায়াম্, মত্যা স্বস্ববুদ্ধ্যৈব নিশ্চয়ং কার্য্যসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবং জানন্তীতি তে মতিনিশ্চয়জ্ঞাঃ, কেচিদ্দৈত্যাঃ, জগদ্বিনাশায় তাংস্তান্ গুপ্তহত্যাদীনুপায়ান্, উপবর্ণয়ন্তি স্ম। তত্র তদানীম্, চিন্তয়তাং জগদ্বিনাশোপায়ং ভাবয়তাম্, তেষাং দৈত্যানাম্, ক্রমকালযোগাৎ ক্রমশঃ, ইয়ং ঘোরা মতির্বভূব ॥২০॥

য ইতি। হি যস্মাৎ। ধ্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠন্তে। ত্বরধ্বং ত্বরয়া যতধ্বম্ ॥২১॥

এদিকে দেবতারা ও মহর্ষিরা সকলে আনন্দিত এবং উৎফুল্লমুখ হইয়া ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে থাকিয়া, বজ্রতাড়িত ভূতলপতিত পর্ব্বতের ন্যায় নিহত বৃত্রাসুরকে দর্শন করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা সম্মিলিত ও ত্বরিত হইয়া বৃত্রবধসন্তপ্ত দৈত্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন; তখন সম্মিলিত দেবগণের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেরা যাইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করিল ॥১৮॥

মৎস্য ও কুম্ভীরে পরিপূর্ণ অপরিমেয় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া দৈত্যেরা আবার সম্মিলিত ও গর্ব্বিত হইয়া তখনই ত্রিভুবনবিনাশের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল ॥১৯॥

সেই সভায় বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমানী কতকগুলি দৈত্য জগদ্বিনাশের জন্য নানা উপায়ের বর্ণনা করিল; তাহার পর চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ এই ভয়ঙ্কর বুদ্ধি হইল—॥২০॥

"বিদ্যা ও তপস্যাসম্পন্ন যে সকল লোক আছে, প্রথমে তাহাদিগকে বিনাশ করাই উচিত। কারণ, তপস্যার বলেই সমস্ত লোক অবস্থান করিতেছে; অতএব তপস্যা নষ্ট করিবার জন্যই সত্বর চেষ্টা কর ॥২১॥

যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং তপস্বিনো ধর্ম্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।।
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্ ॥২২॥
এবং হি সর্ব্বে গতবুদ্ধিভাবা জগদ্বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ।
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোর্ম্মিমন্তং রত্নাকরং বরুণস্যালয়ং স্ম ॥২৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং বৃত্রবধোপাখ্যানে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

য ইতি। তান্ তপস্বিনো ধর্ম্মবিদশ্চ জানন্তীতি তে তথা, তৎসম্বোধনম্ ॥২২॥

এবমিতি। জগদ্বিনাশে গতৌ বুদ্ধিভাবৌ মত্যভিপ্রায়ৌ যেষাং তে। 'বরুণস্য আলয়ং সমুদ্রং তদ্রূপং দুর্গং সমাশ্রিত্য পরমপ্রহৃষ্টা আসন্। স্মেতি পাদপূরণে ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

বলবন্তম্ ॥১৩—১৪॥ মাল্যধারী মালাধারী ॥১৫॥ হতমপি বৃত্রং ভয়াৎ ন হতমিব মেনে ॥১৬—২০॥ ম্রিয়ন্তে জীবন্তি ॥২১—২২॥ গতবুদ্ধিভাবাঃ প্রাপ্তধীনিশ্চয়াঃ। বরুণস্যালয়ং সমুদ্রম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

—:*:—

হে অভিজ্ঞ দৈত্যগণ! পৃথিবীতে যে কেহ তপস্বী বা ধর্ম্মজ্ঞ আছে, সত্বরই তাহাদিগকে বধ কর। কারণ, তাহারা বিনষ্ট হইলেই জগৎ বিনষ্ট হইবে" ॥২২॥

এইভাবে জগদ্বিনাশের দিকে বুদ্ধি ও অভিপ্রায় স্থির হইলে, দৈত্যেরা সকলে মহাতরঙ্গশালী ও রত্নের আকর সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল" ॥২৩॥

—:*:—

* '...একাধিকশততমঃ...'—বা ব কা পি, '...শততমঃ...'—নি।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

সমুদ্রং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নিধিমম্ভসঃ।
কালেয়াঃ সম্প্রবর্ত্তন্ত ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনে ॥১॥
তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ ॥২॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ ॥৩॥
চ্যবনস্যাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্।
ফলমূলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥৪॥
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্ব্বন্তি বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা।
কালেয়াস্তে দুরাত্মানো ভক্ষয়ন্তস্তপোধনান্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্রমিতি। বারুণং বরুণদেবতাকম্। সম্প্রবর্ত্তন্তেতি অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥১॥
ত ইতি। ভক্ষয়ন্তি বিনাশয়ন্তি স্মেত্যর্থঃ। আয়তনেষু ক্ষেত্রেষু ॥২॥
বশিষ্ঠস্যেতি। অত্রাপি ভক্ষিতা বিনাশিতা ইত্যর্থঃ ॥৩॥
চ্যবনস্যেতি। ফলমূলাশনানাং ফলমূলভোজিনাম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"সেই কালেয় অসুরেরা বরুণপালিত ও জলের আধার সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া ত্রিভুবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইল ॥১॥

আশ্রমে ও পুণ্যক্ষেত্রে যাঁহারা থাকিতেন, সেই সকল মুনিকে তাহারা প্রত্যহ রাত্রিতেই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া বিনাশ করিত ॥২॥

সেই দুরাত্মারা বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া একশত সাতান্নব্বই জন তপস্বী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল ॥৩॥

ব্রাহ্মণসেবিত পবিত্র চ্যবনের আশ্রমে যাইয়া ফল-মূলভোজী একশত ব্রাহ্মণকে সংহার করিল ॥৪॥

তপস্বি-সংহারে প্রবৃত্ত সেই দুরাত্মা কালেয় দৈত্যগণ রাত্রিতে এইরূপ করিত এবং দিনের বেলায় সমুদ্রে প্রবেশ করিত ॥৫॥

---

(৫) পরার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ।
বায়্বাহারাম্বুভক্ষাশ্চ বিংশতিঃ সংনিসূদিতাঃ ॥৬॥
এবং ক্রমেণ সর্ব্বাংস্তানাশ্রমান্ দানবাস্তদা।
নিশায়াং পরিধাবন্তি মত্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ।
কালোপসৃষ্টাঃ কালেয়া ঘ্নন্তো দ্বিজগণান্ বহূন্ ॥৭॥
ন চৈনানন্ববুধ্যন্ত মনুজা মনুজোত্তম!।
এবং প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেষু তপস্বিনঃ ॥৮॥
প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়মাহারকর্শিতাঃ।
মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। রাত্রৌ গুপ্তহত্যাসৌকর্য্যাৎ দিবা চ দেবভয়াদিতি ভাবঃ ॥৫॥

ভরদ্বাজেতি। নিয়তা নিয়মবন্তো ব্রতিন ইতি যাবৎ। সংনিস্দিতা নাশিতাঃ ॥৬॥

এবমিতি। কালোপসৃষ্টা আসন্নমৃত্যবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

নেতি। হে মনুজোত্তম! তপস্বিনো মনুজা অপি, তাপসেষু এবং গুপ্তহত্যায়াং প্রবৃত্তান্ তান্ এনান্ দৈত্যান্ ন চ নৈব অন্ববুধ্যন্ত নাজানন্ত। যদ্যজ্ঞাস্যন্, তদাবশ্যমেব তপোবলেন ন্যবারয়িষ্যন্নিতি ভাবঃ ॥৮॥

প্রভাত ইতি। নিয়মেন উপবাসাদিব্রতেন আহারেণ ফলমূলাদিমাত্রভোজনেন চ কর্শিতাঃ কৃশীকৃতশরীরাঃ। গতজীবিতৈঃ শরীরৈর্বিশিষ্টাঃ সমদৃশ্যন্তাপরৈঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সমুদ্রমিতি। কালেয়াঃ কালায়াঃ কশ্যপভার্য্যায়াঃ পুত্রাঃ ॥১—৬॥ কালোপসৃষ্টাঃ মৃত্যুনা গ্রস্তাঃ ॥৭॥ তাপসেষু প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাপসা এব তাপসা কুতো ন বারয়ন্তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তপস্বিম্বিতি। তপসৈব ধনবৎসু দেহনাশেঽপি তপোনাশো মাভূদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবং তাহারা ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া ব্রতী, ব্রহ্মচারী, বায়ুভোজী ও জলমাত্রপায়ী কুড়ি জন তপস্বীকে সংহার করিল ॥৬॥

বাহুবলে মত্ত সেই আসন্নমৃত্যু কালেয়দানবেরা তখন এই প্রকারে বহুতর ব্রাহ্মণকে বধ করিতে থাকিয়া রাত্রিতে সেই সকল আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্যেরা তপস্বিগণের প্রতি এইভাবে গুপ্তহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেও তপস্বীরা তাহা বুঝিতে পারিতেন না ॥৮॥

প্রভাতকালে দেখা যাইত উপবাসে ও ফলমূলমাত্র ভোজনে কৃশ এবং প্রাণহীন মুনিগণের শরীরগুলি ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ॥৯॥

(৮)…তাপসেষু তপস্বিষু—বা ব কা নি। (৯)…নিয়মাহারকর্ষিতাঃ—বা ব কা পি।

ক্ষীণমাংসৈর্বিরুধিরৈর্বিমজ্জান্ত্রৈর্বিসন্ধিভিঃ।
আকীর্ণৈরাবভৌ ভূমিঃ শঙ্খানামিব রাশিভিঃ ॥১০॥
কলসৈর্বিপ্রবিদ্ধৈশ্চ স্রুবৈর্ভগ্নৈস্তথৈব চ।
বিকীর্ণৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ ভূর্বভূব সমাবৃতা ॥১১॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্।
জগদাসীন্নিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥১২॥
এবং সংক্ষীয়মাণাশ্চ মানবা মনুজেশ্বর !।
আত্মত্রাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্ত দিশো ভয়াৎ ॥১৩॥
কেচিদ্‌গুহাঃ প্রবিবিশুর্নির্ঝরাংশ্চাপরে তথা।
অপরে মরণোদ্বিগ্না ভয়াৎ প্রাণানবাসৃজন্ ॥১৪॥
কেচিদত্র মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ পরমহর্ষিতাঃ।
মার্গমাণাঃ পরং যত্নং দানবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষীণেতি। বিমজ্জান্ত্রৈঃ মজ্জান্ত্ররহিতৈঃ, বিসন্ধিভিঃ বিশ্লিষ্টসংযোগস্থানৈঃ ॥১০॥

কলসৈরিতি। বিপ্রবিদ্ধৈর্ন্যুব্জত্বাদিনা বিপরীতীকৃতৈঃ, স্রুবৈর্যজ্ঞপাত্রবিশেষৈঃ ॥১১॥

নিরিতি। নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং বেদপাঠদেবহবির্দানরহিতম্ ॥১২॥

এবমিতি। আত্মত্রাণপরা আত্মরক্ষাব্যাপৃতাঃ সন্তঃ ॥১৩॥

কেচিদিতি। নির্ঝরান্ পর্ব্বতজলপ্রবাহান্ তদাবৃতদেশানিত্যর্থঃ ॥১৪॥

রক্ত, মাংস, মজ্জা ও অন্ত্র না থাকায় এবং সন্ধিসকল বিশ্লিষ্ট হওয়ায় কেবল অস্থিরাশিই অবশিষ্ট রহিত ; সুতরাং শঙ্খরাশির ন্যায় বিক্ষিপ্ত সেই অস্থিরাশিদ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত থাকিত ॥১০॥

উল্টা-পাল্টা করা কলসী, ভগ্ন স্রুব এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্রের পাত্রগুলি দ্বারা ভূতল আবৃত থাকিত ॥১১॥

তখন জগৎটাই কালেয় অসুরগণের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িল বলিয়া বেদপাঠ, বষট্কার, যজ্ঞ ও উৎসবকার্য্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং কাহারও কোন উৎসাহ থাকিল না ॥১২॥

রাজা ! মনুষ্যগণ এইভাবে ক্ষয় পাইতে থাকিয়া অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৩॥

কতকগুলি লোক যাইয়া গুহায় প্রবেশ করিল, অন্য কতকগুলি পার্ব্বত্য জল-প্রপাতের অন্তরালে লুকাইল এবং মৃত্যুভয়ে অস্থির অপর কতকগুলি লোক ভয়ে প্রাণত্যাগই করিল ॥১৪॥

ন চৈতানধিজগ্মুস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্‌ ।
শ্রমং জগ্মুশ্চ পরমমাজগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১৬॥
জগত্যুপশমং যাতে নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ে ।
আজগ্মুঃ পরমামার্ত্তিং ত্রিদশা মনুজেশ্বর ! ॥১৭॥
সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়ান্মন্ত্রং প্রচক্রিরে ।
শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভুম্‌ ॥১৮॥
তেঽভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপরাজিতম্‌ ।
ততো দেবা সমস্তাস্তে তদোচুর্মধুসূদনম্‌ ॥১৯॥
ত্বং নঃ স্রষ্টা চ ভর্ত্তা চ হর্ত্তা চ জগতঃ প্রভো ! ।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অথ তেষাং বিনাশায় কোঽপি কিং ন যততে স্মেত্যাহ দ্বাভ্যাং—কেচিদিতি। মহেষাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ। মার্গমাণাঃ তানসুরানেবান্বিষ্যন্তঃ, দানবানাং বিনাশায়েতি শেষঃ ॥১৫॥

নেতি। অধিজগ্মুঃ প্রাপুঃ। ক্ষয়ং গৃহম্‌, "নিলয়াপচয়ৌ ক্ষয়ৌ" ইত্যমরঃ ॥১৬॥

জগতীতি। উপশমম্‌ উৎসাহনিবৃত্তিম্‌, নষ্টা যজ্ঞা উৎসবক্রিয়াশ্চ যস্মিন্‌ তত্র ॥১৭॥

সমেত্যেতি। সমেত্য প্রাপ্য। শরণ্যং শরণেষু রক্ষকেষু সাধুম্‌, শরণং রক্ষকম্‌ ॥১৮॥

ত ইতি। বৈকুণ্ঠং নারায়ণম্‌। সর্ব্বত্রাপরাজিতত্বাদেবাশ্বাস ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শরীরৈর্মাংসাদিরহিতত্বাদস্থিমাত্রৈরিত্যর্থঃ ॥৯॥ অতএব শঙ্খরাশিতুল্যৈঃ ॥১০॥ কলশৈঃ শিরোঘটৈঃ ॥১১—১৪॥ দানবানাং বধায়েতি শেষঃ ॥১৫॥ ক্ষয়ং গৃহং নাশং বা ॥১৬—১৯॥

এই সময়ে কতকগুলি মহাধনুর্দ্ধর বীর অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে সেই দানবগণকে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া তাহাদের বধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ॥১৫॥

কিন্তু সেই দানবেরা সমুদ্রে ছিল বলিয়া তাহাদিগকে তাহারা পাইল না; পরে সেই বীরগণ পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছিল ॥১৬॥

রাজা! যজ্ঞ ও উৎসবকার্য্য তিরোহিত হওয়ায় জগৎটাই অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেবতারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥১৭॥

তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ ভয়বশতঃ রক্ষকশ্রেষ্ঠ, অনাদি ও প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

সেই দেবতারা সকলেই যাইয়া অপরাজিত নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাহার পর তখনই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥১৯॥

(২০) ত্বং নঃ স্রষ্টা চ কর্ত্তা চ—বা ব কা পি।

ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রাৎ পুষ্করেক্ষণ!।
বারাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থে সমুদ্ধৃতা ॥২১॥
আদিদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুস্ত্বয়া।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা সূদিতঃ পুরুষোত্তম! ॥২২॥
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাসুরঃ।
বামনং বপুরাশ্রিত্য ত্রৈলোক্যাদ্ভ্রংশিতস্ত্বয়া ॥২৩॥
অসুরশ্চ মহেষ্বাসো জম্ভ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
যজ্ঞক্ষোভকরঃ ক্রূরস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪॥
এবমাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অস্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্মধুসূদন! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। ভর্ত্তা পালয়িতা। জগতো মধ্যে। ইঙ্গতীতি ইঙ্গং জঙ্গমম্, নেঙ্গতি ন চলতি স্থাবরমিত্যর্থঃ। ইঙ্গমিতি গত্যর্থস্য ইঙ্গধাতোঃ পচাদিত্বাদচি সিদ্ধম্ ॥২০॥

ত্বয়েতি। নষ্টা জলমগ্নত্বাদদৃশ্যতাং গতা। পুষ্করেক্ষণ! পদ্মনয়ন! ॥২১॥

আদীতি। নারসিংহং বপুঃ নরসিংহরূপাং মূর্ত্তিম্। সূদিতো নাশিতঃ ॥২২॥

অবধ্য ইতি। ত্রৈলোক্যাৎ ত্রৈলোক্যরাজ্যাৎ, ভ্রংশিতঃ প্রচ্যাবিতঃ ॥২৩॥

অসুর ইতি। মহেষ্বাসো মহাধানুষ্কঃ, যজ্ঞস্য ক্ষোভকরো বিঘ্নকারী ॥২৪॥

এবমিতি। কর্ম্মাণি তবেতি শেষঃ। গতিরুপায়ঃ ॥২৫॥

"প্রভু! জগতের মধ্যে আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা এবং আপনিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥২০॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনিই পূর্ব্বকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে জগতের জন্য সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥২১॥

পুরুষোত্তম! আপনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাবল আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবং আপনিই বামনরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বভূতের অবধ্য মহাসুর বলিকেও ত্রিভুবনের রাজত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

যজ্ঞবিঘ্নকারী, হিংস্রস্বভাব ও মহাধনুর্দ্ধর 'জম্ভ'-নামে বিখ্যাত অসুরকেও আপনিই নিপাত করিয়াছিলেন ॥২৪॥

মধুসূদন! ইত্যাদি কর্ম্ম আপনার অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহার সংখ্যা নাই। বর্ত্তমানে আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং আপনিই আমাদের গতি ॥২৫॥

তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ ! লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে ।
রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শক্রঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬॥
তব প্রসাদাদ্বর্দ্ধন্তে প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্বিধাঃ ।
তা ভাবিতা ভাবয়ন্তি হব্যকব্যৈর্দিবৌকসঃ ॥২৭॥
লোকা হ্যেবং বিবর্দ্ধন্তে হ্যন্যোন্যং সমুপাশ্রিতাঃ ।
ত্বৎপ্রসাদান্নিরুদ্বিগ্নাস্ত্বয়ৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥২৮॥
ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়মুত্তমম্ ।
ন চ জানীম কেনেমে রাত্রৌ বধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯॥
ক্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যতি ।
ততঃ পৃথিব্যাং ক্ষীণায়াং ত্রিদিবং ক্ষয়মেষ্যতি ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। লোকার্থং লোকরক্ষার্থম্। শক্রঞ্চেতি রাজত্বাৎ পৃথগুক্তিঃ ॥২৬॥

তবেতি। চতুর্বিধাঃ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ। ভাবিতা বর্দ্ধিতাঃ ॥২৭॥

লোকা ইতি। অন্যোন্যং দেবা মানুষান্ মানুষাশ্চ দেবানিত্যর্থঃ ॥২৮॥

ইদমিতি। বধ্যন্তি বধ্যন্তে। জানীম ইতি বিসর্গাভাবঃ বধ্যন্তীতি পরস্মৈপদঞ্চার্ষম্ ॥২৯॥

ক্ষীণেষ্বিতি। পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যতি উপদেষ্টুরভাবাৎ, ত্রিদিবং স্বর্গঃ ক্ষয়মেষ্যতি পৃথিবীলোককর্ত্তব্য-যাগাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

অতএব হে দেবদেব ! হে পরমেশ্বর ! লোকরক্ষার জন্য আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি—আপনি লোকসমূহ, দেবগণ ও দেবরাজকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥২৬॥

আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত চতুর্বিধ প্রাণী বৃদ্ধি পাইতেছে ; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া হব্য-কব্যদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতেছে ॥২৭॥

লোকসকল আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনার অনুগ্রহেই নিরুদ্বেগে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ॥২৮॥

কিন্তু লোকদিগের এই একটা দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কে যে রাত্রিতে আসিয়া এই ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

ব্রাহ্মণ ক্ষয় পাইয়া গেলে পৃথিবীই ক্ষয় পাইবে, পৃথিবী ক্ষয় পাইলে স্বর্গও ক্ষয় পাইবে ॥৩০॥

---

(২৬). শ্লোকাৎ পরম্ '…দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '…একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ' —নি, দেবা ঊচুঃ—বা ব কা নি।

ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো! লোকাঃ সর্ব্বে জগৎপতে!।
বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৩১॥

বিষ্ণুরুবাচ।

বিদিতং মে সুরাঃ! সর্ব্বং প্রজানাং ক্ষয়কারণম্।
ভবতাঞ্চাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥৩২॥
কালেয় ইতি বিখ্যাতো গণঃ পরমদারুণঃ।
তৈশ্চ বৃত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্ব্বং প্রমাথিতম্ ॥৩৩॥
তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৩৪॥
তে প্রবিশ্যোদধিং ঘোরং নক্রগ্রাহসমাকুলম্।
উৎসাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ ঘ্নন্তি মুনীনিহ ॥৩৫॥
ন তু শক্যাঃ ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে।
সমুদ্রস্য ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবদ্ভিঃ সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ত্বদিতি। নাধিগচ্ছেয়ুর্ন প্রাপ্নুয়ুঃ ॥৩১॥
বিদিতমিতি। প্রজানাং জনানাম্। বিগতজ্বরাঃ তিরোহিতসন্তাপাঃ সন্তঃ ॥৩২॥
কালেয় ইতি। গণো দানবানাং সংঘঃ। প্রমাথিতম্ উৎপীড়িতম্ ॥৩৩॥
ত ইতি। সহস্রাক্ষেণ ইন্দ্রেণ। পরিরক্ষন্তঃ পরিরক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ, বরুণালয়ং সমুদ্রম্ ॥৩৪॥
ত ইতি। নক্রৈঃ কুম্ভীরৈঃ গ্রাহৈস্তদিতরজলজন্তুভিঃ সমাকুলং ব্যাপ্তম্ ॥৩৫॥

অতএব মহাবাহু! জগৎপতি! নারায়ণ! আপনার অনুগ্রহে আপনা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া লোকসকল যেন বিনাশ পায় না" ॥৩১॥

বিষ্ণু বলিলেন—"দেবগণ! আমি লোকবিনাশের সমস্ত কারণই জানি; আপনাদের নিকটেও তাহা বলিব, আপনারা সন্তাপবিহীন হইয়া শ্রবণ করুন ॥৩২॥

'কালেয়'-নামে বিখ্যাত অতিভয়ঙ্কর কতকগুলি দানব আছে; তাহারা পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ উৎপীড়িত করিত ॥৩৩॥

পরে ধীমান্ দেবরাজ সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল ॥৩৪॥

তাঁহারা এখন জগৎ উৎসন্ন করিবার জন্য দিনে কুম্ভীর ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকিয়া রাত্রিতে আসিয়া মুনিগণকে বধ করিতেছে ॥৩৫॥

(৩৬)...সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে—বা ব কা, সমুদ্রাশ্রয়িণো হি তে—নি।

অগস্ত্যেন বিনা কো হি শক্তোঽন্যোঽর্ণবশোষণে।
অন্যথা হি ন শক্যাস্তে বিনা সাগরশোষণম্ ॥৩৭॥
এতচ্ছ্রুত্বা তদা দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
পরমেষ্ঠিনমাজ্ঞাপ্য অগস্ত্যস্যাশ্রমং যযুঃ ॥৩৮॥
তত্রাপশ্যন্মহাত্মানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্।
উপাস্যমানমৃষিভির্দেবৈরিব পিতামহম্ ॥৩৯॥
তেঽভিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্।
আশ্রমস্থং তপোরাশিং কর্ম্মভিঃ স্বৈরভিষ্টুবন্ ॥৪০॥
দেবা ঊচুঃ।
নহুষেণাভিতপ্তানাং ত্বং লোকানাং গতিঃ পুরা।
ভ্রংশিতশ্চ সুরৈশ্বর্য্যাৎ স্বর্লোকাল্লোককণ্টকঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি বয়মেব তান্ হনিষ্যাম ইত্যাহ—নেতি। সম্প্রধার্য্যতাং স্থিরীক্রিয়তাম্ ॥৩৬॥
তৎ সম্প্রধারণং ভবতৈব ক্রিয়তামিত্যাহ—অগস্ত্যেনেতি। শক্যা হন্তুমিতি শেষঃ ॥৩৭॥
এতদিতি। পরমেষ্ঠিনং ব্রহ্মাণম্, আজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৩৮॥
তত্রেতি। বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রমগস্ত্যম্। পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৩৯॥
ত ইতি। অচ্যুতম্ অচ্যুতসদৃশং মহাশক্তিম্। অভিষ্টুবন্নিত্যড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

ইঙ্গতি চলতীতি ইঙ্গং পচাদ্যচ্, জঙ্গমং নেঙ্গতি স্থাবরম্ ॥২০—২৬॥ চতুর্বিধাঃ সুরনরতির্য্যক্স্থাবরাঃ, দিবৌকসো দেবান্ ॥২৭—৩৮॥ বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রম্ ॥৩৯॥ অভিষ্টুবন্

কিন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহারা সমুদ্রের ভিতরে রহিয়াছে; সুতরাং সেই সমুদ্রকে নষ্ট করিবার জন্যই আপনারা বুদ্ধি স্থির করুন ॥৩৬॥

অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কোন লোকই সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ হইবে না, আবার সমুদ্র শোষণ ব্যতীত অন্য প্রকারেও সে দানবগণকে সংহার করা যাইবে না" ॥৩৭॥

দেবতারা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া, ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া তখনই মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৩৮॥

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—দেবতারা যেমন ব্রহ্মার সেবা করেন, তেমনই অন্যান্য ঋষিরা উজ্জ্বলতেজা মহাত্মা অগস্ত্যের সেবা করিতেছেন ॥৩৯॥

তখন দেবতারা নিকটে যাইয়া বিষ্ণুর তুল্য শক্তিশালী এবং তপোরাশির ন্যায় আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা অগস্ত্যকে তাঁহারই চরিত্রের উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসা ভাস্করস্য নগোত্তমঃ।
বচস্তবানতিক্রামন্ বিন্ধ্যঃ শৈলো ন বর্দ্ধতে ॥৪২॥
তমসা চাবৃতে লোকে মন্যুনাঽভ্যর্দ্দিতাঃ প্রজাঃ।
ত্বামেব নাথমাসাদ্য নির্বৃতিং পরমাং গতাঃ ॥৪৩॥
অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতিঃ।
ততস্ত্বার্ত্তাঃ প্রযাচামো বরং ত্বাং বরদো হ্যসি ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নহুষেণেতি। গতিঃ উপায় আসীঃ। স্বৈরৈশ্বর্য্যাৎ দেবরাজত্বপদাৎ ॥৪১॥
ক্রোধাদিতি। ভাস্করস্য তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ, নগোত্তমঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ ॥৪২॥
তমসেতি। তমসা বিন্ধ্যবৃদ্ধ্যা সূর্য্যপথরোধাদন্ধকারেণ। মন্যুনা দৈন্যেন ॥৪৩॥
অস্মাকমিতি। নিত্যশশ্চিরমেব। আর্ত্তাঃ কালেয়োৎপীড়নেন ক্লিষ্টা বয়ম্ ॥৪৪॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্তবন্ অড়ভাব আর্ষঃ ॥৪০—৪১॥ নগোত্তমঃ পর্ব্বতেষু শ্রেষ্ঠঃ, বিন্ধ্যো নাম্না ॥৪২॥ তমসা বিন্ধ্যবৃদ্ধ্যা আবৃতে গ্রস্তালোকে লোকে জগতি সতি ॥৪৩—৪৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৭॥

দেবগণ বলিলেন—"মহর্ষি! আপনি পূর্ব্বকালে নহুষসন্তপ্ত লোকদিগের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিলেন এবং জগতের কণ্টক সেই নহুষকে দেবগণের রাজত্বপদ হইতে ও স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥৪১॥

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রোধবশতঃ সূর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়াও, আপনার বাক্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া বৃদ্ধি পায় নাই ॥৪২॥

জগৎটা অন্ধকারে আবৃত হইলে লোক সকল বিষাদে পীড়িত হইয়াছিল; তাহার পর তাহারা আপনাকে রক্ষক পাইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল ॥৪৩॥

আমাদেরও ভয়ভীত অবস্থায় চিরকালই আপনি উদ্ধারের উপায় হইয়া আসিতেছেন; সুতরাং বর্ত্তমান সময়েও আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি; কারণ, আপনি বরদাতা" ॥৪৪॥

---

* '…ত্র্যধিকশততমঃ…'—বা ব কা পি, '…দ্ব্যধিকশততমঃ…'—নি।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমর্থং সহসা বিন্ধ্যঃ প্রবৃদ্ধঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে! ॥১॥

লোমশ উবাচ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্ব্বতম্।
উদয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥২॥
তন্তু দৃষ্ট্বা তথা বিন্ধ্যঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
যথা হি মেরুর্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩॥
প্রদক্ষিণশ্চ ক্রিয়তে মামেবং কুরু ভাস্কর!।
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
নাহমাত্মেচ্ছয়া শৈল! করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্।
এষ মার্গঃ প্রদিষ্টো মে যৈরিদং নির্ম্মিতং জগৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। বিন্ধ্যঃ পর্ব্বতঃ, ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ মূর্চ্ছয়েব ক্রোধেন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনঃ ॥১॥

অদ্রীতি। উদয়াস্তমনে উদয়াস্তকালে, ভানুঃ সূর্য্যঃ ॥২॥

তমিতি। পরিগম্যতে পরিতো বিচর্য্যতে; শৈলেন্দ্রং বিন্ধ্যম্ ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহর্ষি! বিন্ধ্যপর্ব্বত কিজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহা আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥১॥

লোমশ বলিলেন—"সূর্য্য উদয়কালে ও অস্তকালে পর্ব্বতরাজ ও মহাপর্ব্বত স্বর্ণময় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেন ॥২॥

বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যকে সেইরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল—"প্রভাকর! আপনি যেমন প্রত্যহই সুমেরুপর্ব্বতে বিচরণ করেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ করেন, আমাকেও এইরূপ করুন।" বিন্ধ্যপর্ব্বত এইরূপ বলিলে সূর্য্য তাহাকে বলিলেন—॥৩—৪॥

এবমুক্তস্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসাঽচলঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং রোদ্ধুমিচ্ছন্ পরন্তপ ! ॥৬॥
ততো দেবাঃ সহিতাঃ সর্ব্ব এব বিন্ধ্যং সমাগম্য মহাদ্রিরাজম্।
নিবারয়ামাসুরুপায়তস্তং ন চ স্ম তেষাং বচনং চকার ॥৭॥
অথাভিজগ্মুর্মুনিমাশ্রমস্থং তপস্বিনং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
অগস্ত্যমত্যদ্ভুতবীর্য্যবন্তং তঞ্চার্থমূচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥৮॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা।
শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিন্ধ্যঃ কোপবশানুগঃ ॥৯॥
তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিদ্দ্বিজোত্তম !।
ঋতে ত্বাং হি মহাভাগ ! তস্মাদেনং নিবারয় ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এনং মেরুম্। প্রদিষ্টো নির্দ্দিষ্টঃ। যৈরীশ্বরৈঃ, গৌরবাদ্বহুবচনম্। তেষামাদেশং নাতিক্রমিতুমর্হামীতি ভাবঃ ॥৫॥

এবমিতি। অচলো বিন্ধ্যঃ। মার্গং দৈনিকবিচরণপথম্ ॥৬॥

তত ইতি। উপায়তঃ অনুনয়ভীতিপ্রদর্শনাভিরুপায়ৈঃ। চকার বিন্ধ্যঃ ॥৭॥

অথেতি। বীর্য্যমত্র তপঃপ্রভাবঃ। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ॥৮॥

সূর্য্যেতি। বৃণোতি রুণদ্ধি। কোপবশানুগঃ সূর্য্যং প্রতি ॥৯॥

তমিতি। তং বিন্ধ্যম্। ঋতে বিনা ॥১০॥

"পর্ব্বত ! আমি নিজের ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না; যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার এই পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন" ॥৫॥

পরন্তপ ! সূর্য্য এইরূপ বলিলে, তাহার পরই বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রোধে চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ রোধ করিতে ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর দেবতারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া, পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের নিকট যাইয়া, নানাবিধ উপায়ে তাহাকে বারণ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে বিন্ধ্যপর্ব্বত তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিল না ॥৭॥

তদনন্তর সেই দেবতারা সম্মিলিত হইয়াই আশ্রমস্থিত, তপস্বী, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত অদ্ভুতপ্রভাবশালী অগস্ত্যমুনির নিকট গমন করিলেন এবং সেই বিষয় বলিতে লাগিলেন—॥৮॥

"পর্ব্বতরাজ এই বিন্ধ্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ এবং নক্ষত্রমণ্ডলের গতি রোধ করিতেছে ॥৯॥

---

(৮) শ্লোকাৎ পরং 'দেবা ঊচুঃ'—বা ব কা পি।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যগাৎ।
সোঽভিগম্যাব্রবীদ্বিন্ধ্যং সদারঃ সমুপস্থিতম্ ॥১১॥
মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পর্ব্বতোত্তম !।
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ ॥১২॥
যাবদাগমনং মহ্যং তাবত্ত্বং প্রতিপালয়।
নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ! ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ ॥১৩॥
এবং স সময়ং কৃত্বা বিন্ধ্যেনামিত্রকর্ষণ !।
অদ্যাপি দক্ষিণাদ্দেশাদ্বারুণির্ন নিবর্ত্ততে ॥১৪॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা বিন্ধ্যো ন বর্দ্ধতে।
অগস্ত্যস্য প্রভাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। বিপ্রঃ অগস্ত্যঃ। দারৈর্ভার্য্যয়া লোপামুদ্রয়া সহেতি সদারঃ ॥১১॥

মার্গমিতি। মার্গং মদ্গমনপথম্। কেনচিৎ কার্য্যেণ তদুদ্দেশেন ॥১২॥

যাবদিতি। মহ্যং মম। প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব। নিবৃত্তে প্রত্যাবৃত্তে সতি ॥১৩॥

এবমিতি। হে অমিত্রকর্ষণ ! স বারুণিরগস্ত্যঃ, বিন্ধ্যেন সহ, এবং সময়ং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা, দক্ষিণং দেশং গত্বেতি শেষঃ, তস্মাদ্দক্ষিণাদ্দেশাদদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥১৪॥

এতদিতি। আখ্যাতং ময়া উক্তম্। পরিপৃচ্ছসীত্যতীতসামীপ্যে বর্ত্তমানা ॥১৫॥

কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মন্ ! আপনি ব্যতীত অন্য কোন লোকই তাহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না ; অতএব আপনি ইহাকে বারণ করুন” ॥১০॥

অগস্ত্যমুনি দেবগণের সেই কথা শুনিয়া, ভার্য্যা লোপামুদ্রার সহিত মিলিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে গেলেন এবং নিকটে যাইয়া সমাগত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বলিলেন—॥১১॥

“পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ! আমি কোন কার্য্য উদ্দেশ্যে দক্ষিণদিকে যাইব ; অতএব আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে পথ ছাড়িয়া দেন ॥১২॥

পর্ব্বতরাজ ! যে পর্য্যন্ত আমার পুনরায় আগমন হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি প্রতীক্ষা করুন ; তা’র পর আমি ফিরিয়া আসিলে, আপনি ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি পাইবেন” ॥১৩॥

শত্রুকর্ষণ রাজা ! অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দক্ষিণদেশে যাইয়া অদ্যাপি সে দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই ॥১৪॥

---

(১১)…সদারঃ সমুপস্থিতঃ—পি নি।

কালেয়াস্তু যথা রাজন্! সুরৈঃ সর্ব্বৈর্নিসূদিতাঃ।
অগস্ত্যাদ্বরমাসাদ্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬॥
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ।
কিমর্থমভিযাতাঃ স্থ বরং মত্তঃ কিমিচ্ছথ ॥১৭॥
এবমুক্তাস্ততস্তেন দেবতা মুনিমব্রুবন্।
সর্ব্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ ॥১৮॥
এবং ত্বয়েচ্ছাম কৃতং হি কার্য্যং মহার্ণবং পীয়মানং মহাত্মন্!।
ততো বধিষ্যাম সহানুবন্ধান্ কালেয়সংজ্ঞান্ সুরবিদ্বিষস্তান্ ॥১৯॥
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথেতি মুনিরব্রবীৎ।
করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ সুখম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

প্রকৃতমনুসরন্নাহ—কালেয়া ইতি। কালেয়াস্তদাখ্যা অসুরাঃ ॥১৬॥
ত্রিদশানামিতি। মৈত্রাবরুণিরগস্ত্যঃ। অভিযাতা আগতাঃ ॥১৭॥
এবমিতি। তেন অগস্ত্যেন। মুনিমগস্ত্যমেব ॥১৮॥
এবমিতি। অনুবন্ধৈরনুচরৈঃ সহেতি সহানুবন্ধাস্তান্ ॥১৯॥
ত্রিদশানামিতি। কাম্যত ইতি কামস্তম্ অভীষ্টং সমুদ্রপানমিত্যর্থঃ ॥২০॥

বিন্ধ্যপর্ব্বত অগস্ত্যের প্রভাবেই যে বৃদ্ধি পায় নাই—যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সে সমস্তই বলিলাম ॥১৫॥

রাজা! দেবতারা সকলে অগস্ত্যের নিকট বর লাভ করিয়া যে ভাবে কালেয় অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৬॥

দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—"দেবগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন? কোন্ বরই বা আমার নিকট হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন?" ॥১৭॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন—॥১৮॥

"মহাত্মন্! আপনি এইরূপ কার্য্য করেন, অর্থাৎ মহাসমুদ্রটাকে পান করেন—ইহা আমরা ইচ্ছা করি। তাহার পর আমরা সেই কালেয়নামক অসুরগণকে অনুচরদের সহিতই বিনাশ করিব" ॥১৯॥

দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—"তাহাই হইবে। আমি আপনাদের অভীষ্ট বিষয় এবং লোকের বিশেষ নির্বৃতি করিব" ॥২০॥

(১৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

এবমুক্ত্বা ততোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
ঋষিভিশ্চ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দেবৈশ্চ সুব্রত ! ॥২১॥
মনুষ্যোরগগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষাস্তদা।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২২॥
ততোঽভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রং ভীমনিস্বনম্।
নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মীভির্বল্গন্তমিব বায়ুনা ॥২৩॥
হসন্তমিব ফেনৌঘৈঃ স্খলন্তং কন্দরেষু চ।
নানাগ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগণান্বিতম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বমহোরগাঃ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেদুর্মহোদধিম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। শাস্ত্রবিহিতনিয়মানাং যথাযথপালনাৎ সুব্রতেতি যুধিষ্ঠিরস্য সম্বোধনম্ ॥২১॥

মনুষ্যেতি। মহাত্মানমগস্ত্যম্। তৎ সমুদ্রপানম্ ॥২২॥

তত ইতি। বায়ুনা বায়ুপ্রাতিকূল্যেন, বল্গন্তং সাটোপং গচ্ছন্তমিব। ফেনৌঘৈর্হসন্তমিব, ফেনৌঘানাং শুভ্রত্বাৎ, কন্দরেষু গুহাসু, স্খলন্তং স্খলিত্বা পতন্তমিব। নানা অনেকৈর্গ্রাহৈ-র্জলজন্তুভিঃ সমাকীর্ণং ব্যাপ্তম্, নানা দ্বিজগণৈঃ পক্ষিগণৈরন্বিতম্ ॥২৩–২৪॥

অগস্ত্যেতি। সমাসেদুঃ প্রাপুঃ, মহোদধিম্ উক্তরূপং মহাসমুদ্রম্ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

যুধিষ্ঠির! এইরূপ বলিয়া তাহার পর অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ ঋষিগণ ও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করিলেন ॥২১॥

তখন মনুষ্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার জন্য মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগমন করিলেন ॥২২॥

তাহার পর তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল, তরঙ্গদ্বারা যেন নৃত্য করিতেছিল, বায়ুর প্রতিকূলতা-বশতঃ যেন উদ্ধতভাবে চলিতেছিল এবং গুহা সকলের ভিতরে যেন পড়িয়া যাইতেছিল; আর সে সমুদ্র নানাবিধ জলজন্তুতে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ পক্ষিগণে সমাকীর্ণ ছিল ॥২৩—২৪॥

---

* '...চতুরধিকশততমঃ...'—বা ব কা পি, '...ত্র্যধিকশততমঃ...'—নি।

ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

সমুদ্রং স সমাসাদ্য বারুণির্ভগবানৃষিঃ।
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংশ্চৈব সমাগতান্ ॥১॥
এষ লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্।
ভবদ্ভির্যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥২॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ।
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥৩॥
পীয়মানং সমুদ্রন্তু দৃষ্ট্বা সেন্দ্রাস্তদাঽমরাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিশ্চাপ্যপূজয়ন্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্রমিতি। বারুণিরগস্ত্যঃ। সহিতান্ সম্মিলিতান্ ॥১॥
এষ ইতি। বরুণালয়ং সমুদ্রম্। অনুষ্ঠেয়ং বিধেয়ম্ ॥২॥
এতাবদিতি। মৈত্রাবরুণিরগস্ত্যঃ, অচ্যুতঃ তপঃপ্রভাবাদভ্রষ্টঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সমুদ্রমিতি ॥১—২১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯॥

তখন দেবতারা ও মহাত্মা ঋষিরা অগস্ত্যের সহিত এবং গন্ধর্ব্বগণ ও নাগগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্তবিধ মহাসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন" ॥২৫॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"ভগবান্ অগস্ত্যমুনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমাগত এবং সম্মিলিত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন—॥১॥

"লোকহিতের জন্য এই আমি সমুদ্র পান করিতেছি। আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র করুন" ॥২॥

এইটুকুমাত্র কথা বলিয়া মহাপ্রভাবসম্পন্ন অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সকল লোকের সাক্ষাতে সমুদ্র পান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩॥

তখন অগস্ত্য সমুদ্র পান করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন—॥৪॥

---

(২) অহং লোকহিতার্থং বৈ—বা ব কা।

ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন ! ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামরং জগৎ ॥৫॥
স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা গন্ধর্ব্বতূর্য্যেষু নদৎসু সর্ব্বশঃ ।
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণো মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার ॥৬॥
দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং সুরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ ।
প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি তান্ দানবান্ জঘ্নুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭॥
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মভির্মহাবলৈর্বেগিভিরুন্নদদ্ভিঃ ।
ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮॥
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিস্বনাঃ ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব ভারত ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

পীয়মানমিতি । ইন্দ্রেণ সহেতি সেন্দ্রাঃ । অপূজয়ন্ অগস্ত্যমিতি শেষঃ ॥৪॥
ত্বমিতি । বিধাতা শুভস্যেতি শেষঃ । লোকভাবন ! লোকানাং নির্বৃতিকারক ! ॥৫॥
স ইতি । সঃ অগস্ত্যঃ, ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । নদৎসু বাদনাৎ শব্দায়মানেষু ॥৬॥
দৃষ্টেতি । দিব্যানি স্বর্গীয়াণি । অদীনসত্ত্বা অনল্পাধ্যবসায়াঃ ॥৭॥
ত ইতি । তে দানবাঃ । উন্নদদ্ভিঃ সিংহনাদং কুর্ব্বদ্ভিঃ । সেহিরে শেকুঃ ॥৮॥
ত ইতি । ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । ভীমনিস্বনা ভয়ঙ্করসিংহনাদাঃ ॥৯॥

'জগতের নির্বৃতিকারক মহর্ষি ! আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এবং ত্রিভুবনেরই মঙ্গলবিধাতা। আপনার অনুগ্রহেই দেবগণের সহিত সমস্ত জগৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না' ॥৫॥

এইভাবে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা সকল দিকে তূর্য্যধ্বনি করিতে থাকিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; এই অবস্থায় মহাত্মা অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশূন্য করিয়া ফেলিলেন ॥৬॥

অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশূন্য করিয়াছেন দেখিয়া দেবতারা সকলেই আনন্দিত হইয়া স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সেই দানবগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাবল, বেগবান্ ও সিংহনাদকারী মহাত্মা দেবতারা বধ করিতে লাগিলে, তখন সেই দানবেরা বেগবান্ ও মহাবল দেবগণের সেই বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না ॥৮॥

ভরতনন্দন ! দেবতারা দানবগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাহারা ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া কিছুকাল অতিতুমুল যুদ্ধ করিল ॥৯॥

তে পূর্ব্বং তপসা দগ্ধা মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিসূদিতাঃ ॥১০॥
তে হেমনিষ্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণঃ।
নিহতা বহ্বশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১॥
হতশেষাস্ততঃ কেচিৎ কালেয়া মনুজোত্তম !।
বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাশ্রিতাঃ ॥১২॥
নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈর্বাক্যৈরিদঞ্চৈবাব্রুবন্ বচঃ ॥১৩॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো ! লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ সুখম্।
ত্বত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেয়াঃ ক্রূরবিক্রমাঃ ॥১৪॥
পূরয়স্ব মহাবাহো ! সমুদ্রং লোকভাবন !।
যত্ত্বয়া সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। ভাবিতাত্মভিঃ মৈত্র্যাদিভাবনয়া শোধিতচিত্তৈঃ ॥১০॥
ত ইতি। হেমনিষ্কং স্বর্ণমাল্যম্ আভরণং যেষাং তে। বহু অধিকম্ ॥১১॥
হতেতি। কালেয়াঃ কশ্যপভার্য্যায়াঃ কালায়াঃ পুত্রা আদিপর্ব্বণ্যুক্তাঃ ॥১২॥
নিহতানিতি। মুনিপুঙ্গবমগস্ত্যম্ ॥১৩॥
ত্বদিতি। মহাবাহুবন্মহাশত্রুসংহারঘটনান্মহাবাহো ইত্যগস্ত্যস্যৈব সম্বোধনম্ ॥১৪॥

নির্ম্মলচিত্ত মুনিরা পূর্ব্বেই তাহাদিগকে তপস্যানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তাহারা শক্তি অনুসারে জয়ের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও দেবতারা তাহাদিগকে সংহার করিলেন ॥১০॥

স্বর্ণময় হার, কুণ্ডল ও অঙ্গদধারী সেই দানবেরা নিহত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥১১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর হতাবশিষ্ট কতকগুলি কালেয় অসুর পৃথিবী বিদারণ করিয়া পাতালে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥১২॥

তখন দেবগণ দানবগণকে নিহত দেখিয়া নানাবিধ বাক্যে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের স্তব করিলেন এবং এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

"মহাবাহু ! আপনার অনুগ্রহেই লোকেরা মহাসুখ লাভ করিল। কারণ, আপনার তেজেই ক্রূরবিক্রম কালেয়গণ নিহত হইয়াছে ॥১৪॥

(১২)...পাতালতলমাস্থিতাঃ—বা ব কা নি। (১৩)...ইদং বচনমব্রুবন্—বা ব কা নি।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ।
তাংস্তদা সহিতান্ দেবানগস্ত্যঃ সপুরন্দরান্ ॥১৬॥
জীর্ণং তদ্ধি ময়া তোয়মুপায়োঽন্যঃ প্রচিন্ত্যতাম্।
পূরণার্থং সমুদ্রস্য ভবদ্ভির্যত্নমাস্থিতৈঃ ॥১৭॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ ॥১৮॥
পরস্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্।
প্রজাঃ সর্ব্বা মহারাজ! বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৯॥
ত্রিদশা বিষ্ণুনা সার্দ্ধমুপজগ্মুঃ পিতামহম্।
পূরণার্থং সমুদ্রস্য মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পূরয়স্বেতি। হে লোকভাবন! লোকানাং মঙ্গলকারক! অস্মিন্ সমুদ্রখাতে ॥১৫॥
এবমিতি। ভগবান্ অতিশয়েনাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবান্, মহার্ণবস্যৈব পানাৎ ॥১৬॥
জীর্ণমিতি। অন্যঃ মৎকর্ত্তৃকোদ্গারাদপরঃ ॥১৭॥
এতদিতি। বিস্মিতাঃ ক্ষণেনৈব জলরাশের্জীর্ণীকরণাৎ; বিষণ্ণাঃ সমুদ্রস্য জলশূন্যত্বাৎ ॥১৮॥
পরস্পরমিতি। প্রজা গন্ধর্ব্বমনুষ্যাদয়ো জনাঃ। যথাগতং যথাস্থানম্ ॥১৯॥
ত্রিদশা ইতি। পিতামহং ব্রহ্মাণমুপজগ্মুঃ, সমুদ্রপূরণার্থমিতি ভাবঃ ॥২০॥

মহাবাহু! লোকমঙ্গলকারক! আপনি আবার সমুদ্র পূরণ করুন; 'আপনি যে জল পান করিয়াছেন, তাহা আবার এই খাতে বিসর্জ্জন করুন" ॥১৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই সম্মিলিত দেবগণকে বলিলেন—॥১৬॥

"আমি সে জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি; সুতরাং আপনারা সমুদ্র পূরণের জন্য বিশেষ যত্ন অবলম্বন করিয়া অন্য উপায় চিন্তা করুন" ॥১৭॥

নির্ম্মলচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া সম্মিলিত দেবতারা সকলেই বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইলেন ॥১৮॥

মহারাজ! তাহার পর তত্রত্য লোকেরা সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পরস্পর পরস্পরের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ॥১৯॥

আর, দেবতারা সমুদ্রকে পূরণ করিবার জন্য বিষ্ণুর সহিত বার বার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥২০॥

(১৬) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

তে ধাতারমুপাগম্য ত্রিদশাঃ সহ বিষ্ণুনা।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সাগরস্থাভিপূরণম্ ॥২১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সমুদ্রপূরণমন্ত্রণে ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।
তানুবাচ সমেতাংস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
নির্হ্রাদিন্যা গিরা রাজন্! দেবানাশ্বাসয়ংস্তদা ॥১॥
গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সর্ব্বে যথাকামং যথেপ্সিতম্।
মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতেঽর্ণবঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। ধাতারং ব্রহ্মাণম্। উচুঃ পপৃচ্ছুঃ। অভিপূরণং তদুপায়ম ॥২১॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামূননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তানিতি। সমেতান্ সমাগতান্। নির্হ্রাদিন্যা স্বভাবত এব গম্ভীরয়া ॥১॥
গচ্ছধ্বমিতি। যথাকামং গচ্ছধ্বম, যথেপ্সিতঞ্চ কুরুধ্বমিতি শেষঃ ॥২॥

সেই দেবতারা বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মার নিকট যাইয়া, সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া, সমুদ্র পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন" ॥২১॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"রাজা! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাগত দেবগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য গম্ভীর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১॥

"দেবগণ! তোমরা সকলে ইচ্ছা হইলে যাইতে পার এবং ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পার। কারণ, সমুদ্র বহুকাল পরে নিজেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ॥২॥

(২১) পূর্ব্বার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি। * '...পঞ্চাধিকশততমঃ...'—বা ব কা পি, '...চতুরধিকশততমঃ...'—নি। (১) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

জ্ঞাতীংশ্চ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ।
পূরয়িষ্যতি তোয়ৌঘৈঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্ ॥৩॥
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে বিবুধসত্তমাঃ।
কালযোগং প্রতীক্ষন্তো জগ্মুশ্চাপি যথাগতম্ ॥৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো ব্রহ্মন্! কারণঞ্চাত্র বৈ মুনে!।
কথং সমুদ্রঃ পূর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৫॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন!।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র! রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেন্দ্রো ধর্ম্মরাজ্ঞা মহাত্মনা।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞাতীনিতি। অম্ভসাং নিধিম্, অতস্তোয়ৌঘৈরেব পূরয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥
পিতামহেতি। কালযোগং ভাবিকালপ্রাপ্তিসম্বন্ধম্, প্রতীক্ষন্তঃ প্রতীক্ষমাণাঃ ॥৪॥
কথমিতি। অত্র সমুদ্রপূরণে। ভগীরথস্য প্রতিশ্রয়াদবলম্বনাৎ ॥৫॥
এতদিতি। রাজচরিতস্যোত্তমত্বাদেব তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামীত্যাশয়ঃ ॥৬॥
এবমিতি। বিপ্রেন্দ্রো লোমশঃ। ধর্ম্মরাজ্ঞেতি আর্ষত্বাদদন্তত্বাভাবঃ ॥৭॥

মহারাজ ভগীরথ জ্ঞাতিগণকে হেতু করিয়া জলরাশি দ্বারাই জলনিধি সমুদ্রকে পূর্ণ করিবেন" ॥৩॥

তখন দেবতারা সকলে ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া, সেই কালের প্রতীক্ষা করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন" ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ব্রহ্মন্! মুনে! এ বিষয়ে ভগীরথের জ্ঞাতিরা কি করিয়া কারণ হইয়াছিলেন? এবং কি করিয়াই বা ভগীরথকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছিল? ॥৫॥

ব্রাহ্মণ! তপোধন! আপনি রাজাদের উত্তম চরিত্র বিস্তরক্রমে বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, লোমশমুনি মহাত্মা সগরের মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥

(৩) জ্ঞাতীন্ বৈ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথাৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধঞ্চ নাস্তি—বা ব কা পি।
(৫)…কারণঞ্চাত্র কিং মুনে!—বা ব কা নি।

লোমশ উবাচ।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সগরো নাম পার্থিবঃ।
রূপসত্ত্ববলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৮॥
স হৈহয়ান্ সমুৎসাদ্য তালজঙ্ঘাংশ্চ ভারত!।
বশে চ কৃত্বা রাজন্যান্ স্বরাজ্যমনুশিষ্টবান্ ॥৯॥
তস্য ভার্য্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদর্পিতে।
বৈদর্ভী ভরতশ্রেষ্ঠ! শৈব্যা চ ভরতর্ষভ! ॥১০॥
স পুত্রকামো নৃপতিস্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ।
পত্নীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র! কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১১॥
স তপ্যমানঃ সুমহত্তপোযোগসমন্বিতঃ।
আসসাদ মহাত্মানং ত্র্যক্ষং ত্রিপুরমর্দ্দনম্ ॥১২॥
শঙ্করং ভবমীশানং শূলপাণিং পিনাকিনম্।
ত্র্যম্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইক্ষ্বাকূণামিতি। রূপং সৌন্দর্য্যং সত্ত্বমধ্যবসায়ঃ বলং শক্তিশ্চ তৈরুপেতঃ ॥৮॥

স ইতি। হৈহয়ান্ তালজঙ্ঘাংশ্চ তত্তদ্বংশীয়ান্ নৃপতীন্ ॥৯॥

তস্যেতি। বৈদর্ভী বিদর্ভরাজতনয়া, শৈব্যা শিবিতনয়া চ ॥১০॥

স ইতি। আশ্রিতঃ অধিষ্ঠিতঃ ॥১১॥

স ইতি। তপো বৈধক্লেশ উপবাসাদিঃ যোগশ্চ ধ্যানাদিস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ। ত্র্যক্ষং ত্রিলোচনম্। কর্ম্মানুসারিভির্নামভিস্তং বিশিনষ্টি শঙ্করমিত্যাদি ॥১২—১৩॥

লোমশ বলিলেন—"ইক্ষ্বাকুবংশে 'সগর'-নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন; তিনি রূপ, উৎসাহ, শক্তি ও প্রতাপশালী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন! তিনি হৈহয়বংশীয় ও তালজঙ্ঘবংশীয় রাজগণকে উৎসন্ন করিয়া এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া আপন রাজ্য শাসন করিতেন ॥৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সগররাজার দুইটী ভার্য্যা ছিল; তাঁহারা দুই জনই রূপযৌবনগর্ব্বিতা ছিলেন; তাঁহাদের একজন বিদর্ভরাজার তনয়া, অপরজন শিবিরাজার দুহিতা ছিলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই সগররাজা ভার্য্যাদের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া পুত্রকামনা করিয়া গুরুতর তপস্যা করেন ॥১১॥

তিনি উপবাসাদি ও ধ্যানপ্রভৃতি করিতে থাকিয়া গুরুতর তপস্যায় প্রবৃত্ত

---

(৯)...স্বরাজ্যমন্বশাসত—বা ব কা পি। (১৩)...পিনাকিং শূলপাণিনম্—বা ব কা নি।

স তং দৃষ্ট্বৈব বরদং পত্নীভ্যাং সহিতো নৃপঃ।
প্রণিপত্য মহাবাহুঃ পুত্রার্থং সমযাচত ॥১৪॥
তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ সভার্য্যং নৃপসত্তমম্।
যস্মিন্ বৃতো মুহূর্ত্তেঽহং ত্বয়েহ নৃপতে! বরম্ ॥১৫॥
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি শূরাঃ পরমদর্পিতাঃ।
একস্যাং সম্ভবিষ্যন্তি পত্ন্যাং নরবরোত্তম! ॥১৬॥
তে চৈব সর্ব্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পার্থিব!।
একো বংশধরঃ শূর একস্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥১৭॥ (বিশেষকম্)
এবমুক্ত্বা তু তং রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স চাপি সগরো রাজা জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৮॥
পত্নীভ্যাং সহিতস্তত্র সোঽতিহৃষ্টমনাস্তদা।
কালং শম্ভুবরপ্রাপ্তং প্রতীক্ষন্ সগরোঽনয়ৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সমযাচত বরমিতি শেষঃ ॥১৪॥

তমিতি। বৃতো যাচিতঃ। অতএব দ্বিকর্ম্মকত্বম্ অপ্রধানকর্ম্মণ উক্ততা চ। একস্যাং পত্ন্যাং ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সম্ভবিষ্যন্তি, তে চৈব সর্ব্বে শূরাঃ পরমদর্পিতাশ্চ সম্ভবিষ্যন্তি, সহিতাঃ সম্মিলিতাশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি, তস্য মুহূর্ত্তস্য গুণাদেবেতি শেষঃ। একঃ পুত্রঃ। একস্যাং পত্ন্যাম্ ॥১৫—১৭॥

এবমিতি। রুদ্রো মহাদেবঃ। নিবেশনং ভবনম্ ॥১৮॥

পত্নীভ্যামিতি। প্রাপ্তঃ শম্ভুবর ইতি শম্ভুবরপ্রাপ্তস্তম্, অগ্ন্যাহিতাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥১৯॥

রহিয়া একদা শঙ্কর, ভব, ঈশান, শূলপাণি, পিনাকী, ত্র্যম্বক, শিব ও উগ্রেশপ্রভৃতি বহু রূপধারী উমাপতি ত্রিপুরহন্তা মহাত্মা মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ॥১২—১৩॥

মহাবাহু সগররাজা মহাদেবকে দেখিয়াই পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাত করিয়া পুত্রের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন ॥১৪॥

তখন সন্তুষ্টচিত্ত মহাদেব, ভার্য্যাদের সহিত সগররাজাকে বলিলেন—"রাজা! তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তের গুণে তোমার এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মিবে; তাহারা সকলেই বীর ও মহাদর্পিত হইবে, পরে আবার সকলে মিলিয়াই বিনষ্ট হইবে। আর, অপর পত্নীর গর্ভে একটীমাত্র বীর ও বংশরক্ষক পুত্র জন্মিবে" ॥১৫—১৭॥

সগররাজাকে এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন; সগররাজাও আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১৮॥

(১৭) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

তস্য তে মনুজশ্রেষ্ঠ ! ভার্য্যে কমললোচনে।
বৈদর্ভী চৈব শৈব্যা চ গর্ভিণ্যৌ সংবভূবতুঃ ॥২০॥
ততঃ কালেন বৈদর্ভী গর্ভালাবূং ব্যজায়ত।
শৈব্যা চ সুষুবে পুত্রং কুমারং দেবরূপিণম্ ॥২১॥
তদাঽলাবূং সমুৎস্রষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ।
অথান্তরীক্ষাচ্ছুশ্রাব বাচং গম্ভীরনিস্বনাম্ ॥২২॥
রাজন্ ! মা সাহসং কার্ষীঃ পুত্রান্ ন ত্যক্তুমর্হসি।
অলাবূমধ্যান্নিষ্কৃষ্য বীজং যত্নেন গোপ্যতাম্ ॥২৩॥
সোপস্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূর্ণেষু ভাগশঃ।
ততঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং প্রাপ্স্যসি পার্থিব ! ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
মহাদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ !।
অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। গর্ভিণ্যৌ সংবভূবতুঃ, কালক্রমেণ শম্ভুবরাদেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

তত ইতি। গর্ভভূতা অলাবুর্গর্ভালাবুস্তাম্, ব্যজায়ত ব্যজনয়ৎ। কুমারং কার্ত্তিকেয়মিব, ভর্তৃদারকং বা ॥২১॥

তদেতি। সমুৎস্রষ্টুং পরিত্যক্তুম্, মনশ্চক্রে ইয়েষেত্যর্থঃ ॥২২॥

রাজন্নিতি। বীজমঙ্কুরঃ, গোপ্যতাং রক্ষ্যতাম্। সোপস্বেদেষু উষ্ণেষু ॥২৩—২৪॥

সগররাজা সেখানে যাইয়া পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া অতি হৃষ্টমনে মহাদেবের বরের প্রতীক্ষা করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

নরশ্রেষ্ঠ ! কালক্রমে বৈদর্ভী ও শৈব্যা—এই দুইটী পদ্মনয়না সগরভার্য্যাই গর্ভবতী হইলেন ॥২০॥

তাহার পর যথাকালে বৈদর্ভী একটী অলাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা কার্ত্তিকের তুল্য দিব্যরূপী একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥২১॥

তখন সগররাজা সেই অলাবূটাকে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তিনি সেই সময়েই আকাশ হইতে গম্ভীর স্বরে এক বাক্য শুনিতে পাইলেন—॥২২॥

"রাজা ! অবিবেচনার কার্য্য করিবেন না, পুত্রগুলিকে ফেলিয়া দিবেন না। অলাবূর ভিতর হইতে বীজ সকল নিষ্কাশনপূর্ব্বক ভাগ ভাগ করিয়া উষ্ণ ও ঘৃতপূর্ণ পাত্রে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করুন; তাহা হইলে ষাট হাজার পুত্র লাভ করিবেন ॥২৩—২৪॥

(২৫) শ্লোকাৎ পরম্ '...ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '...পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বাঽন্তরীক্ষাচ্চ স রাজা রাজসত্তমঃ।
যথোক্তং তচ্চকারাথ শ্রদ্দধদ্ভরতর্ষভ! ॥২৬॥
একৈকশস্ততঃ কৃত্বা বীজং বীজং নরাধিপঃ।
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ ভাগান্ নিদধে ততঃ ॥২৭॥
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্ররক্ষণতৎপরঃ।
ততঃ কালেন মহতা সমুত্তস্থুর্মহাবলাঃ ॥২৮॥
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্যাপ্রতিমতেজসঃ।
রুদ্রপ্রসাদাদ্রাজর্ষেঃ সমজায়ন্ত পার্থিব! ॥২৯॥
তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্ম্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।
বহুত্বাচ্চাবজানন্তঃ সর্ব্বান্ লোকান্ সহামরান্ ॥৩০॥
ত্রিদশাংশ্চাপ্যবাধন্ত তথা গন্ধর্ব্বরাক্ষসান্।
সর্ব্বাণি চৈব ভূতানি শূরাঃ সমরশালিনঃ ॥৩১ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

মহেতি। দিষ্টং নির্দ্দিষ্টম্। ক্রমযোগেন ক্রমনিয়মেন ॥২৫॥

এতদিতি। অন্তরীক্ষাদাগতম্ এতদ্বচনম্। শ্রদ্দধৎ নিশ্বসন্ ॥২৬॥

একৈকশ ইতি। বীজং পুত্রকারণীভূতম্, বীজমঙ্কুরম্, একৈকশঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৭॥

ধাত্রীরিতি। পুত্ররক্ষণতৎপরঃ সগরঃ। মহাবলাঃ পুত্রা ইতি শেষঃ ॥২৮॥

ষষ্টিরিতি। তস্য সগরস্য। রুদ্রপ্রসাদাম্মহাদেবানুগ্রহাৎ ॥২৯॥

রাজা! মহাদেব এই ক্রমেই আপনার পুত্রজন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং আপনার যেন অন্যরূপ বুদ্ধি হয় না" ॥২৫॥

লোমশ বলিলেন—"ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজপ্রধান সগররাজা আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিয়া এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া যথোক্তরূপ কার্য্যই করিলেন ॥২৬॥

তিনি পুত্রের কারণ সেই অঙ্কুরগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, তাহার পর সেই ভাগগুলিকে ঘৃতপূর্ণ বহুতর কুম্ভের ভিতরে রাখিলেন ॥২৭॥

এবং পুত্ররক্ষার্থ এক একটী কুম্ভে এক একটী করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহার পর অনেক কাল পরে মহাবল পুত্র সকল উত্থিত হইল ॥২৮॥

রাজা! মহাদেবের অনুগ্রহে অতুলনীয়প্রভাব রাজর্ষি সগরের ষাট হাজার পুত্র জন্মিল ॥২৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি, হিংস্রস্বভাব, আকাশচারী, বীর ও যুদ্ধনিপুণ সেই সগর-

---

(৩১) ত্রিদশাংশ্চাপ্যধাবন্ত—পি।

বাধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মন্দবুদ্ধিভিঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহিতাঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥৩২॥
তানুবাচ মহাভাগঃ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ! সর্ব্বে লোকৈঃ সার্দ্ধং যথাগতম্ ॥৩৩॥
নাতিদীর্ঘেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ সুরাঃ! ॥৩৪॥
এবমুক্তাস্তু তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বর!।
পিতামহমনুজ্ঞাপ্য বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৩৫॥
ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ!।
দীক্ষিতঃ সগরো রাজা হয়মেধেন বীর্য্যবান্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। আকাশপরিসর্পিণঃ বিমানারোহণেন গগনচারিণঃ। ত্রিদশান্ দেবান্। সমরশালিনো যুদ্ধনৈপুণ্যবন্তঃ ॥৩০—৩১॥

বাধ্যমানা ইতি। সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বাধ্যমানাঃ পীড্যমানাঃ ॥৩২॥

তানিতি। সর্ব্বলোকপিতামহো ব্রহ্মা। যথাগতং যথাস্থানম্ ॥৩৩॥

নেতি। সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্। মহান্, সাকল্যেনোচ্ছেদাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৪॥

এবমিতি। পিতামহং ব্রহ্মাণম্, অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৩৫॥

তত ইতি। দীক্ষিতো লব্ধদীক্ষঃ, হয়মেধেন অশ্বমেধযজ্ঞেন ॥৩৬॥

পুত্রেরা নিজেদের সংখ্যা বহুতর বলিয়া দেবগণের সহিত সমস্ত লোককে অবজ্ঞা করিতে থাকিয়া, সমস্ত প্রাণী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এমন কি দেবগণকে পর্য্যন্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥৩০—৩১॥

তাহার পর সমস্ত লোক, মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকিয়া দেবগণের সহিত যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥৩২॥

তখন মহাত্মা ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—"দেবগণ! তোমরা সকলে এই লোকদের সহিত যথাস্থানে যাইতে পার ॥৩৩॥

কারণ, দেবগণ! অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই নিজেদের কর্ম্মফলে সগরপুত্রগণের ভীষণভাবে সমূলে ধ্বংস হইবে" ॥৩৪॥

নরনাথ! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, সেই দেবতারা ও অন্যান্য লোকেরা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, প্রতাপশালী সগররাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥৩৬॥

তস্যাশ্বো ব্যচরদ্ভূমিং পুত্রৈঃ সম্পরিরক্ষিতঃ।
সমুদ্রং স সমাসাদ্য নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্ ॥৩৭॥
রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততস্তে সাগরাস্তাত! হৃতং মত্বা হয়োত্তমম্ ॥৩৮॥
আগম্য পিতুরাচখ্যুরদৃশ্যং তুরগং হৃতম্।
তেনোক্তা দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বে মার্গত বাজিনম্ ॥৩৯॥ (বিশেষকম্)
ততস্তে পিতুরাজ্ঞায় দিক্ষু সর্ব্বাসু তং হয়ম্।
অমার্গন্ত মহারাজ! সর্ব্বঞ্চ পৃথিবীতলম্ ॥৪০॥
ততস্তে সাগরাঃ সর্ব্বে সমুপেত্য পরস্পরম্।
নাধ্যগচ্ছন্ত তুরগমশ্বহর্ত্তারমেব চ ॥৪১॥"
আগম্য পিতরঞ্চোচুস্ততঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ।
সসমুদ্রবনদ্বীপা সনদীনদকন্দরা ॥৪২॥
সপর্ব্বতবনোদ্দেশা নিখিলেন মহী নৃপ!।
অস্মাভির্বিচিতা রাজন্! শাসনাত্তব পার্থিব! ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। নিস্তোয়ং খাতমাত্রম্, অগস্ত্যেন পীততোয়ত্বাৎ। সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ। অদৃশ্যং যথা স্যাত্তথা হৃতম্। তেন পিত্রা সগরেণ, মার্গত অন্বিষ্যত ॥৩৭—৩৯॥

তত ইতি। আজ্ঞায় আজ্ঞাং গৃহীত্বা। পৃথিবীতলঞ্চ গত্বেতি শেষঃ ॥৪০॥

তত ইতি। সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ। নাধ্যগচ্ছন্ত নাপ্নুবন্, তুরগমশ্বম্ ॥৪১॥

আগম্যেতি। উচুঃ সাগরাঃ। নিখিলেন সাকল্যেনেত্যর্থঃ। বিচিতা অন্বিষ্টা ॥৪২—৪৩॥

তখন তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহারই পুত্রগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল। একদা সেই অশ্ব, জলশূন্য ভীমদর্শন সমুদ্রতীরে যাইয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতে থাকিয়াও সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। বৎস! তাহার পর সেই সগরপুত্রেরা পিতার নিকট আসিয়া বলিল যে, "অদৃশ্যভাবে সে অশ্ব অপহৃত হইয়াছে।" তখন সগর বলিলেন—"তোমরা সকলে সকল দিকে সেই অশ্বের অন্বেষণ কর" ॥৩৭—৩৯॥

মহারাজ! তাহার পর সগরপুত্রেরা পিতার আদেশ পাইয়া সকল দিকে এবং সমস্ত পৃথিবীতে সেই অশ্বের অন্বেষণ করিল ॥৪০॥

তদনন্তর সেই সগরপুত্রেরা সকলে পরস্পর বিচরণ করিয়াও সে অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে পাইল না ॥৪১॥

তাহার পর তাহারা আসিয়া পিতার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল যে,

ন চাশ্বমধিগচ্ছামো নাশ্বহর্ত্তারমেব চ।
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৪॥
উবাচ বচনং সর্ব্বাংস্তদা দৈববশান্নৃপ!।
অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
যজ্ঞিয়ং তং বিনা হ্যশ্বং নাগন্তব্যং হি পুত্রকাঃ!।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশং পিতুস্তে সগরাত্মজাঃ ॥৪৬॥
ভূয় এব মহীং কৃৎস্নাং বিচেতুমুপচক্রমুঃ।
অথাপশ্যন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)
সমাসাদ্য বিলং তচ্চাপ্যখনন্ সগরাত্মজাঃ।
কুদ্দালৈর্হেষুকৈশ্চাপি সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ ॥৪৮॥
স খন্যমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্ব্বরুণালয়ঃ।
অগচ্ছৎ পরমামার্ত্তিং দীর্য্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অধিগচ্ছামঃ প্রাপ্নুমঃ। মার্গত অন্বিষ্যত ॥৪৪—৪৫॥

যজ্ঞিয়মিতি। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হম্। সন্দেশমাদেশম্। বিচেতুমন্বেষ্টুম্ ॥৪৬—৪৭॥

সমিতি। হেষন্তে অব্যক্তং শব্দং কুর্ব্বন্তীতি হেষুকাণি প্রসৃতকরাকারমুখানি লৌহাস্ত্রাণি তৈঃ। "হেষৃ হেষৃ অব্যক্তে শব্দে" ইতি হেষধাতোরৌণাদিক উকঃ ॥৪৮॥

স ইতি। সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ ॥৪৯॥

"মহারাজ! আপনার আদেশে আমরা সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, গুহা, পর্ব্বত ও বনপ্রান্তের সহিত সমগ্র পৃথিবীই অন্বেষণ করিয়াছি ॥৪২—৪৩॥

কিন্তু অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে পাইলাম না।" রাজা! তাহাদের সেই কথা শুনিয়া সগররাজা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দৈববশতঃ তখনই সকলকে বলিলেন— "ফিরিয়া না আসার জন্যই তোমরা আবার যাও, অশ্ব অন্বেষণ কর ॥৪৪—৪৫॥

পুত্রগণ! সেই যজ্ঞের অশ্ব ব্যতীত তোমরা আসিও না।" সেই সগরপুত্রগণ পিতার আদেশ পাইয়া আবারও সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিল। তাহার পর তাহারা (সমুদ্রতীরের এক স্থানে) ভূতলটাকে বিদারিত দেখিল ॥৪৬-৪৭॥

সগরপুত্রেরা সেই গর্ত্ত পাইয়া বিশেষ যত্ন অবলম্বনপূর্ব্বক কুদ্দাল ও হেষুক (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা সমুদ্র খনন করিতে লাগিল ॥৪৮॥

---

(৪৮)···কুদ্দালৈর্হ্রেষুকৈশ্চৈব—বা ব কা।

অসুরোরগরক্ষাংসি সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
আর্ত্তনাদমকুর্ব্বন্ত বধ্যমানানি সাগরৈঃ ॥৫০॥
ছিন্নশীর্ষা বিদেহাশ্চ ভিন্নত্বগস্থিসন্ধয়ঃ।
প্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৫১॥
এবং হি খনতাং তেষাং সমুদ্রং বরুণালয়ম্।
ব্যতীতঃ সুমহান্ কালো ন চাশ্বঃ সমদৃশ্যত ॥৫২॥
ততঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে!।
বিদার্য্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ ॥৫৩॥
অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে।
কপিলঞ্চ মহাত্মানং তেজোরাশিমনুত্তমম্ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অসুরেতি। সত্ত্বানি প্রাণিনঃ। সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ ॥৫০॥
ছিন্নেতি। বিদেহা দেহরহিতাঃ, ভিন্না বিদীর্ণাস্ত্বগস্থিসন্ধয়ো যেষাং তে ॥৫১॥
এবমিতি। তেষাং সগরপুত্রাণাম্। সমদৃশ্যত তৈরিতি শেষঃ ॥৫২॥
তত ইতি। পূর্ব্বোত্তরে দেশে ঈশানকোণে। হয়ং তং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৫৩—৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তানিতি ॥১—৪৭॥ হ্রেষুকৈঃ হ্রেষয়তি সর্পয়ত্যেভিরিতি মৃত্তিকোৎক্ষেপণযন্ত্রৈঃ সদণ্ডৈর্লোহপত্রৈঃ। হ্রেষৃ প্রসর্পণে অস্য রূপম্ ॥৪৮॥ সাগরৈঃ সগরপুত্রসমূহৈঃ ॥৪৯—৫২॥ পূর্ব্বোত্তরে ঐশান্যাম্ ॥৫৩—৯৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০॥

সগরপুত্রেরা মিলিত হইয়া খনন করিতে লাগিলে সেই সমুদ্র সকল দিকে বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সগরপুত্রেরা বধ করিতে থাকিলে অসুর, নাগ, রাক্ষস ও অন্যান্য নানাবিধ প্রাণী সকল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫০॥

মস্তক ছিন্ন, দেহ অপসারিত এবং চর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধিস্থান বিদীর্ণ হইল; এই-ভাবের শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

এইভাবে বরুণালয় সমুদ্রকে খনন করিতে সগরপুত্রগণের অতি দীর্ঘকাল অতীত হইল; কিন্তু সে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখা গেল না ॥৫২॥

রাজা! তাহার পর ক্রুদ্ধ সগরপুত্রেরা সমুদ্রের ঈশানকোণে বিদারণ করিয়া পাতালে যাইয়া দেখিল যে, সেই যজ্ঞীয় অশ্বটা ভূতলে বিচরণ করিতেছে এবং অসাধারণ তেজঃপুঞ্জের ন্যায় মহাত্মা কপিলমুনি অবস্থান করিতেছেন ॥৫৩—৫৪॥

তেজসা দীপ্যমানন্তু জ্বালাভিরিব পাবকম্।
দৃষ্ট্বা হি বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ কালচোদিতাঃ ॥৫৫॥
তে তং দৃষ্ট্বা হয়ং রাজন্! সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ।
অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ।
সংক্রুদ্ধাঃ সমধাবন্ত অশ্বগ্রহণকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫৬॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ! কপিলো মুনিসত্তমঃ।
বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্ ॥৫৭॥
স চক্ষুর্বিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্।
দদাহ সুমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্ ॥৫৮॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতান্ নারদঃ সুমহাতপাঃ।
সগরান্তিকমাগচ্ছত্তচ্চ তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

তেজসেতি। জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ। কালেন মৃত্যুনা চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥৫৫॥

ত ইতি। সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা আনন্দেন রোমাঞ্চিতদেহাঃ। সংক্রুদ্ধাঃ কপিলস্যৈব চৌরত্বাবধারণাদিতি ভাবঃ, সমধাবন্ত কপিলমেব হন্তুমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

তত ইতি। ক্রুদ্ধোঽভবৎ। বাসুদেবেতি বাসুদেবাবতার ইতি, "পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্। প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ ॥৫৭॥

স ইতি। মন্দবুদ্ধীন্, কপিলচৌর্য্যবিষয়ে বিচারাকরণাদিতি ভাবঃ। স প্রসিদ্ধঃ ॥৫৮॥

তানিতি। ভস্মসাদ্ভূতান্ অংশতঃ, পরত্র "যত্র তানি শরীরাণি" ইত্যভিধানাৎ। তৎ পুত্রনিধনম্, তস্মৈ সগরায় ॥৫৯॥

কপিলমুনিকে – শিখাদ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজদ্বারা দীপ্যমান দেখিয়াই কালপ্রেরিত সগরপুত্রেরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল ॥৫৫॥

রাজা! তখন তাহারা সেই অশ্বটা দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া, সেই অশ্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় কালপ্রেরিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা কপিলকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥৫৬॥

মহারাজ! তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল ক্রুদ্ধ হইলেন; জ্ঞানীরা যে মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন ॥৫৭॥

প্রসিদ্ধ মহাতেজা সেই কপিল চক্ষু বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণের উপরে তেজ নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন ॥৫৮॥

তখন মহাতপা নারদ সেই সগরপুত্রদিগকে প্রায় ভস্মীভূত দেখিয়া সগররাজার নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৫৯॥

স তচ্ছ্রুত্বা বচো ঘোরং রাজা মুনিমুখোদ্‌গতম্ ।
মুহূর্ত্তং বিমনা ভূত্বা স্থাণোর্বাক্যমচিন্তয়ৎ ॥৬০॥
স পুত্রনিধনোত্থেন দুঃখেন সমভিপ্লুতঃ ।
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য হয়মেবাম্বচিন্তয়ৎ ॥৬১॥
অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জঃসুতং তদা ।
পৌত্রং ভরতশার্দ্দূল ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২॥
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ।
কাপিলং তেজ আসাদ্য মৎকৃতে নিধনং গতাঃ ॥৬৩॥
তব চাপি পিতা তাত ! পরিত্যক্তো ময়াঽনঘ ! ।
ধর্ম্মং স্বং রক্ষমাণেন পৌরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং রাজশার্দ্দূলঃ সগরঃ পুত্রমাত্মজম্ ।
ত্যক্তবান্ দুস্ত্যজং বীরং তন্মে ব্রূহি তপোধন ! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স্থাণোঃ শিবস্য। "তে চৈব সর্ব্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পার্থিব !" ইতি বাক্যম্ ॥৬০॥

স ইতি। হয়ং তং যজ্ঞাশ্বমেবাচিন্তয়ৎ, যজ্ঞনির্ব্বাহার্থমিতি ভাবঃ ॥৬১॥

অংশ্বিতি। অব্রবীৎ, সগর ইতি শেষঃ ॥৬২॥

ষষ্টিরিতি। গতা ইতি শব্দাভিধেয়ে পুংস্ত্বম্, "শব্দাভিধেয়ে লিঙ্গং স্যাৎ শব্দলিঙ্গমথাপি বা। শোভনায়ৈ কলত্রায় দারান্ পশ্যন্তি শোভনান্ ॥" ইত্যুক্তেঃ ॥৬৩॥

তবেতি। পিতা অসমঞ্জা নাম, হে তাত ! বৎস ! । স্বং রাজকীয়ম্ ॥৬৪॥

তখন সগররাজা নারদমুখনিঃসৃত সেই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল বিষণ্ণচিত্ত হইয়া সেই মহাদেবের বাক্য স্মরণ করিলেন ॥৬০॥

পুত্রনিধনদুঃখে দুঃখিত সগররাজা আপনারদ্বারাই আপনাকে আশ্বস্ত করিয়া সেই অশ্বের বিষয়ই চিন্তা করিলেন ॥৬১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন তিনি অসমঞ্জার পুত্র পৌত্র অংশুমান্‌কে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৬২॥

"বৎস। অমিততেজা সেই ষাট হাজার পুত্র আমার জন্যই কপিলের তেজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥৬৩॥

বৎস ! আমি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য এবং পুরবাসিগণের হিতের জন্য তোমার পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি" ॥৬৪॥

---

(৬১) এষ শ্লোকঃ বা ব কা পি নাস্তি।

লোমশ উবাচ।

অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ সগরস্য সুতো হ্যভূৎ।
যং শৈব্যা জনয়ামাস পৌরাণাং স হি দারকান্।
গলেষু ক্রোশতো গৃহ্য নদ্যাং চিক্ষেপ দুর্ব্বলান্ ॥৬৬॥
ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মুর্ভয়শোকপরিপ্লুতাঃ।
সগরঞ্চাপ্যভাষন্ত সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥৬৭॥
ত্বং নস্ত্রাতা মহারাজ! পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ।
অসমঞ্জোভয়াদ্‌ঘোরাত্ততো নস্ত্রাতুমর্হসি ॥৬৮॥
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা ঘোরং নৃপতিসত্তমঃ।
মুহূর্ত্তং বিমনা ভূত্বা সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৬৯॥
অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য সুতো মে বিপ্রবাস্যতাম্।
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যমেতচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আত্মজমিত্যনেন পরজাতক্ষেত্রজাদিব্যাবৃত্তিঃ। অতএবোক্তং দুস্ত্যজমিতি ॥৬৫॥
অসমঞ্জা ইতি। ক্রোশত আর্ত্তনাদং কুর্ব্বতঃ, গৃহ্য ধৃত্বা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৬॥
তত ইতি। সমাজগ্মুঃ সগররাজান্তিকমিতি শেষঃ ॥৬৭॥
ত্বমিতি। নঃ অস্মাকম্। পরচক্রাদিভিঃ পররাজ্যাদিভিঃ ॥৬৮॥
পৌরাণামিতি। বিমনাঃ, পুত্রকৃতাত্যাচারশ্রবণাদিতি ভাবঃ ॥৬৯॥
অসমঞ্জা ইতি। বিপ্রবাস্যতাং নির্ব্বাস্যতাম্। বো যুষ্মাকম্ ॥৭০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—"তপোধন! রাজশ্রেষ্ঠ সগর দুস্ত্যজ বীর ঔরস পুত্রকে কি জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন" ॥৬৫॥

লোমশ বলিলেন—"অসমঞ্জা নামে সগরের একটী পুত্র হইয়াছিল, যাহাকে শৈব্যা প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অসমঞ্জা পুরবাসিগণের দুর্ব্বল বালকগুলিকে গলদেশে ধারণ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত; তখন সেই বালকেরা আর্ত্তনাদ করিতে থাকিত ॥৬৬॥

তার পর পুরবাসীরা ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া সগররাজার নিকট আসিত এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে থাকিয়া তাঁহাকে বলিত—॥৬৭॥

"মহারাজ! বিপক্ষরাজ্যের ভয় হইতে আপনি আমাদের রক্ষক; সুতরাং অসমঞ্জার গুরুতর ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন" ॥৬৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ সগর পুরবাসিগণের সেই দারুণ কথা শুনিয়া, কিছুকাল বিমনা থাকিয়া মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন—॥৬৯॥

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ সচিবাস্তে নরাধিপ ! ।
যথোক্তং ত্বরিতাশ্চক্রুর্যথাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ ॥৭১॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা পুত্রো মহাত্মনা ।
পৌরাণাং হিতকামেন সগরেণ বিবাসিতঃ ॥৭২॥
অংশুমাংস্তু মহেষ্বাসো যদুক্তঃ সগরেণ হি ।
তত্তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭৩॥

সগর উবাচ ।

পিতুশ্চ তেঽহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ ।
অলাভেন তথাশ্বস্য পরিতপ্যামি পুত্রক ! ॥৭৪॥
তস্মাদ্দুঃখাভিসন্তপ্তং যজ্ঞবিঘ্নাচ্চ মোহিতম্ ।
হয়স্যানয়নাৎ পৌত্র ! নরকাম্মাং সমুদ্ধর ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যথোক্তম্ অসমঞ্জসো নির্ব্বাসনম্ ॥৭১॥

এতদিতি । বিবাসিতো নগরান্নির্ব্বাসিতঃ ॥৭২॥

অংশুমানিতি । ইষূন্ বাণান্ অস্যতি ক্ষিপতীতি ইষ্বাসো ধনুঃ "কর্ম্মণ্যণ্" ইত্যনেন সূত্রেণ, মহানিষ্বাসো যস্য স মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধর ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥

পিতুরিতি । নিধনেন কপিলনয়নাগ্নিনা দাহান্মরণেন ॥৭৪॥

তস্মাদিতি । নরকাৎ আরব্ধযজ্ঞাসমাপনেন সম্ভাব্যমানাদিতি ভাবঃ ॥৭৫॥

"মন্ত্রিগণ ! আমার প্রিয় কার্য্য যদি আপনাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে এই কার্য্যটা সত্বর করুন, অদ্যই আমার পুত্র অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করুন" ॥৭০॥

নরনাথ ! সগররাজা এইরূপ বলিলে, সেই মন্ত্রীরা রাজার আদেশ অনুসারে সত্বরই অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ॥৭১॥

সগররাজা পুরবাসীদিগের হিতকামী হইয়া পুত্র অসমঞ্জাকে যে কারণে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম ॥৭২॥

সগররাজা মহাধনুর্দ্ধর অংশুমান্‌কে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তও আমি তোমার নিকট বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥৭৩॥

সগর বলিয়াছিলেন—"বৎস ! তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করায় অন্যান্য পুত্রদের মৃত্যু হওয়ায় এবং যজ্ঞীয় অশ্ব না পাওয়ায় আমি সর্ব্বপ্রকারেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৭৪॥

অতএব আমি শোকে সন্তপ্ত এবং যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় মোহিত হইয়াছি ;

অংশুমানেবমুক্তস্তু সগরেণ মহাত্মনা।
জগাম দুঃখাত্তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী ॥৭৬॥
স তু তেনৈব মার্গেণ সমুদ্রং প্রবিবেশ হ।
অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কপিলং তুরগঞ্চ তম্ ॥৭৭॥
স দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং পুরাণমৃষিসত্তমম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কার্য্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৭৮॥
ততঃ প্রীতো মহারাজ! কপিলোঽংশুমতোঽভবৎ।
উবাচ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বরদোঽস্মীতি ভারত! ॥৭৯॥
স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ।
দ্বিতীয়মুদকং বব্রে পিতৄণাং পাবনেচ্ছয়া ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

অংশুমানিতি। দুঃখাৎ ষষ্টিসহস্রজ্ঞাতিনাশনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥৭৬॥
স ইতি। তেনৈব সগরপুত্রগণকৃতেনৈব। তুরগং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৭৭॥
স ইতি। কার্য্যম্ আত্মনঃ কর্ত্তব্যবিষয়ম্, অস্মৈ কপিলায় ॥৭৮॥
তত ইতি। অংশুমত উপরি। ধর্ম্মাত্মা কপিলঃ, বরদঃ ত্বাং প্রতীতি শেষঃ ॥৭৯॥
স ইতি। সঃ অংশুমান্, বব্রে প্রার্থয়ামাস। পিতৄণাং সগরপুত্রাণাম্ ॥৮০॥

সুতরাং পৌত্র! তুমি সেই অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে নরক হইতে উদ্ধার কর" ॥৭৫॥

মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে, অংশুমান্ দুঃখিতচিত্তেই সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ভূতল বিদারিত ছিল ॥৭৬॥

অংশুমান্ সেই পথেই সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং মহাত্মা কপিলকে ও সেই অশ্বটীকে দেখিতে পাইলেন ॥৭৭॥

অংশুমান্, প্রাচীন ও ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলকে তেজঃপুঞ্জের ন্যায় দেখিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণাম করিয়া, উঁহার নিকট নিজের কর্ত্তব্য বিষয় জানাইলেন ॥৭৮॥

মহারাজ ভরতনন্দন! তাহার পর ধর্ম্মাত্মা কপিল অংশুমানের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"আমি তোমার প্রতি বরদাতা হইলাম" ॥৭৯॥

তখন তিনি প্রথমে যজ্ঞসমাপ্তির জন্য অশ্ব প্রার্থনা করিলেন, পরে পিতৃলোকদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় জল যাচ্ঞা করিলেন ॥৮০॥

---

(৮০)···দ্বিতীয়ং বরকং বব্রে—বা ব কা।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কপিলো মুনিপুঙ্গবঃ।
দদানি তব ভদ্রং তে যদ্‌যৎ প্রার্থয়সেঽনঘ ! ॥৮১॥
ত্বয়ি ক্ষমা চ ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয়া কৃতার্থঃ সগরঃ পুত্রবাংশ্চ ত্বয়া পিতা ॥৮২॥
তব চৈব প্রভাবেণ স্বর্গং যাস্যন্তি সাগরাঃ।
শলভত্বং গতা যে তে মম ক্রোধহুতাশনে ॥৮৩॥
পৌত্রশ্চ যে তে ত্রিপথগাং ত্রিদিবাদানয়িষ্যতি।
পাবনার্থং সাগরাণাং তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥৮৪॥
হয়ং নয়স্ব ভদ্রং তে যজ্ঞিয়ং নরপুঙ্গব ! ।
যজ্ঞঃ সমাপ্যতাং তাত ! সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৮৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্তু ॥৮১॥

ত্বয়ীতি। ক্ষমা, অপরাধিনো মমানাক্রমণাৎ; ধর্ম্মঃ, পিতামহযজ্ঞসমাপনোদ্যোগাৎ; সত্যম্ অশ্বগ্রহণায় ছলাকরণাদিত্যাশয়ঃ। পিতা অসমঞ্জাঃ ॥৮২॥

তবেতি। সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ। শলভত্বং পতঙ্গত্বম্ গতা দগ্ধা ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥

পৌত্র ইতি। ত্রিপথগাং গঙ্গাম্, ত্রিদিবাৎ স্বর্গাৎ, আনয়িষ্যতি আনেষ্যতি ॥৮৪॥

হয়মিতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হম্ ॥৮৫॥

তখন মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল অংশুমান্‌কে বলিলেন—"হে নিষ্পাপ! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা তাহাই তোমাকে দিব; তোমার মঙ্গল হউক ॥৮১॥

কারণ, তোমাতে ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য রহিয়াছে; সুতরাং তোমাদ্বারা সগররাজা কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তোমাদ্বারাই তোমার পিতা পুত্রবান্ হইয়াছেন ॥৮২॥

নরশ্রেষ্ঠ! সগরের পুত্রেরা তোমার প্রভাবেই স্বর্গলাভ করিবেন; যাঁহারা আমার ক্রোধানলে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৮৩॥

তোমার পৌত্র (ভগীরথ) মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া সগরপুত্রদিগের উদ্ধারের জন্য স্বর্গলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন ॥৮৪॥

বৎস! তুমি যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যাও এবং মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত করাও। তোমার মঙ্গল হউক" ॥৮৫॥

---

(৮৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

অংশুমানেবমুক্তস্তু কপিলেন মহাত্মনা।
আজগাম হয়ং গৃহ্য যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ॥৮৬॥
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ সগরস্য মহাত্মনঃ।
মূর্দ্ধ্নি তেনাপ্যুপাঘ্রাতস্তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৮৭॥
যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চাপি সাগরাণাং ক্ষয়ং তথা।
তঞ্চাস্মৈ হয়মাচষ্ট যজ্ঞবাটমুপাগতম্ ॥৮৮॥
তচ্ছ্রুত্বা সগরো রাজা পুত্রজং দুঃখমত্যজৎ।
অংশুমন্তঞ্চ সম্পূজ্য সমাপয়ত তং ক্রতুম্ ॥৮৯॥
সমাপ্তযজ্ঞঃ সগরো দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সভাজিতঃ।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥৯০॥
প্রশাস্য সুচিরং কালং রাজ্যং রাজীবলোচনঃ।
পৌত্রে ভারং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

অংশুমানিতি। হয়ং যজ্ঞাশ্বম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। যজ্ঞস্য বাটং বৃতিবেষ্টিতস্থানম্, "বাটো মার্গে বৃতিস্থানে স্যাৎ কুটীবাস্তুনোঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী ॥৮৬॥

স ইতি। সঃ অংশুমান্। তেন সগরেণাপি। মূর্দ্ধ্নি উপাঘ্রাণং স্নেহাতিরেকাৎ ॥৮৭॥

যথেতি। সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্। আচষ্ট উক্তবান্, অংশুমানিতি শেষঃ ॥৮৮॥

তদিতি। পুত্রজং পুত্রনিধনাজ্জাতম্। সম্পূজ্য কার্য্যকুশলতয়া আদৃত্য ॥৮৯॥

সমাপ্তেতি। সভাজিতঃ অভিনন্দিতঃ। পুত্রত্বকল্পনাদেব সমুদ্রস্য সাগরেতি নাম ॥৯০॥

মহাত্মা কপিল এইরূপ বলিলে, অংশুমান্ সেই অশ্ব লইয়া মহাত্মা সগরের যজ্ঞস্থানে আগমন করিলেন ॥৮৬॥

তাহার পর অংশুমান্ মহাত্মা সগরের চরণযুগলে নমস্কার করিলেন, সগরও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তৎপরে অংশুমান্ সমস্ত বিষয় সগরকে জানাইলেন ॥৮৭॥

সগরপুত্রগণের বিনাশ যেমন দেখিয়াছিলেন এবং যেমন শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সংবাদ এবং সেই অশ্ব যে যজ্ঞস্থানে আসিয়াছে, সেই সংবাদ অংশুমান্ সগরের নিকট বলিলেন ॥৮৮॥

তাহা শুনিয়া সগররাজা পুত্রগণের মৃত্যুজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন এবং অংশুমানের গৌরব করিয়া সেই অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥৮৯॥

সগররাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলে, দেবতারা সকলে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন; তৎপরে সগর বরুণালয় সমুদ্রকে আপন পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন ॥৯০॥

অংশুমানপি ধর্ম্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাম্ ।
প্রশশাস মহারাজ ! যথৈবাস্য পিতামহঃ ॥৯২॥
তস্য পুত্রঃ সমভবদ্দিলীপো নাম ধর্ম্মবিৎ ।
তস্মিন্ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ ॥৯৩॥
দিলীপস্তু ততঃ শ্রুত্বা পিতৃণাং নিধনং মহৎ ।
পর্য্যতপ্যত দুঃখেন তেষাং গতিমচিন্তয়ৎ ॥৯৪॥
গঙ্গাবতরণে যত্নং সুমহচ্চাকরোন্নৃপঃ ।
ন চাবতারয়ামাস চেষ্টমানো যথাবলম্ ॥৯৫॥
তস্য পুত্রঃ সমভবচ্ছ্রীমান্ ধর্ম্মপরায়ণঃ ।
ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৯৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রশাস্যেতি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ সগরঃ । পৌত্রে অংশুমতি ॥৯১॥

অংশুমানিতি । সাগর এব মেখলা কাঞ্চী যস্যাস্তাং সাগরবেষ্টিতামিত্যর্থঃ ॥৯২॥

তস্যেতি । সংস্থিতো মৃতঃ, "পরাসুপ্রাপ্তপঞ্চত্বপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ" ইত্যমরঃ ॥৯৩॥

দিলীপ ইতি । পিতৃণাং পিতৃপূর্ব্বপুরুষাণাং সগরপুত্রাণাম্, মহৎ সাকল্যাদিতি ভাবঃ ॥৯৪॥

গঙ্গেতি । সুমহদিতি ক্রিয়াবিশেষণত্বান্নপুংসকম্ । নৃপো দিলীপঃ ॥৯৫॥

তস্যেতি । শ্রীমান্ রাজলক্ষ্মীবান্ । অনসূয়কঃ পরদোষাবিষ্কাররহিতঃ ॥৯৬॥

এইভাবে পদ্মনয়ন সগররাজা দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া পৌত্র অংশুমানের উপরে তাহার ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৯১॥

মহারাজ ! ধর্ম্মাত্মা অংশুমান্ও তাঁহার পিতামহেরই মত সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥৯২॥

কালক্রমে অংশুমানের 'দিলীপ'-নামে ধর্ম্মজ্ঞ একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমান্ও পরলোকগমন করিলেন ॥৯৩॥

তাহার পরে দিলীপ পিতার পূর্ব্বপুরুষগণের (সগরপুত্রগণের) গুরুতর নিধন-বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥৯৪॥

তৎপরে দিলীপ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারিলেন না ॥৯৫॥

সেই দিলীপের 'ভগীরথ'-নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল ; তিনি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও অসূয়াশূন্য ছিলেন ॥৯৬॥

---

(৯৩)···তস্মৈ রাজ্যং সমাধায়—বা ব কা পি । (৯৬)···সত্যবাননসূয়কঃ—বা ব কা ।

অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপো বনমাশ্রিতঃ।
তপঃসিদ্ধিসমাযোগাৎ স রাজা ভরতর্ষভ!।
বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভারত! ॥৯৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং ভগীরথরাজ্যাভিষেকে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।
স তু রাজা মহেম্বাসশ্চক্রবর্ত্তী মহারথঃ।
বভূব সর্ব্বলোকস্য মনোনয়ননন্দনঃ ॥১॥
স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মনা।
পিতৄণাং নিধনং ঘোরমপ্রাপ্তিং ত্রিদিবস্য চ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। ত্রিদিবং স্বর্গম্, কালযোগেন কালক্রমেণ। বটুপাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স ইতি। মহেম্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, চক্রেণ স্বপররাজ্যাধিকারেণ বর্ত্তত ইতি চক্রবর্ত্তী ॥১॥
স ইতি। ঘোরং নয়নানলেন যুগপৎ কৃতত্বাদিতি ভাবঃ। ত্রিদিবস্য স্বর্গস্য ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

স ত্বিতি ॥১—৪৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহারাজ দিলীপ সেই ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করেন এবং তিনি তপঃসিদ্ধির বলে কালক্রমে সেই বন হইতেই স্বর্গে প্রস্থান করেন" ॥৯৭॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"সকল লোকের মন ও নয়নের আনন্দজনক সেই ভগীরথ-রাজা ক্রমে মহাধনুর্দ্ধর, মহারথ ও রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন ॥১॥

* '...সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি নি।

স রাজ্যং সচিবে ন্যস্য হৃদয়েন বিদূয়তা।
জগাম হিমবৎ পার্শ্বং তপস্তপ্তুং নরেশ্বরঃ ॥৩॥
আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
সোঽপশ্যত নরশ্রেষ্ঠ! হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥৪॥
শৃঙ্গৈর্বহুবিধাকারৈর্ধাতুমদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
পবনালম্বিভির্মেঘৈঃ পরিষিক্তং সমন্ততঃ ॥৫॥
নদীকুঞ্জনিতম্বৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
গুহাকন্দরসংলীনৈঃ সিংহব্যাঘ্রৈর্নিষেবিতম্ ॥৬॥
শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কূজদ্ভির্বিবিধা গিরঃ।
ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জলকুক্কুটৈঃ ॥৭॥
ময়ূরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবককোকিলৈঃ।
চকোরৈরসিতাপাঙ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ৈরপি ॥৮॥
জলস্থানেষু রম্যেষু পদ্মিনীভিশ্চ সঙ্কুলম্।
সারসানাঞ্চ মধুরৈর্ব্যাহৃতৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিদূয়তা সন্তপ্যমানেন, উক্তোভয়শ্রবণাদিত্যাশয়ঃ ॥৩॥

আরীতি। আরিরাধয়িষুঃ আরাদ্ধুমিচ্ছুঃ, স্বার্থে ইন্ আর্ষঃ ॥৪॥

শৃঙ্গৈরিতি। ধাতুমদ্ভিঃ গৈরিকাদিধাতুযুক্তৈঃ। পবনালম্বিভির্বায়ুভরসঞ্চলিতৈঃ। প্রাসাদৈর্দেবালয়ৈঃ। গুহা এব কন্দরাণি বিবরাণি তেষু সংলীনৈঃ শয়িতৈঃ। শকুনৈঃ পক্ষিভিঃ। কূজদ্ভিঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ, গিরো রবান্। শতপত্রৈঃ পুত্রপ্রিয়ৈশ্চ পক্ষিবিশেষৈঃ।

ক্রমে মহাবাহু ভগীরথ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ মহাত্মা কপিলের নয়নানলে ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং (সেই কারণেই) স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই ॥২॥

তখন তিনি মন্ত্রীর উপরে রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে হিমালয়সমীপে গমন করিলেন ॥৩॥

নরশ্রেষ্ঠ! তিনি তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন হইয়া পরে গঙ্গার আরাধনা করিবার ইচ্ছায় (যাইতে থাকিয়া ক্রমে) পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে দর্শন করিলেন ॥৪॥

ক্রমে সেই হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই হিমালয়—গৈরিকাদি ধাতুযুক্ত নানাবিধ শৃঙ্গদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; বায়ুভরে চলিত মেঘসমূহ সকল দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত হইতেছিল; নদী, কুঞ্জ, নিতম্ব ও দেবালয়-

কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ নিষেবিতশিলাতলম্।
দিগ্বারণবিষাণাগ্রৈঃ সমন্তাদ্‌ঘৃষ্টপাদপম্ ॥১০॥
বিদ্যাধরানুচরিতং নানারত্নসমাকুলম্।
বিষোল্বণভুজঙ্গৈশ্চ দীপ্তজিহ্বৈর্নিষেবিতম্ ॥১১॥
ক্বচিৎ কনকসঙ্কাশং ক্বচিদ্রজতসন্নিভম্।
ক্বচিদঞ্জনপুঞ্জাভং হিমবন্তমুপাগমৎ ॥১২॥ (কুলকম্)
স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠ! তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ।
ফলমূলাম্বুসংভক্ষঃ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥১৩॥
সংবৎসরসহস্রে তু গতে দিব্যে মহানদী।
দর্শয়ামাস তং গঙ্গা তদা মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাহৃতৈঃ রবৈঃ। দিগ্বারণানাং দিগ্‌হস্তিনাং বিষাণাগ্রৈর্দন্তাগ্রৈঃ সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু, ঘৃষ্টাঃ পাদপা বৃক্ষা যত্র তম্। দীপ্তা উজ্জ্বলা জিহ্বা যেষাং তৈঃ। কনকসঙ্কাশং স্বর্ণবর্ণম্, অঞ্জনপুঞ্জাভং কজ্জলরাশিবর্ণম্ ॥৫—১২॥

স ইতি। স ভগীরথঃ। সমাস্থিতঃ অবলম্বিতবান্ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥

সংবৎসরেতি। দিব্যে দেবপরিমাণে। ইদমধিককালোপলক্ষণম্। স্বয়মাত্মানম্ ॥১৪॥

সমূহে শোভিত ছিল; গুহাসুপ্ত সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহে অধ্যুষিত ছিল; নানাবিধ রবকারী ও বিচিত্র দেহ বহুতর পক্ষী এবং বৃহৎ ভ্রমর, ডাহুক, পানকড়ি, ময়ূর, শতপত্র, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয় পক্ষীরা এবং পদ্মলতাসমূহ তাহার মনোহর জলাশয়গুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছিল; আর সারসপক্ষিগণের মধুর রব হইতেছিল; কিন্নরগণ ও অপ্সরোগণ শিলাতলে অবস্থান করিতেছিল; সকল দিকের বৃক্ষগুলিই দিগ্‌হস্তিগণের দন্তাগ্রে ঘর্ষিত ছিল; বিদ্যাধরেরা বিচরণ করিতেছিল; নানাবিধ রত্ন বিরাজ করিতেছিল; বিষোন্মত্ত ও দীপ্তজিহ্ব সর্প সকল অবস্থান করিতেছিল এবং সে হিমালয় কোথাও স্বর্ণবর্ণ, কোথাও রজতবর্ণ এবং কোথাও কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল ॥৫—১২॥

নরশ্রেষ্ঠ! ভগীরথ সেই হিমালয়পর্ব্বতে সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত কেবল ফল, মূল ও জল ভক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর তপস্যা করিলেন ॥১৩॥

দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তখন মহানদী গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া ভগীরথকে আত্মদর্শন করাইলেন ॥১৪॥

(১৩)...নরশ্রেষ্ঠঃ...সমাশ্রিতঃ—বা ব কা।

গঙ্গোবাচ।

কিমিচ্ছসি মহারাজ! মত্তঃ কিঞ্চ দদানি তে।
তদ্‌ব্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ! করিষ্যামি বচস্তব ॥১৫॥
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাজা হৈমবতীং তদা।
পিতামহা মে বরদে! কপিলেন মহানদি! ॥১৬॥
অন্বেষমাণাস্তুরগং নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্‌।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্‌ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্‌)
কাপিলং তেজ আসাদ্য ক্ষণেন নিধনং গতাঃ।
তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো ন বিদ্যতে ॥১৮॥
যাবত্তানি শরীরাণি ত্বং জলৈর্নাভিষিঞ্চসি।
তাবত্তেষাং গতির্নাস্তি সাগরাণাং মহানদি! ॥১৯॥
স্বর্গং নয় মহাভাগে! মৎপিতৄন্‌ সগরাত্মজান্‌।
তেষামর্থেঽভিযাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। মত্তো মম সকাশাৎ কিমিচ্ছসি। বচো বচোঽনুরূপং কার্য্যম্‌ ॥১৫॥

এবমিতি। হৈমবতীং হিমবত আগতাং গঙ্গাম্‌। বৈবস্বতক্ষয়ং যমালয়ম্‌। সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্‌। ষষ্টিরিত্যতঃ সংখ্যাধিক্যাদপ্যনুপেক্ষণীয়া ইতি ভাবঃ ॥১৬—১৭॥

কাপিলমিতি। "যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ" ইতি স্মৃতৌ পাতিত্যশ্রবণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

যাবদিতি। ত্বদীয়জলেনাভিষেকে তু তেষাং স্বর্গে গতিঃ স্যাদেব, "যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়েষু মজ্জতি। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ ॥১৯॥

গঙ্গা বলিলেন—"মহারাজ! আপনি আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে কি দিব, তাহা বলুন; নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার প্রার্থনার অনুরূপ কার্য্য করিব" ॥১৫॥

গঙ্গা এইরূপ বলিলে, তখন ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন—"বরদে! মহানদি! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অশ্ব অন্বেষণে গিয়াছিলেন, তখন কপিল তাঁহাদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন। সেই মহাত্মা সগরপুত্রগণ সংখ্যায় ছিলেন ষাট হাজার ॥১৬—১৭॥

তাঁহারা কপিলের তেজে ক্ষণকালমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই-ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের স্বর্গে বাস হইতে পারে না ॥১৮॥

মহানদি! যে পর্য্যন্ত আপনি জলদ্বারা সেই শরীরগুলি অভিষিক্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত সেই সগরপুত্রগণের সদ্‌গতি হইতে পারে না ॥১৯॥

---

(১৮) কপিলং দেবমাসাদ্য—বা বা ব কা।

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমস্কৃতা।
ভগীরথমিদং বাক্যং সুপ্রীতা সমভাষত ॥২১॥
করিষ্যামি মহারাজ! বচস্তে নাত্র সংশয়ঃ।
বেগস্তু মম দুর্দ্ধার্য্যং পতন্ত্যা গগনাদ্ভুবম্ ॥২২॥
ন শক্তস্ত্রিষু লোকেষু কশ্চিদ্ধারয়িতুং নৃপ!।
অন্যত্র বিবুধশ্রেষ্ঠান্নীলকণ্ঠান্মহেশ্বরাৎ ॥২৩॥
তং তোষয় মহাভাগ! তপসা বরদং হরম্।
স তু মাং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধারয়িষ্যতি ॥২৪॥
স করিষ্যতি তে কামং পিতৄণাং হিতকাম্যয়া।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজন্! মহারাজো ভগীরথঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বর্গমিতি। মৎপিতৄন্ মম পিতৃপূর্ব্বপুরুষান্ ॥২০॥

এতদিতি। সুপ্রীতা, পূর্ব্বপুরুষোদ্ধারায় ঈদৃশায়াসস্বীকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

করিষ্যামীতি। দুর্দ্ধার্য্যমিতি ভাবে প্রত্যয়াৎ "ন কর্ত্তৃকর্ম্মপ্রাপ্তৌ" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাৎ বেগমিতি দ্বিতীয়ৈব, "কাং দিশং গন্তব্যম্" ইতি শ্রীপত্যুদাহৃতবৎ ॥২২॥

নেতি। ধারয়িতুং মম বেগমিতি শেষঃ। বিবুধশ্রেষ্ঠাৎ দেবপ্রধানাৎ ॥২৩॥

তমিতি। প্রচ্যুতাং ভুবি পতন্তীম্ ॥২৪॥

অতএব মহাভাগে! মহানদি! আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষ সগরপুত্রদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করুন; তাঁহাদের জন্যই আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি" ॥২০॥

লোমশ কহিলেন—"ভগীরথের এই কথা শুনিয়া জগৎপূজনীয়া গঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে এই কথা বলিলেন—॥২১॥

"মহারাজ! আমি আপনার প্রার্থনার অনুরূপ কার্য্য করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে; কিন্তু আকাশ হইতে ভূতলে পড়িবার সময়ে আমার বেগ ধারণ করা দুষ্কর ॥২২॥

রাজা! দেবশ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত ত্রিভুবনের মধ্যে অন্য কোন লোকই আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২৩॥

অতএব মহাভাগ! আপনি তপস্যাদ্বারা সেই বরদাতা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করুন; তিনিই পড়িবার সময়ে আমাকে মস্তকদ্বারা ধারণ করিবেন ॥২৪॥

(২১)...বাক্যমুবাচ প্রীতমানসা—বা ব কা। (২২)...গগনাদ্দ্রুতম্—পি।

কৈলাসং পর্ব্বতং গত্বা তোষয়ামাস শঙ্করম্ ।
তপস্তীব্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
অগৃহ্লাচ্চ বরং তস্মাদ্‌গঙ্গায়া ধারণে নৃপ ! ।
স্বর্গে বাসং সমুদ্দিশ্য পিতৄণাং স নরোত্তমঃ ॥২৭॥
ভগীরথবচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ।
এবমস্ত্বিতি রাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥২৮॥
ধারয়িষ্যে মহাভাগ ! গগনাৎ প্রচ্যুতাং শিবাম্ ।
দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বৎকৃতে নৃপসত্তম ! ॥২৯॥
এবমুক্ত্বা মহাবাহো ! হিমবন্তমুপাগমৎ ।
বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৩০॥
তত্র স্থিত্বা নরশ্রেষ্ঠং ভগীরথমুবাচ হ ।
প্রযাচস্ব মহাবাহো ! শৈলরাজসুতাং নদীম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। কামমভীষ্টম্। উপাগম্য অঙ্গীকৃত্য কৃত্বেত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥
অগৃহ্লাদিতি। অগৃহ্লাৎ অযাচতেত্যর্থঃ। স ভগীরথঃ ॥২৭॥
ভগীতি। প্রিয়ার্থং সমুদ্রপূরণরূপপ্রীতিকরকার্য্যার্থম্, দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৮॥
ধারয়িষ্য ইতি। প্রচ্যুতাং পতিতাম্, শিবাং মঙ্গলকরীম্, দিব্যাং স্বর্গীয়াম্ ॥২৯॥
এবমিতি। উপাগমৎ, ভগবানিতি পূর্ব্বতোঽনুবৃত্তিঃ ॥৩০॥

এবং তিনিই আপনার পিতৃপুরুষগণের হিত করিবার ইচ্ছায় আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।” রাজা! এই কথা শুনিয়া তাহার পর মহারাজ ভগীরথ কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া তীব্র তপস্যা করিয়া বহুকাল পরে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥২৫—২৬॥

এবং নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথ আপন পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে বাস উদ্দেশ্য করিয়া গঙ্গাকে ধারণ করিবার বিষয়ে মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন ॥২৭॥

ভগীরথের কথা শুনিয়া ভগবান্ মহাদেব দেবগণেরও প্রীতিকর কার্য্য করিবার জন্য ভগীরথকে বলিলেন—“এইরূপই হউক ॥২৮॥

মহাভাগ রাজশ্রেষ্ঠ! আকাশ হইতে নিপতিতা মঙ্গলকারিণী স্বর্গীয়া পবিত্রা গঙ্গাকে তোমার জন্যই আমি ধারণ করিব” ॥২৯॥

মহাবাহু! মহাদেব এইরূপ বলিয়া নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন ॥৩০॥

(২৭) শ্লোকাৎ পরম্ '…অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। লোমশ উবাচ'—বা ব কা পি মি।

পিতৃণাং পাবনার্থং তে তামহং মনুজাধিপ!।
পতমানাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং ধারয়িষ্যে ত্রিপিষ্টপাৎ ॥৩২॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা শর্ব্বেণ সমুদাহৃতম্।
প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ ॥৩৩॥
ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা।
ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট্বা গগনাৎ সহসা চ্যুতা ॥৩৪॥
তাং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট্বা দেবাঃ সার্দ্ধং মহর্ষিভিঃ।
গন্ধর্ব্বোরগযক্ষাশ্চ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ ॥৩৫॥
ততঃ পপাত গগনাদ্‌গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
সমুদ্ধতমহাবর্ত্তা মীনগ্রাহসমাকুলা ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। প্রযাচস্ব অবতরণমিতি শেষঃ। নদীং গঙ্গাম্ ॥৩১॥
পিতৃণামিতি। পতমানাং পতন্তীম্। ত্রিপিষ্টপাৎ স্বর্গাৎ ॥৩২॥
এতদিতি। শর্ব্বেণ মহাদেবেন। সমনুচিন্তয়দিতি অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৩৩॥
তত ইতি। পুণ্যজলা গঙ্গা। ঈশানং মহাদেবঞ্চ, স্থিতং ধারণায়েতি শেষঃ ॥৩৪॥
তামিতি। প্রচ্যুতাং পতন্তীম্। দিদৃক্ষবো দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ ॥৩৫॥
তত ইতি। সমুদ্ধতো গর্ব্বিত ইব মহানাবর্ত্তো জলভ্রমির্যস্যাঃ সা, গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥৩৬॥

তিনি সেইখানে থাকিয়া (দাঁড়াইয়া) নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথকে বলিলেন—"মহাবাহু। তুমি পর্ব্বতরাজকন্যা গঙ্গার নিকট তাঁহার অবতরণ প্রার্থনা কর ॥৩১॥

নরনাথ! তোমার পিতৃপুরুষগণকে পবিত্র করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পড়িবার সময়ে আমি সেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে ধারণ করিব" ॥৩২॥

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ পবিত্র ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর ভগীরথকর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া এবং মহাদেবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পুণ্যজলা ও রম্যা গঙ্গা তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥৩৪॥

তখন তাঁহাকে পতিত দেখিয়া মহর্ষিদের সহিত দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ ও যক্ষগণ দেখিবার ইচ্ছায় আগমন করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর হিমালয়তনয়া গঙ্গা মৎস্য ও জলজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াই আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন; সেই সময়েই তাঁহার জলে বিশাল আবর্ত্ত (ঘোলা) সকল উদ্ধতভাবে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥

(৩২) প্রথমার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

তাং দধার হরো রাজন্ ! গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ।
ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব ॥৩৭॥
সা বভূব বিসর্পন্তী ত্রিধা রাজন্ ! সমুদ্রগা ।
ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পঙ্‌ক্তয়ঃ ॥৩৮॥
ক্বচিদাভোগকুটিলা প্রস্খলন্তী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।
সা ফেনপটসংবীতা মত্তেব প্রমদাঽব্রজৎ ।
ক্বচিৎ সা তোয়নিনদৈর্নদন্তী নাদমুত্তমম্ ॥৩৯॥
এবংপ্রকারান্ সুবহূন্ কুর্ব্বতী গগনাচ্চ্যুতা ।
পৃথিবীতলমাসাদ্য ভগীরথমথাব্রবীৎ ॥৪০॥
দর্শয়স্ব মহারাজ ! মার্গং কেন ব্রজাম্যহম্ ।
ত্বদর্থমবতীর্ণাস্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। গগনস্য মেখলাং কাঞ্চীমিব। মুক্তেত্যাদিনা অনায়াসধারণং সূচিতম্ ॥৩৭॥

সেতি। বিসর্পন্তী নিপতন্তী, ত্রিধা ধারাত্রয়েণ বিভক্তা, হরস্য দ্বিধাবিভক্তজটাগ্রদ্বয়াৎ নাসিকাগ্রাচ্চ স্রবণাদিতি ভাবঃ, সমুদ্রগা সমুদ্রাভিমুখগমনপ্রবৃত্তা ॥৩৮॥

ক্বচিদিতি। আ সম্যগ্‌ ভোগঃ সর্পশরীরং তদ্বৎ কুটিলা বক্রা, অন্যত্র আ ভোগায় সম্যগ্‌ রতিসুখায় কুটিলা বক্রাভিপ্রায়া, ক্বচিৎ ক্বচিৎ উন্নতপাষাণাদৌ, প্রস্খলন্তী প্রতিহতবেগা, ফেনঃ পট ইব তেন সংবীতা আবৃতা। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

এবমিতি। এবম্ ঈদৃশান্, প্রকারান্ অবস্থাঃ। চ্যুতা পতিতা ॥৪০॥

দর্শয়স্বেতি। মার্গং মদ্গমনপথম্, কেন মার্গেণ ॥৪১॥

রাজা ! তখন আকাশের মেখলার ন্যায় গঙ্গা মহাদেবের ললাটদেশে পতিত হইতে লাগিলেন ; মহাদেবও মুক্তাময়ী মালার ন্যায় তাঁহাকে ধারণ করিতে থাকিলেন ॥৩৭॥

রাজা ! গঙ্গা পতিত হইতে থাকিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন ; তখন হংসশ্রেণীর ন্যায় ফেনরাশিতে তাঁহার জল ব্যাপ্ত হইতে থাকিল ॥৩৮॥

কোথাও সর্পশরীরের ন্যায় বক্রা, কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগা এবং কোথাও জলের শব্দে মনোহর শব্দকারিণী হইয়া এবং ফেনবসনে দেহ আবৃত করিয়া, মত্তা কামিনীর ন্যায় তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

গঙ্গা আকাশ হইতে পড়িবার সময়ে এইরূপ বহুবিধ ভাব করিয়া, তাহার পর ভূতলে আসিয়া ভগীরথকে বলিলেন—॥৪০॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা প্রাতিষ্ঠত ভগীরথঃ।
যত্র তানি শরীরাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্।
প্লাবনার্থং নরশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যেন সলিলেন চ ॥৪২॥
গঙ্গায়া ধারণং কৃত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ।
কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ ॥৪৩॥
সমাসাদ্য সমুদ্রঞ্চ গঙ্গয়া সহিতো নৃপঃ।
পূরয়ামাস বেগেন সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥৪৪॥
দুহিতৃত্বে চ নৃপতির্গঙ্গাং সমনুকল্পয়ৎ।
পিতৄণাঞ্চোদকং তত্র দদৌ পূর্ণমনোরথঃ ॥৪৫॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং গঙ্গা ত্রিপথগা যথা।
পূরণার্থং সমুদ্রস্য পৃথিবীমবতারিতা ॥৪৬॥
কালেয়াশ্চ মহারাজ ! ত্রিদশৈর্বিনিপাতিতাঃ।
সমুদ্রশ্চ যথা পীতঃ কারণার্থং মহাত্মনা ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। প্রাতিষ্ঠত পন্থানং প্রদর্শয়ন্ অগ্রে অগ্রে অগচ্ছৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥

গঙ্গায়া ইতি। ত্রিদশৈঃ—গঙ্গায়াঃ পতনদর্শনেচ্ছয়া প্রাগাগতৈর্দেবৈঃ ॥৪৩॥

সমাসাদ্যেতি। পূরয়ামাস গঙ্গায়া জলদ্বারা ॥৪৪॥

দুহিতৃত্ব ইতি। গঙ্গাং দুহিতৃত্বে সমনুকল্পয়ৎ, তস্যাঃ পৃথিব্যামুৎপাদনাদিত্যাশয়ঃ। অতএব সা ভাগীরথীত্যাখ্যায়তে। সমনুকল্পয়দিত্যড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৪৫॥

"মহারাজ ! আমি কোন্ পথে যাইব, তাহা আপনি দেখাইয়া দিন; পৃথিবীপতি ! আমি আপনার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি" ॥৪১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! ভগীরথরাজা এই কথা শুনিয়া—যেখানে মহাত্মা সগরপুত্রগণের সেই শরীরগুলি ছিল, সেগুলিকে গঙ্গার পবিত্র জলদ্বারা প্লাবিত করাইবার জন্য সেই পথে চলিতে লাগিলেন ॥৪২॥

জগৎপূজিত মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে চলিয়া গেলেন ॥৪৩॥

রাজা ভগীরথও গঙ্গার সহিত সমুদ্রে যাইয়া তাঁহার জলদ্বারা বরুণালয় সমুদ্রকে বেগে পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি গঙ্গাকে আপন কন্যারূপে কল্পনা করিলেন, আর সেখানে পিতৃপুরুষগণকে গঙ্গাজল দান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন ॥৪৫॥

(৪৭) প্রথমার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

বাতাপিশ্চ যথা নীতঃ ক্ষয়ং স ব্রহ্মহা প্রভো ! ।
অগস্ত্যেন মহারাজ ! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৮॥ (বিশেষকম্)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং গঙ্গাবতরণকথনে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ প্রয়াতঃ কৌন্তেয়ঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ ! ।
নন্দামপরনন্দাঞ্চ নদ্যৌ পাপভয়াপহে ॥১॥
পর্ব্বতং স সমাসাদ্য হেমকূটমনাময়ম্ ।
অচিন্ত্যানদ্ভুতান্ ভাবান্ দদর্শ সুবহূন্ নৃপঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। অবতারিতা আনীতা। কারণার্থং কালেয়বিনাশরূপপ্রয়োজনসাধনার্থম্। ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারী। মহাত্মনা অগস্ত্যেনেতি সম্বন্ধঃ ॥৪৬—৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামেকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। ততো ভৃগুতীর্থাৎ, প্রয়াতো গতঃ, কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—অর্থাৎ সমুদ্রপূরণের জন্য ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে যে পৃথিবীতে আনয়ন করা হইয়াছিল, দেবতারা কালেয় অসুরগণকে যে নিপাত করিয়াছিলেন, দেবগণের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য মহাত্মা অগস্ত্য যে সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন এবং তিনি—সেই ব্রহ্মহত্যাকারী বাতাপি দানবকে যে ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম" ॥৪৬—৪৮॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যুধিষ্ঠির সেই ভৃগুতীর্থ হইতে ক্রমে পাপভয়নাশিনী নন্দা ও অপরনন্দানাম্নী দুইটী নদীতে গমন করিলেন ॥১॥

---

* '…নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি নি।

বাচা যত্রাভবন্ মেঘা উপলাশ্চ সহস্রশঃ।
নাশক্নুবংস্তমারোঢ়ুং বিষণ্ণমনসো জনাঃ ॥৩॥
বায়ুর্নিত্যং ববৌ তত্র নিত্যং দেবশ্চ বর্ষতি।
স্বাধ্যায়ঘোষশ্চ তথা শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ॥৪॥
সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ।
মক্ষিকাশ্চাদশংস্তত্র তপসঃ প্রতিঘাতিকাঃ।
নির্ব্বেদো জায়তে তত্র গৃহাণি স্মরতে জনঃ ॥৫॥
এবং বহুবিধান্ ভাবানদ্ভুতান্ বীক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
লোমশং পুনরেবাথ পর্য্যপৃচ্ছত্তদদ্ভুতম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

পর্ব্বতমিতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥

বাচেতি। বাচা বাগুচ্চারণমাত্রেণ। উপলাঃ পাষাণাঃ। তং হেমকূটপর্ব্বতম্ ॥৩॥

বায়ুরিতি। স্বাধ্যায়ঘোষো বেদপাঠধ্বনিঃ, ন চ দৃশ্যতে তৎপাঠক ইতি শেষঃ ॥৪॥

সায়মিতি। হব্যবাহনো বহ্নিঃ। নির্ব্বেদো বৈরাগ্যম্, গৃহাণি ভার্য্যাদীন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

এবমিতি। ভাবান্ পদার্থান্। পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥ বাতাবদ্ধা বাতেনাবদ্ধা মেঘা উপলাশ্চ ভবন্ বাতং বিনৈব সহসা মেঘাঃ শিলাশ্চ প্রযুজ্যন্তে ইত্যর্থঃ। ভবন্নিত্যড়ভাব আর্ষঃ। বাচা যত্র ভবন্নিতি পাঠে শব্দোচ্চারণেনৈব যত্র মেঘা উপলাশ্চ, হে ভবন্! ভাসমান! আবির্ভবন্তীতি শেষঃ ॥৩॥ ন চ দৃশ্যতেঽধ্যেতা ॥৪॥ নির্ব্বেদো গিরিদর্শনবৈরাগ্যম্, গৃহাণি স্ত্র্যাদীনি ॥৫—৬॥

তিনি নিরুপদ্রব হেমকূটপর্ব্বতে যাইয়া অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত বহুতর পদার্থ দর্শন করিলেন ॥২॥

যেখানে যে কোন বাক্য উচ্চারণ করা মাত্রই সহস্র সহস্র মেঘ ও পাষাণ আবির্ভূত হইত এবং বিষণ্ণচিত্ত লোকেরা সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না ॥৩॥

এবং সর্ব্বদাই সেখানে বায়ু বহিত হয়, সর্ব্বদাই মেঘ বর্ষণ করে এবং বেদপাঠের শব্দ শুনা যায়, অথচ তাহার পাঠককে দেখা যায় না ॥৪॥

আর, সেখানে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভগবান্ অগ্নিকে দেখা যায়, তপস্যার বিঘ্নকারী মক্ষিকা সকল আসিয়া দংশন করে, তপস্যায় মানুষের বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং মানুষ গৃহপ্রভৃতি স্মরণ করিতে থাকে ॥৫॥

(৩) বাতাবদ্ধা ভবন্ মেঘাঃ—বা ব কা। (৫)…মক্ষিকাশ্চাপ্যপশ্যন্ত—পি।

লোমশ উবাচ।

যথা শ্রুতমিদং পূর্ব্বমস্মাভিররিকর্ষণ ! ।
তদেকাগ্রমনা রাজন্ ! নিবোধ গদতো মম ॥৭॥
অস্মিন্নৃষভকূটেঽভূদৃষভো নাম তাপসঃ।
অনেকশতবর্ষায়ুস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্ ॥৮॥
স বৈ সম্ভাষ্যমাণোঽন্যৈঃ কোপাদ্গিরিমুবাচ হ।
য ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিদুপলানুৎসৃজেস্তদা ॥৯॥
বাতঞ্চাহূয় মা শব্দমিত্যুবাচ স তাপসঃ।
ব্যাহরংশ্চেহ পুরুষো মেঘশব্দেন বার্য্যতে ॥১০॥
এবমেতানি কর্ম্মাণি রাজংস্তেন মহর্ষিণা।
কৃতানি কানিচিৎ ক্রোধাৎ প্রতিষিদ্ধানি কানিচিৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। গদতো মম সকাশাৎ, নিবোধ শৃণু ॥৭॥
অস্মিন্নিতি। কূটে শৃঙ্গে ঋষভমুনেরবস্থানাদৃষভকূট এব হেমকূটস্য নামাভূৎ ॥৮॥
স ইতি। গিরিং হেমকূটম্। ব্যাহরেৎ বাচমুচ্চারয়েৎ। উপলান্ পাষাণান্ ॥৯॥
বাতমিতি। বাতং বায়ুম্। মা শব্দং কুর্ব্বিতি শেষঃ। ব্যাহরন্ বাচমুচ্চারয়ন্ ॥১০॥
এবমিতি। কৃতানি উপলবর্ষণাদীনি। প্রতিষিদ্ধানি বায়োরপি শব্দকরণাদীনি ॥১১॥

এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারগুলির বিষয় লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—"শত্রুনাশক রাজা! পূর্ব্বে আমরা যেমন শুনিয়াছি, তেমনই বলিতেছি ; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭॥

পূর্ব্বকালে এই ঋষভকূট-(হেমকূট) পর্ব্বতে 'ঋষভ'-নামে এক তপস্বী ছিলেন ; তিনি অতি প্রাচীন, তপস্বী ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন ॥৮॥

একদা অন্য লোক আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কোপবশতঃ এই পর্ব্বতকে বলিয়াছিলেন—"যে কোন লোক এখানে আসিয়া কথা বলিবে, তুমি তখনই তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে" ॥৯॥

এবং তিনি বায়ুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"বায়ু! তুমিও শব্দ করিও না।" তাই এখানে মানুষ কথা বলিলেই, বায়ু মেঘশব্দদ্বারা তাহাকে বারণ করে ॥১০॥

রাজা! এইভাবে সেই মহর্ষি ক্রোধবশতঃ কতকগুলি কার্য্যের বিধান এবং কতকগুলি কার্য্যের নিষেধ করিয়াছিলেন ॥১১॥

নন্দাং ত্বভিগতা দেবাঃ পুরা রাজন্নিতি শ্রুতিঃ।
অন্বপদ্যন্ত সহসা পুরুষা দেবদর্শিনঃ ॥১২॥
তে দর্শনং ত্বনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
দুর্গং চক্রুরিমং দেশং গিরিপ্রত্যূহরূপকম্ ॥১৩॥
তদা প্রভৃতি কৌন্তেয়! নরা গিরিমিমং সদা।
নাশক্নুবন্নভিদ্রষ্টুং কুত এবাধিরোহিতুম্ ॥১৪॥
নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুমেষ মহাগিরিঃ।
আরোঢ়ুং বাপি কৌন্তেয়! তস্মান্নিয়তবাগ্ভব ॥১৫॥
ইহ দেবাস্তদা সর্ব্বে যজ্ঞানাজহ্রুরুত্তমান্।
তেষামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত! ॥১৬॥
কুশাকারেব দূর্ব্বেয়ং সংস্তীর্ণেব চ ভূরিয়ম্।
যূপপ্রকারা বহবো বৃক্ষাশ্চেমে বিশাংপতে! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং পর্ব্বতারোহণব্যাঘাতমাহ চতুর্ভিঃ—নন্দামিতি। অন্বপদ্যন্ত অন্বসরন্ ॥১২॥
ত ইতি। দর্শনম্ আত্মপ্রত্যক্ষম্। দুর্গং দুর্গমম্, গিরিরেব প্রত্যূহরূপো যত্র তম্ ॥১৩॥
তদেতি। অধিরোহিতুম্ অধিরোঢ়ুম্, ইড়াগম আর্ষঃ ॥১৪॥
নেতি। নিয়তবাক্ নিবৃত্তবচনো ভব, পর্ব্বতকর্তৃকোপলবর্ষণভয়াদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
ইহেতি। আজহ্রুঃ অনুষ্ঠিতবন্তঃ। তেষাং যজ্ঞানাম্, লিঙ্গানি চিহ্নানি ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পৃষ্টশ্চ লোমশ উবাচ—যথা শ্রুতমিতি ॥৭॥ ঋষভকূটে ঋষভাশ্রিতে শৈলশৃঙ্গে ॥৮—৯॥ মা শব্দং কুর্ব্বিতি শেষঃ ॥১০—১১॥ অন্বপদ্যন্ত অনুগতবন্তঃ, দেবদর্শিনো দেবদর্শনার্থিনঃ ॥১২॥

রাজা! ইহাও আমাদের শুনা আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবতারা একদা এই নন্দানদীতে আসিতেছিলেন; তখন মানুষেরা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল ॥১২॥

তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই দেবতারা দেখা দেওয়ার অনিচ্ছাবশতঃ এই পর্ব্বতরূপ বিঘ্নদ্বারা এই দেশটাকে মানুষের পক্ষে দুর্গম করিয়াছিলেন ॥১৩॥

কুন্তীনন্দন! সেই অবধি মানুষেরা এই পর্ব্বত দেখিতেও পারে না: সুতরাং কি করিয়া আরোহণ করিবে? ॥১৪॥

যে লোক তপস্যা করে নাই, সে লোক এই মহাগিরি দেখিতে বা আরোহণ করিতে পারে না; অতএব কুন্তীনন্দন! তুমি নীরব হও ॥১৫॥

ভরতনন্দন! তখন দেবতারা সকলে এইখানেই উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সে যজ্ঞগুলির এই সকল চিহ্ন অদ্যাপি দেখা যাইতেছে ॥১৬॥

দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বসন্ত্যত্যাপি ভারত ! ।
তেষাং সায়ং তথা প্রাতর্দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ॥১৮॥
ইহাপ্লুতানাং কৌন্তেয় ! সদ্যঃ পাপ্মাভিহন্যতে ।
কুরুশ্রেষ্ঠাভিষেকং বৈ তস্মাৎ কুরু সহানুজঃ ॥১৯॥
ততো নন্দাপ্লুতাঙ্গস্ত্বং কৌশিকীমভিযাস্যসি ।
বিশ্বামিত্রেণ যত্রোগ্রং তপস্তপ্তমনুত্তমম্ ॥২০॥
বৈশম্পায়ন উবাচ । †
ততস্তত্র সমাপ্লুত্য গাত্রাণি সগণো নৃপঃ ।
জগাম কৌশিকীং পুণ্যাং রম্যাং শীতজলাং শুভাম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামৃষভমাহাত্ম্যকথনে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তানি লিঙ্গান্যাহ—কুশেতি । সংস্তীর্ণা কৃতকুশাস্তরণা ॥১৭॥

দেবা ইতি । বসন্তি অদৃশ্যভাবেনেতি ভাবঃ । হব্যবাহনো যজ্ঞাগ্নিঃ ॥১৮॥

ইহেতি । আপ্লুতানাং স্নাতানাম্ । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তস্মাদিহ অভিষেকং কুরু ॥১৯॥

তত ইতি । নন্দায়াং নদ্যামাপ্লুতানি অবগাঢ়ানি অঙ্গানি যস্য সঃ । কৌশিকীং নদীম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যূহরূপকং দর্শনে বিঘ্নরূপম্ ॥১৩—১৪॥ নিয়তবাঙ্মৌনবান্ ॥১৫—১৮॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইতি চ্ছেদঃ ॥১৯—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯২॥

নরনাথ ! এই দূর্ব্বাগুলি যেন কুশের মত, এই ভূমিটা যেন কুশাস্তৃত এবং এই বহুতর বৃক্ষও যেন যূপের তুল্য দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

ভরতনন্দন ! সেই দেবতারা ও ঋষিরা প্রচ্ছন্নভাবে অদ্যাপি এখানে বাস করিতেছেন ; তাই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাদেরই যজ্ঞাগ্নি দেখা যায় ॥১৮॥

কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এখানে যাহারা স্নান করে, তাহাদের সদ্যই পাপ নষ্ট হয় ; অতএব তুমি অনুজগণের সহিত এইখানে স্নান কর ॥১৯॥

এই নন্দানদীতে স্নান করিয়া তাহার পর তুমি কৌশিকীনদীতে যাইবে ; যেখানে বিশ্বামিত্র অত্যুত্তম ও ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন" ॥২০॥

---

† অয়ং পাঠঃ বা ব কা পি নাস্তি । * '...দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি নি, বা ব কা অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি ।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্ষভ !।
বিশ্বামিত্রাশ্রমো রম্য এষ চাত্র প্রকাশতে ॥১॥
আশ্রমশ্চৈব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ সুতো যস্য তপস্বী সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২॥
তপসো যঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাস বাসবম্।
অনাবৃষ্ট্যাং ভয়াদ্‌যস্য ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তত্র নন্দানদ্যাম্। সগণঃ সপরিজনঃ। কৌশিকীং নদীম্ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এষেতি। পুণ্যা পুণ্যজনিকা, অতএব দেবনদী দেবানামপ্যাদৃতা নদী ॥১॥

আশ্রম ইতি। কাশ্যপস্য কাশ্যপগোত্রজস্য বিভাণ্ডকস্য। ঋষ্যস্য মৃগবিশেষস্যেব শৃঙ্গং যস্য সঃ। অয়ং মূর্দ্ধন্যষকারবান্ তালব্যশকারবাংশ্চ, "গোকর্ণপৃষতৈণর্শ্যরোহিতাঃ" ইত্যমরোক্তেঃ, "গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা" ইতি মহিম্নঃস্তোত্রাৎ, "বলবদৃশ্যা দৃশ্যা স্থলী" ইতি বৃন্দাবনযমকাচ্চ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির সহচরদিগের সহিত সেই নন্দানদীতে স্নান করিয়া পুণ্যজনিকা, মনোহরা, শীতলজলা ও মঙ্গলকারিণী কৌশিকীনদীতে গমন করিলেন ॥২১॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যজনিকা ও দেবাদৃতা এই কৌশিকীনদী এবং ইহার তীরে এই মনোহর বিশ্বামিত্রের আশ্রম শোভা পাইতেছে ॥১॥

আর, মহাত্মা বিভাণ্ডকমুনির এই পুণ্যাখ্য আশ্রম দেখা যাইতেছে ; যাঁহার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥২॥

যিনি তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রদ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও যাঁহার ভয়ে অনাবৃষ্টির সময়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৩॥

মৃগ্যাং জাতঃ স তেজস্বী কাশ্যপস্য সুতঃ প্রভুঃ।
বিষয়ে লোমপাদস্য যশ্চকারাদ্ভুতং মহৎ ॥৪॥
প্রবর্ত্তিতেষু শস্যেষু যস্মৈ শান্তাং দদৌ নৃপঃ।
লোমপাদো দুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ কথং মৃগ্যামুৎপন্নঃ কাশ্যপাত্মজঃ।
বিরুদ্ধে যোনিসংসর্গে কথঞ্চ তপসা যুতঃ ॥৬॥
কিমর্থঞ্চ ভয়াচ্ছক্রস্তস্য বালস্য ধীমতঃ।
অনাবৃষ্ট্যাং প্রবৃত্তায়াং ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥৭॥
কথংরূপা চ সা শান্তা রাজপুত্রী যতব্রতা।
লোভয়ামাস যা চেতো মৃগভূতস্য তস্য বৈ ॥৮॥
লোমপাদশ্চ রাজর্ষির্যদাশ্রূয়ত ধার্ম্মিকঃ।
কথং বৈ বিষয়ে তস্য নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তপস ইতি। বর্ষয়ামাস বৃষ্টিং কারয়ামাস। বলবৃত্রহা ইন্দ্রঃ ॥৩॥
মৃগ্যামিতি। কাশ্যপস্য বিভাণ্ডকস্য। বিষয়ে দেশে, লোমপাদস্য রাজ্ঞঃ ॥৪॥
প্রবর্ত্তিতেষ্বিতি। প্রবর্ত্তিতেষু বৃষ্ট্যা উৎপাদিতেষু। শান্তাং নাম ॥৫॥
ঋষ্যেতি। যোনিসংসর্গে বিরুদ্ধে সতি ভিন্নপ্রাণিত্বাদিতি ভাবঃ। জাত ইতি শেষঃ ॥৬॥
কিমর্থমিতি। শক্র ইন্দ্রঃ, তস্য ঋষ্যশৃঙ্গস্য। প্রবৃত্তায়ামুপস্থিতায়াম্ ॥৭॥
কথমিতি। কথংরূপা কিম্ভূতা আসীৎ। যতম্ ইন্দ্রিয়সংযম এব ব্রতং যস্যাঃ সা ॥৮॥

তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবশালী সেই ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদরাজার রাজ্যে বিভাণ্ডকমুনির ঔরসে মৃগীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ; যিনি গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥৪॥

সূর্য্য যেমন সাবিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ লোমপাদরাজা শস্য উৎপন্ন হইলে আপন কন্যা শান্তাকে যাঁহার হস্তে দান করিয়াছিলেন" ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ কি করিয়া মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন ? বিভিন্ন প্রাণীর সংসর্গজাত সন্তানই বা কি করিয়া তপস্বী হইল ? ॥৬॥

বল ও বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্রই বা কিজন্য অনাবৃষ্টির সময়ে সেই বালক ঋষ্যশৃঙ্গের ভয়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ? ॥৭॥

আর, সেই রাজকন্যা শান্তাই বা কিরূপ ছিলেন, যিনি সংযত হইয়া মৃগভূত ঋষ্যশৃঙ্গের চিত্ত লুব্ধ করিয়াছিলেন ॥৮॥

এতন্মে ভগবন্ ! সর্ব্বং বিস্তরেণ যথাতথম্ ।
বক্তুমর্হসি শুশ্রূষোর্ঋষ্যশৃঙ্গস্য চেষ্টিতম্ ॥১০॥
লোমশ উবাচ ।
বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষেস্তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।
অমোঘবীর্য্যস্য সতঃ প্রজাপতিসমদ্যুতেঃ ॥১১॥
শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।
মহার্হস্য মহাতেজা বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ।
দীর্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসম্মিতঃ ॥১৩॥
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীম্ ।
অপ্সুপস্পৃশতো রাজন্ ! মৃগী তচ্চাপিবত্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

লোমেতি। যদা ধার্ম্মিকঃ অশ্রূয়ত, তদা কথম্, তস্য বিষয়ে দেশে রাজ্যে ॥৯॥

এতদিতি। শুশ্রূষোঃ শ্রোতুমিচ্ছোঃ। চেষ্টিতং চরিতম্ ॥১০॥

বিভেতি। ভাবিতাত্মনঃ শোধিতচিত্তস্যাপি সত ইতি সম্বন্ধঃ। মহার্হস্য মহর্ষিত্বান্মহামান্যস্য। স্থবিরসম্মতঃ জ্ঞানতপোঽতিরেকাদ্বৃদ্ধত্বেন লোকৈরভিমতঃ ॥১১—১২॥

মহেতি। কাশ্যপো বিভাণ্ডকঃ। দীর্ঘকালং তপসি স্থিতঃ অতএব পরিশ্রান্তঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এষেতি ॥১॥ কাশ্যপস্য বিভাণ্ডকস্য। ঋশ্যেতি তালব্যাদিঃ, মূর্দ্ধন্যাদিপাঠঃ প্রামাদিকঃ, ঋশ্যো মৃগস্তস্যৈব শৃঙ্গমস্যাস্তীতি ঋশ্যশৃঙ্গঃ; "ঋশ্যো ন ঋষ্যন্" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২—৯॥ শুশ্রূষোর্মে

এবং রাজর্ষি লোমপাদকে যখন ধার্ম্মিক বলিয়া শুনা যায়, তখন তাঁহার রাজ্যেই বা কেন ইন্দ্র বর্ষণ করেন নাই ? ॥৯॥

ভগবন্ ! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি এই সমস্ত ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র বিস্তরক্রমে এবং যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন" ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—"অব্যর্থ বীর্য্য, ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী, মহামান্য এবং ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডকমুনি তপঃপ্রভাবে শোধিতচিত্ত হইলেও, তপঃপ্রভাবশালী, মহাতেজা এবং বালক হইয়াও স্থবিরসম্মত ঋষ্যশৃঙ্গ যেভাবে তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১১—১২॥

কাশ্যপগোত্র ও দেবতুল্য সেই বিভাণ্ডকমুনি কোন মহাহ্রদে যাইয়া দীর্ঘকাল তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥১৩॥

রাজা ! একদা তিনি স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশীকে

সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবত্ততঃ।
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
দেবকন্যা মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে।
অমোঘত্বাদ্বিধেশ্চৈব ভাবিত্বাদ্দৈবনির্ম্মিতাৎ ॥১৬॥
তস্যাং মৃগ্যাং সমভবত্তস্য পুত্রো মহানৃষিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্ত্তত ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্নাসীন্মহাত্মনঃ।
তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোঽভবৎ ॥১৮॥
ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ।
তস্মাত্তস্য মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপ ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। উপস্পৃশতঃ স্নানং কুর্ব্বতস্তস্য রেতঃ, অপ্সু জলে, প্রচস্কন্দ স্খলতি স্ম। তচ্চ তৃষিতা মৃগী তোয়েন সহাপিবৎ। লোককর্ত্তৃণেতি আর্ষত্বাদনম্বিত্বেঽপি নাদেশঃ ॥১৪—১৫॥

ব্রহ্মণা কিমুক্তেত্যাহ—দেবেতি। ত্বং দেবকন্যাপি অপরাধান্মৃগী ভূত্বা, মুনিং সূয় প্রসূয় বিমোক্ষ্যস ইতি। অমোঘত্বাদব্রহ্মবাক্যস্য অব্যর্থত্বাৎ, বিধেশ্চ অবশ্যম্ভাবিনো ব্যাপারস্য চ দৈবনির্ম্মিতাৎ অদৃষ্টকৃতাদ্ভাবিত্বাদ্ধেতোঃ। তস্য বিভাণ্ডকস্য। তপ এব নিত্যং যস্য সঃ। অভ্যবর্ত্তত অতিষ্ঠৎ ॥১৬ – ১৭॥

অথ তস্য ঋষ্যশৃঙ্গনামত্বে কো হেতুরিত্যাহ—তস্যেতি। ইত্যেবং নাম্না ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মম ইতি সম্বন্ধঃ ॥১০—১১॥ মহার্হস্যাতিপূজ্যস্য ॥১৩—১৪॥ তোয়েন সহাঽপিবদিত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥ সূয় প্রসূয়, বিধের্বিধিবাক্যস্য দৈবনির্ম্মিতাদ্ধেতোর্ভাবিত্বাৎ অপরিহার্য্যত্বাচ্চ ॥১৬—১৭॥

দেখিয়া জলের ভিতরেই তাঁহার শুক্র স্খলন হইয়াছিল; তখন পিপাসার্ত্ত কোন হরিণী জলের সহিত সেই শুক্র পান করিয়াছিল; তাহাতেই সেই হরিণী গর্ভবতী হইয়াছিল। কারণ, জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বজন্মে তাহাকে বলিয়াছিলেন—॥১৪—১৫॥

'তুমি দেবকন্যা হইলেও (অপরাধনিবন্ধন) হরিণী হইয়া কোন মুনিকে প্রসব করিয়া পরে মুক্তি লাভ করিবে।' বিধাতার বাক্য অব্যর্থ বলিয়া এবং দৈববশতঃ সেইরূপ হইবে বলিয়া সেই হরিণীর গর্ভেই বিভাণ্ডকের মহর্ষি পুত্র হইয়াছিল। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব্বদা তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া বনেই থাকিতেন ॥১৬—১৭॥

রাজা! মহাত্মা বিভাণ্ডকপুত্রের মস্তকে শৃঙ্গ ছিল; সেই জন্যই তিনি তখন 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥১৮॥

এতস্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথস্য বৈ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো হ্যঙ্গানামীশ্বরোঽভবৎ ॥২০॥
তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্যেতি নঃ শ্রুতিঃ।
স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্তদা বৈ জগতঃ পতিঃ ॥২১॥
পুরোহিতাপচারাচ্চ তস্য রাজ্ঞো মহামতেঃ।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষস্ততোঽপীড্যন্ত বৈ প্রজাঃ ॥২২॥
স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছত্তপোযুক্তান্ মনীষিণঃ।
প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। পিতুর্বিভাণ্ডকাৎ। অন্যত্র স্থানেঽপি। ব্রহ্মচর্য্যে সর্ব্বথা স্ত্রীসংসর্গরাহিত্যে ॥১৯॥
এতস্মিন্নিতি। অঙ্গানাম্ অঙ্গদেশস্য, ঈশ্বরঃ পতিঃ ॥২০॥
তেনেতি। কামাদিচ্ছাত এব, মিথ্যা নিক্ষিপ্তধনস্যানঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ ॥২১॥
পুরোহিতেতি। পুরোহিতে ব্রাহ্মণে অপচারাদপব্যবহারাচ্চ। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥২২॥
স ইতি। প্রবর্ষণে অর্চ্চনাদিনা প্রকৃষ্টবর্ষণসম্পাদনে সমর্থান্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অঙ্গানাং দেশানাম্ ॥২০॥ তেন কামাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুত্যেতি শেষঃ, মিথ্যা-কৃতং—"ময়া তুভ্যং দাতুং কিমপি ন প্রতিশ্রুত"মিত্যপলাপং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥২১॥ তত্র হেতুঃ—

রাজা! তিনি অন্য স্থানেও পিতা বিভাণ্ডক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ দেখিতে পাইতেন না; তাহাতেই তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যে নিবিষ্ট থাকিত ॥১৯॥

এই সময়েই দশরথের সখা 'লোমপাদ'-নামে এক ব্যক্তি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন ॥২০॥

আমাদের শুনা আছে যে, তিনি ইচ্ছাবশতই এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহাতেই তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥২১॥

আর, তিনি নিজের পুরোহিতের সঙ্গেও অপব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহাতেই ইন্দ্র সেই মহামতি লোমপাদের রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই; সেই কারণেই তাঁহার প্রজারা কষ্ট পাইতেছিল ॥২২॥

রাজা! তখন লোমপাদ—তপস্বী, জ্ঞানী ও ইন্দ্রকে দিয়া বর্ষণ করাইতে সমর্থ—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥২৩॥

---

(২১)…নঃ শ্রুতম্—পি। (২২)…তস্য রাজ্ঞো যদৃচ্ছয়া—বা ব কা নি।

কথং প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ।
তমূচুশ্চোদিতাস্তে তু স্বমতানি মনীষিণঃ ॥২৪॥
তত্র ত্বেকো মুনিবরস্তং রাজানমুবাচ হ ।
কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ! ব্রাহ্মণা নিষ্কৃতিং চর ॥২৫॥
ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতমানয়স্ব চ পার্থিব ! ।
বানেয়মনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামার্জ্জবে রতম্ ॥২৬॥
স চেদবতরেদ্রাজন্ ! বিষয়ং তে মহাতপাঃ ।
সদ্যঃ প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৭॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজন্ ! কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ ।
স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসন্নেষু দ্বিজাতিষু ।
রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিসংজহৃষুঃ প্রজাঃ ॥২৮॥
ততোঽঙ্গপতিরাহূয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ।
ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোন্মন্ত্রনিশ্চয়ে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। পর্জ্জন্যো মেঘঃ। পরিদৃশ্যতামালোচ্যতাম্। চোদিতা নিযুক্তাঃ ॥২৪॥

তত্রেতি। নিষ্কৃতিং ব্রাহ্মণকোপোপশমায় সামদানাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥

ঋষ্যেতি। বানেয়ং বনোৎপন্নম্। অতএব নারীণাং সম্বন্ধে অনভিজ্ঞম্ ॥২৬॥

স ইতি। অবতরেদাগচ্ছেৎ, বিষয়ং দেশম্। পর্জ্জন্যো মেঘঃ ॥২৭॥

এতদিতি। নিষ্কৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্। ব্রাহ্মণভবনং গত্বা তেষু দ্বিজাতিষু প্রসন্নেষু সৎসু, পুনঃ স্বরাজ্যমাগচ্ছৎ। প্রতিসংজহৃষুঃ আনন্দং চক্রুঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

"মেঘ কি করিয়া বর্ষণ করে, এই বিষয়ের উপায় আপনারা পর্য্যালোচনা করুন।" তখন সেই মনস্বীরা আপন আপন মত রাজাকে বলিলেন ॥২৪॥

তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান মুনি রাজাকে বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার উপরে ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রথমে আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন ॥২৫॥

রাজা ! তাহার পর বনে উৎপন্ন, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং সর্ব্বদা সরলতায় নিরত মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন ॥২৬॥

রাজা ! সেই মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ যদি আপনার রাজ্যে আগমন করেন, তবে সদ্যই মেঘ বর্ষণ করিবে ; এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই" ॥২৭॥

রাজা ! এই কথা শুনিয়া লোমপাদ নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, ব্রাহ্মণদের ভবনে যাইয়া, ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন হইলে আবার আগমন করিলেন ; তখন তাঁহাকে আগত দেখিয়া প্রজারা আনন্দিত হইল ॥২৮॥

সোঽধ্যগচ্ছদুপায়ন্তু তৈরমাত্যৈঃ সহাচ্যুত !।
শাস্ত্রজ্ঞৈরলমর্থজ্ঞৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥৩০॥
তত আনায়য়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ।
বেশ্যাঃ সর্ব্বত্র নিষ্ণাতাস্তা উবাচ স পার্থিবঃ ॥৩১॥
ঋষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপায়তঃ।
লোভয়িত্বাভিবিশ্বাস্য বিষয়ং মম শোভনাঃ ! ॥৩২॥
তা রাজভয়ভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ।
অশক্যমূচুস্তৎ কার্য্যং বিবর্ণা গতচেতসঃ ॥৩৩॥
তত্র ত্বেকা জরদ্‌যোষা রাজানমিদমব্রবীৎ।
প্রযতিষ্যে মহারাজ ! তমানেতুং তপোধনম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অঙ্গপতির্লোমপাদঃ। মন্ত্রনিশ্চয়ে মন্ত্রণয়া উপায়নির্দ্ধারণে ॥২৯॥

স ইতি। হে অচ্যুত। ধর্ম্মাদভ্রষ্ট !। অলমতিশয়েন। পরিনিষ্ঠিতৈরভিজ্ঞৈঃ ॥৩০॥

তত ইতি। বারমুখ্যা বেশ্যাগণপ্রধানাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেষ্বেব পুরুষেষু, নিষ্ণাতা বশীকরণনিপুণাঃ। "প্রবীণে নিপুণাভিজ্ঞবিজ্ঞনিষ্ণাতশিক্ষিতাঃ" ইত্যমরঃ। বলপ্রয়োগেণানয়নচেষ্টায়াং শাপাৎ সর্ব্বনাশাশঙ্কা, সাম্না পিত্রধীনস্য দানেন চ নিস্পৃহস্যানয়নচেষ্টা নিষ্ফলৈব ; অতঃ প্রতারণামূলকপ্রলোভনেনৈব ঋষ্যশৃঙ্গস্যানয়নপ্রবৃত্তিরিত্যবধেয়ম্ ॥৩১॥

ঋষ্যেতি। উপায়ত উপযুক্তোপায়েন। অভিবিশ্বাস্য, যথা শাপং ন দদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

তা ইতি। রাজভয়ভীতা অগমনে, শাপভীতাশ্চ গমনে। অতএবোদ্বেগাদ্বিবর্ণাঃ ॥৩৩॥

তত্রেতি। জরদ্‌যোষা বৃদ্ধস্ত্রী। তম্ ঋষ্যশৃঙ্গম্ ॥৩৪॥

তাহার পর লোমপাদ মন্ত্রণাভিজ্ঞ মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন সম্বন্ধে মন্ত্রণাদ্বারা উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন ॥২৯॥

হে ধার্ম্মিক ! তদনন্তর বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ সেই মন্ত্রিগণের সহিত আলোচনা করিয়া লোমপাদ তাহার উপায় অবগত হইলেন ॥৩০॥

তৎপরে রাজা লোমপাদ, বেশ্যাগণের মধ্যে প্রধান এবং সমস্ত পুরুষকেই বশ করিতে নিপুণ কতকগুলি বেশ্যাকে আনাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—॥৩১॥

"সুন্দরীগণ ! তোমরা উপযুক্ত উপায়ে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া এবং তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে আমার রাজ্যে আনয়ন কর" ॥৩২॥

সেই রমণীরা এদিকে রাজার ভয়ে এবং ওদিকে শাপের ভয়ে ভীত হইয়া, বিবর্ণ ও গতচৈতন্যের ন্যায় থাকিয়া সে কার্য্য অসাধ্য বলিয়াই রাজাকে জানাইল ॥৩৩॥

অভিপ্রেতাংস্তু মে কামাংস্ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ।
ততঃ শক্যাম্যানয়িতুমৃষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ সুতম্ ॥৩৫॥
তস্যাঃ সর্ব্বমভিপ্রেতমন্বজানাৎ স পার্থিবঃ ।
ধনঞ্চ প্রদদৌ ভূরি রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৬॥
ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে ! ।
স্ত্রিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

অভীতি। কাম্যন্ত ইতি কামা অভীষ্টপদার্থাস্তান্। আনয়িতুমানেতুম্ ॥৩৫॥

তস্যা ইতি। অন্বজানাৎ দাতুমনুমতবান্, পার্থিবো লোমপাদঃ ॥৩৬॥

তত ইতি। স্ত্রিয়ো বেশ্যা এব। সা জরদ্‌যোষা, অঞ্জসা ঝটিতি ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

পুরোহিতস্যাপচারে দোষঃ, সোঽপি যদৃচ্ছয়া ব্রাহ্মণাপরাধাভাবেঽপি স্বেচ্ছয়া কৃতঃ ॥২২—২৪॥ নিষ্কৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥ বানেয়ং বনভবম্ ॥২৬—৩০॥ সর্ব্বত্র পরবঞ্চনাদৌ, নিষ্ণাতাঃ কুশলাঃ ॥৩১—৩৩॥ জরদ্‌যোষা বৃদ্ধা স্ত্রী ॥৩৪—৩৫॥ অন্বজানাদমুজ্ঞাতবান্ ॥৩৬—৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩॥

তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধবেশ্যা রাজাকে এই কথা বলিল—"মহারাজ! সেই তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য আমি চেষ্টা করিব ॥৩৪॥

আপনি আমার অভিপ্রেত বস্তুগুলি দিয়া দিবার অনুমতি করুন, তাহা হইলেই আমি ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিতে পারিব" ॥৩৫॥

তখন রাজা তাহার অভিপ্রেত সমস্ত বস্তুই দিয়া দিবার অনুমতি করিলেন এবং তাহাকে প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্ন দান করিলেন ॥৩৬॥

রাজা! তাহার পর সেই বৃদ্ধবেশ্যা কতকগুলি রূপবতী ও যুবতি বেশ্যা লইয়া সত্বরই বনে গমন করিল" ॥৩৭॥

---

* '...দশাধিকশততমঃ...'—বা ব কা, '...একাদশাধিকশততমঃ...'—পি নি।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে রাজকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব ভারত! ॥১॥
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতৈঃ।
নানাগুল্মলতোপেতৈঃ স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ ॥২॥
অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্।
চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ততো নিবধ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ।
চারয়ামাস পুরুষৈর্বিহারং তস্য বৈ মুনেঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সা জরদ্‌যোষা, নাবি কস্যাঞ্চিদ্‌বৃহন্নৌকায়াম্। সন্দেশাদুপদেশাৎ। বিভাণ্ডকাশ্রমান্তিকে তদদূরে বা স্থলে আশ্রমনির্ম্মাণে বিভাণ্ডকেন তদ্দর্শনে প্রতারণাভিব্যক্তিঃ স্যাৎ। অতো যথাপসারণেন বিভাণ্ডকো ন পশ্যেৎ, উপসরণেন চ ঋষ্যশৃঙ্গ এব পশ্যেদিতি বিভাব্য নৌকায়ামেবাশ্রমনির্ম্মাণমিতি বোধ্যম্ ॥১॥

নানেতি। স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ মধুরাভীষ্টফলদায়িভির্বৃক্ষৈঃ। রমণীয়ং লোভনীয়ম্, তদ্বনম্, মনোহরং সুন্দরম্। রম্যং ক্রীড়াযোগ্যম্। নাবি বৃহন্নৌকায়াম্ ॥২—৩॥

তত ইতি। পুরুষৈঃ, তস্য বিভাণ্ডকস্য মুনের্বিহারম্ অন্যত্র গমনম্, চারয়ামাস জ্ঞাপয়ামাস, দুহিতরমিতি শেষঃ। তস্য মুনেরাশ্রমে স্থিতৌ কার্য্যসিদ্ধেরসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"ভরতনন্দন! সেই বৃদ্ধরমণী রাজার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার উপদেশে এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে একখানা বড় নৌকার উপরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিল ॥১॥

তাহাতে সুন্দর সুন্দর কৃত্রিম বৃক্ষ এবং নানাবিধ গুল্ম ও লতা সাজাইয়া রাখিল; সেগুলিতে আবার নানাবিধ ফুল, ফল এবং সুমধুর বাঞ্ছনীয় ফল সাজাইয়া দিল। তাহাতে সেই কৃত্রিম বনটী অত্যন্ত লোভনীয় ও অত্যন্ত মনোহর হইল। এইভাবে সেই নৌকার উপরে মনোহর ও অদ্ভুত দর্শন কৃত্রিম আশ্রম নির্ম্মাণ করিল ॥২—৩॥

তেতো দুহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতিকার্য্যতাম্।
দৃষ্ট্বান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদ্বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥৫॥
সা তত্র গত্বা কুশলা তপোনিত্যস্য সন্নিধৌ।
আশ্রমং তং সমাসাদ্য দদর্শ তমৃষেঃ সুতম্ ॥৬॥

বেশ্যোবাচ।

কচ্চিন্মুনে! কুশলং তাপসানাং কচ্চিচ্চ বো মূলফলং প্রভূতম্।
কচ্চিদ্ভবান্ রমতে চাশ্রমেঽস্মিংস্ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতমাগতোঽস্মি ॥৭॥
কচ্চিত্তপো বর্দ্ধতে তাপসানাং পিতা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ।
কচ্চিত্ত্বয়া প্রীয়তে চৈব বিপ্র! কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্য্যশৃঙ্গ! ॥৮॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে মন্যে চাহং ত্বামভিবাদনীয়ম্।
পাদ্যং তে বৈ সম্প্রদাস্যামি কামাদ্‌যথাধর্ম্মং মূলফলানি চৈব ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সমাধায় উপদিশ্য, ইতিকার্য্যতাম্ ইতিকর্ত্তব্যতাম্। অন্তরমন্তর্দ্ধানম্ ॥৫॥
সেতি। সা জরদ্‌যোষায়া দুহিতা। তপ এব নিত্যং যস্য তস্য ঋষ্যশৃঙ্গস্য ॥৬॥
কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। বো যুষ্মাকম্, প্রভূতং প্রচুরম্ ॥৭॥
কচ্চিদিতি। অহীনতেজা অনষ্টব্রাহ্মপ্রভাবঃ। স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ ॥৮॥
ঋদ্ধ্যেতি। ঋদ্ধ্যা তেজঃসম্পদা জ্যোতিস্তেজঃপুঞ্জঃ। কামাদিচ্ছাতঃ ॥৯॥

তাহার পর যাইয়া বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূরে সেই নৌকা বাঁধিয়া, কতকগুলি লোক দ্বারা বিভাণ্ডকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া লইল ॥৪॥

তৎপরে সেই বৃদ্ধরমণী বিভাণ্ডকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া, নিজের বুদ্ধিমতী বেশ্যাকন্যাকে কর্ত্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে পাঠাইয়া দিল ॥৫॥

তখন সেই কার্য্যনিপুণা বেশ্যাকন্যা সর্ব্বদা তপস্যানিরত ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে যাইয়া, ক্রমে তাঁহার আশ্রমেই উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল ॥৬॥

পরে সেই বেশ্যাকন্যা বলিল—"মুনি! তপস্বীদিগের মঙ্গল ত? আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ফলমূল আছে ত? এবং আপনি এই আশ্রমে সুখে আছেন ত? আমি এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ॥৭॥

তপস্বীদিগের তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ত? আপনার পিতার তেজ নষ্ট হয় নাই ত? ব্রাহ্মণ! আপনি সুখে আছেন ত? এবং ঋষ্যশৃঙ্গ! আপনি বেদপাঠ করিয়া থাকেন ত?" ॥৮॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন—"আপনি কান্তিসম্পদে তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশ পাইতে-

কৌশ্যাং বৃষ্যামাস্স্ব যথোপজোষং কৃষ্ণাজিনেনাবৃতায়াং সুখায়াম্।
ক চাশ্রমস্তব কিং নাম চেদং ব্রতং ব্রহ্মংশ্চরসি দেববত্ত্বম্ ॥১০॥

বেশ্যোবাচ।

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র! রম্যস্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ।
তত্র স্বধর্ম্মোঽনভিবাদনং মে ন চোদকং পাদ্যমুপস্পৃশামি ॥১১॥

ভবতা নাভিবাদ্যোঽহমভিবাদ্যো ভবান্ ময়া।
ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মন্! পরিষ্বজ্যো ভবান্ ময়া ॥১২॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহং ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব।
করূষকাণীঙ্গুদধন্বনানি প্রিয়ালকানাং কাঙ্ক্ষিতং বৈ কুরুষ্ব ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কৌশ্যামিতি। কৌশ্যাং কুশময্যাম্, বৃষ্যাং ব্রতিযোগ্যাসনে, "ব্রতিনামাসনং বৃষী" ইত্যমরঃ। আস্স্ব উপবিশ, যথোপজোষং যথাসুখম্। সুখায়াং সুখজনিকায়াম্ ॥১০॥

মমেতি। পরেণেত্যেনপ্রত্যয়ান্তত্বয়া শৈলমিতি "দ্বিতীয়ৈনেন" ইতি দ্বিতীয়া ॥১১॥

ভবতেতি। ব্রতং মজ্জাতিনিয়মঃ। ইদং সর্ব্বথা সত্যমুক্তম্। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গনীয়ঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

সাত্বিতি। নাব্যাশ্রমং নাবাতার্য্যমাশ্রমম্ ॥১—৩॥ মুনের্বিভাণ্ডকস্য বিহারং বহির্গমনম্, চারয়ামাস চারৈরধিগতবতী ॥৪॥ সমাধায় বোধয়িত্বা, ইতিকার্য্যতামিতিকর্ত্তব্যতাম্, অন্তর-

---

ছেন; অতএব আপনি আমার নমস্য বলিয়া আমি মনে করি; আর আমি ইচ্ছা করিয়া অতিথির নিয়ম অনুসারে আপনাকে পাদ্য, ফল ও মূল প্রদান করিব ॥৯॥

ব্রাহ্মণ! আপনি এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখজনক কুশময় ব্রতীর আসনে যথাসুখে উপবেশন করুন; আপনার আশ্রম কোথায়? এবং আপনি দেবতার ন্যায় এই কোন্ ব্রত আচরণ করিতেছেন?" ॥১০॥

বেশ্যাকন্যা বলিল—"বিভাণ্ডকপুত্র! এই ত্রিযোজনব্যাপী পর্ব্বতের অপর দিকে আমার মনোহর আশ্রম রহিয়াছে। তাহাতে আমার স্বধর্ম্ম এই যে, আমি কাহার অভিবাদন গ্রহণ করি না, কিংবা পাদ্যজল স্পর্শ করি না ॥১১॥

সুতরাং আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না, আমিই আপনাকে অভিবাদন করিব; আর ব্রাহ্মণ! আমাদের এইরূপ একটী ব্রত আছে যে, আমি আপনাকে আলিঙ্গন করিব" ॥১২॥

---

(১৩)...পিপ্পলানাং কামকারং কুরুষ্ব—বা ব কা পি।

লোমশ উবাচ।

সা তানি সর্ব্বাণি বিসর্জ্জয়িত্বা ভক্ষ্যাণ্যনর্হাণি দদৌ ততোঽস্য।
তান্যৃষ্যশৃঙ্গস্য মহারসানি ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দধুর্হি ॥১৪॥
দদৌ চ মাল্যানি সুগন্ধবন্তি চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি।
পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মুমোদ চিক্রীড় চৈব প্রজহাস চৈব ॥১৫॥
সা কন্দুকেনারমতাস্য মূলে বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব।
গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥১৬॥
সর্জ্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতানবনাম্যাবভজ্য।
বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ফলানীতি। প্রিয়ালকপদমন্বেষামুপলক্ষণম্। কাঙ্ক্ষিতং ত্বদভীষ্টং ভোজনম্ ॥১৩॥
সেতি। অনর্হাণি রাজভবননির্ম্মিতত্বাদমূল্যানি। রুচিমুৎকটপ্রবৃত্তিম্ ॥১৪॥
দদাবিতি। ভানুমন্তি স্বর্ণাদিখচিতত্বাদুজ্জ্বলানি। অগ্র্যাণি উত্তমানি ॥১৫॥
সেতি। কন্দুকেন গেণ্ডুকেন। মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা বক্রীক্রিয়মাণা ॥১৬॥
সর্জ্জানিতি। বৃক্ষাণামবনমনমবভঞ্জনঞ্চ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনার্থম্ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মসান্নিধ্যম্ ॥৫—৯॥ কৌশ্যাং বৃষ্যামাস্স্ব কুশাসনে উপবিশ, যথোপজোষং যথাসুখম্, সুখায়াং সুখকর্য্যাম্ ॥১০—১৩॥ অনর্হাণ্যত্যুত্তমত্বাদমূল্যানি ॥১৪—১৫॥ মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা অঙ্গমোটনাদীনি কুর্ব্বাণা নিষেবমাণা সূচীবদভ্যন্তরং প্রবিশন্তী। "ষিবু তন্তুসন্তানে" ইতি

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন—"মহাশয়! আমি আপনাকে পক্ব ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ, ধন্বন ও প্রিয়ালক ফল দিব, আপনি ইচ্ছানুসারে সেগুলির সদ্ব্যবহার করুন" ॥১৩॥

লোমশ বলিলেন "সেই বেশ্যাকন্যা সে সমস্ত ফলই পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে অমূল্য খাদ্যবস্তু সকল প্রদান করিল; তখন অতিসুস্বাদু ও পরমসুন্দর সেই খাদ্যবস্তুগুলি ঋষ্যশৃঙ্গের বিশেষ রুচিকর হইল ॥১৪॥

পরে সুগন্ধ মাল্য, বিচিত্র ও উজ্জ্বল বস্ত্র এবং উত্তম পানীয় বস্তু সকল ঋষ্যশৃঙ্গকে দান করিল; তাহার পর আমোদ, ক্রীড়া ও হাস-পরিহাস করিতে লাগিল ॥১৫॥

তদনন্তর বেশ্যাকন্যা ফলবতী লতার ন্যায় বক্র হইয়া হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে কন্দুক-(গেঁড়ু) ক্রীড়া করিল এবং গাত্র দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের গাত্র সেবা করতঃ বার বার তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল ॥১৬॥

অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্য।
অবেক্ষ্যমাণা শনকৈর্জগাম কৃত্বাঽগ্নিহোত্রস্য তদাপদেশম্ ॥১৮॥
তস্যাং গতায়াং মদনেন মত্তো বিচেতনশ্চাভবদৃষ্যশৃঙ্গঃ।
তামেব ভাবেন গতেন শূন্যো বিনিশ্বসন্নার্ত্তরূপো বভূব ॥১৯॥
ততো মুহূর্ত্তাদ্ধরিপিঙ্গলাক্ষঃ প্রবেষ্টিতো রোমভিরানখাগ্রাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ বৃত্তসমাধিযুক্তো বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রাদুরাসীৎ ॥২০॥
সোঽপশ্যদাসীনমুপেত্য পুত্রং ধ্যায়ন্তমেকং বিপরীতচিত্তম্।
বিনিশ্বসন্তং মুহুরূর্দ্ধদৃষ্টিং বিভাণ্ডকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্ ॥২১॥
ন কল্প্যন্তে সমিধঃ কিন্নু তাত! কচ্চিদ্ধুতঞ্চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াদ্য।
সুনির্ণিক্তং স্রুক্স্রুবং হোমধেনুঃ কচ্চিৎ সবৎসাদ্য কৃতা ত্বয়া চ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। পীড্য গাঢ়ালিঙ্গনেন পীড়য়িত্বা। অগ্নিহোত্রস্য অপদেশং ছলম্ ॥১৮॥
তস্যামিতি। তাং বেশ্যামেব গতেন, ভাবেন মনোবৃত্ত্যা, শূন্যশ্চিন্তান্তররহিতঃ ॥১৯॥
তত ইতি। হরিঃ সিংহ ইব পিঙ্গলাক্ষঃ, প্রবেষ্টিত আবৃতঃ। বৃত্তং সদাচারঃ ॥২০॥
স ইতি। আসীনমুপবিষ্টম্। একমেকাকিনম্। মুহুর্বিনিশ্বসন্তম্ ॥২১॥

তৎপরে আশ্রমস্থ পুষ্পভূষিত সর্জ্জ, অশোক ও তিলকবৃক্ষগুলিকে অবনত ও ভগ্ন করিয়া লজ্জিত হইয়াই যেন মদমত্তা সেই বেশ্যাকন্যা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল ॥১৭॥

তাহার পর ঋষ্যশৃঙ্গকে বিকারগ্রস্ত দেখিয়া, গাঢ়ালিঙ্গনদ্বারা বার বার উঁহার শরীরটীকে নিপীড়িত করিয়া, অগ্নিহোত্রহোম করিবার ছল করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; তখন ঋষ্যশৃঙ্গ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ॥১৮॥

সেই বেশ্যাকন্যা চলিয়া গেলে, ঋষ্যশৃঙ্গ কামে মত্ত ও অচেতন প্রায় হইয়া পড়িলেন এবং তদ্গত চিন্তায় শূন্যচিত্ত ও পীড়িতের ন্যায় হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহার পর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সিংহের ন্যায় পিঙ্গলনয়ন, নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রোমাবৃতদেহ, বেদপাঠনিরত এবং সদাচার ও সমাধিযুক্ত কাশ্যপ বিভাণ্ডকমুনি উপস্থিত হইলেন ॥২০॥

তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ দীনভাবে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তাঁহার চিত্ত যেন বিপরীত হইয়া গিয়াছে, তিনি মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহার দৃষ্টি উপরের দিকে রহিয়াছে। তখন তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিলেন—॥২১॥

ন বৈ যথাপূর্ব্বমিবাসি পুত্র ! চিন্তাপরশ্চাসি বিচেতনশ্চ।
দীনোঽতিমাত্রং ত্বমিহাদ্য কিম্নু পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাদ্যাগতোঽভূৎ ॥২৩॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী।
সুবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ সুতঃ সুরাণামিব শোভমানঃ ॥২৪॥
সমৃদ্ধরূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ সুশ্লক্ষ্ণকৃষ্ণাক্ষিরতীবগৌরঃ।
নীলাঃ প্রসন্নাশ্চ জটাঃ সুগন্ধা হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ সুদীর্ঘাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। কল্পান্তে অগ্নিপ্রক্ষেপোপযোগিন্যঃ ক্রিয়ন্তে। সুনির্ণিক্তং সম্মার্জ্জিতম্ ॥২২॥
নেতি। যথাপূর্ব্বং নাসীব, বিকৃতাবস্থাপন্নত্বাদিতি ভাবঃ। দীনো বিষণ্ণঃ ॥২৩॥
ইহেতি। আজীবনং ব্রহ্মচারীতরদর্শনাভাবাৎ বেশ্যায়ামপি ব্রহ্মচারিজ্ঞানম্ ॥২৪॥
সমৃদ্ধেতি। সমৃদ্ধরূপঃ সম্পন্নসৌন্দর্য্যঃ। সুশ্লক্ষ্ণে অতিকোমলে কৃষ্ণে চাক্ষিণী যস্য সঃ। হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ স্বর্ণরজ্জুবদ্ধাঃ। ইদন্তু বেণিষু জটাজ্ঞানম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ধাতুঃ ॥১৬—১৭॥ কায়ং দেহম্, পীড্য আলিঙ্গনেন নিপীড্য, অপদেশং ছলম্ ॥১৮॥ ভাবেনাভিপ্রায়েণ ॥১৯॥ প্রবেষ্টিতো ব্যাপ্তঃ ॥২০—২১॥ কল্পান্তে সিদ্ধাঃ ক্রিয়ন্তে, নির্ণিক্তং প্রক্ষালিতং সবৎসা কৃতা দোহনায়েতি শেষঃ ॥২২—২৩॥ স্বত এব নালঙ্কারাদিনা ॥২৪—২৫॥

"বৎস! তুমি সমিধ নির্ম্মাণ কর নাই কেন? তুমি আজ অগ্নিহোত্রহোম করিয়াছ ত? স্রুক্ ও স্রুব মাজিয়াছ ত? এবং তুমি আজ হোমধেনুকে তাহার বৎসের সহিত সংযোজিত করিয়াছ ত? ॥২২॥

পুত্র! তোমার ভাব যেন আজ আর পূর্ব্বের মত নাই; তুমি চিন্তাসক্ত রহিয়াছ; যেন অচেতনের মত হইয়া পড়িয়াছ; এখানে আজ তুমি অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে আজ কে আসিয়াছিল?" ॥২৩॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন—"এখানে আজ একজন জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন; তিনি অতিখর্ব্বও নহেন, অতিদীর্ঘও নহেন, অথচ প্রশস্তহৃদয়; তাঁহার বর্ণ সোণার মত এবং নয়ন দুইটী পদ্মের মত দীর্ঘ; সুতরাং তিনি দেবপুত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥২৪॥

তিনি অত্যন্ত রূপবান্, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অত্যন্ত গৌরবর্ণ এবং তাঁহার

(২৩) শ্লোকাৎ পরম্ '…একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '…দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

আলোলমানা পুনরস্য কণ্ঠে বিভ্রাজতে বিদ্যুদিবান্তরীক্ষে।
দ্বৌ চাস্য পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠাদজাতরোমৌ সুমনোহরৌ চ ॥২৬॥
বিলগ্নমধ্যশ্চ স নাভিদেশে কটিশ্চ তস্যাতিকৃশপ্রমাণা।
তথাস্য চীরান্তরতঃ প্রভাতি হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেয়ম্ ॥২৭॥
অন্যচ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং বিকূজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি।
পাণ্যোশ্চ তদ্বৎ স্বনবন্নিবদ্ধৌ কলাপকাবক্ষমালা যথেয়ম্ ॥২৮॥
বিচেষ্টমানস্য চ তস্য তানি কূজন্তি হংসাঃ সরসীব মত্তাঃ।
চীরাণি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি নেমানি তদ্বন্মম রূপবন্তি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

আলোলেতি। আলোলমানা দোদুল্যমানা। হারলতেয়ম্। পিণ্ডৌ মাংসপিণ্ডেতি ভাবঃ। স্তনয়োরুক্তিরিয়ম্। অধরেণ অধস্তাৎ। রোমশব্দস্য নকারলোপ আর্ষঃ ॥২৬॥

বিলগ্নেতি। বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদ্বন্মধ্যো যস্য সঃ, স ব্রহ্মচারী। চীরান্তরতঃ কৌপীনা-:ভ্যন্তরতঃ। চিরমেব চীরদর্শনাৎ পূর্ণবসনেঽপি চীরজ্ঞানম্ ॥২৭॥

অন্যদিতি। বিশিষ্টং কূজিতং শিঞ্জিতং যস্য তৎ নূপুরদ্বয়মিত্যর্থঃ। স্বনবন্তৌ চ তৌ নিবদ্ধৌ চেতি তৌ, কলাপকৌ ভূষণদ্বয়ং কঙ্কণদ্বয়মিতি যাবৎ ॥২৮॥

বীতি। বিচেষ্টমানস্য নৃত্যাদিনা ক্রীড়তঃ, তানি করচরণভূষণানি ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

আধাররূপা আলবালসদৃশী কণ্ঠাভরণবিশেষঃ। "আধারশ্চাধিকরণেঽপ্যালবালেঽম্বুধারণে" ইতি বিশ্বঃ ॥২৬॥ বিলগ্ন ইবেতি কৃশত্বং লক্ষ্যতে। অতিকৃতপ্রমাণাতিকৃশা ॥২৭॥ কলাপকৌ

নয়ন দুইটী অতি কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং জটাগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নির্ম্মল, সুগন্ধ, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ ও সুদীর্ঘ ॥২৫॥

আবার আকাশে যেমন বিদ্যুৎ শোভা পায়, তেমন উঁহার কণ্ঠদেশে একটী বস্তু দুলিতে থাকিয়া শোভা পাইতেছিল; আর উঁহার কণ্ঠের নিম্নভাগে রোমশূন্য অতিমনোহর দুইটী মাংসপিণ্ড রহিয়াছে ॥২৬॥

তাঁহার নাভিদেশটী পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ এবং কটিদেশটীও অতিকৃশ; আর আমার এই মেখলার ন্যায় তাঁহারও কৌপীনের ভিতর হইতে স্বর্ণময়ী মেখলা প্রকাশ পাইতেছিল ॥২৭॥

আর তাঁহার চরণযুগলে আশ্চর্য্য দৃশ্য ও রবকারী দুইটী বস্তু শোভা পাইতেছিল এবং আমার যেমন এই জপের মালা, তেমন তাঁহারও হস্তযুগলে দুইটী অলঙ্কার বদ্ধ ছিল এবং শব্দ করিতেছিল ॥২৮॥

তা'র পর সরোবরে যেমন মত্ত হংসগণ রব করে, চলিবার সময়ে তাঁহার

(২৬) আধাররূপা—বা ব কা, আধারভূতঃ—নি। (২৭)···তস্যাতিকৃতপ্রমাণা—বা ব কা নি।

বক্ত্রঞ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং প্রব্যাহৃতং হ্লাদয়তীব চেতঃ।
পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্য বাণী তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোঽন্তরাত্মা ॥৩০॥
যথা বনং মাধবমাসমধ্যে সমীরিতং শ্বসনেনাবভাতি।
তথা স ভাত্যুত্তমপুণ্যগন্ধী নিষেব্যমাণঃ পবনেন তাত! ॥৩১॥
সুসংযতাশ্চাপি জটা বিভক্তা দ্বৈধীকৃতা ভান্তি ললাটদেশে।
কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ সমাবৃতৌ তস্য সুরূপবদ্ভিঃ ॥৩২॥
তথা ফলং বৃত্তমথো বিচিত্রং সমাহরৎ পাণিনা দক্ষিণেন।
তদ্ভূমিমাসাদ্য পুনঃ পুনশ্চ সমুৎপতত্যদ্ভুতরূপমুচ্চৈঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বক্ত্রমিতি। প্রব্যাহৃতম্ উক্তিঃ। পুংস্কোকিলস্যেবেতি স্বরমাত্রে সাদৃশ্যম্ ॥৩০॥

যথেতি। মাধবমাসমধ্যে বৈশাখে মাসি, সমীরিতং সঞ্চালিতম্, শ্বসনেন বায়ুনা। স ব্রহ্মচারী। পবননিষেবণেন সৌরভসঞ্চারাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

জটাস্বেন বেণীবিবৃণোতি—সুসমিতি। সুসংযতাঃ সুবদ্ধাঃ। কর্ণয়োঃ কুণ্ডলানি বর্ণয়তি—কর্ণাবিতি। চিত্রৈশ্চক্রবাকৈরিব সুরূপবদ্ভির্ভূষণৈস্তস্য কর্ণৌ সমাবৃতৌ ॥৩২॥

কন্দুকক্রীড়াং বর্ণয়তি—তথেতি। ফলং ফলাকারং কন্দুকম্, বৃত্তং গোলম্ ॥৩৩॥

সেই অলঙ্কারগুলিও তেমনই রব করিয়াছিল এবং তাঁহার কৌপীনগুলি অদ্ভুত দৃশ্য; কিন্তু আমার এ কৌপীনগুলি সেরূপ সুন্দর নহে ॥২৯॥

আর, তাঁহার মুখখানি অদ্ভুত দৃশ্য, বাক্যোচ্চারণ যেন চিত্তে আহ্লাদ জন্মায় এবং কোকিলের ন্যায় তাঁহার বাক্য; তাহা শুনিবার সময়ে আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়াছিল ॥৩০॥

পিতঃ! বৈশাখমাসে বায়ুসঞ্চালিত বন যেমন (সৌরভ বিস্তার করিতে থাকিয়া) শোভা পায়, তিনিও তেমন বায়ুসেবিত হইয়া উত্তম ও পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥৩১॥

তাঁহার জটাগুলি পরিপাটীরূপে বদ্ধ এবং ললাটদেশে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; আর বিচিত্র চক্রবাকপক্ষীর ন্যায় অতি সুন্দর কতকগুলি বস্তু (কুণ্ডল) দ্বারা তাঁহার কাণ দু'খানি আবৃত ছিল ॥৩২॥

তাহার পর তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী গোলাকার ফলকে (গেঁড়ুকে) আঘাত করিতে লাগিলেন; তখন সেই ফলটী বার বার ভূতলে পড়িয়া আবার অদ্ভুতভাবে উপরে উঠিতে লাগিল ॥৩৩॥

---

(৩১)···মাধবমাসি মধ্যে···শ্বসনেনৈব ভাতি—বা ব কা নি। (৩২)···দ্বৈধীকৃতা নাতিসমা ললাটে—বা ব কা, ···দ্বিধাকৃতাশ্চাপি সমা ললাটে—পি।

তচ্চাভিহত্বা পরিবর্ত্ততেঽসৌ বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাথ ঘূর্ণন্।
তং প্রেক্ষতঃ পুত্রমিবামরাণাং প্রীতিঃ পরা তাত ! রতিশ্চ জাতা ॥৩৪॥
স মে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শরীরং জটাসু গৃহ্যাভ্যবনাম্য বক্ত্রম্।
বক্ত্রেণ বক্ত্রং প্রণিধায় শব্দং চকার তন্মেঽজনয়ৎ প্রহর্ষম্ ॥৩৫॥
ন চাপি পাদ্যং বহু মন্যতেঽসৌ ফলানি চেমানি ময়াহৃতানি।
এবংব্রতোঽস্মীতি চ মামবোচৎ ফলানি চান্যানি স চাদদন্মে ॥৩৬॥
ময়োপযুক্তানি ফলানি যানি নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্।
ন চাপি তেষাং ত্বগিয়ং যথৈষাং সারাণি নৈষামিব সন্তি তেষাম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তচ্চ ফলঞ্চ, অভিহত্বা আহত্য। অসৌ ব্রহ্মচারী। রতিরনুরাগঃ ॥৩৪॥

স ইতি। গৃহ্য ধৃত্বা। বক্ত্রমভ্যবনাম্যেত্যনেন ঋষ্যশৃঙ্গস্য দীর্ঘশরীরত্বম্, তেন চ যৌবনং সূচিতম্। প্রণিধায় ধৃত্বা বিচুম্ব্যেত্যর্থঃ, শব্দং চুম্বনরবম্ ॥৩৫॥

স্বদত্তপাদ্যাদিপ্রত্যাখ্যানমাহ – নেতি। আহৃতানি আহৃত্য দত্তানি ॥৩৬॥

ময়েতি। উপযুক্তানি ভক্ষিতানি, ফলানি তদ্দত্তানি। ইমানি অস্মদাশ্রমজাতানি। তেষাং তদ্দত্তফলানাম্, ত্বগ্ বল্কলং নাস্তি যথা এষামস্মদাশ্রমজাতানাং ফলানামিয়ং ত্বগস্তি। সারাণি অষ্ঠয়ঃ সন্তি। এতেনেদানীমিব তদানীমপি শর্করাদিমিশ্রণেনামিক্ষালড্ডুকাদিনির্ম্মাণরীতিরাসী-দিতি প্রতীয়তে ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূষণবিশেষৌ। স্বার্থে কঃ। "কলাপঃ সংহতে বর্হে তূণীরে ভূষণে হরে" ইতি বিশ্বঃ। কঙ্কণা-বিত্যর্থঃ ॥২৮—৩২॥ তথা ফলং ফলসদৃশং কন্দুকম্ ॥৩৩॥ প্রীতিরাহ্লাদঃ, রতিরাসক্তিঃ

সেই ফলটীকে আঘাত করিয়া করিয়া সেই ব্রহ্মচারী বায়ুসঞ্চালিত বৃক্ষের ন্যায় ঘুরিতে থাকিয়া ফিরিতে থাকিলেন। বাবা ! তখন দেবপুত্রের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া আমার পরম প্রীতি ও পরম অনুরাগ জন্মিল ॥৩৪॥

তা'র পর আবার তিনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আমার জটা ধরিয়া মুখখানিকে নোয়াইয়া, মুখদ্বারা আমার মুখখানিকে ধরিয়া (চুম্বন করিয়া) একরকম শব্দ করিলেন ; তাহা আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মাইল ॥৩৫॥

আমার প্রদত্ত পাদ্য কিংবা আমার প্রদত্ত এই সকল ফল তিনি গ্রহণ করিলেন না ; আমাকে বলিলেন—"এই প্রকারই আমাদের ব্রত।" পরে তিনিও আমাকে অন্যান্য ফল দিলেন ॥৩৬॥

তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল আমি ভোজন করিয়াছি, আমাদের আশ্রমের এই সকল ফল, রসে সে ফলের তুল্য নহে ; এই ফলগুলির যে রকম বাকল আছে, সে ফলগুলির সে রকম বাকল নাই এবং এই ফলগুলির যে রকম আঁঠি আছে, সে ফলগুলির সে রকম আঁঠি নাই। ॥৩৭॥

তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহ্যং প্রাদাৎ স বৈ পাতুমুদাররূপঃ।
পীত্বৈব যান্যভ্যধিকঃ প্রহর্ষো মমাভবদ্ভূশ্চলিতেব চাসীৎ ॥৩৮॥
ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি মাল্যানি তস্যোদ্‌গ্রথিতানি পট্টৈঃ।
যানি প্রকীর্য্যেহ গতঃ স্বমেব স আশ্রমং তপসা দ্যোতমানঃ ॥৩৯॥
গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহ্যতীব।
ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং তঞ্চেহ নিত্যং পরিবর্ত্তমানম্ ॥৪০॥
গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত ! কা নাম সা ব্রহ্মচর্য্যা নু তস্য।
ইচ্ছাম্যহং চরিতুং তেন সার্দ্ধং যথা তপঃ স চরত্যার্য্যধর্ম্মা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তোয়ানীতি। উদাররূপঃ অতীবসুন্দরঃ। তোয়ানি স্বাসবরূপাণীতি প্রতীয়তে ॥৩৮॥
ইমানীতি। পট্টৈঃ পট্টসূত্রৈঃ। প্রকীর্য্য বিক্ষিপ্য। স ব্রহ্মচারী ॥৩৯॥
গতেনেতি। বিচেতা বিকৃতচিত্তঃ। সম্পরিদহ্যতীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৪০॥
গচ্ছামীতি। আর্য্যধর্ম্মা সজ্জননিয়মশালী। অহো! ধন্যমিদং কবিত্বম্, ধন্যং তদাশ্রমপদম্, ধন্যশ্চাসৌ যুবা ঋষ্যশৃঙ্গঃ; যেন বারবনিতায়ামেব ব্রহ্মচারিপ্রকার ঋষ্যশৃঙ্গাত্মনি দর্শিতঃ; যত্র চ তাবতি কালেঽপি স্ত্রীদর্শনং নাসীৎ; যশ্চ যুবাপি বারবনিতামেব ব্রহ্মচারিণং জানাতি স্ম ॥৪১॥

সেই পরমসুন্দর ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার জন্য অতিসুস্বাদু জল দিয়াছিলেন; যাহা পান করিবার পরেই আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল এবং পৃথিবীটাই যেন ঘুরিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল ॥৩৮॥

পট্টসূত্রদ্বারা গ্রথিত সৌরভশালী এই সকল বিচিত্র মালা তাঁহারই; যেগুলি এই-খানে ফেলিয়া সেই তপস্যার প্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি ব্রহ্মচারী নিজেরই আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন ॥৩৯॥

তিনি চলিয়া গিয়া আমাকে বিকৃতচিত্ত করিয়া গিয়াছেন এবং আমার গাত্র যেন দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি সত্বরই তাঁহার নিকট যাই, কিংবা তিনি সর্ব্বদাই এখানে থাকেন ॥৪০॥

বাবা! আমি তাঁহার নিকটেই যাই; তাঁহার সেই ব্রহ্মচর্য্যাটার নাম কি? সেই সজ্জন যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সহিত সেই রূপ তপস্যা করিতে আমি ইচ্ছা করি" ॥৪১॥

---

(৪১) শ্লোকাৎ পরম্ 'চর্ত্তুং তথেচ্ছা হৃদয়ে মমাস্তি দুনোতি চিত্তং যদি তং ন পশ্যে' ইতি চরণদ্বয়মধিকং—বা ব কা নি। তৎপরঞ্চ '…দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '…ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

বিভাণ্ডক উবাচ।

রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র! রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন।
অতুল্যবীর্য্যাণ্যতিরূপবন্তি বিঘ্নং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি ॥৪২॥
সুরূপরূপাণি চ তানি তাত! প্রলোভয়ন্তে বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
সুখাচ্চ লোকাচ্চ নিপাতয়ন্তি তান্যুগ্ররূপাণি মুনীন্ বনেষু ॥৪৩॥
ন তানি সেবেত মুনির্যতাত্মা সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞ্চিৎ।
কৃত্বা বিঘ্নং তাপসানাং রমন্তে পাপাচারাস্তাপসস্তান্ ন পশ্যেৎ ॥৪৪॥
অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র! পানান্যপেয়ানি মধূনি তানি।
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং স্মৃতানি চিত্রোজ্জ্বলগন্ধবন্তি ॥৪৫॥

লোমশ উবাচ। †

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং বিভাণ্ডকস্তাং মৃগয়াম্বভূব।
নাসাদয়ামাস যদা ত্র্যহেণ তদা স পর্য্যাববৃতে শ্রমায় ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষাংসীতি। তেন ত্বদ্দৃষ্টপ্রকারেণ। অতিরূপবন্তি পরমসুন্দরাণি ॥৪২॥
সুরূপেতি। সুরূপরূপাণি পরমসুন্দরাকৃতীনি, তানি রক্ষাংসি। লোকাৎ স্বর্গাৎ ॥৪৩॥
নেতি। তানি রক্ষাংসি, যতাত্মা সংযতচিত্তঃ। পাপাচারা রাক্ষসাঃ ॥৪৪॥
অসদিতি। আচরিতানি কৃতানি। যেন হি তানি মধূনি মদ্যানি ॥৪৫॥

বিভাণ্ডক বলিলেন—"পুত্র! উহারা রাক্ষস; উহারা সেই রূপ অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং পরমসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা তপস্যার বিঘ্ন করিবার চিন্তা করে ॥৪২॥

বৎস! সেই রাক্ষসেরা পরমসুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া নানাবিধ উপায়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরাই তপোবনে আসিয়া মুনিগণকে সুখ ও স্বর্গ হইতে নিপাতিত করে ॥৪৩॥

যিনি সাধুদিগের লোক প্রার্থনা করেন, সেই সংযতচিত্ত মুনি সেই রাক্ষসদের সেবা করিবেন না। সেই পাপকারীরা তপস্বিগণের বিঘ্ন করিয়াই আনন্দ অনুভব করে; সুতরাং তপস্বী লোক তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥৪৪॥

পুত্র! অসজ্জনেরাই মদ্যপান করিয়া থাকে; কিন্তু সে মদ্য সজ্জনদিগের পান করা উচিত নহে। আর বিচিত্র, উজ্জ্বল ও সৌরভশালী এই মালাগুলি মুনিদের ব্যবহার্য্য নহে" ॥৪৫॥

---

† অয়ং পাঠো নাস্তি—বা ব কা নি।

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম ফলান্যাহর্ত্তুং বিধিনাশ্রমেঽসৌ।
তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম সা বেশযোষা মুনিমৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥৪৭॥
দৃষ্ট্বৈব তামৃষ্যশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ সম্ভ্রান্তরূপোঽভ্যপতত্তদানীম্।
প্রোবাচ চৈনাং ভবতোশ্রমায় গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥৪৮॥
ততো রাজন্! কাশ্যপস্যৈকপুত্রং প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্।
প্রলোভয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈরাজগ্মুরঙ্গাধিপতেঃ সমীপম্ ॥৪৯॥
সংস্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু সন্তারিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্।
তীরাদুপাদায় তথৈব চক্রে রাজাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষাংসীতি। তাং বেশ্যাকন্যাম্। শ্রমায় আশ্রমায়, আকারলোপ আর্ষঃ ॥৪৬॥
যদেতি। বেশযোষা বেশ্যা, "বেশো বেশ্যাজনসমাশ্রয়ঃ" ইত্যমরঃ ॥৪৭॥
দৃষ্ট্বেতি। অভ্যপতৎ তামভিগতবান্। ভবতোশ্রমায়েতি সন্ধিরাকারলোপশ্চার্ষঃ ॥৪৮॥
তত ইতি। প্রবেশ্য নৌকাস্থিতাশ্রমে, যোগেন যোগ্যোপায়েন ॥৪৯॥
সংস্থাপ্যেতি। অথ রাজা লোমপাদঃ, সন্তারিতাং নাবিকৈর্নদীজলে সংবাহিতাম্,

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৪—৩৭॥ ভূশ্চলিতেবেতি মধুপানজা ভ্রান্তিঃ সূচিতা ॥৩৮—৪৫॥ শ্রমায় আশ্রমায় ॥৪৬॥ অশ্রাবণেন অপাষণ্ডেন বৈদিকেন। "শ্রবণো মাসি পাষণ্ডে" ইতি বিশ্বঃ। আশ্রাবণেনেতি

লোমশ বলিলেন—"'তাহারা রাক্ষস' এই কথা বলিয়া পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নিবারণ করিয়া বিভাণ্ডকমুনি সেই বেশ্যাটার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন তিনি তিন দিনেও তাহাকে পাইলেন না, তখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥৪৬॥

তা'র পর যখন সেই বিভাণ্ডকমুনি যথাবিধানে আশ্রমে ফল আহরণ করিয়া আনিবার জন্য পুনরায় গমন করিলেন, তখন সেই বেশ্যাটা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পুনরায় আশ্রমে গমন করিল ॥৪৭॥

তাহাকে দেখিয়াই ঋষ্যশৃঙ্গ আনন্দিত ও চকিত হইয়া তখনই তাহার সম্মুখে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন—"যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আইসেন, তাহার মধ্যেই আমরা আপনার আশ্রমে যাইব" ॥৪৮॥

রাজা! তাহার পর সেই বেশ্যারা বিভাণ্ডকের একমাত্র পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সঙ্গত উপায়ে নৌকায় উঠাইয়া, নৌকা ছাড়িয়া, নানা উপায়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিয়া লোমপাদের নিকটে আগমন করিল ॥৪৯॥

(৪৭)…বিধিনাশ্রামণেন—পি, …বিধিনাশ্রাবণেন—বা ব কা। (৫০)…নীরাদুপাদায়… নাব্যাশ্রমং নাম—বা ব কা।

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্য রাজা বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রম্।
দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্টমাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥৫১॥
স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ সুতাং দদাবৃষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্।
ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে গাশ্চৈব মার্গেষু চ কর্ষণানি ॥৫২॥
বিভাণ্ডকস্যাব্রজতঃ স রাজা পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্।
সমাদিশৎ পুত্রগৃদ্ধী মহর্ষির্বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্‌যদা বঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

অতিশুভ্রাং তাং নাবম্, রাজধানীসমীপে সংস্থাপ্য, আশ্রমদর্শনে ঋষ্যশৃঙ্গায় আশ্রমপ্রদর্শনার্থে, তীরাৎ নদীতটাৎ, উপাদায় আরভ্য, তত্রৈব বিভাণ্ডকাশ্রমবদেব আশ্রমং নাম বিচিত্রং বনং চক্রে; অন্যথা ঋষ্যশৃঙ্গস্য বৈমনস্যাশঙ্কেতি ভাবঃ ॥৫০॥

অন্তরিতি। দেবমিন্দ্রম্, প্রবৃষ্টং প্রকর্ষেণ মেঘবারি বর্ষন্তম্ ॥৫১॥

স ইতি। বিভাণ্ডকস্য ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ উপায়ং চক্রে। কোঽসাবুপায় ইত্যাহ—গাশ্চেতি। মার্গেষু বিভাণ্ডকস্যাগমনপথেষু, গাশ্চ ররক্ষ, কর্ষণানি চ কৃষকৈঃ কারয়ামাস; তদীয়ত্বজ্ঞাপনেন, তৎক্রোধনিবারণার্থমিত্যাশয়ঃ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রশ্লেষে তু ইষ্ট্যাদ্যর্থং তত্রাশ্রাবয়েত্যাদিশব্দপ্রয়োগাৎ, বেশযোষা বেশ্যা ॥৪৭—৪৯॥ আশ্রমো যত্রস্থৈর্দৃশ্যতে তাবতি দেশে আশ্রমদর্শনে ॥৫০—৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪॥

তৎপরে লোমপাদরাজা নাবিকসঞ্চালিত সেই অতিশুভ্র নৌকাখানাকে রাজধানীর নিকটে সংস্থাপিত করিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখাইবার নিমিত্ত বিভাণ্ডকের আশ্রমেরই তুল্য নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমনামক একটী বিচিত্র কৃত্রিম বন করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর রাজা, বিভাণ্ডকের একমাত্রপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎই দেখিলেন যে, দেবরাজ প্রচুরপরিমাণে জল বর্ষণ করিতেছেন এবং জগৎটাই জলে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥৫১॥

তাহাতে লোমপাদরাজার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল; তাই তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তানাম্নী কন্যা দান করিলেন এবং বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধের প্রতীকারের জন্য তাঁহার আসিবার পথে বহুতর গরু রাখিয়া দিলেন এবং কৃষকগণদ্বারা ভূমিকর্ষণ করাইতে লাগিলেন ॥৫২॥

আর তিনি, বিভাণ্ডকমুনির আসিবার পথে প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য পশু রাখিতে এবং বীর পশুপালনগণকে থাকিতে আদেশ করিলেন (এবং তাহাদিগকে

স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভির্ভবদ্ভিঃ পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষণঞ্চ।
কিং তে প্রিয়ং বৈ ক্রিয়তাং মহর্ষে! দাসাঃ স্ম সর্ব্বে তব বাচি বদ্ধাঃ ॥৫৪॥
(যুগ্মকম্)

অথোপায়াৎ স মুনিশ্চণ্ডকোপঃ স্বমাশ্রমং মূলফলং গৃহীত্বা।
অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং দদর্শ চুক্রোধ ততো ভৃশং সঃ ॥৫৫॥
ততঃ স কোপেন বিদীর্য্যমাণ আশঙ্কমানো নৃপতের্বিধানম্।
জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণস্তমঙ্গরাজং সপুরং সরাষ্ট্রম্ ॥৫৬॥
স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্ ঘোষান্ সমাসাদিতবান্ সমৃদ্ধান্।
গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো রাজেব তাং রাত্রিমুবাস তত্র ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

বিভেতি। আব্রজতো রাজধান্যামাগচ্ছতঃ পথি। সমাদিশৎ স্থাপয়িতুং স্থাতুঞ্চেতি শেষঃ। পুত্রগৃদ্ধী পুত্রগ্রহণাকাঙ্ক্ষী। বো যুষ্মান্। ক্রিয়তামস্মাভিঃ ॥৫৩—৫৪॥

অথেতি। উপায়াদাগচ্ছৎ, চণ্ডকোপো মহাকোপনঃ। পুত্রমৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥৫৫॥

তত ইতি। নৃপতের্লোমপাদস্য, বিধানং কার্য্যমাশঙ্কমানঃ, তস্যৈব রাজ্যে বর্ষাভাবেন তৎপ্রতীকারায়ৈব হরণসম্ভবাদিতি ভাবঃ। চম্পাং নাম লোমপাদরাজধানীম্ ॥৫৬॥

স ইতি। ঘোষান্ আভীরপল্লীঃ, সমাসাদিতবান্ গচ্ছন প্রাপ্তবান্ ॥৫৭॥

বলিয়া দিলেন যে,) পুত্রপ্রিয় মহর্ষি বিভাণ্ডক যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিবে—"মহর্ষি! এই সকল পশু আপনার পুত্রের এবং এই ভূমিকর্ষণও আপনার পুত্রের জন্যই হইতেছে; আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব, আমরা সকলেই আপনার দাস এবং আপনার আদেশের অধীন" ॥৫৩—৫৪॥

এ দিকে মহাক্রোধী বিভাণ্ডকমুনি ফলমূল লইয়া নিজের আশ্রমে আসিলেন এবং অন্বেষণ করিয়াও পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিতে পাইলেন না; তাহার পর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥

তাহার পর তিনি ক্রোধে বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া, উহা লোমপাদরাজারই কার্য্য এইরূপ ধারণা করিয়া, রাজধানী ও রাজ্যের সহিত সেই অঙ্গরাজকে দগ্ধ করিবেন ভাবিয়া, চম্পানগরীর দিকেই গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

ক্রমে সেই বিভাণ্ডকমুনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেই গোপপল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; তখন সেই গোপালেরা যথাবিধানে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, তিনি রাজার ন্যায় সেইখানেই সেই রাত্রি রাত্রি বাস করিলেন ॥৫৭॥

অবাপ্য সৎকারমতীব তেভ্যঃ প্রোবাচ কস্য প্রথিতাঃ স্থ গোপাঃ!।
উচুস্ততস্তেঽভ্যুপগম্য সর্ব্বে ধনং তবেদং বিহিতং সুতস্য ॥৫৮॥
এবং স দেশেষ্বভিপূজ্যমানস্তাংশ্চৈব শৃণ্বন্ মধুরান্ প্রলাপান্।
প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ সমাসসাদাঙ্গপতিং পুরস্থম্ ॥৫৯॥
স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ দদর্শ পুত্রং দিবি দেবং যথেন্দ্রম্।
শান্তাং স্নুষাঞ্চৈব দদর্শ তত্র সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥৬০॥
গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ সুতস্য দৃষ্ট্বা শান্তাঞ্চ শান্তোঽস্য পরঃ স কোপঃ।
চকার তস্যৈব পরং প্রসাদং বিভাণ্ডকো ভূমিপতের্নরেন্দ্র! ॥৬১॥
স তত্র নিক্ষিপ্য সুতং মহর্ষিরুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ।
জাতে তু পুত্রে বনমেবাব্রজেথা রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্ব্বাণি কৃত্বা ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

অবাপ্যেতি। প্রথিতা অধীনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ, স্থ যূয়ম্। বিহিতং রাজ্ঞা ॥৫৮॥

এবমিতি। মধুরান্ পুত্রস্বামিত্বজ্ঞাপনেন মনোহরান্, প্রলাপান্ বাচঃ। প্রশান্তং নিবৃত্তং ভূয়িষ্ঠং, বহুলমেব রজো রজোগুণসম্পাদিতঃ ক্রোধো যস্য সঃ ॥৫৯॥

স ইতি। নরর্ষভেণ লোমপাদেন। স্নুষাং পুত্রবধূম্। উচ্চরন্তীং গগনে ॥৬০॥

গ্রামানিতি। শান্তাং তদাখ্যাং পুত্রবধূম্, শান্তো নিবৃত্তঃ, পরঃ অবশিষ্টঃ ॥৬১॥

স ইতি। নিক্ষিপ্য নিক্ষেপরূপেণ সংস্থাপ্য। আব্রজেথা আগচ্ছেঃ ॥৬২॥

সেই গোপালগণের নিকট অত্যন্ত সদ্ব্যবহার পাইয়া বিভাণ্ডক বলিলেন—"গোপালগণ! তোমরা কাহার প্রজা?"। তাহার পর তাহারা সকলে নিকটে যাইয়া বলিল—"মহর্ষি! আপনার পুত্রের জন্যই রাজা এই সকল ধন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন" ॥৫৮॥

এইভাবে সেই দেশে সম্মানিত হইতে থাকায় এবং সেইরূপ মধুর বাক্য শুনিতে থাকায় বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধ অধিক পরিমাণেই নিবৃত্তি পাইল এবং তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়াই রাজধানীস্থিত লোমপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫৯॥

তখন লোমপাদরাজা পূজা করিলে বিভাণ্ডকমুনি স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় সেখানে পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে বিচরণশীলা সৌদামিনীর ন্যায় পুত্রবধূ শান্তাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন ॥৬০॥

যুধিষ্ঠির! গ্রাম, গোপপল্লী ও শান্তা—পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের হইয়াছে দেখিয়া বিভাণ্ডকমুনির অবশিষ্ট ক্রোধটুকুও নিবৃত্তি পাইল; তখন বিভাণ্ডকমুনি সেই লোমপাদরাজার উপরে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন ॥৬১॥

সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য প্রভাবশালী মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজার

স তদ্বচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব।
শান্তা চৈনং পর্য্যচরন্নরেন্দ্র! খে রোহিণী সোমমিবানুকূলা ॥৬৩॥
অরুন্ধতী বা সুভগা বশিষ্ঠং লোপামুদ্রা বাপি যথা হ্যগস্ত্যম্।
নলস্য বা দময়ন্তী যথাভূদ্‌যথা শচী বজ্রধরস্য চৈব ॥৬৪॥
নারায়ণী চেন্দ্রসেনা যথৈব বশ্যা নিত্যং মুদ্‌গলস্যাজমীঢ়!।
তথা শান্তাপ্যৃষ্যশৃঙ্গং বনস্থং প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্র! ॥৬৫॥ (বিশেষকম্)
তস্যাশ্রমঃ পুণ্য এষোঽবভাতি মহাহ্রদং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ত্তেঃ।
অত্র স্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিশুদ্ধস্তীর্থান্যন্যান্যনুসংযাহি রাজন্! ॥৬৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বভূবেত্যন্তেঃ প্রয়োগঃ। খে আকাশে। বাশব্দ ইবার্থে, "বা স্যাদ্বিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি বিশ্বঃ। মুদ্‌গলস্য ঋষেঃ। হে আজমীঢ়! অজমীঢ়বংশোৎপন্ন!। তথা বশ্যা সতীত্যর্থঃ ॥৬৩—৬৫॥

তস্যেতি। পুণ্যঃ পবিত্রঃ। মহাহ্রদং সম্মুখবর্ত্তিনম্। বিশুদ্ধো নিষ্পাপঃ ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

নিকটেই গচ্ছিতভাবে রাখিয়া বলিলেন—"ঋষ্যশৃঙ্গ! তোমার পুত্র জন্মিলে পর তুমি এই রাজার সমস্ত প্রিয় কার্য্য করিয়া আবার বনেই আসিও" ॥৬২॥

ঋষ্যশৃঙ্গও সে বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ যেখানে উঁহার পিতা ছিলেন, উনিও সেইখানেই গিয়াছিলেন। রাজা! ওদিকে আকাশে রোহিণী যেমন চন্দ্রের, ভাগ্যবতী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের পরিচর্য্যা করেন, তেমন শান্তাও অনুকূলা থাকিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং আজমীঢ়রাজা! দময়ন্তী যেমন নলের, শচী যেমন ইন্দ্রের এবং নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদ্‌গলঋষির বশবর্ত্তিনী ছিলেন, শান্তাও তেমনই ঋষ্যশৃঙ্গের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া বনবাসী সেই ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্য্যা করিতেন ॥৬৩—৬৫॥

রাজা! সেই পুণ্যকীর্ত্তি ঋষ্যশৃঙ্গের এই পবিত্র আশ্রম সম্মুখবর্ত্তী মহাহ্রদের শোভা জন্মাইতে থাকিয়া শোভা পাইতেছে; তুমি এইখানে স্নান করিয়া কৃতকার্য্য ও নিষ্পাপ হইয়া অন্যান্য তীর্থে গমন কর" ॥৬৬॥

---

(৬৬)…পুণ্যকীর্ত্তিঃ—বা ব কা। * '…ত্রয়োদশাধিকশততমঃ…'—বা ব কা, '…চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ…'—পি, '…পঞ্চদশাধিকশততমঃ…'—নি।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয় ! ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥১॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ ! ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥২॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ! ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় ! যত্র বৈতরণী নদী ।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥৪॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্ ।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কৌশিক্যা নদ্যাঃ সকাশাৎ, প্রয়াতঃ প্রস্থিতঃ। আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমেণ ॥১॥
স ইতি। স যুধিষ্ঠিরঃ। সমাপ্লবং স্নানম্ ॥২॥
তত ইতি। কলিঙ্গান্ কলিঙ্গদেশম্, "বহুত্ববদস্বাদেঃ" ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥৩॥
এত ইতি। শরণমেত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ। এতেন বৈতরণ্যা মহাপুণ্যত্বং সূচিতম্ ॥৪॥
ঋষিভিরিতি। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হম্। উত্তরং তীরং বৈতরণ্যা এব ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তাহার পর যুধিষ্ঠির সেই কৌশিকী নদী হইতে প্রস্থান করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

রাজা! তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া পাঁচ শত নদীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর বীর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া কলিঙ্গদেশের দিকে গমন করিলেন ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—"কুন্তীনন্দন! এই কলিঙ্গদেশ; যে দেশে বৈতরণী নদী রহিয়াছে এবং যে বৈতরণী নদীর তীরে স্বয়ং ধর্ম্মও দেবগণকে লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৪॥

সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥৬॥
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র! পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র! ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ ॥৭॥
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ!।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥৮॥
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্‌ভিস্তে রুদ্রমস্তবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৯॥
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সমানমিতি। স্বর্গমুপেযুষো যিযাসোরিত্যর্থঃ, জনস্য, দেবযানেন পথা সমানমিদং স্থানম্ ॥৬॥

অত্রেতি। মখে যাজ্ঞিকৈরনুষ্ঠীয়মানে যজ্ঞে। অয়ং ভাগো মমেতি শেষঃ ॥৭॥

হৃত ইতি। মা অভিদ্রোগ্ধা গ্রহণেন ন নাশয়, সকলান্ যজ্ঞস্য ধর্ম্মাংশ্চ মা বশীর্ন কাময়। বশীরিতি "বশ কান্তৌ" ইত্যস্মাল্লুঙন্তাঃ সৌ রূপম্, মাযোগাচ্ছাড়াগমাভাবঃ ॥৮॥

তত ইতি। কল্যাণরূপাভির্মধুরাভিরিত্যর্থঃ। তে দেবাঃ। ইষ্ট্যা যজনেন ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ উত্তরং তীরং বৈতরণ্যাঃ ॥৫—৭॥ মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা পরভাগস্য নাশং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ধর্ম্মান্ মা বশীঃ ধর্ম্মসাধনান্ যজ্ঞভাগান্ সর্ব্বান্ কাময়েথাঃ। "বশ

পর্ব্বতপরিশোভিত, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণসেবিত, ঋষিগণসমন্বিত এবং যজ্ঞের উপযুক্ত এই বৈতরণী নদীর উত্তর তীর ॥৫॥

এই স্থানটী স্বর্গাভিলাষী লোকের পক্ষে দেবযানপথের তুল্য এবং এই স্থানেই পূর্ব্বকালে ঋষিরা ও অন্যান্য ধার্ম্মিক লোকেরা বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এই স্থানেই রুদ্র একটী যজ্ঞে তাহার পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই পশু গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'ইহা আমার অংশ' ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! রুদ্র পশু হরণ করিলে, তখন দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন— "আপনি পরকীয় বস্তু গ্রহণ করিয়া নষ্ট করিবেন না এবং যজ্ঞের সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করিবারও ইচ্ছা করিবেন না" ॥৮॥

তাহার পর তখনই দেবতারা মধুর বাক্যে রুদ্রের স্তব করিলেন এবং পূজা-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥৯॥

অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতম্ ॥১১॥
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নুপস্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থাশ্চ চক্ষুষাঽভিপ্রকাশতে ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্যাং নদ্যাং তপোবলাৎ।
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্য লোমশ ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অত্রানুশব্দো ভাগার্থে বংশশব্দশ্চ পরম্পরাকার্থে। ততশ্চ অনুবংশো ভাগপরম্পরা তদ্বোধকঃ শ্লোকঃ কশ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥১০॥

অযাতেতি। দেবা রুদ্রস্য ভয়াৎ, ন যাতোঽতীতঃ যামঃ প্রহরো যস্য তং সদ্যোনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ, সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্য উত্তমং ভাগম্, শাশ্বতং চিরকালীনম্, কল্পয়ামাসুঃ, রুদ্রায় দেয়ত্বেনেতি শেষঃ; অন্যথা বলাদেবাসৌ গৃহ্ণীয়াদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

ইমামিতি। গাথাং শ্লোকম্। উপস্পৃশতি স্নাতি। চক্ষুষা তদ্বিষয়তয়ৈব ॥১২॥

তত ইতি। দ্রৌপদী পিতৄন্ তর্পয়াঞ্চকার স্নানদানাদিনা তোষয়ামাসেত্যর্থো বাচ্যঃ, "তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিলকুশোদকৈঃ। তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥" ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতস্মৃত্যা সধবায়াস্তর্পণানধিকারদ্যোতনাৎ ॥১৩॥

তৎপরে রুদ্র সেই পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির! যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ-পরম্পরাবোধক একটি শ্লোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১০॥

"দেবতারা রুদ্রের ভয়ে সদ্যোনির্ম্মিত এবং সমস্ত ভাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি ভাগ চিরকাল তাঁহাকে দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ॥১১॥

যে লোক এই গাথা গান করিতে থাকিয়া (উক্ত শ্লোকটী পড়িতে থাকিয়া) এই নদীতে স্নান করে, দেবযানপথ তাহার দৃষ্টিগোচর হয়" ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে বৈতরণী নদীতে নামিয়া পিতৃতর্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীও নামিয়া স্নান-দানাদি করিয়া পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহর্ষি লোমশ! আপনি দেখুন—আমি যথাবিধানে এই বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া তপোবলে মনুষ্যভাব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি ॥১৪॥

সর্ব্বাল্লোঁকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাত্তব সুব্রত ! ।
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাম্ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির ! ।
যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তূষ্ণীমাস্স্ব বিশাংপতে ! ॥১৬॥
এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ ! বনং দিব্যং প্রকাশতে ।
যত্রাযজত রাজেন্দ্র ! বিশ্বকর্ম্মা প্রতাপবান্ ॥১৭॥
যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে ।
সপর্ব্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥১৮॥
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় ! দত্তমাত্রা মহী তদা ।
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুম ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বিধিবৎ উক্তগাথাং গায়ন্নিত্যর্থঃ। বিষয়ান্তাবাৎ ॥১৪॥

সর্ব্বানিতি। হে সুব্রত! তব প্রসাদাৎ উক্তগাথাগানেন স্নানোপদেশরূপানুগ্রহাৎ, সর্ব্বান্ লোকান্ ভুবনানি প্রপশ্যামি; তথা মহাত্মনাং জপতাম্ অস্ফুটং মন্ত্রমুচ্চারয়তাম্, বৈখানসানাং বানপ্রস্থানাম্, এষ শব্দঃ শ্রূয়তে। "বানপ্রস্থো বৈখানসোঽগ্রহঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥১৫॥

ত্রীতি। ত্রিশতং ত্রিশতগুণীকৃতানি সহস্রাণি ত্রীণি লক্ষাণীত্যর্থঃ। যত্র উৎপদ্যমানমিতি শেষঃ। তূষ্ণীং নীরবঃ সন্, আস্স্ব তিষ্ঠ, তচ্ছ্রবণায়েতি ভাবঃ ॥ ৬॥

এতদিতি। প্রকাশতে তব দৃষ্টিপথ ইতি শেষঃ। বিশ্বং কর্ম্ম যস্য স ব্রহ্মা ॥১৭॥

যস্মিন্নিতি। পর্ব্বতৈর্বনৈঃ উদ্দেশৈস্তদিতরৈঃ স্থানৈশ্চ সহেতি সা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কান্তৌ" অস্য লুঙি রূপম্ ॥৮—১০॥ অযাতযামং তাৎকালিকম্ ॥১১—১৬॥ "ভূমির্হ জগাবিত্যাদাহরন্তি ন মা মর্ত্ত্যঃ কশ্চন দাতুমর্হতি বিশ্বকর্ম্মন্ ভৌবন মাং দিদাসিথ নিমঙ্ক্ষ্যেঽহং

মহর্ষি! আপনার অনুগ্রহে আমি সমস্ত জগৎ দেখিতেছি এবং জপপ্রবৃত্ত মহাত্মা বানপ্রস্থগণের এই শব্দ শুনিতেছি!" ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—"নরনাথ! যুধিষ্ঠির! তুমি যে স্থানের এই শব্দ শুনিতেছ, উহা এ স্থান হইতে তিন লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। (ঐ শব্দ শুনিবার জন্য তুমি একটু কাল) নীরব হইয়া থাক ॥১৬॥

রাজা! তোমার দৃষ্টিপথে এই ব্রহ্মার দিব্য কানন প্রকাশ পাইতেছে; রাজশ্রেষ্ঠ! যেখানে প্রতাপশালী বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

যে যজ্ঞে ব্রহ্মা মহাত্মা কশ্যপকে পর্ব্বত, বন ও প্রান্তরাদির সহিত সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥১৮॥

ন মাং মর্ত্ত্যায় ভগবন্! কস্মৈচিদ্দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্ ॥২০॥
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ।
প্রসাদয়াম্বভূবাথ ততো ভূমিং বিশাংপতে! ॥২১॥
ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব!।
পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্বেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥২২॥
সৈষা প্রকাশতে রাজন্! বেদী সংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥২৩॥
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্! বেদী সমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। অবাসীদদ্বিষণ্ণাভবৎ। লোকেশ্বরং ব্রহ্মাণম্ ॥১৯॥
নেতি। মোঘং ব্যর্থম্। তথাত্বে কারণমাহ—যাস্যামীতি ॥২০॥
বিষীদন্তীমিতি। ভূমিং তাং পৃথিবীম্, প্রসাদয়াম্বভূব, তপসেতি শেষঃ ॥২১॥
তত ইতি। উন্মজ্য উত্থায়, বেদীরূপা পরিষ্কৃতমৃত্তিকাস্তূপরূপা ॥২২॥
সেতি। সংস্থানং মৃত্তিকামাত্ররূপেণ স্থিতিরেব লক্ষণং স্বরূপং যস্যাঃ সা ॥২৩॥
সেতি। হে রাজন্! সা পৃথিবী, সাগরমাসাদ্য এষা বেদী সতী, এতৎ স্থানং সমাশ্রিতা। এতামারুহ্য স্থিতস্য তে ভদ্রং ভবেৎ; অতস্ত্বমেক এব সাগরং তর প্রবিশ ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন! দান করিবামাত্র পৃথিবী বিষণ্ণা হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই প্রভু ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন—॥১৯॥

"ভগবন্! আপনি আমাকে কোন মানুষের হস্তে দান করিতে পারেন না। (সে যাহা হউক,) আপনার এই দান ব্যর্থ। কারণ, আমি এই পাতালে যাইতেছি" ॥২০॥

নরনাথ! পৃথিবীকে বিষণ্ণ দেখিয়া ভগবান্ কশ্যপমুনি তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥২১॥

পাণ্ডুনন্দন! তাহার পর পৃথিবী কশ্যপের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, পুনরায় জল হইতে উঠিয়া, বেদীরূপে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥২২॥

রাজা! সেই পৃথিবীই এই কেবল মৃত্তিকারূপা বেদী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন; অতএব মহারাজ! তুমি উঁহাতে আরোহণ করিয়া বলবান্ হইতে পারিবে ॥২৩॥

রাজা! সেই পৃথিবীই সমুদ্রে আসিয়া এই বেদী হইয়া এইখানে রহিয়াছেন;

অহঞ্চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে যথা ত্বমেনানধিরোহসেঽদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ়! ॥২৫॥
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ! সাগরে লবণাম্ভসি ॥২৬॥
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো বিষ্ণো রেতস্ত্বমমৃতস্যাস্য নাভিঃ।
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব! সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্নোত্যনেনেতি স্বস্ত্যয়নং জপাদি ॥২৫॥

বেদ্যারোহণমন্ত্রমাহ—ওঁ নম ইতি। বিশ্বং জগৎ গুপ্তং রক্ষিতং যেন তস্মৈ, বিশ্বপরায় ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়। হে দেবেশ! নারায়ণ! ॥২৬॥

অগ্নিরিতি। ত্বম্, অগ্নি, মিত্রঃ সূর্য্যঃ, যোনির্জগৎকারণম্, দেব্যশ্চলনাদ্যাত্মকক্রীড়নশীলাঃ, আপো জলম, "আপো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ" ইতি স্মৃতেঃ, বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য পরমাত্মনঃ, রেতঃ রেতঃপরিণতিরূপাকারবান্, তথা অস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য, নাভিঃ প্রধানং কারণম্, ত্বজ্জ্ঞানেনৈব তৎসাধনাৎ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সলিলস্য মধ্যে মোঘস্ত এষ কশ্যপায়াস সঙ্গরঃ" ইতি শ্রুতেরর্থং সংগৃহ্লাতি—"যত্রাযজত রাজেন্দ্রে"ত্যাদিনা ।১৭—২৫॥ স্নানাদ্যর্থং সমুদ্রপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—ওঁ নম ইতি। বিশ্বং গুপ্তং লীনমস্মিন্ প্রলয়ে ইতি বিশ্বগুপ্তঃ, বিশ্বস্মাৎ, পরায় শ্রেষ্ঠায় বিষ্ণবে ইত্যর্থঃ। লবণাম্ভসি ক্ষারোদকে ॥২৬॥ অগ্নির্মিত্রশ্চ তেজস্ত্বাদগ্নিবৎ, সূর্য্যোঽপ্যপাং যোনিঃ, অপামিতি শেষঃ; বিষ্ণোর্ব্যাপকস্যাত্মনো রেতঃ শরীরাকারপরিণতমভিব্যক্তিস্থানং ত্বম্, হে সমুদ্র! অমৃতস্য

ইহাতে আরোহণ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে; অতএব তুমি একাকীই সমুদ্রে অবতরণ কর ॥২৪॥

আমি তোমার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিব; যাহাতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ করিতে পার। অজমীঢ়বংশোদ্ভব! এ বেদী মানুষস্পৃষ্ট হইলে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥২৫॥

"দেবদেব নারায়ণ! আপনি জগতের রক্ষক, আপনাকে নমস্কার; আপনি জগতের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। আপনি এই লবণসমুদ্রে সন্নিহিত হউন ॥২৬॥

আপনি অগ্নি, আপনি সূর্য্য, আপনি জগতের কারণ, আপনি ক্রীড়াশীল জল, আপনি পরমাত্মার সাকার অবস্থা এবং আপনিই মুক্তির প্রধান কারণ।" যুধিষ্ঠির তুমি এইরূপ সত্যবাক্য বলিতে বলিতে সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর ॥২৭॥

---

(২৬) অয়ং শ্লোকঃ পি নাস্তি।

অগ্নিশ্চ তে যোনিরিড়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ।
এবং জপন্ পাণ্ডব! সত্যবাক্যং ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮॥
অন্যথা হি কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবযোনিরপাংপতিঃ।
কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয়! ন স্প্রেষ্টব্যো মহোদধিঃ ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাশনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং মহেন্দ্রাচলগমনে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অগ্নিরিতি। হে নারায়ণ! অগ্নিস্তেজোময়ং নিরাকারং ব্রহ্ম চ তে যোনিঃ কারণম্, "নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরীহম্" ইতি শ্রুতৌ নির্গত আকারো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। ইড়া বাক্ চ তে দেহঃ, "চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তসঃ ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ" ইতি শ্রুতেরিত্যাশয়ঃ। কিঞ্চ, অমৃতস্য নিত্যমুক্তস্য, বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য ব্রহ্মণঃ, নাভিঃ প্রধানভাগশ্চ, তে রেতোধা বিরাড়বস্থাজনকশুক্রনিষেক্ত', পিতুরিব পুত্রস্যেত্যভিপ্রায়ঃ। নদীনাং পতিং সমুদ্রম্। তাদৃশস্য নারায়ণস্য শয়নাশ্রয়তয়া সমুদ্রস্য স্তুত্যত্বমিত্যবধেয়ম্ ॥২৮॥

অন্যথেতি। দেবানাং চন্দ্রাদীনাং যোনিঃ কারণম্। ন স্প্রষ্টব্যঃ, ধর্ম্মার্থস্নানাদৌ; মাহাত্ম্য-প্রকাশাভাবে তদুন্মুখীভাবাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তেনোক্তমন্ত্রাভাবেঽপি বাণিজ্যাদ্যর্থং পোতাদিনা গমনম্ ॥২৯॥

তত ইতি। কৃতস্বস্ত্যয়নঃ, লোমশেনেতি শেষঃ। শাসনমাদেশম্। মহেন্দ্রং পর্ব্বতম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

নাভিঃ স্বধায়া গর্ভস্থানম্ ॥২৭॥ ইড়া যজ্ঞঃ, বিষ্ণো রেতোধাঃ বিষ্ণোরেতঃ জীবঃ স ধীয়তেঽস্মিন্ দেহে অমৃতস্য নাভিঃ মোক্ষস্য সাধনম্ ॥২৮॥ দেবযোনিঃ দেবস্থানম্ ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫॥

'নারায়ণ! পরমাত্মা আপনার কারণ, বাক্য আপনার মূর্ত্তি এবং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের অংশ আপনার বিরাট্ অবস্থার জনক।' পাণ্ডুনন্দন! এইরূপ সত্যবাক্য জপ করিতে করিতে সমুদ্রে অবগাহন করিবে ॥২৮॥

কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া দেবগণের কারণ ও জলের অধিপতি মহাসমুদ্রকে কুশাগ্রদ্বারাও স্পর্শ করিবে না" ॥২৯॥

---

* '...চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ...'—বা ব কা, '...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...'—পি নি।

ষণ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তত্র তামুষিত্বৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ।
তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১॥
লোমশস্তস্য তান্ সর্ব্বানাচখ্যৌ তত্র তাপসান্।
ভৃগূনঙ্গিরসশ্চৈব বাশিষ্ঠানথ কাশ্যপান্ ॥২॥
তান্ সমেত্য স রাজর্ষিরভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
রামস্যানুচরং বীরমপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩॥
কদা ন রামো ভগবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি।
তেনৈবাহং প্রসঙ্গেন দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভার্গবম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উষিত্বা বাসং কৃত্বা। পরমত্যন্তম্, সৎকারং পূজাম্ ॥১॥
লোমশ ইতি। আচখ্যৌ পরিচায়িতবান্। ভৃগূন্ তদ্বংশীয়ান্। এবমন্যত্রাপি ॥২॥
তানিতি। স যুধিষ্ঠিরঃ। রামস্য জামদগ্ন্যস্য। অকৃতব্রণং নাম ॥৩॥
কদেতি। দর্শয়িষ্যতি আত্মানমিতি শেষঃ। ভার্গবং তং রামম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর লোমশ স্বস্ত্যয়ন করিলে যুধিষ্ঠির সমুদ্রে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশ অনুসারে সেই সমস্ত কার্য্য করিয়া, মহেন্দ্রপর্ব্বতে যাইয়া রাত্রিতে বাস করিলেন ॥৩০॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে সেই একরাত্রি বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বিগণের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিলেন ॥১॥

তখন লোমশমুনি ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপের বংশসম্ভূত সেই তপস্বিগণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন ॥২॥

তখন রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট যাইয়া অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পরশুরামের অনুচর বীর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৩॥

"ভগবান্ পরশুরাম কখন তপস্বীদিগকে দর্শন দান করিবেন; আমি সেই প্রসঙ্গেই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি" ॥৪॥

অকৃতব্রণ উবাচ।

আয়ানেবাসি বিদিতো রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
প্রীতিস্ত্বয়ি চ রামস্য ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শয়িষ্যতি ॥৫॥

চতুর্দ্দশীমষ্টমীঞ্চ রামং পশ্যন্তি তাপসাঃ।
অস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভবিত্রী শ্বশ্চতুর্দ্দশী ॥৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবাননুগতো রামং জামদগ্ন্যং মহাবলম্।
প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য কর্ম্মণঃ ॥৭॥

স ভবান্ কথয়ত্বেতদ্যথা রামেণ নির্জ্জিতাঃ।
*আহবে ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে কথং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

অকৃতব্রণ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্।
ভৃগূণাং রাজশার্দ্দূল! বংশে জাতস্য ভারত! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

আয়ানিতি। আয়ান্ অত্রাগচ্ছন্। বিদিতাত্মনো জ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য। প্রীতির্বর্ত্ততে ॥৫॥
চতুরিতি। চতুর্দ্দশীমষ্টমীঞ্চ প্রাপ্যেতি শেষঃ। শ্বঃ পরদিনে ॥৬॥
ভবানিতি। অতো ভবান্ যথা তদ্বৃত্তান্তং বক্তুং শক্নুয়াদন্যস্তু ন তথেতি ভাবঃ ॥৭॥
স ইতি। আহবে যুদ্ধে। কথং কেন প্রকারেণ ॥৮॥
হন্তেতি। হন্তশব্দো হর্ষে। জাতস্য রামস্যেতি শেষঃ ॥৯॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—"আপনি যখন আসিতেছিলেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞ রাম আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং আপনার প্রতি রামের প্রীতিও রহিয়াছে; সুতরাং সত্বরই তিনি আপনাকে দর্শন দান করিবেন ॥৫॥

তপস্বীরা চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে রামকে দেখিয়া থাকেন; এই রাত্রি অতীত হইলে আগামী কল্য চতুর্দ্দশীতিথি হইবে" ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আপনি, মহাবল জমদগ্নিনন্দন রামের অনুচর এবং তাঁহার পূর্ব্বজাত সকল কার্য্যেরই প্রত্যক্ষদর্শী ॥৭॥

অতএব আপনি ইহা বলুন যে, রাম কি কারণে এবং কি প্রকারে যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন" ॥৮॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—"ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট ভৃগুবংশজাত রামের বিশাল ও উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বলিব ॥৯॥

---

(৮) স ভবান্ কথয়ত্বত্র—বা ব কা নি। (৯) অহং তে—পি।

রামস্য জামদগ্ন্যস্য চরিতং দেবসম্মিতম্।
হৈহয়াধিপতেশ্চৈব কার্ত্তবীর্য্যস্য ভারত ! ॥১০॥
রামেণ চার্জ্জুনো নাম হৈহয়াধিপতির্হতঃ।
তস্য বাহুশতান্যাসংস্ত্রীণি সপ্ত চ পাণ্ডব ! ॥১১॥
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন বিমানং কাঞ্চনং তথা।
ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বভূতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥১২॥
অব্যাহতগতিশ্চৈব রথস্তস্য মহাত্মনঃ।
রথেন তেন তু সদা বরদানেন বীর্য্যবান্ ॥১৩॥
মমর্দ্দ দেবান্ যক্ষাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব সমন্ততঃ।
ভূতাংশ্চৈব স সর্ব্বাংস্তু পীড়য়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
ততো দেবাঃ সমেত্যাহুঋর্ষয়শ্চ মহাব্রতাঃ।
দেবদেবং সুরারিঘ্নং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রামস্যেতি। কার্ত্তবীর্য্যস্য চ চরিতমিতি সম্বন্ধঃ। দেবসম্মিতং দেবচরিত্রতুল্যম্ ॥১০॥
রামেণেতি। ত্রীণি সপ্ত চ বাহুশতানি সহস্রং বাহব ইত্যর্থঃ ॥১১॥
দত্তেতি। কাঞ্চনং স্বর্ণময়ম্। ঐশ্বর্য্যম্ আধিপত্যম্ ॥১২॥
অব্যাহতেতি। বরদানেন দত্তাত্রেয়মুনেঃ। ভূতান্ প্রাণিনঃ ॥১৩—১৪॥
তত ইতি। আহুঃ পরবচনং ব্রুবন্তি স্ম। সুরারিঘ্নম্ অসুরহন্তারম্ ॥১৫॥

ভরতনন্দন ! জমদগ্নিপুত্র রামের চরিত্র দেবচরিত্রের তুল্য এবং হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের চরিত্রও দেবচরিত্রেরই তুল্য ছিল ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন ! রাম, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াছিলেন; তাঁহার একসহস্র বাহু ছিল ॥১১॥

রাজা ! দত্তাত্রেয়মুনির অনুগ্রহে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর উপরে আধিপত্য ছিল ॥১২॥

এবং সেই মহাত্মার রথের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল। বলবান্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয়মুনির বরপ্রভাবে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা সকল দিকের দেবতা, যক্ষ ও ঋষিগণের উৎপীড়ন করিতেন এবং সকল দিকের সকল প্রাণীদিগের উপদ্রব করিতেন ॥১৩—১৪॥

তাহার পর দেবগণ ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ—দেবদেব, অসুরহন্তা ও যথার্থ পরাক্রমশালী বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১৫॥

ভগবন্! ভূতরক্ষার্থমর্জ্জুনং জহি বৈ প্রভো!।
বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ।
শচীসহায়ং ক্রীড়ন্তং ধর্ষয়ামাস বাসবম্ ॥১৬॥
ততস্তু ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতস্তদা।
কার্ত্তবীর্য্যবিনাশার্থং মন্ত্রয়ামাস ভারত!॥১৭॥
যত্তদ্ভূতহিতং কার্য্যং সুরেন্দ্রেণ নিবেদিতম্।
স প্রতিশ্রুত্য তৎ সর্ব্বং ভগবাল্লোঁকপূজিতঃ ॥১৮॥
জগাম বদরীং রম্যাং স্বমেবাশ্রমমণ্ডলম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৯॥
কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবঃ সুমহাবলঃ।
গাধীতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০॥ (বিশেষকম্)
বনে তু তস্য বসতঃ কন্যা জজ্ঞেঽপ্সরঃসমা।
ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত!॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ভগবন্নিতি। ভূতানাং প্রাণিনাং রক্ষার্থম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
তত ইতি। দেবো বিষ্ণুঃ, শক্রেণ ইন্দ্রেণ ॥১৭॥
যদিতি। প্রতিশ্রুত্য কর্ত্তব্যত্বেনাঙ্গীকৃত্য। স্বং স্বকীয়ম্। কান্যকুব্জে দেশে ॥১৮—২০॥
বন ইতি। ঋচীকো নাম ভার্গবো ভৃগুবংশজাতঃ কশ্চিৎ ॥২১॥

"ভগবন্! প্রভু! আপনি প্রাণিগণকে রক্ষা করিবার জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করুন। কারণ, হৈহয়াধিপতি প্রভাবশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দিব্য বিমানে যাইয়া শচীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ইন্দ্রকে বিদলিত করিয়া আসিয়াছেন" ॥১৬॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তখনই ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন ॥১৭॥

তখন দেবরাজ জগতের হিতের জন্য যে কর্ত্তব্য বিষয় জানাইলেন, সে সমস্তই করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ জগৎপূজিত নারায়ণ স্বকীয় মনোহর বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এই সময়ে পৃথিবীতে কান্যকুব্জদেশে 'গাধি'-নামে বিখ্যাত প্রবলপরাক্রান্ত এক মহারাজ ছিলেন; তিনি বনবাসে গিয়াছিলেন ॥১৮—২০॥

ভরতনন্দন! বনে বাস করিবার সময়ে সেই গাধিরাজার অপ্সরার তুল্য একটী কন্যা জন্মিয়াছিল; যথাকালে ভৃগুবংশীয় ঋচীক সেই কন্যাটীকে প্রার্থনা করেন ॥২১॥

তমুবাচ ততো গাধির্ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।
উচিতং নঃ কুলে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বৈর্যৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥২২॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
সহস্রং বাজিনাং শুল্কমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ! ॥২৩॥
ন চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীয়তামিতি ভার্গব ! ।
দেয়া মে দুহিতা চৈব ত্বদ্বিধায় মহাত্মনে ॥২৪॥

ঋচীক উবাচ ।

একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
দাস্যাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভার্য্যা সুতাস্তু তে ॥২৫॥

অকৃতব্রণ উবাচ ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ ! বরুণমব্রবীৎ ।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উচিতং মমাপি তদ্রক্ষিতুং ন্যায্যম্ । পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বপুরুষৈঃ ॥২২॥

একত ইতি । একতো বহির্দেশে শ্যামকর্ণানাম্, অন্তরে তু রক্তকর্ণানামিতি ভাবঃ, পাণ্ডুরাণাং সমুদায়েন শ্বেতরক্তবর্ণানাম্, তরস্বিনাং বেগবতাম্ ॥২৩॥

নেতি । ভগবান্ ভবান্ । দীয়তাং তাদৃশমশ্বসহস্রমিতি শেষঃ ॥২৪॥

একত ইতি । অশ্বেতি লুপ্তষষ্ঠীবহুবচনান্তং পদম্, তল্লোপশ্চার্ষঃ । অন্যথা অশ্বেত্যস্য শ্যামকর্ণানামিত্যাদিনা সহান্বয়ো ন স্যাৎ । অথবার্ষত্বাদুক্তবিধৈকদেশান্বয় এব বাচ্যঃ ॥২৫॥

তদনন্তর গাধিরাজা সেই দৃঢ়ব্রত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের বংশে যে কিছু রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আমাদের উচিত ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি ইহা অবগত হউন যে, কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্যামবর্ণ থাকিবে, অন্য সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এহেন সহস্র অশ্ব আমাদের কন্যাশুল্ক ॥২৩॥

কিন্তু ভৃগুনন্দন ! আপনাকে আমি এ কথা বলিতে পারি না যে, আপনি সেইরূপ সহস্র অশ্ব আমাকে শুল্করূপে দান করুন ; অথচ আপনার মত মহাত্মাকেই কন্যা দান করা আমার উচিত" ॥২৪॥

ঋচীক বলিলেন—"কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্যামবর্ণ থাকিবে, অন্য সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্বই আপনাকে দান করিব ; আপনার কন্যা আমার ভার্য্যা হউন" ॥২৫॥

সহস্রং বাজিনামেকং শুল্কার্থং মে প্রদীয়তাম্।
তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
তদাশ্বতীর্থং বিখ্যাতমুত্থিতা যত্র তে হয়াঃ।
গঙ্গায়াং কান্যকুব্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮॥
ততো গাধিঃ সুতাঞ্চাস্মৈ জন্যাশ্চাসন্ সুরাস্তদা।
লব্ধ্বা হয়সহস্রন্তু তাংশ্চ দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ॥২৯॥
ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তাং ভার্য্যামৃচীকো দ্বিজসত্তমঃ।
যথাকামং যথাজোষং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স তথা প্রতিজ্ঞায় ইতি বরুণমব্রবীৎ। তস্মৈ ঋচীকায় ॥২৬—২৭॥

তদিতি। তে তাদৃশা বরুণদত্তাঃ। গঙ্গায়াং গঙ্গাতীরে, দদৌ গাধিরিতি শেষঃ ॥২৮॥

তত ইতি। গাধিঃ, তত ঋচীকাৎ, হয়সহস্রং লব্ধ্বা, অস্মৈ ঋচীকায় চ সুতাং দদাবিতি শেষঃ। তদা চ সুরা দেবাঃ, জন্যা বরপ্রিয়া বরযাত্রা ইত্যর্থঃ আসন্। "জন্যো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। তে দিবৌকসশ্চ তান্ বরকন্যোভয়পক্ষান্ দৃষ্ট্বা জগ্মুরিতি শেষঃ। গত্যন্তরাভাবাদীদৃশী ব্যাখ্যা ॥২৯॥

ধর্ম্মেণেতি। যথাজোষং যথাসুখম্, "তূষ্ণীমর্থে সুখে জোষম্" ইত্যমরঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি ॥১—৪॥ আয়ান্ আগচ্ছন্ ॥৫—২৪॥ একত ইতি। বহিঃ শ্যামা অন্তরারক্তাঃ কর্ণা যেষাং তে একতঃ শ্যামকর্ণাস্তেষাম্ ॥২৫—২৮॥ জন্যা বরপক্ষীয়াঃ ॥২৯—৩০॥

অকৃতব্রণ কহিলেন—"রাজা! ঋচীকমুনি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন—"কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্যামবর্ণ থাকিবে, অন্য সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্ব আমাকে শুল্কের জন্য দান করুন।" বরুণ তখনই তাঁহাকে সেই এক সহস্র অশ্ব দান করিলেন ॥২৬—২৭॥

সেই অশ্বগুলি সমুদ্রের যেস্থানে উঠিয়াছিল, সেই স্থানটা 'অশ্বতীর্থ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। তদনন্তর গাধিরাজা কান্যকুব্জে গঙ্গাতীরে যাইয়া ঋচীকের হস্তে সত্যবতীনাম্নী নিজকন্যাটীকে দান করিলেন ॥২৮॥

গাধিরাজা ঋচীকের নিকট হইতে এক সহস্র অশ্ব লাভ করিয়াই তাঁহাকে কন্যা দান করিয়াছিলেন; তখন দেবতারা বরযাত্র হইয়াছিলেন এবং সেই দেবতারা বর ও কন্যাপক্ষকে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋচীক ধর্ম্ম অনুসারে সেই গাধিরাজার কন্যাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া ইচ্ছানুসারে এবং যথাসুখে সেই সুমধ্যমার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

তং বিবাহে কৃতে রাজন্ ! সভার্য্যমবলোককঃ ।
আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্বা ননন্দ চ ॥৩১॥
ভার্য্যাপতী তমাসীনং গুরুং সুরগণার্চ্চিতম্ ।
অর্চ্চিত্বা পর্য্যুপাসীনৌ প্রাঞ্জলী তস্থতুস্তদা ॥৩২॥
ততঃ স্নুষাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টো ভৃগুরব্রবীৎ ।
বরং বৃণীষ্ব সুভগে ! দাতা হ্যস্মি তবেপ্সিতম্ ॥৩৩॥
সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ ।
আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৩৪॥

ভৃগুরুবাচ ।

ঋতৌ ত্বঞ্চৈব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ ।
আলিঙ্গেতাং পৃথগ্ বৃক্ষৌ সাহশ্বত্থং ত্বমুডুম্বরম্ ॥৩৫॥
চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে ! জনন্যাশ্চ তবৈব চ ।
বিশ্বমাবর্ত্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অবলোককঃ অবলোকয়িতুম্, "ণ্বুল্তুমুনৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্" ইতি ণ্বুল্ ॥৩১॥
ভার্য্যেতি। গুরুং শ্বশুরং পিতরঞ্চ। পর্য্যুপাসীনৌ সন্নিধাবুপবিষ্টৌ ॥৩২॥
তত ইতি। স্নুষাং পুত্রবধূম্। হে সুভগে ! ভাগ্যবতি ! ॥৩৩॥
সেতি। গুরুং শ্বশুরম্। স ভৃগুশ্চ প্রসাদমনুগ্রহং চকার ॥৩৪॥
ঋতাবিতি। স্নাতে ভবত্যৌ, পুংসোঃ পুত্রয়োঃ সবনায় প্রসবায় ॥৩৫॥

রাজা! ঋচীক বিবাহ করিলে পর একদিন মহর্ষি ভৃগু, ভার্য্যার সহিত সেই ঋচীককে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩১॥

দেবগণপূজিত পিতা ভৃগু উপবেশন করিলে, পতি ও পত্নী উভয়েই তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর ভগবান্ ভৃগু আনন্দিত হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন—"ভাগ্যবতি ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু দান করিব" ॥৩৩॥

তখন সেই পুত্রবধূ, নিজের ও নিজমাতার পুত্রের জন্য শ্বশুরকে প্রসন্ন করিলেন ; শ্বশুরও প্রসন্ন হইলেন ॥৩৪॥

ভৃগু বলিলেন—"তুমি ও তোমার মাতা দুই জনেই ঋতুস্নান করিয়া পুত্র প্রসব করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুইটী বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে—তোমার মাতা অশ্বত্থবৃক্ষকে এবং তুমি উডুম্বরবৃক্ষকে ॥৩৫॥

প্রাশিতব্যং প্রযত্নেন চেত্যুক্ত্বাঽদর্শনং গতঃ।
আলিঙ্গনে চরৌ চৈব চক্রতুস্তে বিপর্য্যয়ম্ ॥৩৭॥
ততঃ পুনঃ স ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে।
দিব্যজ্ঞানাদ্বিদিত্বা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮॥
অথোবাচ মহাতেজা ভৃগুঃ সত্যবতীং স্নুষাম্।
উপযুক্তশ্চরুর্ভদ্রে! বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্ ॥৩৯॥
বিপরীতেন তে সুভ্রু! মাত্রা চৈবাসি বঞ্চিতা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃত্তির্বৈ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চর্ব্বিতি। বিশ্বং জগৎ, আবর্ত্তয়িত্বা অনুসন্ধায়, উপাদানসংগ্রহার্থমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

প্রেতি। প্রাশিতব্যং ভোক্তব্যম্। চরৌ চরুভক্ষণে। তে জননীতনয়ে ॥৩৭॥

তত ইতি। স ভৃগুঃ, ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্, সুপৌত্রোৎপত্তৌ ভগবান্ যত্নবাংশ্চ ॥৩৮॥

অথেতি। হে সুভ্রু! তে ত্বয়া, বিপরীতেন ভাবেন, চরুঃ, উপযুক্তো ভক্ষিতঃ, বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্। বঞ্চিতাসি বিপর্য্যয়োপদেশেনেতি ভাবঃ। ব্রাহ্মণো জাত্যা ॥৩৯—৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

অবলোককোঽবলোকনার্থী ॥৩১—৩৫॥ বিশ্বং বিরাট্পুরুষমাবর্ত্তয়িত্বা মুহুর্মুহুরনুসন্ধায় এতয়োশ্চর্ব্বোর্ভক্ষণেন বিশ্বস্রষ্টৃতুল্যো পুত্রো ভবিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥ তে উভে প্রতীত্যুক্তেতীকারলোপঃ সন্ধির্বা আর্যঃ, আলিঙ্গনে অশ্বত্থোডুম্বরয়োঃ ॥৩৭ - ৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৬॥

ভদ্রে! আমি তোমার ও তোমার জননীর জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই দুই ভাগ চরু নির্ম্মাণ করিয়াছি ॥৩৬॥

তোমরাও যত্নপূর্ব্বক ইহা ভক্ষণ করিবে।" এই কথা বলিয়া ভৃগু অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে তাঁহারা বৃক্ষ আলিঙ্গনে ও চরুভক্ষণে বিপর্য্যয় করিলেন। (অর্থাৎ সত্যবতী অশ্বত্থবৃক্ষকে এবং তাঁহার মাতা উডুম্বরবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন; আর সত্যবতী তাঁহার মাতার চরু এবং তাঁহার মাতা সত্যবতীর চরু ভক্ষণ করিলেন) ॥৩৭॥

তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, সৎপৌত্রোৎপাদনে যত্নশীল ভগবান্ ভৃগু দিব্যজ্ঞানে সেই বিপর্য্যয় জানিতে পারিয়া পুনরায় আগমন করিলেন ॥৩৮॥

তৎপরে মহাতেজা ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে বলিলেন—"ভদ্রে! তুমি বিপরীতভাবে চরু ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ; সুতরাং হে সুভ্রু! তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন; অতএব তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইবে" ॥৩৯—৪০॥

ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতুস্তব সুতো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যঃ সাধূনাং মার্গমাস্থিতঃ ॥৪১॥
ততঃ প্রসাদয়ামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ।
ন মে পুত্রো ভবেদীদৃক্ কামং পৌত্রো ভবেদিতি ॥৪২॥
এবমস্ত্বিতি সা তেন পাণ্ডব! প্রতিনন্দিতা।
কালং প্রতীক্ষতী গর্ভং ধারয়ামাস যত্নতঃ ॥৪৩॥
জমদগ্নিং ততঃ পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে।
তেজসা বর্চ্চসা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনম্ ॥৪৪॥
স বর্দ্ধমানস্তেজস্বী বেদস্যাধ্যয়নেন চ।
বহূনৃষীন্ মহাতেজাঃ পাণ্ডবেয়াত্যবর্ত্তত ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি। ক্ষত্রিয়ো জাত্যা। মার্গং পন্থানং রীতিমিত্যর্থঃ, আস্থিত আশ্রিতঃ ॥৪১॥
তত ইতি। সা পুত্রবধূঃ সত্যবতী। ঈদৃক্ ক্ষত্রিয়বৃত্তিঃ। কামং বরম্ ॥৪২॥
এবমিতি। তেন ভৃগুণা। প্রতিনন্দিতা অভিনন্দিতা ॥৪৩॥
জমদগ্নিমিতি। জজ্ঞে জনয়ামাস। তেজসা ব্রাহ্মদীপ্ত্যা, বর্চ্চসা কান্ত্যা ॥৪৪॥
স ইতি। তেজস্বী বুদ্ধিপ্রভাবশালী। অত্যবর্ত্তত অতিক্রান্তবান্ ॥৪৫॥

আর, তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণাচার, মহাত্মা, মহাবল ও সাধুপথাবলম্বী হইবে" ॥৪১॥

তাহার পর সত্যবতী বার বার এই কথা বলিয়া শ্বশুরের নিকট অনুনয় করিতে লাগিলেন যে, "আমার পুত্র যেন এ প্রকার হয় না, বরং পৌত্র যেন হয়" ॥৪২॥

"এইরূপই হউক" এই কথা বলিয়া ভৃগু সত্যবতীকে আনন্দিত করিলেন। তাহার পর সত্যবতী কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক গর্ভ ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তর কাল উপস্থিত হইলে, সত্যবতী ভৃগুবংশের আনন্দজনক এবং তেজ ও কান্তিসম্পন্ন 'জমদগ্নি'-নামক একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥৪৪॥

পাণ্ডুনন্দন! সেই জমদগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া ক্রমে বুদ্ধিমান্ ও মহাতেজা হইয়া বেদাধ্যয়নদ্বারা বহু ঋষিকে অতিক্রম করিলেন ॥৪৫॥

---

(৪৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

তস্য কৃৎস্নো ধনুর্ব্বেদঃ প্রত্যভাত্তরতর্ষভ !।
চতুর্ব্বিধানি চাস্ত্রাণি ভাস্করোপমবর্চ্চসম্ ॥৪৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্ন্যুৎপত্তৌ ষণ্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

অকৃতব্রণ উবাচ।
স বেদাধ্যয়নে যুক্তো জমদগ্নির্মহাতপাঃ।
তপস্তেপে ততো দেবান্ নিয়মাদ্বশমানয়ৎ ॥১॥
স প্রসেনজিতং রাজন্! অধিগম্য নরাধিপম্।
রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তং প্রতি, অভাৎ আবিরভবৎ। চতুর্বিধানি ছেদন-ভেদন-স্তম্ভন-সম্মোহন-জনকানি। ভাস্করোপমবর্চ্চসং সূর্য্যতুল্যতেজস্কম্ ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষণ্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স ইতি। যুক্তো ব্যাপৃতঃ। ততো নিয়মাৎ তপস্যাত এব ॥১॥

স ইতি। প্রসেনজিতং তদাখ্যম্। রেণুকাং তন্নাম্নীং কন্যাম্ ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্রমশঃ সমস্ত ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্বিধ অস্ত্র সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী জমদগ্নির হৃদয়ে প্রকাশ পাইল" ॥৪৬॥

—:*:—

অকৃতব্রণ বলিলেন—"মহাতপা জমদগ্নি বেদপাঠে প্রবৃত্ত থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাহাতেই দেবগণকে বশে আনয়ন করিলেন ॥১॥

রাজা! তিনি একদা প্রসেনজিৎরাজার নিকট যাইয়া তাঁহার কন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলেন; প্রসেনজিৎও তাঁহার হস্তে রেণুকাকে দান করিলেন ॥২॥

---

* '...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...'—বাব কা, '...ষোড়শাধিকশততমঃ...'—পি নি।

রেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্য্যাং ভার্গবনন্দনঃ।
আশ্রমস্থস্তয়া সার্দ্ধং তপস্তেপেঽনুকূলয়া ॥৩॥
তস্যাঃ কুমারাশ্চত্বারো জজ্ঞিরে রামপঞ্চমাঃ।
সর্ব্বেষামজঘন্যস্তু রাম আসীজ্জঘন্যজঃ ॥৪॥
ফলাহারেষু সর্ব্বেষু গতেষ্বথ সুতেষু বৈ।
রেণুকা স্নাতুমগমৎ কদাচিন্নিয়তব্রতা ॥৫॥
সা তু চিত্ররথং নাম মার্ত্তিকাবতকং নৃপম্।
দদর্শ রেণুকা রাজন্নাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬॥
ক্রীড়ন্তং সলিলে দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পদ্মমালিনম্।
ঋদ্ধিমন্তং ততস্তস্য স্পৃহয়ামাস রেণুকা ॥৭॥
ব্যভিচারাচ্চ সা তস্মাৎ ক্লিন্নাঽম্ভসি বিচেতনা।
প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্ত্তাঽন্ববুধ্যত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

রেণুকামিতি। ভার্গবনন্দনঃ স জমদগ্নিঃ। অনুকূলয়া বশবর্ত্তিন্যা ॥৩॥

তস্যা ইতি। কুমারাঃ পুত্রাঃ, রামঃ পঞ্চমো যেষাং তে। অজঘন্যঃ গুণৈরনিকৃষ্ট উৎকৃষ্টঃ এবেত্যর্থ, জঘন্যজঃ অন্ত্যজাতঃ, "জঘন্যোঽন্ত্যেঽধমেঽপি চ" ইত্যমরঃ ॥৪॥

ফলেতি। ফলানামাহারেষু আহরণেষু। ব্যক্তিভেদেন ক্রিয়াভেদাদ্বহুবচনম্ ॥৫॥

সেতি। মৃত্তিকাঽস্যাস্তীতি মৃত্তিকাবান্ প্রশস্তমৃত্তিকো দেশস্তস্যায়মিতি মার্ত্তিকাবতঃ, ততঃ সংজ্ঞায়াং কপ্রত্যয়স্তম্, যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পশূন্যবৃত্ত্যা গমনপ্রসঙ্গেনেত্যর্থঃ ॥৬॥

ক্রীড়ন্তমিতি। দৃষ্ট্বা তীরপথেনাগমনসময় ইত্যাশয়ঃ। পদ্মমালিনং হেমপদ্মমালালম্বিতকণ্ঠম্, ঋদ্ধিমন্তং কান্তিসম্পদ্যুক্তম্, তত ঋদ্ধিমত্ত্বাদেব ॥৭॥

তাহার পর ভার্গবনন্দন জমদগ্নি রেণুকাকে ভার্য্যা পাইয়া আশ্রমে থাকিয়া সেই অনুকূলা ভার্য্যার সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

ক্রমে রেণুকার পাঁচটী পুত্র জন্মিল; তাঁহাদের মধ্যে রাম ছিলেন—পঞ্চম; কিন্তু রাম বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট ছিলেন ॥৪॥

তাহার পর কোন সময়ে পুত্রেরা সকলে ফলাহরণ করিবার জন্য বাহিরে গেলে, ব্রতপরায়ণা রেণুকা স্নান করিতে গেলেন ॥৫॥

রাজা! সেই রেণুকাদেবী স্নান করিয়া আসিবার সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে মার্ত্তিকাবত-দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিলেন ॥৬॥

রেণুকাদেবী (তীরপথ দিয়া আসিবার সময়ে) স্বর্ণপদ্মের মালাধারী ও পরমসুন্দর চিত্ররথকে জলের ভিতরে ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়াই তাঁহার উপরে কামস্পৃহা করিলেন ॥৭॥

স তাং দৃষ্ট্বা চ্যুতাং ধৈর্য্যাদ্‌ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা বিবর্জ্জিতাম্‌।
ধিক্‌শব্দেন মহাতেজা গর্হয়ামাস বীর্য্যবান্‌ ॥৯॥
ততো জ্যেষ্ঠো জামদগ্ন্যো রুমণ্বান্‌ নাম নামতঃ।
আজগাম সুষেণশ্চ বসুর্বিশ্বাবসুস্তথা ॥১০॥
তানানুপূর্ব্ব্যা ভগবান্‌ বধে মাতুরচোদয়ৎ।
ন চ তে জাতসংস্নেহাঃ কিঞ্চিদূচুর্বিচেতসঃ ॥১১॥
ততঃ শশাপ তান্‌ ক্রোধাত্তে শপ্তাশ্চেতনাং জহুঃ।
মৃগপক্ষিসধর্ম্মাণঃ ক্ষিপ্রমাসন্‌ জড়োপমাঃ ॥১২॥
ততো রামোঽভ্যয়াৎ পশ্চাদাশ্রমং পরবীরহা।
তমুবাচ মহাবাহুর্জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ব্যভীতি। অম্ভসি ক্লিন্না আর্দ্রীভূতদেহা "ক্লিদূ আর্দ্রীভাবে" ইতি ধাত্বর্থানুসারাৎ তদানীমপ্যপ্রোঞ্ছিতগাত্রীত্যর্থঃ, সা রেণুকা, তস্মাৎ সুন্দরপরপুরুষস্পৃহারূপাদ্ব্যভিচারাদেব, বিচেতনা কামমুগ্ধা, অতএব ত্রস্তা চ সতী আশ্রমং প্রবিবেশ। ভর্ত্তা জমদগ্নিশ্চ তাং তাদৃশীম্‌, অন্ববুধ্যত, কম্পরোমাঞ্চাদিসাত্ত্বিকভাবদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

স ইতি। ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা চিরধীরত্বরূপয়া শ্রিয়া। বীর্য্যবান্‌ তপসা বলবান্‌ ॥৯॥

তত ইতি। জামদগ্ন্যো জমদগ্নিপুত্রঃ। সুষেণাদয়শ্চ জামদগ্ন্যা এব ॥১০॥

তানিতি। আনুপূর্ব্ব্যা জ্যেষ্ঠক্রমেণ। ভগবান্‌ জমদগ্নিঃ। বিচেতসঃ স্নেহাদেব মুগ্ধাঃ ॥১১॥

তত ইতি। শশাপ জমদগ্নিঃ। চেতনাং মনুষ্যোচিতং প্রকৃষ্টচৈতন্যম্‌, জহুঃ তত্যজুঃ। মৃগাণাং পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ সমানো ধর্ম্মো যেষাং তে, পশুপক্ষিতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥১২॥

জলে আর্দ্রদেহা রেণুকা সেই ব্যভিচারবশতই মুগ্ধা ও ত্রস্তা হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু জমদগ্নি তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিলেন ॥৮॥

মহাতেজা ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন জমদগ্নি রেণুকাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মশ্রীবিহীন দেখিয়া ধিক্‌ ধিক্‌ শব্দে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তাহার পর জমদগ্নির জ্যেষ্ঠপুত্র রুমণ্বান্‌, দ্বিতীয় পুত্র সুষেণ, তৃতীয় পুত্র বসু ও চতুর্থ পুত্র বিশ্বাবসু আশ্রমে আসিলেন ॥১০॥

তখন জমদগ্নি জ্যেষ্ঠক্রমে তাঁহাদিগকে মাতৃবধে প্রণোদিত করিলেন; কিন্তু প্রবল স্নেহ উপস্থিত হওয়ায় আকুল হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিলেন না ॥১১॥

তখন জমদগ্নি ক্রোধবশতঃ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যযোগ্য চৈতন্য ত্যাগ করিলেন এবং পশু-পক্ষীর সমান হইয়া জড়ের মত থাকিলেন ॥১২॥

(১১)...জাতসম্মোহাঃ—পি।

জহীমাং মাতরং পাপাং মা চ পুত্র ! ব্যথাং কৃথাঃ ।
তত আদায় পরশুং রামো মাতুঃ শিরোঽহরৎ ॥১৪॥
ততস্তস্য মহারাজ ! জমদগ্নের্মহাত্মনঃ ।
কোপোঽভ্যগচ্ছৎ সহসা প্রসন্নশ্চাব্রবীদিদম্ ॥১৫॥
মমেদং বচনাত্তাত ! কৃতং তে কর্ম্ম দুষ্করম্ ।
বৃণীষ্ব কামান্ ধর্ম্মজ্ঞ ! যাবতো বাঞ্ছসে হৃদা ॥১৬॥
স বব্রে মাতুরুত্থানমস্মৃতিঞ্চ বধস্য বৈ ।
পাপেন তেন চাস্পর্শং ভ্রাতৄণাং প্রকৃতিং তথা ॥১৭॥
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভারত ! ।
দদৌ চ সর্ব্বান্ কামাংস্তান্ জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অভ্যয়াদাগচ্ছৎ। পরবীরহেতি ভাবিনি ভূতবদুপচারাদুক্তম্ ॥১৩॥

জহীতি। পাপামিত্যনেন বধার্হতা সূচিতা। তপঃপ্রভাবাৎ কামদাতা পিতা নির্ব্বিবাদমাদেশপালনাৎ প্রসন্নঃ পুনরপ্যেনামুজ্জীবয়িষ্যতীতি মত্বৈব রামো মাতৃহত্যায়াং প্রবৃত্ত ইতি বোধ্যম্ ॥১৪॥

তত ইতি। অভ্যগচ্ছৎ তিরোঽভবৎ। প্রসন্নশ্চ নির্ব্বিবাদমাদেশপালনাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

মমেতি। তে ত্বয়া। পিতুরাদেশস্য সর্ব্বথা পালনীয়ত্বজ্ঞানাদ্ধর্ম্মজ্ঞেতি সম্বোধনম ॥১৬॥

স ইতি। তেন মাতৃহত্যাকৃতেন। প্রকৃতিং স্বভাবম্। কামান্ অভীষ্টবিষয়ান্ ॥১৭—১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স বেদেতি ॥১—৮॥ ততস্তস্য স্পৃহয়ামাস তমৈচ্ছৎ ॥৭॥ অম্ভসি সরস্যেব ক্লিন্না দ্রুতা। তথা চোক্তং—"সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং পিতরং সুতম্। যোনির্দ্রবতি নারীণাং সত্যং

তদনন্তর বিপক্ষবীরহন্তা রাম সকলের পরে আশ্রমে আসিলেন; তখন মহাবাহু ও মহাতপা জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন—॥১৩॥

"পুত্র! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে বধ কর, দুঃখ করিও না।" তাহার পর রাম কুঠার লইয়া মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥১৪॥

মহারাজ! তাহার পর তখনই সেই মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

"বৎস! তুমি আমার আদেশমাত্রেই এই দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ; অতএব তুমি মনে যতগুলি বিষয় ইচ্ছা কর, তাহাই বর লও" ॥১৬॥

মাতার জীবিত হইয়া উত্থান, তাঁহার সেই হত্যা স্মরণ না করা, আপনাতে সেই পাপস্পর্শ না হওয়া, ভ্রাতাদের স্বাভাবিক অবস্থা এবং নিজের যুদ্ধে

কদাচিত্তু তথৈবাস্য বিনিষ্ক্রান্তাঃ সুতাঃ প্রভো ! ।
অথানূপপতির্বীরঃ কার্ত্তবীর্য্যোঽভ্যবর্ত্তত ॥১৯॥
তমাশ্রমপদং প্রাপ্তমৃষের্ভার্য্যা সমার্চ্চয়ৎ ।
স যুদ্ধমদসম্মত্তো নাভ্যনন্দত্তথার্চ্চনম্ ॥২০॥
প্রমথ্য চাশ্রমাত্তস্মাদ্ধোমধেনোস্ততো বলাৎ ।
জহার বৎসং ক্রোশন্ত্যা বভঞ্জ চ মহাদ্রুমান্ ॥২১॥
আগতায় চ রামায় তদাচষ্ট পিতা স্বয়ম্ ।
গাঞ্চ রোরুদতীং দৃষ্ট্বা কোপো রামং সমাবিশৎ ॥২২॥
স মৃত্যুবশমাপন্নং কার্ত্তবীর্য্যমুপাদ্রবৎ ।
তস্যাথ যুধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পরবীরহা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

কদাচিদিতি। তথৈব ফলাহরণার্থমেব। অনূপপতিঃ সমুদ্রজলপ্রায়দেশস্য রাজা ॥১৯॥
তমিতি। তং কার্ত্তবীর্য্যম্। ঋষের্ভার্য্যা রেণুকা, সমার্চ্চয়ৎ আতিথ্যেন ॥২০॥
প্রমথ্যেতি। প্রমথ্য হোমধেনুমেব নিপীড্য। ক্রোশন্ত্যা আর্ত্তনাদং কুর্ব্বত্যাঃ ॥২১॥
আগতায়েতি। আচষ্ট উক্তবান্, পিতা জমদগ্নিঃ। রোরুদতীং ভৃশং ক্রন্দন্তীম্ ॥২২॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ও দীর্ঘ আয়ু—এই সকল বর রাম চাহিলেন ; মহাতপা জমদগ্নিও সেই সমস্ত বরই দিলেন ॥১৭—১৮॥

রাজা ! তাহার পর কোন সময়ে জমদগ্নির পুত্রগণ সেই ফলাহরণের জন্যই নির্গত হইয়া গেলেন ; এমন সময়ে সমুদ্রের তীরদেশের রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সেই আশ্রমে আসিলেন ॥১৯॥

তখন রেণুকাদেবী সেই আশ্রমাগত রাজার যথোচিত সৎকার করিলেন ; কিন্তু যুদ্ধমদমত্ত রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না ॥২০॥

কিন্তু তিনি উৎপীড়ন করিয়া সেই আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক হোমধেনুর বৎসটীকে হরণ করিলেন, তখন হোমধেনুটি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; আবার তিনি আশ্রমের উত্তম বৃক্ষগুলিকেও ভগ্ন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর রাম আশ্রমে আসিলে, জমদগ্নি নিজেই তাঁহার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিলেন ; তাহা শুনিয়া এবং হোমধেনুকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া রামের ক্রোধ জন্মিল ॥২২॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহন্তা রাম, আসন্নমৃত্যু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং মনোহর ধনু ধারণ করিয়া যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক নিশিত ভল্লসমূহ দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরিঘতুল্য সহস্র বাহু ছেদন করিলেন। রাজা !

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈর্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্।
সহস্রসম্মিতান্ রাজন্! প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
অভিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
অর্জ্জুনস্যাথ দায়াদা রামেণ কৃতমন্যবঃ।
আশ্রমস্থং বিনা রামং জমদগ্নিমুপাদ্রবন্ ॥২৫॥
তে তং জঘ্নুর্মহাবীর্য্যমযুধ্যন্তং তপস্বিনম্।
অসকৃদ্রাম রামেতি বিক্রোশন্তমনাথবৎ ॥২৬॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য পুত্রাস্তু জমদগ্নিং যুধিষ্ঠির!।
পীড়য়িত্বা শরৈর্জগ্মুর্যথাগতমরিন্দমাঃ ॥২৭॥
অপক্রান্তেষু চৈতেষু জমদগ্নৌ তথা গতে।
সমিৎপাণিরুপাগচ্ছদাশ্রমং ভৃগুনন্দনঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উপাদ্রবৎ অভ্যধাবৎ। অভিভূতঃ আক্রান্তঃ স কার্ত্তবীর্য্যঃ, কালঃ কলনমেব ধর্ম্মো যস্য তেন মৃত্যুনা সংযুক্তঃ মমারেত্যর্থঃ। পরশ্লোকং ষট্‌পাদঃ ॥২৩—২৪॥

অর্জ্জুনস্যেতি। দায়াদাঃ পুত্রাঃ। কৃতো মন্যুঃ ক্রোধো যেষাং তে ॥২৫॥

ত ইতি। তপস্বিনং তপঃপ্রবৃত্তম্। অতএবাভিশাপাদপি নিবৃত্তমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

কার্ত্তবীর্য্যস্যেতি। গম্যত ইতি গতং স্থানং যথাগতং যথাস্থানম্ ॥২৭॥

অপেতি। তথা মৃত্যুবশং গতে সতি। ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥২৮॥

এইভাবে রামকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ॥২৩—২৪॥

তদনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রেরা রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া—রাম যখন আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থিত জমদগ্নির প্রতি ধাবিত হইল ॥২৫॥

তখন জমদগ্নি বলবান্ হইয়াও তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ করিলেন না, কেবল অনাথের ন্যায় বার বার 'রাম' 'রাম' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলেন; সেই অবস্থায়ই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রেরা তাঁহাকে বধ করিল ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির! শত্রুহন্তা অর্জ্জুনপুত্রগণ বাণদ্বারা জমদগ্নিকে বধ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা চলিয়া গেল, জমদগ্নিরও মৃত্যু হইলে, রাম সমিধ লইয়া আশ্রমে আসিলেন ॥২৮॥

স দৃষ্ট্বা পিতরং বীরস্তথা মৃত্যুবশং গতম্।
অনর্হন্তং তথা ভূতং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥২৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্নিবধে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

রাম উবাচ।
মমাপরাধাত্তৈঃ ক্ষুদ্রৈর্হতস্ত্বং তাত! বালিশৈঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য দায়াদৈর্বনে মৃগ ইবেষুভিঃ ॥১॥
ধর্ম্মজ্ঞস্য কথং তাত! বর্ত্তমানস্য সৎপথে।
মৃত্যুরেবংবিধো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষ্বনাগসঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অনর্হন্তং তপস্বিব্রাহ্মণত্বাত্তাদৃশমৃত্যোরযোগ্যম্, তথা ভূতং ভূপতিতম্ ॥২৯॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

বিলাপপ্রকারমাহ—মমেতি। বালিশৈর্মূর্খৈঃ, পরাপরাধেন পরহননাদিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সত্যং জনার্দ্দন! ॥" ইতি ॥৮—২৩॥ কালধর্ম্মণা মৃত্যুনা ॥২৪—২৮॥ ভার্য্যাবধদোষাৎ স্বয়মপি তাদৃশমেব মরণং প্রাপেত্যাশয়ঃ ॥২৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৭॥

পিতা জমদগ্নি সেইরূপ মৃত্যুর অযোগ্য ছিলেন, তথাপি তিনি মৃত ও ভূতলপতিত রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া বীর রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন" ॥২৯॥

—:*:—

রাম বলিলেন—"পিতঃ! ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং মূর্খ সেই কার্ত্তবীর্য্যপুত্রেরা আমারই অপরাধে বনের ভিতরে হরিণের ন্যায় আপনাকে বাণদ্বারা বধ করিয়া গেল! ॥১॥

---

* '...ষোড়শাধিকশততমঃ...'—বা ব কা, '...সপ্তদশাধিকশততমঃ...'—পি নি।

কিং নু তৈর্ন কৃতং পাপং যৈর্ভবান্ তপসি স্থিতঃ।
অযুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩॥
কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু সুহৃৎসু চ।
অযুধ্যমানং ধর্ম্মজ্ঞমেকং হত্বাহনপত্রপাঃ ॥৪॥
বিলপ্যৈবং সকরুণং বহু নানাবিধং নৃপ!। '
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি পিতুশ্চক্রে মহাতপাঃ ॥৫॥
দদাহ পিতরঞ্চাগ্নৌ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রতিজজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্ব্বক্ষত্রস্য ভারত! ॥৬॥
সংক্রুদ্ধোঽতিবলঃ সংখ্যে শস্ত্রমাদায় বীর্য্যবান্।
জঘ্নিবান্ কার্ত্তবীর্য্যস্য সুতানেকোঽন্তকোপমঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। কথং যুক্তঃ, অপি তু কথমপি নেত্যর্থঃ। অনাগসো নিরপরাধস্য ॥২॥
কিমিতি। কিং পাপং ন কৃতং নু, অপি তু সর্ব্বং পাপমেব কৃতমিত্যর্থঃ ॥৩॥
কিমিতি। তত্র স্বরাজধান্যাম্। অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ॥৪॥
বিলপ্যেতি। বহু প্রচুরম্। মহাতপা রামঃ ॥৫॥
দদাহেতি। অগ্নৌ তদীয়শ্রৌতাগ্নৌ, তদর্থমেবাগ্নিপদোপাদানাৎ ॥৬॥
সংক্রুদ্ধ ইতি। অতিবলঃ সাতিশয়কায়িকবলবান্, বীর্য্যবান্ মানসিকবলবাংশ্চ ॥৭॥

হা পিতঃ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, চিরদিন সৎপথে রহিয়াছিলেন এবং সকল প্রাণীর প্রতিই নিরপরাধ ছিলেন; সুতরাং আপনার এই প্রকার মৃত্যু কি সঙ্গত হইয়াছে! ॥ ॥

আপনি বৃদ্ধ, তাহাতে আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন; যুদ্ধ করিতেছিলেন না, এই অবস্থায় যাহারা নিশিত বাণসমূহদ্বারা আপনাকে বধ করিয়া গিয়াছে, তাহারা কোন্ পাপ না করিয়াছে? ॥৩॥

আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন না, অথচ ধর্ম্মজ্ঞ ও একাকী ছিলেন; এই অবস্থায় আপনাকে বধ করিয়া রাজধানীতে যাইয়া সেই নির্লজ্জ পাপিষ্ঠেরা মন্ত্রিগণ ও বন্ধুগণের নিকট কি বলিবে!" ॥৪॥

রাজা! মহাতপা রাম এইরূপ নানাবিধ বহুতর সকরুণ বিলাপ করিয়া পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য করিলেন ॥৫॥

ভরতনন্দন শত্রুনগরবিজয়ী রাম তাঁহার পিতাকে (শ্রৌত) অগ্নিতে দাহ করিলেন, তাহার পর সমস্ত ক্ষত্রিয়-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥৬॥

(৫) লালপ্যেবম্—বা ব কা।

তেষাঞ্চানুগতা যে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ !।
তাংশ্চ সর্ব্বানবামৃদ্নাদ্রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্ ॥৯॥
স তেষু তর্পয়ামাস পিতৄন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
সাক্ষাদ্দদর্শ চর্চ্চীকং স চ রামং ন্যবারয়ৎ ॥১০॥
ততো যজ্ঞেন মহতা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
তর্পয়ামাস দেবেন্দ্রমৃত্বিগ্ভ্যঃ প্রদদৌ মহীম্ ॥১১॥
বেদীঞ্চাপ্যদদদ্ধৈমীং কশ্যপায় মহাত্মনে।
দশব্যামায়তাং কৃত্বা নবোৎসেধাং বিশাংপতে ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। অবামৃদ্নাৎ অবমর্দ্দিতবান্, প্রহরতাং যোদ্ধৄণাম্ ॥৮॥

ত্রিরিতি। ত্রিঃসপ্তকৃত্ব একবিংশতিবারম্। সমন্তপঞ্চকে তদাখ্যে স্থানে ॥৯॥

স ইতি। ঋচীকং নাম স্বপিতামহম্। ন্যবারয়ৎ ক্ষত্রিয়বধাদিতি শেষঃ ॥১০॥

তত ইতি। মহীং জয়লব্ধাং ভূমিম্, জয়েন জিতদ্রব্যে স্বত্বোদয়াৎ ॥১১॥

বেদীমিতি। হৈমীং স্বর্ণময়ীম্। ব্যামো হস্তচতুষ্টয়ম্, "ব্যামো বাহ্বোঃ সকরয়োস্ততয়োস্তির্য্যগন্তরম্" ইত্যমরঃ। দশব্যামায়তাং চত্বারিংশদ্ধস্তদীর্ঘাম্, বিস্তারেঽপি তাবতীমেব, সমানচতুষ্কোণবেদ্যাঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ; নবোৎসেধাং নবব্যামোন্নতাং ষট্ত্রিংশদ্ধস্তোচ্চামিত্যর্থঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

মম্মেতি ॥১—১১॥ দশব্যামায়তাং ব্যামো হস্তচতুষ্টয়ম্, চত্বারিংশদ্ধস্তায়ামবিস্তারাম্, নবোৎসেধাং ষট্ত্রিংশদ্ধস্তোচ্ছ্রায়াং চেত্যর্থঃ। ব্যায়ামেতি প্রমাদপাঠঃ ॥১২॥ খণ্ডশঃ খণ্ডানি

অত্যন্ত দৈহিকবল ও মানসিকবলশালী রাম ক্রুদ্ধ হইয়া, অস্ত্র লইয়া, যমের ন্যায় একাকীই যাইয়া, যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রদিগকে সংহার করিলেন ॥৭॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যে সকল ক্ষত্রিয় তাহাদের অনুগত ছিল, যোদ্ধশ্রেষ্ঠ রাম তাহাদের সকলকেও বিনাশ করিলেন ॥৮॥

প্রভাবশালী রাম এইভাবে একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া (কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত) সমন্তপঞ্চকে পাঁচটা রুধিরের হ্রদ করিলেন ॥৯॥

ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ রাম সেই হ্রদগুলিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন এবং নিজের পিতামহ ঋচীককে প্রত্যক্ষ দেখিলেন; তখন ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয়বিনাশ হইতে নিবারণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর প্রতাপশালী রাম এক মহাযজ্ঞ করিয়া দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং পুরোহিতকে ভূমি দান করিলেন ॥১১॥

তাং কশ্যপস্যানুমতে ব্রাহ্মণাঃ খণ্ডশস্তদা।
ব্যভজংস্তেন তে রাজন্! প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ ॥১৩॥
স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে।
তপঃ সুমহদাস্থায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপ!।
অস্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪॥
এবং বৈরমভূত্তস্য ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবাসিভিঃ।
পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিততেজসা ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চতুর্দ্দশীং রামঃ সময়েন মহামনাঃ।
দর্শয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্ম্মরাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। খণ্ডশঃ খণ্ডানি খণ্ডানি কৃত্বা। ব্যভজন্ বিভজ্য গৃহীতবন্তঃ ॥১৩॥

স ইতি। মহীং জয়লব্ধাং পৃথিবীম্। পূর্ব্বত্র ঋত্বিগ্‌ভ্যো যজ্ঞদক্ষিণারূপেণ পৃথিব্যাঃ কিয়দংশদানম্, অত্র তু তদিতরসমগ্রপৃথিবীদানমিত্যবিরোধঃ। আস্থায় অবলম্ব্য, ক্ষত্রিয়ান্তকরো রামঃ। অনেন চ প্রবন্ধেন রামে যুদ্ধবীরত্বং দানবীরত্বং ধর্ম্মবীরত্বঞ্চেতি ত্রয়মেব দর্শিতমনুসন্ধেয়ম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

উপসংহরতি—এবমিতি। তস্য রামস্য ॥১৫॥

তত ইতি। চতুর্দ্দশীং প্রাপ্যেতি শেষঃ। সময়েন নির্দ্দিষ্টবেলয়া ॥১৬॥

এবং নরনাথ! দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চল্লিশ হাত এবং উচ্চতায় ছত্রিশ হাত একটা স্বর্ণবেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা মহাত্মা কশ্যপকে দান করিলেন ॥১২॥

রাজা! তখন কশ্যপের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই বেদীটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিয়া লইয়া গেলেন; তাহাতেই তাঁহারা 'খাণ্ডবায়ন'-নামে বিখ্যাত হইয়া গেলেন ॥১৩॥

রাজা! তাহার পর অসাধারণ পরাক্রমশালী ও ক্ষত্রিয়ান্তকারী রাম মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া গুরুতর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক এই মহেন্দ্রনামক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতেছেন ॥১৪॥

এইভাবে জগদ্বাসী ক্ষত্রিয়গণের সহিত রামের শত্রুতা জন্মিয়াছিল এবং অমিততেজা রাম পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন" ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহামনা রাম চতুর্দ্দশীর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে এবং ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দান করিলেন ॥১৬॥

স তমানর্চ্চ রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ।
দ্বিজানাঞ্চ পরাং পূজাং চক্রে নৃপতিসত্তমঃ ॥১৭॥
অর্চ্চিত্বা জামদগ্ন্যং স পূজিতস্তেন চোদিতঃ।
মহেন্দ্র উষ্য তাং রাত্রিং প্রযযৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

স ইতি। আনর্চ্চ পূজয়ামাস। দ্বিজানামন্যেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ॥১৭॥

অর্চ্চিত্বেতি। তেন জামদগ্ন্যেন চ, পূজিতঃ সম্মানিতঃ, উদিতঃ—অদ্য অত্রৈব স্থীয়তামিত্যুক্তশ্চ স যুধিষ্ঠিরঃ। মহেন্দ্রে পর্ব্বতে, উষ্য বাসং কৃত্বা ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

খণ্ডানি কৃত্বা, ব্যভজন্ বিভাগং কৃতবন্তঃ ॥১৩—১৬॥ আনর্চ্চ অর্চ্চিতবান্ ॥১৭॥ তেন চ উদিত ইতি চ্ছেদঃ। উষ্য উষিত্বা ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৮॥

—:*:—

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে প্রভাবশালী ও নৃপতিপ্রধান যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া রামের পূজা করিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদেরও সৎকার করিলেন ॥১৭॥

রামের পূজা করার পরে, রামও যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিলেন এবং সেদিন সেখানে থাকিবার জন্য বলিলেন; সুতরাং যুধিষ্ঠির সে রাত্রি সেই মহেন্দ্রপর্ব্বতেই থাকিয়া পরদিন দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

—:*:—

* '…সপ্তদশাধিকশততমঃ…'—বা ব কা, '…অষ্টাদশাধিকশততমঃ…'—পি নি

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ পুণ্যানি রম্যাণি দদর্শ রাজা।
সর্ব্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি কচিৎ কচিদ্ভারত! সাগরস্য ॥১॥
স বৃত্তবাংস্তেষু কৃতাভিষেকঃ সহানুজঃ পার্থিবপুত্রপৌত্রঃ।
সমুদ্রগাং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং জগাম পারিক্ষিত! পাণ্ডুপুত্রঃ ॥২॥
তত্রাপি চাপ্লুত্য মহানুভাবঃ সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩॥
ততো বিপাপ্মা দ্রবিড়েষু রাজন্! সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্।
অগস্ত্যতীর্থঞ্চ মহাপবিত্রং নারীতীর্থান্যথ বীরো দদর্শ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নিতি। মহান্ অনুভাবঃ প্রভাবো যস্য সঃ "অনুভাবঃ প্রভাবেঽপি" ইত্যমরঃ ॥১॥

স ইতি। হে পারিক্ষিত! পরিক্ষিতঃ পুত্র!। বৃত্তবান্ সদ্বৃত্তিশালী। পার্থিবঃ শান্তনুস্তস্য পুত্রো বিচিত্রবীর্য্যস্তস্য পৌত্র ইতি বংশানুক্রমেণ রাজত্বকীর্ত্তনান্মহাগৌরবং সূচিতম্। প্রশস্তাং নাম তীর্থীভূতাং নদীম্ ॥২॥

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। বিসৃজ্য দত্ত্বা, গোদাবরীং নাম নদীম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছন্নিতি ॥১॥ বৃত্তবান্ সদ্বৃত্তঃ, পার্থিবঃ পৃথ্বীপতিঃ কশ্যপস্তস্য পুত্রঃ সূর্য্যস্তস্য পৌত্রো যুধিষ্ঠিরঃ, তৎপিতুর্ধর্ম্মস্য সূর্য্যপুত্রত্বাৎ, প্রশস্তাং নাম নদীম্ ॥২—৩॥ নারীতীর্থানি গ্রাহরূপাঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয়! মহাপ্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিয়া পবিত্র ও মনোহর তীর্থসকল দর্শন করিলেন। সমুদ্রের কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানই ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত ছিল ॥১॥

জনমেজয়! সদ্বৃত্তিশালী, রাজপুত্রের পৌত্র এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া সমুদ্রগামিনী পরমপবিত্রা প্রশস্তানদীতে গমন করিলেন ॥২॥

মহাপ্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেখানেও স্নান করিয়া দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিলেন, পরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া সমুদ্রগামিনী গোদাবরীনদীতে গমন করিলেন ॥৩॥

তত্রার্জ্জুনস্যাগ্র্যধনুর্দ্ধরস্য নিশম্য তৎ কর্ম্ম নরৈরশক্যম্।
সম্পূজ্যমানঃ পরমর্ষিসংঘৈঃ পরাং মুদং পাণ্ডুসুতঃ স লেভে ॥৫॥
স তেষু তীর্থেষ্বভিষিক্তগাত্রঃ কৃষ্ণাসহায়ঃ সহিতোঽনুজৈশ্চ।
সম্পূজয়ন্ বিক্রমমর্জ্জুনস্য রেমে মহীপাল! পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬॥
ততঃ সহস্রাণি গবাং প্রদায় তীর্থেষু তেম্বম্বুধরোত্তমস্য।
হৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিরর্জ্জুনস্য সঙ্কীর্ত্তয়ামাস গবাং প্রদানম্ ॥৭॥
স তানি তীর্থানি চ সাগরস্য পুণ্যানি চান্যানি বহূনি রাজন্!।
ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপূর্ণকামঃ সূর্পারকং পুণ্যতমং দদর্শ ॥৮॥
তত্রোদধেঃ কিঞ্চিদতীত্য দেশং খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসসাদ।
তপ্তং সুরৈরত্র তপঃ পুরস্তাদিষ্টং তথা পুণ্যপরৈর্নরেন্দ্রৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যত্র বর্গাদয়ঃ পঞ্চাপ্সরসো ব্রাহ্মণশাপাদ্গ্রাহা ভূত্বা জলে স্থিতাঃ পুনরর্জ্জুনেনোত্তোলনাৎ স্বস্বরূপং প্রাপ্তাঃ, তানি নারীতীর্থানি। এতদুপাখ্যানমাদিপর্ব্বণি নবাধিকদ্বিশততমাধ্যায়াদৌ দ্রষ্টব্যম্। বীরো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪॥

তত্রেতি। অগ্র্যধনুর্দ্ধরস্য শ্রেষ্ঠধানুষ্কস্য। তৎ কর্ম্ম গ্রাহাণামুত্তোলনরূপং কার্য্যম্ ॥৫॥

স ইতি। অভিষিক্তগাত্রঃ স্নপিতশরীরঃ, কৃষ্ণাসহায়ো দ্রৌপদীসহিতঃ ॥৬॥

তত ইতি। অম্বুধরাঃ সমুদ্রান্তেষু উত্তমস্য। সঙ্কীর্ত্তয়ামাস যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥

স ইতি। পরিপূর্ণকামঃ স্নানদানাদিনা। সূর্পারকং নাম প্রাগ্ বর্ণিতং তীর্থম্ ॥৮॥

রাজা! তাহার পর বীর যুধিষ্ঠির দ্রবিড়দেশে জগৎপবিত্র সমুদ্রে যাইয়া নিষ্পাপ হইয়া, তৎপরে মহাপবিত্র অগস্ত্যতীর্থ (ইহাও একটী নারীতীর্থ) এবং অপর চারিটী নারীতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৪॥

সেখানে শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের সেই জলজন্তু উত্তোলনরূপ মানুষের অসাধ্য কর্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া যুধিষ্ঠির পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫॥

রাজা! পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া এবং অর্জ্জুনের বিক্রমের প্রশংসা করিতে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তাঁহার পর যুধিষ্ঠির সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে সহস্র সহস্র গো দান করিয়া আনন্দিত হইয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে অর্জ্জুনের গো দানের আলোচনা করিলেন ॥৭॥

রাজা! তদনন্তর যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে ও অন্যান্য বহুতর তীর্থে গমন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া পুণ্যতম সূর্পারকতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৮॥

স তত্র তামগ্র্যধনুর্দ্ধরস্য বেদীং দদর্শায়তপীনবাহুঃ।
ঋচীকপুত্রস্য তপস্বিসংঘৈঃ সমাবৃতাং পুণ্যকৃদর্চ্চনীয়াম্ ॥১০॥
ততো বসূনাং বসুধাধিপঃ স মরুদ্‌গণানাঞ্চ তথাশ্বিনোশ্চ।
বৈবস্বতাদিত্যধনেশ্বরাণামিন্দ্রস্য বিষ্ণোঃ সবিতুর্বিভোশ্চ ॥১১॥
ভবস্য চন্দ্রস্য দিবাকরস্য পতেরপাং সাধ্যগণস্য চৈব।
ধাতুঃ পিতৃণাঞ্চ তথা মহাত্মা রুদ্রস্য রাজন্! সগণস্য চৈব ॥১২॥
সরস্বত্যাঃ সিদ্ধগণস্য চৈব পূষ্ণশ্চ যে চাপ্যমরাস্তথান্যে।
পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং দদর্শ রাজা সুমনোহরাণি ॥১৩॥ (বিশেষকম্)
তেষূপবাসান্ বিবিধানুপোষ্য দত্ত্বা চ রত্নানি মহান্তি রাজা।
তীর্থেষু সর্ব্বেষু পরিপ্লুতাঙ্গঃ পুনঃ স সূর্পারকমাজগাম ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। সুরৈর্দেবৈঃ, অত্র বনে, পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্। ইষ্টং যজ্ঞঃ কৃতঃ ॥৯॥

স ইতি। অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠো ধনুর্দ্ধরস্তস্য। ঋচীকপুত্রস্য জমদগ্নেঃ ॥১০॥

তত ইতি। বৈবস্বতো যমঃ, আদিত্যা সবিতৃদিবাকরপূষেতরে নব। ভবস্য শিবস্য। অপাংপতের্বরুণস্য। ধাতুর্ব্রহ্মণঃ। সগণস্য প্রমথবর্গসহিতস্য। পূষ্ণ আদিত্যবিশেষস্য। আয়তনানি তপঃক্ষেত্রাণি ॥১১—১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

পঞ্চাপ্সরসো মুনিশাপবশাদ্যত্র স্থিতা অর্জ্জুনেন চ শাপান্মোচিতাস্তানি নারীতীর্থানি ॥১—৬॥ অম্বুধরোত্তমস্য সমুদ্রস্য ॥৭—১৩॥ তেষু তীর্থেষু, উপবাসান্ সমীপবাসিনো বিবুধান্ পণ্ডিতা-

সে স্থান হইতে সমুদ্রতীরের কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীবিখ্যাত একটি বনে উপস্থিত হইলেন; সেই বনে পূর্ব্বে দেবতারা তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৯॥

আয়ত-স্থূলবাহু যুধিষ্ঠির সেই বনের ভিতরে শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধর জমদগ্নির তপস্যার বেদী দর্শন করিলেন; সে বেদীটী ধার্ম্মিকগণের পূজনীয় বলিয়া তখনও তপস্বিসমূহে পরিবেষ্টিত ছিল ॥১০॥

রাজা! তাহার পর বসুগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, আদিত্যগণ, কুবের, ইন্দ্র, প্রভু বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, প্রমথগণের সহিত রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও পূষা এবং অন্য যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের পুণ্য ও মনোহর আয়তনগুলিকে পৃথিবীপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির দর্শন করিলেন ॥১১—১৩॥

(১৪) তেষূপবাসান্ বিবুধানুপোষ্য—বা ব কা নি।

স তেন তীর্থেন তু সাগরস্য পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদরীয়ৈঃ।
দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রথিতং মহদ্ভিস্তীর্থং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫॥
তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ সহানুজৈর্দেবগণান্ পিতৄংশ্চ।
সন্তর্পয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬॥
স দ্বাদশাহং জলবায়ুভক্ষঃ কুর্ব্বন্ ক্ষপাহঃসু তদাভিষেকম্।
সমন্ততোঽগ্নীনুপদীপয়িত্বা তেপে তপো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥১৭॥
তমুগ্রমাস্থায় তপশ্চরন্তং শুশ্রাব রামশ্চ জনার্দ্দনশ্চ।
তৌ সর্ব্ববৃষ্ণিপ্রবরৌ সসৈন্যৌ যুধিষ্ঠিরং জগ্মতুরাজমীঢ়ম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষ্বিতি। অত্রোদ্দেশ্যানাং বিবিধত্বাদুপবাসানামপি বিবিধত্বম্। অত্র "উপবাসান্ সমীপবাসিনঃ, বিবুধান্ পণ্ডিতান্, বিবিধানিত্যপপাঠঃ, উপোষ্য বস্ত্রৈবাবাস্য" ইতি নীলকণ্ঠঃ। তদ্ধেয়ম্, কর্ত্তরি উপবাসপদানুপপত্তেঃ "বস আচ্ছাদনে" ইত্যস্য যজ্ঞাদিত্বাভাবাৎ সম্প্রসারণাসম্ভবেন উপোষ্যেতি পদাসম্ভবাচ্চ। উপোষ্য বিধায়, মহান্তি প্রচুরাণীত্যর্থঃ। পরিপ্লুতাঙ্গঃ স্নাতঃ, সূর্পারকং তীর্থম্ ॥১৪॥

স ইতি। সোদরীয়ৈর্ভ্রাতৃভিঃ। দ্বিজৈঃ সহচরৈর্ব্রাহ্মণৈঃ ॥১৫॥

তত্রেতি। পৃথুনী বিশালে লোহিতে চ অক্ষিণী যস্য সঃ। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৬॥

স ইতি। জলবায়ুভক্ষ ইত্যবধারণপরম্। ক্ষপাহঃসু রাত্রিষু দিবসেষু চ ॥১৭॥

রাজা যুধিষ্ঠির সেই আয়তনগুলিতে নানাবিধ উপবাস এবং প্রচুর রত্ন দান করিয়া এবং সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় সূর্পারকতীর্থে আগমন করিলেন ॥১৪॥

তিনি ভ্রাতৃগণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের সেই তীর্থপথ দিয়া যাইতে থাকিয়া পৃথিবীবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন ॥১৫॥

বিশাল লোহিতনয়ন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন; আর দ্রৌপদী এবং সেই সকল ব্রাহ্মণেরাও লোমশের সহিত (যথাসম্ভব) স্নান ও তর্পণ করিলেন ॥১৬॥

তদনন্তর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বার দিন পর্য্যন্ত জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া এবং সকল দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর রাম ও কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন যে, যুধিষ্ঠির ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেছেন; তখন বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে অজমীঢ়বংশসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৮॥

তে বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডুসুতান্ সমীক্ষ্য ভূমৌ শয়ানান্ মলদিগ্ধগাত্রান্।
অনর্হতীং দ্রৌপদীঞ্চাপি দৃষ্ট্বা সুদুঃখিতাশ্চুক্রুশুরার্ত্তনাদম্ ॥১৯॥
ততঃ স রামঞ্চ জনার্দ্দনঞ্চ কার্ষ্ণিঞ্চ শাম্বঞ্চ শিনেশ্চ পৌত্রম্।
অন্যাংশ্চ বৃষ্ণীনুপগম্য পূজাং চক্রে যথাধর্ম্মমদীনসত্ত্বঃ ॥২০॥
তে চাপি সর্ব্বান্ প্রতিপূজ্য পার্থান্ তৈঃ সৎকৃতাঃ পাণ্ডুসুতৈস্তথৈব।
যুধিষ্ঠিরং সংপরিবার্য্য রাজন্! উপাবিশন্ দেবগণা যথেন্দ্রম্ ॥২১॥
তেষাং স সর্ব্বং চরিতং পরেষাং বনে চ বাসং পরমপ্রতীতঃ।
অস্ত্রার্থমিন্দ্রস্য গতঞ্চ পার্থং নিবেশনং হৃষ্টমনাঃ শশংস ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। আস্থায় অবলম্ব্য। চরন্তমনুতিষ্ঠন্তম্। আজমীঢ়মজমীঢ়বংশ্যম্ ॥১৮॥
ত ইতি। অনর্হতীং তাদৃশদুঃখভোগাযোগ্যাম্। আর্ত্তো নাদো যস্মিন্ কর্ম্মণি তৎ ॥১৯॥
তত ইতি। কার্ষ্ণিং প্রদ্যুম্নঞ্চ। শিনেঃ পৌত্রং সাত্যকিঞ্চ। অদীনসত্ত্বঃ অনল্পাধ্যবসায়ঃ ॥২০॥
ত ইতি। পার্থান্ পাণ্ডবান্। সৎকৃতা আদৃতাঃ। সংপরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥২১॥
তেষামিতি। পরেষাং দুর্য্যোধনাদীনাম্। ইন্দ্রস্য নিবেশনমিতি সম্বন্ধঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

সুপোষ্য বস্ত্রৈরাবাস্য রত্নানি চ তেভ্য এব দত্ত্বা ॥১৪॥ তেন তীর্থেন সিন্ধুতীরমার্গেণ ॥১৫—১৯॥ কার্ষ্ণিং প্রদ্যুম্নম্, পৌত্রং সাত্যকিম্ ॥২০—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৯॥

পাণ্ডবগণ ভূতলে শয়ন করেন এবং তাঁহাদের অঙ্গসকল ধূলিতে পরিপূর্ণ, ইহা দেখিয়া, আর তাদৃশ দুঃখভোগের অযোগ্য দ্রৌপদীকেও দেখিয়া সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তদনন্তর অত্যন্ত অধ্যবসায়শালী যুধিষ্ঠির—রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন ॥২০॥

তখন তাঁহারাও পাণ্ডবদের সকলকেই প্রতিসম্মানিত করিলে, পাণ্ডবেরাও আবার সেইরূপই তাঁহাদের আদর করিলেন। রাজা! তখন দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করেন, তেমন বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর হৃষ্টচিত্ত যুধিষ্ঠির বিশেষ আশ্বস্তভাবেই তাঁহাদের নিকটে দুর্য্যোধন-প্রভৃতির আচরণ, নিজেদের বনবাস এবং অস্ত্রশিক্ষার জন্য ইন্দ্রভবনে অর্জ্জুনের গমন ইত্যাদি সংবাদ বলিলেন ॥২২॥

---

(১৯)…সুদুঃখিতাম্—পি।

শ্রুত্বা তু তে তস্য বচঃ প্রতীতাস্তাংশ্চাপি দৃষ্ট্বা সুকৃশানতীব।
নেত্রোদ্ভবং সংমুমুচুর্মহার্হা দুঃখার্ত্তিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং বার্ষ্ণেয়যুধিষ্ঠিরসমাগমে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

শততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

প্রভাসতীর্থমাসাদ্য পাণ্ডবা বৃষ্ণয়স্তথা।
কিমকুর্ব্বন্ কথাশ্চৈষাং কাস্তত্রাসংস্তপোধন ! ॥১॥
তে হি সর্ব্বে মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুহৃদশ্চ পরস্পরম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। প্রতীতাঃ কৃতপ্রত্যয়াঃ, তান্ পাণ্ডবান্। মহার্হা মহামান্যাঃ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

প্রভাসেতি। কথা আলাপাঃ, এষামুভয়েষাং পরস্পরম্ ॥১॥

ত ইতি। অতো বিবিধবিষয়ালোচনা রুবৈবাসীদিতি ভাবঃ ॥২॥

তখন মহামান্য ও মহাপ্রভাবশালী সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া, তাহা বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া দুঃখপীড়াবশতঃ অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"তপোধন! পাণ্ডবগণ ও বৃষ্ণিগণ প্রভাসতীর্থে যাইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহাদের পরস্পর কি আলাপ হইয়াছিল ? ॥১॥

তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন এবং বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সুহৃদ্ও ছিলেন" ॥২॥

---

* '...অষ্টাদশাধিকশততমঃ...'—বা ব কা, '...উনবিংশত্যধিকশততমঃ...'—পি নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রভাসতীর্থং সম্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থং মহোদধেঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবান্ বীরাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩॥
ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দু-মৃণালরজতপ্রভঃ।
বনমালী হলী রামো বভাষে পুষ্করেক্ষণম্ ॥৪॥

ন কৃষ্ণ! ধর্ম্মশ্চরিতো ভবায় জন্তোরধর্ম্মশ্চ পরাভবায়।
যুধিষ্ঠিরো যত্র জটী মহাত্মা বনাশ্রয়ঃ ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥৫॥
দুর্য্যোধনশ্চাপি মহীং প্রশাস্তি ন চাস্য ভূমির্বিবরং দদাতি।
ধর্ম্মাদধর্ম্মশ্চরিতো গরীয়ানিতীব মন্যেত নরোঽল্পবুদ্ধিঃ ॥৬॥
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে যুধিষ্ঠিরে চাসুখমাত্তরাজ্যে।
কিং ত্বত্র কর্ত্তব্যমিতি প্রজাভিঃ শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, উপতস্থিরে সমীপে স্থিতাঃ ॥৩॥

তত ইতি। হলী হলধরঃ। পুষ্করেক্ষণং পুণ্ডরীকাক্ষং কৃষ্ণম্ ॥৪॥

নেতি। ভবায় উন্নতয়ে, জন্তোর্মানুষস্য। জটী জটাভৃৎ, চীরবাসাঃ কৌপীনভৃৎ ॥৫॥

দুর্য্যোধন ইতি। অল্পবুদ্ধিরিত্যনেন মহাবুদ্ধিস্তু নৈবং মন্যেতেতি সূচিতম্ ॥৬॥

দুর্য্যোধন ইতি। অসুখং যথা স্যাত্তথা, আত্তং পরৈর্গৃহীতং রাজ্যং যস্য তস্মিন্ সতি, অত্র পুণ্যপাপয়োর্মধ্যে অস্মাভিঃ, কিং পুণ্যং পাপং বা কর্ত্তব্যমিতি শঙ্কা সন্দেহঃ, প্রজাভিঃ,

ভারতভাবদীপঃ

প্রভাসেতি ॥১—৩॥ হলীতি হলধরত্বাৎ ধর্ম্মস্যাপি নিন্দাং করিষ্যতীতি ধ্বনিতম্ ॥৪॥ ভবায় অভ্যুদয়ায় ॥৪॥ বিবরং শরীরগূহনায় ন দদাতীত্যর্থঃ ॥৬॥ মিথঃ শঙ্কা, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বীর বৃষ্ণিগণ মহাসমুদ্রের পুণ্যতীর্থ প্রভাসতীর্থে যাইয়া পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর গোদুগ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং বনমালাধারী হলধর রাম কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪॥

"কৃষ্ণ! ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও মানুষের উন্নতি হয় না, আবার অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অবনতি ঘটে না। যেহেতু মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটা ও কৌপীন ধারণ করিয়া বনে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥৫॥

আবার দুর্য্যোধন পৃথিবী শাসন করিতেছে; কিন্তু পৃথিবী উহাকে (প্রবেশ করিবার জন্য) বিবর দিতেছেন না; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্ম্মানুষ্ঠানই ভাল; ইহাই যেন অল্পবুদ্ধি লোক মনে করিবে ॥৬॥

(৩)…পুণ্যতীর্থং মহোদধেঃ—বা ব কা। (৭)…কিং ত্বত্র—পি, …কিন্বত্র—বা ব কা।

অয়ং স ধর্ম্মপ্রভবো নরেন্দ্রো ধর্ম্মে ধৃতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদাতা।
চলেদ্ধি রাজ্যাচ্চ সুখাচ্চ পার্থো ধর্ম্মাদপেতস্তু কথং বিবর্দ্ধেৎ ॥৮॥
কথং নু ভীষ্মশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো দ্রোণশ্চ রাজা চ কুলস্য বৃদ্ধঃ।
প্রব্রাজ্য পার্থান্ সুখমাপ্নুবন্তি ধিক্ পাপবুদ্ধীন্ ভরতপ্রধানান্ ॥৯॥
কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ পিতৄন্ সমাগম্য পরত্র পাপঃ।
পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ময়েতি পুত্রানপাপান্ ব্যবরোপ্য রাজ্যাৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নরাণাং মধ্যে, মিথঃ পরস্পরং সংজনিতা। তথা চ পাপে সতি দুর্য্যোধনস্য বৃদ্ধিঃ, তস্মিন্নসতি চ যুধিষ্ঠিরস্য ক্ষয় ইতি প্রত্যক্ষদর্শনাৎ পাপমেব কর্ত্তব্যম্? আহোস্বিৎ অন্বয়ব্যভিচারমঙ্গীকৃত্যাপি 'পুণ্যং শ্রেয়সঃ কারণম্' ইতি বৃদ্ধোপদেশাৎ পুণ্যমেব কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৭॥

অথ কৃতামপি প্রতিজ্ঞামুৎক্রম্য যুধিষ্ঠিরো বলেন কথং ন রাজ্যং গৃহীতবানিত্যাহ—অয়মিতি। ধর্ম্মপ্রভবো ধর্ম্মপুত্রঃ। ধর্ম্মে ধৃতোঽবস্থিতঃ, "ধৃঙ্ অবস্থানে" ইত্যস্য রূপম্। সত্যধৃতির্যথার্থধৈর্য্যঃ। চলেদ্ভ্রশ্যেৎ। বিবর্দ্ধেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গেন রাজ্যলাভাৎ ॥৮॥

পাণ্ডবনির্ব্বাসনে ভীষ্মাদীনামপি সম্মতিং সম্ভাব্য তান্ নিন্দতি—কথমিতি। রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ। পাপবুদ্ধীন্, পক্ষপাতাদিত্যাশয়ঃ। ভরতেতি তু দ্রোণকৃপয়োরপ্যুপলক্ষণম্ ॥৯॥

কিমিতি। পাপঃ, অবনিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ, অপাপান্, পুত্রান্, পুত্রস্থানীয়ান্ পাণ্ডবান্, রাজ্যাৎ ব্যবরোপ্য নির্ব্বাস্য, পরত্র পরলোকে, পিতৄন্ সমাগম্য, ময়া পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ব্যবহৃতম্, ইতি কিং নাম বক্ষ্যতি বক্তুং শক্ষ্যতি? কথমপি ন ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং বলীয় ইতি শাস্ত্রানুভবয়োর্বিরোধাৎ সংশয়ঃ ॥৭॥ রাজ্যাচ্চ সুখাচ্চ চলেন্ন তু ধর্ম্মাদিতি শেষঃ, তত্র হেতুঃ ধর্ম্মাদিতি। কথমিত্যুপহাসার্থম্ ॥৮—৯॥ অবনিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥১০॥

দুর্য্যোধনের উন্নতি হইতেছে, আর দুঃখ দিয়া রাজ্য হরণ করায় যুধিষ্ঠিরের ক্ষয় হইতেছে; সুতরাং পুণ্য ও পাপের মধ্যে আমাদের কোন্‌টা কর্ত্তব্য, এইভাবে লোকেরা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে ॥৭॥

ধর্ম্মের পুত্র, ধর্ম্মে অবস্থিত, যথার্থ ধীরপ্রকৃতি ও দাতা—এই রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন বটে; কিন্তু ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কি করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন ॥৮॥

ভীষ্ম, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপ এবং বংশের মধ্যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র—ইঁহারা পাণ্ডবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া কি করিয়া সুখ পাইতেছেন; সুতরাং পাপবুদ্ধি ভরতবংশীয় বৃদ্ধদিগকে ধিক্ ॥৯॥

পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিষ্পাপ পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবগণকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পরলোকে পিতৃলোকদের নিকটে যাইয়া ইহা কি বলিতে পারিবে যে, 'আমি পুত্রগণের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিয়াছি?' ॥১০॥

নাসৌ ধিয়া সম্প্রতি পশ্যতি স্ম কিং নাম কৃত্বাহমচক্ষুরেবম্।
জাতঃ পৃথিব্যামিতি পার্থিবেষু প্রব্রাজ্য কৌন্তেয়মিতি স্বরাজ্যাৎ ॥১১॥
নূনং সমৃদ্ধান্ পিতৃলোকভূমৌ চামীকরাভান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্।
বিচিত্রবীর্য্যস্য সুতঃ সপুত্রঃ কৃত্বা নৃশংসং বত পশ্যতি স্ম ॥১২॥
ব্যূঢ়োত্তরাংসান্ পৃথুলোহিতাক্ষান্ ইমান্ স্ম পৃচ্ছন্ স শৃণোতি নূনম্।
প্রাস্থাপয়দ্যৎ স বনং হ্যশঙ্কো যুধিষ্ঠিরং সানুজমাত্তশস্ত্রম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ধৃতরাষ্ট্রস্যাবিমৃষ্যকারিতাং নিন্দতি—নেতি। অহং পূর্ব্বজন্মনি কিং নাম পাপং কৃত্বা এবমিত্থম্, অচক্ষুরন্ধো জাতঃ; তন্ন জানামীতি ভাবঃ। সম্প্রতি তু কৌন্তেয়ং স্বরাজ্যাৎ প্রব্রাজ্য, পৃথিব্যাং পার্থিবেষু মধ্যে কিং নাম কীদৃশো জাতো ভবেয়মিতি, ধিয়া ন পশ্যতি স্ম নালোচিতবান্। অতীবঘৃণিতো জাত ইতি ভাবঃ ॥১১॥

ইহলোক ইব পরলোকেঽপি ধৃতরাষ্ট্রস্য নিন্দাং সম্ভাবয়তি—নূনমিতি। সপুত্রো বিচিত্রবীর্য্যস্য পুত্রো ধৃতরাষ্ট্রঃ, নৃশংসং পাণ্ডবনির্ব্বাসনরূপং নিষ্ঠুরং কর্ম্ম কৃত্বা, পিতৃলোকভূমৌ পরলোকে, সমৃদ্ধান্ ধর্ম্মসমৃদ্ধিসম্পন্নান্, অতএব চামীকরাভান্ কাঞ্চনবর্ণান্, ক্ষিতিজান্ অন্যান্যান্ নৃপতীন্. নূনং নিশ্চিতমেব, প্রফুল্লান্ সং প্রত্যুল্লুণ্ঠনহাস্যেন প্রফুল্লবদনান্, পশ্যতি দ্রক্ষ্যতীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমানা। অতো ধিগিমমুভয়লোকনিন্দার্হং ধৃতরাষ্ট্রমিতি ভাবঃ। বতেতি খেদে, স্মেতি পাদপূরণে ॥১২॥

তেভ্যঃ প্রত্যক্ষত এব ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বনিন্দাং শ্রোষ্যতীত্যাহ—ব্যূঢ়েতি। স ধৃতরাষ্ট্রঃ, ব্যূঢ়ৌ প্রগাঢ়ৌ উত্তরৌ উত্তমৌ চ অংসৌ স্কন্ধৌ যেষাং তান্, পৃথুলোহিতাক্ষাংশ্চ, ইমান্ উক্তান্

ভারতভাবদীপঃ

নাসাবিতি। কিং নাম পাপং কৃত্বাহমচক্ষুর্জাতঃ, কৌন্তেয়ং প্রব্রাজ্য কীদৃশো ভবিষ্যামীতি ধিয়া নাসৌ পশ্যতীত্যধ্যাহৃত্য যোজ্যম্ ॥১১॥ চামীকরাভান্ কনকপ্রভান্, এতন্মরণচিহ্নম্, নৃশংসং নিন্দ্যং কর্ম্ম ॥১২॥ ইমান্ ভীষ্মাদীন্ শৃণাতি হিনস্তি, শৃণোতীতি লেখকপ্রমাদঃ, ন শৃণোতীতি গৌড়পাঠে তু—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষো যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ

'আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়া ইহজন্মে এইরূপ অন্ধ হইয়াছি, (তাহা জানি না); আবার এখন যুধিষ্ঠিরকে তাহার আপন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কিরূপ হইব' ইহা বোধ হয় তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনেও আলোচনা করে নাই ॥১১॥

হায়! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই নৃশংস কার্য্য করিয়া, পরলোকে যাইয়া, ধার্ম্মিক ও স্বর্ণবর্ণ অন্যান্য রাজাকে নিশ্চয়ই (বিদ্রূপের হাসিতে) প্রফুল্লমুখ দেখিতে পাইবে ॥১২॥

---

(১১)…স্ম রাজ্যাৎ—বা ব কা নি। (১৩)…স শৃণাতি নূনম্—বা ব কা নি।

যোঽয়ং পরেষাং পৃতনাং সমৃদ্ধাং নিরায়ুধো দীর্ঘভুজো নিহন্যাৎ।
শ্রুত্বৈব শব্দং হি বৃকোদরস্য মুঞ্চন্তি সৈন্যানি শকৃৎ সমূত্রম্ ॥১৪॥
স ক্ষুৎপিপাসাধ্বকৃশস্তরস্বী সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ।
বনে স্মরন্ বাসমিমং সুঘোরং শেষং ন কুর্য্যা'দতি নিশ্চিতং মে ॥১৫॥
ন হ্যস্য বীর্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ সমঃ পৃথিব্যামপি বিদ্যতেঽন্যঃ।
স শীতবাতাতপকর্শিতাঙ্গো ন শেষমাজাবসুহৃৎ স কুর্য্যাৎ ॥১৬॥
প্রাচ্যান্ নৃপানেকরথেন জিত্বা বৃকোদরঃ সানুচরান্ রণেষু।
স্বস্ত্যাগমদ্‌যোঽতিরথস্তরস্বী সোঽয়ং বনে ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পরলোকস্থান্ ক্ষিতিপান্, পৃচ্ছন্ তেষাং হাস্যকারণং জিজ্ঞাসমানঃ সন্, নূনং নিশ্চিতমেব, শৃণোতি এতৎ শ্রোষ্যতি, যৎ, স ধৃতরাষ্ট্রঃ, অশক্তো নিরুদ্বেগ এব, আত্তশস্ত্রং লব্ধাস্ত্রবিদ্যমপি সানুজং যুধিষ্ঠিরম্, বনং প্রাস্থাপয়ৎ। পক্ষপাতেন গুণবতামেব যুধিষ্ঠিরাদীনাং নির্ব্বাসনমেব তেষাং হাস্যকারণমিতি ভাবঃ ॥১৩॥

ইদানীং ভীমবিষয়ং বিবৃণোতি—য ইতি। পৃতনাং সেনাম্। শকৃৎ পুরীষম্ ॥১৪॥

স ইতি। তরস্বী বলবান্। শেষং ন কুর্য্যাৎ অপি তু নিঃশেষমেব কুর্য্যাৎ ॥১৫॥

নেতি। বীর্য্যং মানসিকী শক্তিঃ, বলঞ্চ কায়িকী শক্তিঃ। আজৌ যুদ্ধে, অসুহৃৎ শত্রুবৃন্দম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোষো ভবতি। যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি'' ইতি শ্রুত্যর্থোঽনুসন্ধেয়ঃ ॥১৩—১৪॥ শেষং ন কুর্য্যাৎ নিঃশেষমেব নাশয়েদিত্যর্থঃ

তা'র পর সেই দৃঢ় পীবরস্কন্ধ ও বিশাল লোহিতনেত্র রাজগণকে সেই হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই ইহা শুনিবে যে, 'তুমি ভ্রাতাদের সহিত অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে কি না, (তাহা ভাবিয়াই আমরা হাসিতেছি)' ॥১৩॥

যে দীর্ঘবাহু ভীমসেন নিরস্ত্র হইয়াও, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপক্ষসৈন্যকে সংহার করিতে পারেন, সেই ভীমসেনের শব্দ শুনিয়াই বিপক্ষসৈন্যেরা ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ॥১৪॥

ক্ষুধা, পিপাসা ও পথের পরিশ্রমে কৃশ সেই বলবান্ ভীমসেন নানাবিধ অস্ত্র ও বাণ ধারণ করিয়া যাইয়া, বনবাসের এই ভয়ঙ্কর কষ্ট স্মরণ করিয়া শত্রুপক্ষের শেষ রাখিবেন না—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা ॥১৫॥

কি মানসিক বল, কি দৈহিক বল, কোনটাতেই উঁহার সমান অপর কোন লোক পৃথিবীতে নাই; শীত, বায়ু ও রৌদ্রে কৃশীকৃতদেহ সেই প্রসিদ্ধ এই ভীমসেন যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিঃশেষই করিবেন ॥১৬॥

যঃ সিন্ধুকূলে ব্যজয়ন্নৃদেবান্ সমাগতান্ দাক্ষিণাত্যান্ মহীপান্ ।
তং পশ্যতেমং সহদেবমদ্য তরস্বিনং তাপসবেশরূপম্ ॥১৮॥
যঃ পার্থিবানেকরথেন জিগ্যে দিশং প্রতীচীং প্রতি যুদ্ধশৌণ্ডঃ ।
সোঽয়ং বনে মূলফলেন জীবন্ জটী চরত্যদ্য মলাচিতাঙ্গঃ ॥১৯॥
সত্রে সমৃদ্ধেঽতিরথস্য রাজ্ঞো বেদীতলাদুৎপতিতা সুতা যা ।
সেয়ং বনে বাসমিমং সুদুঃখং কথং সহত্যদ্য সতী সুখার্হা ॥২০॥
ত্রিবর্গমুখ্যস্য সমীরণস্য দেবেশ্বরস্যাপ্যথ চাশ্বিনোশ্চ ।
এষাং সুরাণাং তনয়াঃ কথং নু বনেঽচরন্ হ্যস্তসুখাঃ সুখার্হাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাচ্যানিতি। স্বস্তি মঙ্গলেন। তরস্বী বলবান্। চীরবাসাঃ কৌপীনধারী ॥১৭॥

অথ প্রাচ্যাং ভীমবিজয়ং বর্ণয়িত্বা তৎক্রমেণ বর্ণয়ন্ জ্যেষ্ঠমপি প্রতীচীবিজয়িনং নকুলমুল্লঙ্ঘ্য অবাচীবিজয়িনং সহদেবং বর্ণয়তি—য ইতি। নৃষু দেবা ইব নৃদেবাস্তান্ ॥১৮॥

ইদানীং নকুলং বর্ণয়তি—য ইতি। যুদ্ধে শৌণ্ডো মত্তঃ। মলাচিতাঙ্গো ধূলিব্যাপ্তাঙ্গঃ ॥১৯॥

দ্রৌপদীং বিবৃণোতি—সত্র ইতি। সত্রে যজ্ঞে। রাজ্ঞো দ্রুপদস্য ॥২০॥

ত্রীতি। ত্রিবর্গে ধর্ম্মার্থকামেষু মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্ম ইত্যর্থস্তস্য, সমীরণস্য বায়োঃ, দেবেশ্বরস্য ইন্দ্রস্য। অস্তসুখাস্তিরোহিতসুখাঃ, সুখার্হাঃ সুখভোগযোগ্যাঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৫—১৬॥ স্বস্তি ক্ষেমেণ, আগমৎ আগতঃ ॥১৭—১৮॥ সোঽয়ং নকুলঃ ॥১৯॥ রাজ্ঞো দ্রুপদস্য ॥২০॥ ত্রিবর্গমুখ্যস্য ধর্ম্মস্য। "ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈঃ" ইত্যমরঃ। বনে অচরন্ হি,

অতিরথ ও বলবান্ যে ভীমসেন একমাত্র রথে, অনুচরবর্গের সহিত পূর্ব্বদেশীয় রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া কুশলেই আগমন করিয়াছিলেন, এই সেই ভীমসেন কৌপীন পরিধান করিয়া বনবাসের কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥১৭॥

যিনি সমুদ্রের তীরে সম্মিলিত মনুষ্যশ্রেষ্ঠ দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণকে জয় করিয়াছিলেন, এই সেই বলবান্ সহদেবকে আপনারা আজ তপস্বিবেশে দর্শন করুন ॥১৮॥

যুদ্ধমত্ত যে বীর একরথে পশ্চিমদিকের রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন, এই সেই নকুল ফল-মূল-ভক্ষণে জীবিত থাকিয়া, জটা ধারণ করিয়া এবং ধূলিধূসরাঙ্গ হইয়া আজ বনে বিচরণ করিতেছেন ॥১৯॥

অতিরথ দ্রুপদরাজার যে কন্যা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞবেদী হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; এই সেই দ্রৌপদী সুখভোগের যোগ্য হইয়াও আজ এই বনবাসের গুরুতর দুঃখ কি করিয়া সহ্য করিতেছেন! ॥২০॥

ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ পুত্র সুখভোগের যোগ্য হইয়াও কি করিয়া বনের ভিতরে দুঃখে বিচরণ করিলেন! ॥২১॥

জিতে হি ধর্ম্মস্য সুতে সভার্য্যে সভ্রাতৃকে সানুচরে নিরস্তে।
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে কথং ন সীদত্যবনিঃ সশৈলা ॥২২॥

সাত্যকিরুবাচ।

ন রাম! কালঃ পরিদেবনায় যদুত্তরং তত্র তদেব সর্ব্বে।
সমাচরামো হ্যনতীতকালং যুধিষ্ঠিরো যদ্যপি নাহ কিঞ্চিৎ ॥২৩॥
যে নাথবন্তো হি ভবন্তি লোকাস্তে নাত্মনা কর্ম্ম সমারভন্তে।
তেষাস্তু কার্য্যেষু ভবন্তি নাথাঃ শিব্যাদয়ো রাম! যথা যযাতেঃ ॥২৪॥
যেষাং তথা রাম! সমারভন্তে কার্য্যাণি নাথাঃ স্বমতেন লোকে।
তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা নানাথবৎ কৃচ্ছ্রমবাপ্নুবন্তি ॥২৫॥
কস্মাদিমৌ রামজনার্দ্দনৌ চ প্রদ্যুম্নশাম্বৌ চ ময়া সমেতৌ।
বসন্ত্যরণ্যে সহ সোদরীয়ৈস্ত্রৈলোক্যনাথানধিগম্য পার্থাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

আক্ষেপাদব্রবীতি—জিত ইতি। নিরস্তে নির্ব্বাসিতে। সীদতি বিদীর্য্যতে ॥২২॥
নেতি। পরিদেবনায় বিলাপায়, যৎ উত্তরং পরকর্ত্তব্যম্। নাহ ন ব্রবীতি ॥২৩॥
য ইতি। নাথঃ সহায়ঃ। আত্মনা স্বয়ম্। ভবন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥২৪॥
যেষামিতি। নাথাঃ সহায়াঃ। অনাথবৎ নিঃসহায়া ইব, কৃচ্ছ্রং কষ্টম্ ॥২৫॥
কস্মাদিতি। ত্রৈলোক্যনাথান্ বলপ্রভাবেণ ত্রিভুবনপ্রভুত্বযোগ্যান্ রামাদীন্ ॥২৬॥

ভার্য্যা, ভ্রাতা ও অনুচরবর্গের সহিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিজিত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; আর (পাপাত্মা) দুর্য্যোধন বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাতে পর্ব্বতসমন্বিতা পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছেন না কেন?" ॥২২॥

সাত্যকি বলিলেন—"বলদেব! এটা বিলাপ করিবার সময় নহে। যদিও যুধিষ্ঠির কিছু বলিতেছেন না, তথাপি আমরা সকলেই অবিলম্বে সেখানে যাইয়া—যাহা পরকর্ত্তব্য, তাহাই করি ॥২৩॥

কারণ, যে সকল লোক সহায়সম্পন্ন হন, তাঁহারা নিজেরা কোন কর্ম্ম করেন না। যেহেতু শিবিপ্রভৃতি যেমন যযাতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমন সহায় লোকেরাই তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥

বলদেব! জগতে সহায় লোকেরা আপন আপন মত অনুসারে যাঁহাদের কার্য্য করে, সেই সহায়সম্পন্ন প্রধান পুরুষেরা নিঃসহায়ের ন্যায় কষ্ট অনুভব করেন না ॥২৫॥

আমার সহিত এই রাম ও কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব, আমরা এই কয়

---

(২২) ইতঃ পরম্ '…একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '…বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি নি। (২৪)…শৈব্যাদয়ো রাম!—নি।

নির্যাতু সাধ্বদ্য দশার্হসেনা প্রভূতনানায়ুধচিত্রবর্ম্মা।
যমক্ষয়ং গচ্ছতু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সবান্ধবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ ॥২৭॥
ত্বং হে্ব কোপাৎ পৃথিবীমপীমাং বিনাশয়েস্তিষ্ঠতু শার্ঙ্গধন্বা।
স ধার্ত্তরাষ্ট্রং জহি সানুবন্ধং বৃত্রং যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ ॥২৮॥
ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ জনার্দ্দনস্যাত্মসমশ্চ পার্থঃ।
যদর্থমৈচ্ছন্মনুজঃ সুপুত্রং শিষ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকূলবাদম্ ॥২৯॥
যদর্থমভ্যুদ্যতমুত্তমং তৎ করোতি কর্ম্মাগ্র্যমপারণীয়ম্।
তস্যাস্ত্রবর্ষাণ্যহমুত্তমাস্ত্রৈর্বিহত্য সর্ব্বাণি রণেঽভিভূয় ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

নির্যাত্বিতি। দশার্হাণাং বৃষ্ণীনাং সেনা। যমক্ষয়ং যমালয়ম্ ॥২৭॥

ত্বমিতি। ত্বমেক এবেতি ভাবঃ। শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণঃ। বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥২৮॥

ভ্রাতেতি। যো মে ভ্রাতা পিতৃস্বসৃপুত্রসম্পর্কাৎ, সখা সৌহার্দ্দাৎ, গুরুশ্চ অস্ত্রশিক্ষাদানাৎ, জনার্দ্দনস্য কৃষ্ণস্য চ আত্মসমঃ সখা, স পার্থোঽর্জ্জুনশ্চ, তিষ্ঠত্বিতি পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ। যেন হি মনুজঃ, যদর্থং স্বকার্য্যকরণার্থম্, সুপুত্রম্, ঐচ্ছৎ, গুরুশ্চ অপ্রতিকূলবাদং শিষ্যম্ ঐচ্ছৎ। অর্জ্জুনশিষ্যোঽহমর্জ্জুনস্য তৎ কার্য্যং করিষ্যামীতি শেষঃ ॥২৯॥

অথ বিপক্ষঃ কর্ণোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ—যদর্থমিতি। যেন কর্ণেন যদর্থং দুর্য্যোধনবিপক্ষ-

ভারতভাবদীপঃ

অস্তসুখা ইতি চ্ছেদঃ ॥২১—২৩॥ নাথবন্ত ঐশ্বর্য্যবন্তঃ। ভাবে ঘঙ্, নাথনা ন স্বয়ং নাথাঃ কার্য্যসাধকাঃ, শিব্যাদয় ইত্যেবপাঠঃ, শৈব্যাদয় ইতি পাঠে তু স্বার্থে ষ্যঙ্ ॥২৪—২৯॥ স

জনই ত্রিভুবনেরও প্রভুত্ব করিতে পারি; সুতরাং আমাদিগকে পাইয়া পাণ্ডবগণ কেন আত্মীয়গণের সহিত বনে বাস করিতেছেন? ॥২৬॥

সুতরাং অদ্যই বৃষ্ণিসেনা বিচিত্র বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ অস্ত্র লইয়া সুন্দরভাবে নির্গত হউক; পরে বান্ধবগণের সহিত দুর্য্যোধন বৃষ্ণিসৈন্যে আক্রান্ত হইয়া যমালয়ে গমন করুক ॥২৭॥

অথবা কৃষ্ণ (প্রভৃতি) থাকুন; আপনি একাই ত ক্রোধে এই পৃথিবীটাকেও বিনাশ করিতে পারেন; সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমন আপনিই অনুচরবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বধ করুন ॥২৮॥

যিনি আমার ভ্রাতা, সখা ও গুরু এবং কৃষ্ণের আত্মতুল্য সুহৃৎ, সেই অর্জ্জুনও থাকুন। কারণ, মানুষ যে জন্য সুপুত্র ইচ্ছা করে এবং গুরু যে জন্য অপ্রতিকূলবাদী শিষ্য ইচ্ছা করেন, তাহা আমিই করিব; কেন না, আমি অর্জ্জুনের শিষ্য ॥২৯॥

(২৮)···সংবেষ্টয়েস্তিষ্ঠতু শার্ঙ্গধন্বা—বা ব কা নি। (২৯)···যদর্থমৈচ্ছন্ মনুজাঃ—বা ব কা।

কোপাচ্ছিরঃ সর্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈরুন্মথিতাস্মি রাম!।
খড়্গেন চাহং নিশিতেন সংখ্যে কায়াচ্ছিরস্তস্য বলাৎ প্রমথ্য ॥৩১॥
ততোঽস্য সর্ব্বাননুগান্ হনিষ্যে দুর্য্যোধনঞ্চাপি কুরূংশ্চ সর্ব্বান্।
আত্তায়ুধং মামিহ রৌহিণেয়। পশ্যন্তু ভৈমা যুধি জাতহর্ষাঃ ॥৩২॥
নিঘ্নন্তমেকং কুরুযোধমুখ্যানগ্নিং মহাকক্ষমিবান্তকালে।
প্রদ্যুম্নমুক্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ সোঢ়ুং কৃপদ্রোণবিকর্ণকর্ণাঃ ॥৩৩॥
(কলাপকম্)

জানামি বীর্য্যঞ্চ জয়াত্মজস্য কার্ষ্ণির্ভবত্যেষ যথা রণস্থঃ।
শাম্বঃ সসূতং সরথং ভুজাভ্যাং দুঃশাসনং শাস্তু বলাৎ প্রমথ্য ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

জয়ার্থম্, উত্তমমস্ত্রম্ অভ্যুদ্যতম, যশ্চ কর্ণঃ অন্যৈরপারণীয়ম, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং তৎ দুর্য্যোধনবিপক্ষবিজয়রূপং কর্ম্ম করোতি, অহমুত্তমাস্ত্রৈঃ রণে তস্য সর্ব্বাণি অস্ত্রবর্ষাণি বিহত্য, তঞ্চাভিভূয়, কোপাৎ, সর্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈঃ, তস্য শিরঃ উন্মথিতাস্মি বিদলিষ্যামি। অথবা হে রাম। অহং সংখ্যে যুদ্ধে বলাৎ নিশিতেন খড়্গেন তস্য কায়াৎ শিরঃ প্রমথ্য নিপাত্য, ততঃ অস্য কর্ণস্য সর্ব্বান্ অনুগান্, দুর্য্যোধনঞ্চ, অন্যান্ সর্ব্বান্ কুরূংশ্চাপি হনিষ্যে। হে রৌহিণেয়। রাম! ভৈমা ভীমপক্ষীয়া যোধাঃ, জাতহর্ষাঃ সন্তঃ, অন্তকালে মহাকক্ষং মহাশুষ্কবনম্, নিঘ্নন্তং দহন্তমগ্নিমিব, ইহ যুধি, আত্তায়ুধং গৃহীতাস্ত্রম্, কুরুযোধমুখ্যান্ নিঘ্নন্তম্ একং মামেব পশ্যন্তু। কিঞ্চ, কৃপদ্রোণবিকর্ণকর্ণা অপি প্রদ্যুম্নমুক্তান্ নিশিতান্ বাণান্ সোঢ়ুং ন শক্তা ভবেয়ুঃ ॥৩০ - ৩৩॥

জানামীতি। এষ কার্ষ্ণিঃ কৃষ্ণপুত্রঃ প্রদ্যুম্নঃ, রণস্থো যথা ভবতি, তথা ভূতস্য জয়াত্মজস্য অর্জ্জুনপুত্রস্য অভিমন্যোশ্চ বীর্য্যং জানামি ॥৩৪॥

বলদেব! যে কর্ণ যে জন্য উত্তম অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছে এবং যে কর্ণ অন্যের অসাধ্য সেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদনও করিয়া থাকে, আমি উত্তম উত্তম অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে সেই কর্ণের সমস্ত অস্ত্রবর্ষণ প্রতিহত করিয়া এবং তাহাকে পরাভূত করিয়া, সর্পবিষ ও অগ্নির তুল্য তীক্ষ্ণ উত্তম বাণসমূহ দ্বারা ক্রোধে তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিব; কিংবা আমি নিশিত তরবারিদ্বারা যুদ্ধে বলপূর্ব্বক তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া, তৎপরে তাহার সমস্ত অনুচর, দুর্য্যোধন এবং সমস্ত কৌরবকে বিনাশ করিব। রোহিণীনন্দন! তৎকালে ভীমপক্ষীয় লোকেরা আনন্দিত হইয়া দেখিবে যে, প্রলয়কালে অগ্নি যেমন শুষ্ক মহাবন দগ্ধ করে, আমি একাকী অস্ত্র ধারণ করিয়া সেইরূপই সেই যুদ্ধে কুরুপক্ষীয় যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিতেছি। তা'র পর, কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণ ও কর্ণ—ইহারা প্রদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত বাণ সহ্য করিতে পারিবেন না ॥৩০—৩৩॥

ন বিদ্যতে জাম্ববতীসুতস্য রণেঽবিষহ্যং হি রণোৎকটস্য।
এতেন বালেন হি শম্বরস্য দৈত্যস্য সৌভং সহসা প্রণুন্নম্ ॥৩৫॥
বৃত্তোরুরত্যায়তপীনবাহুরেতেন সংখ্যে নিহতোঽশ্বচক্রঃ।
কো নাম শাম্বস্য মহারথস্য রণে সমক্ষং রথমভ্যুদীয়াৎ ॥৩৬॥
যথা প্রবিশ্যান্তরমন্তকস্য কালে মনুষ্যো ন বিনিষ্ক্রমেত।
তথা প্রবিশ্যান্তরমস্য সংখ্যে কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেচ্চ ॥৩৭॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ মহারথৌ তৌ সুতৈর্বৃতঞ্চাপ্যথ সোমদত্তম্।
সর্ব্বাণি সৈন্যানি চ বাসুদেবঃ প্রধক্ষ্যতে সায়কবহ্নিজালৈঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। জাম্ববতীসুতস্য শাম্বস্য, অবিষহ্যমজয্যমিত্যর্থঃ। সৌভং বিমানম্ ॥৩৫॥

বৃত্তেতি। বৃত্তৌ গোলৌ ঊরূ যস্য সঃ, অত্যায়নপীনৌ অতিদীর্ঘস্থূলৌ বাহূ যস্য সঃ। সংখ্যে যুদ্ধে, অশ্বচক্রো নাম বীরঃ। রথম্ আদায়েতি শেষঃ ॥৩৬॥

যথেতি। অন্তকস্য অন্তরং বাহুমধ্যম্। সংখ্যে অন্তরং যুদ্ধস্য মধ্যম্ ॥৩৭॥

দ্রোণমিতি। বাসুদেবস্য সর্ব্বসংহারসামর্থ্যমনেন সূচিতম্ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

পার্থোঽপি তিষ্ঠত্বিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, যদর্থং শক্রবধার্থম্ ॥২৯॥ তৎ স্বপুত্রাদিকম্ অস্মাকমস্তীতি শেষঃ ॥৩০—৩১॥ ভৈমা ভীমকর্ম্মকর্ত্তারো ভীমবংশজা বা ॥৩২—৩৩॥ জয়াত্মজস্যাভিমন্যোঃ

অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বলও আমি জানি,—যুদ্ধে থাকিয়া এই প্রদ্যুম্ন যেমন হয়, অভিমন্যুও তেমনই হইতে পারিবে। তা'র পর, শাম্ব বাহুযুগলদ্বারা বলপূর্ব্বক অভিভূত করিয়া রথ ও সারথির সহিত দুঃশাসনকে নিগৃহীত করুক ॥৩৪॥

যুদ্ধে যুদ্ধমত্ত শাম্বের কিছুই অসহ্য নাই। কারণ, এই শাম্বই বাল্যকালে শম্বরাসুরের বিমানখানাকে হঠাৎ বিনষ্ট করিয়াছিল ॥৩৫॥

তা'র পর, যাহার ঊরুযুগল গোল এবং বাহুযুগল অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল ছিল, সেই অশ্বচক্রকেও এই শাম্বই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিল; সুতরাং যুদ্ধে মহারথ শাম্বের সমক্ষে কোন্ ব্যক্তি রথ লইয়া আসিতে পারিবে? ॥৩৬॥

আয়ুঃশেষকালে যমের বাহুযুগলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষ যেমন নির্গত হইতে পারে না, তেমন শাম্বের যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবে? ॥৩৭॥

তা'র পর, কৃষ্ণ বাণবহ্নিসমূহদ্বারা মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে এবং পুত্রগণে পরিবেষ্টিত সোমদত্তকে, আর সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধই করিয়া ফেলিবেন ॥৩৮॥

কিং নাম লোকেষ্ববিষহ্যমস্তি কৃষ্ণস্য সর্ব্বেষু সদেবকেষু।
আত্তায়ুধস্যোত্তমবাণপাণেশ্চক্রায়ুধস্যাপ্রতিমস্য যুদ্ধে ॥৩৯॥
ততোঽনিরুদ্ধোঽপ্যসিচর্ম্মপাণির্মহীমিমাং ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্বিসংজ্ঞৈঃ।
কৃত্তোত্তমাঙ্গৈর্নিহিতৈঃ করোতু কীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরেষু ॥৪০॥
গদোল্মুকৌ বাহুকভানুনীথাঃ শূরশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমারঃ।
রণোৎকটৌ সারণচারুদেষ্ণৌ কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্তু কর্ম্ম ॥৪১॥
সবৃষ্ণিভোজান্ধকযোধমুখ্যা সমাগতা সাত্বতশূরসেনা।
হত্বা রণে তান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান্ লোকে যশঃ স্ফীতমুপাকরোতু ॥৪২॥
ততোঽভিমন্যুঃ পৃথিবীং প্রশাস্তু যাবদ্ব্রতং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পারয়তে মহাত্মা দ্যূতে যথোক্তং কুরুসত্তমেন ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। দেবৈঃ সহেতি সদেবকাস্তেষু, বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ ॥৩৯॥

তত ইতি। কৃত্তোত্তমাঙ্গৈশ্ছিন্নমস্তকৈঃ, নিহিতৈর্ভূতলপাতিতৈঃ। কীর্ণাং ব্যাপ্তাম্ ॥৪০॥

গদেতি। গদাদীনি বৃষ্ণিবীরাণাং নামানি। বিপ্রথয়ন্তু প্রকাশয়ন্তু ॥৪১॥

সেতি। সাত্বতস্য যদুবংশস্য শূরসেনা বীরসৈন্যম্। উপাকরোতু উৎপাদয়তু ॥৪২॥

অথ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বিজিত্য বয়মেব কিং তদীয়রাজ্যং গৃহ্ণীমঃ। যেন বনবাসব্রতসমাপ্তেঃ পূর্ব্বং যুধিষ্ঠিরো রাজ্যং ন গৃহ্ণীয়াদিত্যাহ—তত ইতি। পারয়তে সমাপয়তি ॥৪৩॥

কৃষ্ণ যখন উত্তম বাণ, চক্র বা অন্যান্য অস্ত্র ধারণ করেন, তখন যুদ্ধে উনি অতুলনীয়ই হন; সুতরাং দেবগণের সহিত সমস্ত জগতে কৃষ্ণের অসহ্য কি আছে? ॥৩৯॥

তা'র পর, যাজ্ঞিকেরা যেমন কুশদ্বারা যজ্ঞবেদি আস্তীর্ণ করেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধও অসি-চর্ম্ম ধারণ করিয়া, মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূশায়িত করিয়া অচৈতন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণদ্বারা এই পৃথিবীকে আস্তীর্ণ করুক ॥৪০॥

বীর গদ, উল্মুক বাহুক, ভানু, নীথ, কুমার নিশঠ এবং যুদ্ধমত্ত সারণ ও চারুদেষ্ণ—ইহারা যুদ্ধে বংশোচিত কার্য্য প্রকাশ করুক ॥৪১॥

যদুবংশীয় বীরবাহিনী বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া যুদ্ধে সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া জগতে বিপুল যশ উৎপাদন করুক ॥৪২॥

তাহার পর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার সময়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে যে পর্য্যন্ত বনবাসব্রত সমাপ্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত অভিমন্যু যাইয়া কুরুরাজ্য শাসন করুক ॥৪৩॥

অস্মৎপ্রযুক্তৈর্বিশিখৈর্জিতারিস্ততো মহীং ভোক্ষ্যতি ধর্ম্মরাজঃ।
নির্ধার্ত্তরাষ্ট্রাং হতসূতপুত্রামেতদ্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্যম্ ॥৪৪॥

বাসুদেব উবাচ।

অসংশয়ং মাধব! সত্যমেতদ্গৃহ্ণীম তে বাক্যমদীনসত্ত্ব!।
স্বাভ্যাং ভুজাভ্যামজিতাস্তু ভূমিং নেচ্ছেৎ কুরূণামৃষভঃ কথঞ্চিৎ ॥৪৫॥
ন হ্যেষ কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্‌যুধিষ্ঠিরো জাতু জহ্যাৎ স্বধর্ম্মম্।
ভীমার্জ্জুনৌ চাতিরথৌ যমৌ চ তথৈব কৃষ্ণা দ্রুপদাত্মজেয়ম্ ॥৪৬॥
উভৌ হি যুদ্ধেঽপ্রতিমৌ পৃথিব্যাং বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ।
কস্মান্ন কৃৎস্নাং পৃথিবীং প্রশাসেন্মাদ্রীসুতাভ্যাঞ্চ পুরস্কৃতোঽয়ম্ ॥৪৭॥
যদা তু পাঞ্চালপতির্মহাত্মা সকেকয়শ্চেদিপতির্বয়ঞ্চ।
যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতাস্তদৈব সর্ব্বে রিপবো হি ন স্যুঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদিতি। জিতা অরয়ঃ অপরেঽপি শত্রবো যস্য সঃ। যশস্যং যশস্করম্ ॥৪৪॥

অসংশয়মিতি। হে মাধব! মধুদেশজাত! সাত্যকে! হে অদীনসত্ত্ব! অনল্পবল!। কুরূণামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ, নেচ্ছেৎ, কাপুরুষতাপাতাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৫॥

তর্হি স্বয়ময়মেব নির্যাত্বিত্যাহ—নেতি। জাতু কদাচিৎ, জহ্যাৎ ত্যজেৎ ॥৪৬॥

অন্যথা যুষ্মদুপদেশং বিনাপি স্বয়মেবাসৌ রাজ্যং গৃহ্ণীয়াদিত্যাহ—উভাবিতি ॥৪৭॥

তর্হি কদাসৌ রাজ্যং গৃহ্ণীয়াদিত্যাহ—যদেতি। সমেতা মিলিতাঃ। ন স্যুর্ন তিষ্ঠেয়ুঃ ॥৪৮॥

তা'র পর (বনবাসব্রত সমাপ্ত হইয়া গেলে), যুধিষ্ঠির যাইয়া রাজ্য পালন করিবেন; তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ থাকিবে না এবং আমরা বাণদ্বারা তৎকালীন শত্রুদিগকেও জয় করিয়া দিব। ইহাই আমাদের কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য এবং কীর্ত্তিজনক কার্য্য" ॥৪৪॥

কৃষ্ণ বলিলেন—"মহাবল সাত্যকি! তোমার এই সত্য বাক্য আমরা নিঃসন্দেহেই গ্রহণ করিতাম বটে; কিন্তু কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই যে আপন বাহুবলে অবিজিত রাজ্য কোন প্রকারেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥৪৫॥

এই যুধিষ্ঠির ইচ্ছা, ভয় বা লোভবশতঃ কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না কিংবা অতিরথ ভীম ও অর্জ্জুন এবং নকুল ও সহদেব, আর দ্রুপদনন্দিনী এই কৃষ্ণা—ইহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না ॥৪৬॥

না হইলে, ভীম ও অর্জ্জুন—ইঁহারা দুই জনই পৃথিবীর মধ্যে যুদ্ধে অতুলনীয়; তা'র পর নকুল-সহদেবও উঁহার (যুধিষ্ঠিরের) পিছনে রহিয়াছেন, এ অবস্থায় উনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন না কেন ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নেদং চিত্রং মাধব! যদ্‌ব্রবীষি সত্যন্তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্।
কৃষ্ণস্তু মাং বেদ যথাবদেকঃ কৃষ্ণঞ্চ বেদাহমথো যথাবৎ ॥৪৯॥
যদৈব কালং পুরুষপ্রবীরো বেৎস্যত্যয়ং মাধব! বিক্রমস্য।
তদা রণে ত্বঞ্চ শিনিপ্রবীর! সুযোধনং জেষ্যসি কেশবশ্চ ॥৫০॥
প্রতিপ্রযান্ত্বদ্য দশার্হবীরা দৃষ্টোঽস্মি নাথৈর্নরলোকনাথৈঃ।
ধর্ম্মেঽপ্রমাদং কুরুতাপ্রমেয়াঃ! দ্রষ্টাস্মি ভূয়ঃ সুখিনঃ সমেতান্ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য তথাভিবাদ্য বৃদ্ধান্ পরিষ্বজ্য শিশূংশ্চ সর্ব্বান্।
যদুপ্রবীরাঃ স্বগৃহাণি জগ্মুস্তে চাপি তীর্থান্যনুসংবিচেরুঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। রক্ষ্যতমং রক্ষ্যেষু প্রধানম্। বেদ জানাতি। বেদ জানামি ॥৪৯॥
যদেতি। পুরুষপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ। বেৎস্যতি জ্ঞাস্যতি। হে শিনিপ্রবীর! সাত্যকে! ॥৫০॥
প্রতীতি। দশার্হবীরা যাদববীরা ভবন্তঃ। অপ্রমাদম্ অনবধানতারাহিত্যম্ ॥৫১॥
ত ইতি। বৃদ্ধানভিবাদ্য, সর্ব্বান্ শিশূংশ্চ পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥৫২॥

অতএব মহাত্মা দ্রুপদ, কেকয়রাজ, চেদিরাজ এবং আমরা—এই সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া যখনই যুদ্ধ করিব, তখনই সমস্ত শত্রু তিরোহিত হইবে (এবং তখনই উনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন)" ॥৪৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সাত্যকি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু সত্যই আমার রক্ষণীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজ্য নহে। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথাযথভাবে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানি ॥৪৯॥

অতএব সাত্যকি! এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখনই বিক্রমপ্রকাশের সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন, তখনই তুমি ও কৃষ্ণ যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে জয় করিবে ॥৫০॥

অতএব আজ যদুবংশীয় বীরগণ প্রতিগমন করুন; কেন না, তোমরা মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে প্রভু এবং আমার সহায়, তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। হে অসাধারণ বীরগণ! আপনারা ধর্ম্মের প্রতি সাবধান থাকিবেন; আবার আমি আপনাদিগকে সুখী ও সমাগত দেখিব" ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্ভাষণ, বৃদ্ধদিগকে অভিবাদন এবং সকল কনিষ্ঠদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে

* অয়ং পাঠো নাস্তি বা ব কা পি।

বিসৃজ্য কৃষ্ণং ত্বথ ধর্ম্মরাজো বিদর্ভরাজোপচিতাং সুতীর্থাম্।
জগাম পুণ্যাং সরিতং পয়োষ্ণীং সভ্রাতৃভৃত্যঃ সহ লোমশেন ॥৫৩॥
সুতেন সোমেন বিমিশ্রতোয়াং ততঃ পয়োষ্ণীং প্রতি সোঽধ্যুবাস।
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্মুদিতৈর্মহাত্মা সংস্তূয়মানঃ স্তুতিভির্বরাভিঃ ॥৫৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং যাদবগমনে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

বিসৃজ্যেতি। বিদর্ভরাজেন উপচিতাং বর্দ্ধিতাম্, শোভনানি তীর্থানি ঘট্টানি যস্যাং তাম্ ॥৫৩॥

সুতেনেতি। সুতেন যজ্ঞার্থে নির্ম্মিতেন, সোমেন সোমরসেন ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং শততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৪—৪৪॥ মাধব! মধুদেশো মথুরাপ্রদেশস্তত্র জাত! ॥৪৫—৫৩॥ সুতেন অভিষুতেন, যজ্ঞে সোমপানতুল্যং তজ্জলপানমিত্যর্থঃ। পয়োষ্ণীং প্রতি পয়োষ্ণ্যাম্, পয়োমাত্রমধ্যুবাস ভক্ষিতবান্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০০॥

—:*:—

যাদবগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন; আর পাণ্ডবগণ তীর্থের দিকেই প্রস্থান করিলেন ॥৫২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণ, ভৃত্যগণ ও লোমশমুনির সহিত মিলিত হইয়া বিদর্ভরাজকর্তৃক বর্দ্ধিত ও সুন্দর ঘট্টযুক্ত পবিত্র পয়োষ্ণীনদীতে গমন করিলেন ॥৫৩॥

যাহার জলে যজ্ঞীয় সোমরস মিশ্রিত ছিল, সেই পয়োষ্ণীনদীতে যাইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাহার তীরে বাস করিতে লাগিলেন; তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত হইয়া মনোহর স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে থাকিলেন ॥৫৪॥

—:*:—

* '...বিংশত্যধিকশততমঃ...'—বা ব কা, '...একবিংশত্যধিকশততমঃ...'—পি নি।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ।

নৃগেণ যজমানেন সোমেনেহ পুরন্দরঃ।
তর্পিতঃ শ্রূয়তে রাজন্! স তৃপ্তো মুদমভ্যগাৎ ॥১॥
ইহ দেবৈঃ সহেন্দ্রৈশ্চ প্রজাপতিভিরেব চ।
ইষ্টং বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২॥
আমূর্ত্তরয়সশ্চেহ রাজা বজ্রধরং প্রভুম্।
তর্পয়ামাস সোমেন হয়মেধেষু সপ্তসু ॥৩॥
তস্য সপ্তসু যজ্ঞেষু সর্ব্বমাসীদ্ধিরণ্ময়ম্।
বানস্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদ্দ্রব্যং নিয়তং মখে ॥৪॥
চষালযূপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ স্রুচঃ স্রুবাঃ।
তেষ্বেব চাস্য যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

নৃগেণেতি। নৃগেণ নৃগনাম্না রাজ্ঞা, যজমানেন যজ্ঞং কুর্ব্বতা, সোমেন সোমরসেন ॥১॥
ইহেতি। ইন্দ্রেণ সহেতি সহেন্দ্রাস্তৈঃ, প্রজাপতিভিঃ কশ্যপাদিভিঃ ॥২॥
আমূর্ত্তেতি। অমূর্ত্তরয়সোঽপত্যম্ আমূর্ত্তরয়সো গয়ঃ, বজ্রধরমিন্দ্রম্ ॥৩॥
তস্যেতি। হিরণ্ময়ং স্বর্ণময়ম্। বানস্পত্যং কাষ্ঠময়ম্, ভৌমং মৃন্ময়ম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা! আমরা শুনিতে পাই যে, এইখানে নৃগরাজা যজ্ঞ করিবার সময়ে সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥১॥

আর, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা এবং প্রজাপতিরাও এইখানেই প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২॥

এবং অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়রাজাও এইখানেই সাতটী অশ্বমেধযজ্ঞে সোমরসদ্বারা দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥৩॥

যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য নিয়মিতভাবে কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই গয়রাজার সেই সাতটী যজ্ঞে স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥৪॥

(১) গয়েন যজমানেন—নি।

সপ্তৈকৈকস্য যূপস্য চষালাশ্চোপরিস্থিতাঃ।
তস্য স্ম যূপান্ যজ্ঞেষু ভ্রাজমানান্ হিরণ্ময়ান্ ॥৬॥
স্বয়মুত্থাপয়ামাসুর্দেবাঃ সেন্দ্রা যুধিষ্ঠির!।
তেষু তস্য মখাগ্র্যেষু গয়স্য পৃথিবীপতেঃ ॥৭॥
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
প্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্নন্ দ্বিজাতয়ঃ ॥৮॥ (বিশেষকম্)
সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ॥৯॥
তথৈব তদসংখ্যেয়ং ধনং যৎ প্রদদৌ গয়ঃ।
সদস্যেভ্যো মহারাজ! তেষু যজ্ঞেষু সপ্তসু ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কিং কিং নাম তদ্দ্রব্যমিত্যাহ—চষালেতি। অস্য গয়স্য, তেষু সপ্তস্বেব যজ্ঞেষু, চষালো যূপকটকঃ যূপোপরিনির্ম্মিতো বলয়রূপো ডমরুরূপো বা কাষ্ঠবিশেষ ইত্যর্থঃ, যূপো যজ্ঞীয়পশুবন্ধনস্তম্ভঃ, চমসঃ সোমরসপানপাত্রং তে, স্থাল্যঃ পাকপাত্রাণি, পাত্র্যঃ পক্বদ্রব্যরক্ষণপাত্রাণি, স্রুচো হবিঃপ্রক্ষেপপাত্রাণি, স্রুবা হবিঃস্থাপনপাত্রাণি চ, এতে সপ্তৈব, প্রযুজ্যন্ত ইতি প্রয়োগা উপকরণদ্রব্যাণি, বিশ্রুতা হিরণ্ময়ত্বেন আকর্ণিতাঃ ॥৫॥

সপ্তেতি। সপ্তসু যূপেষু একৈকস্যেতি সপ্তৈকৈকস্য। উপরিস্থিতা আসন্। মখাগ্র্যেষু যজ্ঞশ্রেষ্ঠেষু। প্রসংখ্যায়ন্তে অন্যৈর্গণ্যন্তে যে তে প্রসংখ্যানাঃ স্বুবর্ণাস্তান্, "পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে স্বুবর্ণস্তু ষোড়শ" ইতি মনুপরিভাষিতাঃ স্বর্ণমুদ্রা ইত্যর্থঃ। অতএব পুংস্ত্বম্ ॥৬—৮॥

সিকতা ইতি। সিকতা বালুকাঃ। বর্ষতো মেঘস্য। গয়ো রাজা ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৃগেণেতি ॥১—২॥ আমূর্ত্তরয়সো গয়নামা ॥৩॥ বানস্পত্যং বৃক্ষজং চষালাদি, ভৌমং মৃন্ময়ং স্থাল্যাদি ॥৪॥ চষালো যূপকটকঃ। যূপো যজ্ঞস্তম্ভঃ। চমসাঃ সোমপানপাত্রাণি। পাত্র্যো হবিঃস্থাপনার্থানি মৃন্ময়ানি পাত্রাণি। স্রুচঃ হবিঃপ্রদানার্থাঃ। স্রুবাঃ হবিরবদানার্থাঃ

সুতরাং গয়রাজার সেই সাতটী যজ্ঞেই চষাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্র, স্রুক্ ও স্রুব—এই সাতটী বস্তুই স্বর্ণময় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় ॥৫॥

সাতটী যূপের মধ্যে প্রত্যেক যূপের উপরেই চষাল ছিল এবং যুধিষ্ঠির! গয়রাজার যজ্ঞের সেই স্বর্ণময় উজ্জ্বল যূপগুলিকে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা নিজেরাই তুলিয়াছিলেন এবং গয়রাজার সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞগুলিতে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া, আর ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লাভ করিয়া আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন; আর ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥৬—৮॥

মহারাজ! ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের বৃষ্টিধারা যেমন

ভবেৎ। সংখ্যেয়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
ন তস্য শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১॥
হিরণ্ময়ীভির্গোভিশ্চ কৃতাভির্বিশ্বকর্ম্মণা।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়ামাস নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২॥
অল্পাবশেষা পৃথিবী চৈত্যৈরাসীন্মহাত্মনঃ।
গয়স্য যজমানস্য তত্র তত্র বিশাংপতে! ॥১৩॥
স লোকান্ প্রাপ্তবানৈন্দ্রান্ কর্ম্মণা তেন ভারত!।
সলোকতাং তস্য গচ্ছেৎ পয়োষ্ণ্যাং য উপস্পৃশেৎ ॥১৪॥
তস্মাত্ত্বমত্র রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽচ্যুত!।
উপস্পৃশ্য মহীপাল! ধূতপাপ্মা ভবিষ্যসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভবেদিতি। এতৎ সিকতাদিকম্। দক্ষিণাবতঃ প্রশস্তদক্ষিণস্য যজ্ঞস্য ॥১১॥
হিরণ্ময়ীভিরিতি। হিরণ্ময়ীভিঃ স্বর্ণময়ীভিঃ। তর্পয়ামাস তোষয়ামাস ॥১২॥
অল্পেতি। চৈত্যৈর্যজ্ঞশালাভিঃ। যজমানস্য যজ্ঞং কুর্ব্বতঃ ॥১৩॥
স ইতি। স গয়ঃ। সলোকতাং সমানলোকবাসম্। উপস্পৃশেৎ স্নায়াৎ ॥১৪॥
তস্মাদিতি। হে অচ্যুত! ধর্ম্মপথাদভ্রষ্ট! উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, ধূতপাপ্মা নিষ্পাপঃ ॥১৫॥

কেহই গণনা করিতে সমর্থ হয় না, তেমন সেই সাতটী যজ্ঞে গয়রাজা সদস্যদিগকে যে ধন দান করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই ॥৯—১০॥

এই যেগুলি বলিলাম, যদিও এগুলির সংখ্যা করা যায়, তথাপি সেই প্রশস্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দক্ষিণাগুলির সংখ্যা করা যায় নাই ॥১১॥

আর, গয়রাজা বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণময় গো দান করিয়া নানাদিক্ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ! মহাত্মা গয়রাজা সেই সেই স্থানে যে সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার গৃহগুলিতে প্রায় ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর অল্পস্থানই অবশিষ্ট ছিল ॥১৩॥

ভরতনন্দন! তাহার পর গয়রাজা সেই সকল যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই পয়োষ্ণীনদীতে যিনি স্নান করেন, তিনিও গয়রাজার সমান লোক লাভ করেন ॥১৪॥

অতএব ধার্ম্মিক রাজশ্রেষ্ঠ! তুমিও ভ্রাতাদের সহিত এই পয়োষ্ণীনদীতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবে" ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পয়োষ্ণ্যাং নরশ্রেষ্ঠঃ স্নাত্বা বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বৈদূর্য্যপর্ব্বতঞ্চৈব নর্ম্মদাঞ্চ মহানদীম্।
সমাজগাম তেজস্বী ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ !॥১৬॥
তত্রাস্য সর্ব্বাণ্যাচখ্যৌ লোমশো ভগবানৃষিঃ।
তীর্থানি রমণীয়ানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১৭॥
যথাযোগং যথাপ্রীতি প্রযযৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তত্র তত্রাদদদ্বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥১৮॥

লোমশ উবাচ।

দেবানামেতি কৌন্তেয় ! তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্।
বৈদূর্য্যপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা নর্ম্মদামবতীর্য্য চ ॥১৯॥
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এতমাসাদ্য কৌন্তেয় ! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পয়োষ্ণ্যাং নদ্যাম্। নরশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
তত্রেতি। অস্য যুধিষ্ঠিরস্যান্তিকে, আচখ্যৌ বর্ণয়ামাস ॥১৭॥
যথেতি। যথাযোগং যথোপায়ম্। বিত্তং ধনম্ ॥১৮॥
দেবানামিতি। এতি প্রাপ্নোতি। সলোকতাং সমানলোকম্ ॥১৯॥
সন্ধিরিতি। এষ বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ, সন্ধিঃ সন্ধিসময়োৎপন্নঃ। অতএব মহাপুণ্যঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ রাজা! তাহার পর তেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত পয়োষ্ণীনদীতে স্নান করিয়া ভ্রাতাদের সহিতই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ও মহানদী নর্ম্মদায় আগমন করিলেন ॥১৬॥

সেখানে উঁহার নিকটে ভগবান্ লোমশমুনি সকল মনোহর তীর্থ ও পুণ্য আয়তনগুলির বিষয় বলিলেন ॥১৭॥

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য উপায়ে এবং প্রীতিসহকারে সেই সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র ধন দান করিলেন ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—"কুন্তীনন্দন! বৈদূর্য্যপর্ব্বত দর্শন করিয়া এবং নর্ম্মদানদীতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষ দেবলোক ও রাজলোক লাভ করে ॥১৯॥

কারণ, নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! এই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে জন্মিয়াছিল; সুতরাং এই পর্ব্বতে যাইয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥২০॥

এষ শর্য্যাতিযজ্ঞস্য দেশস্তাত ! প্রকাশতে।
সাক্ষাদ্‌যত্রাপিবৎ সোমমশ্বিভ্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১॥
চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেন্দ্রস্য মহাতপাঃ।
সংস্তম্ভয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ ॥২২॥
সুকন্যাঞ্চাপি ভার্য্যাং স রাজপুত্রীমবাপ্তবান্।
নাসত্যৌ চ মহাভাগ ! কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বিষ্টম্ভিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ।
কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪॥
নাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন্ ! কৃতবান্ সোমপীথিনৌ।
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। শর্য্যাতির্নাম রাজা তদ্‌যজ্ঞস্য। সোমং সোমরসম্, কৌশিক ইন্দ্রঃ ॥২১॥

চুকোপেতি। মহেন্দ্রস্য উপরি। বাসবমিন্দ্রম্। প্রভুস্তপঃপ্রভাবশালী ॥২২॥

সুকন্যামিতি। সুকন্যাং নাম। স চ্যবনঃ। নাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ। সোমস্য সোমরসস্য পীতং পানমনয়োরস্তাস্তীতি তৌ, পৃষোদরাদিত্বাত্তকারস্য থকারঃ ॥২৩॥

কথমিতি। বিষ্টম্ভিতো বিশেষেণ স্তব্ধীকৃতঃ, তেন চ্যবনেন ॥২৪॥

নাসত্যাবিতি। বৃত্তং ঘটিতমনতিক্রম্যেতি যথাবৃত্তম্, আখ্যাতু ব্রবীতু ॥২৫॥

বৎস ! এই শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞস্থান প্রকাশ পাইতেছে; যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত প্রত্যক্ষতঃ সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥২১॥

এবং মহাতপা ও প্রভাবশালী ভৃগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ॥২২॥

মহাভাগ ! আর তিনি রাজকন্যা সুকন্যাকে ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন" ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহাতপা চ্যবনমুনি, মাহাত্ম্যশালী ইন্দ্রকে কেন স্তব্ধ করিয়াছিলেন ? কি জন্যই বা তাঁহার উপরে কুপিত হইয়াছিলেন ? ॥২৪॥

ব্রহ্মন্ ! আর তিনি কেন অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন ? এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন" ॥২৫॥

---

(২৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি। (২৫) শ্লোকাৎ পরম্ '...একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '...দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি নি।

লোমশ উবাচ।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোঽভূচ্চ্যবনো নাম ভারত!।
সমীপে সরসঃ সোঽস্য তপস্তেপে মহাদ্যুতিঃ ॥২৬॥
স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানেন পাণ্ডব!।
অতিষ্ঠৎ সুচিরং কালমেকদেশে বিশাংপতে! ॥২৭॥
স বল্মীকোঽভবদৃষিল র্তাভিরভিসংবৃতঃ।
কালেন মহতা রাজন্! সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ ॥২৮॥
তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্ব্বশঃ।
তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বল্মীকেন সমাবৃতঃ ॥২৯॥
অথ দীর্ঘস্য কালস্য শর্য্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
আজগাম সরো রম্যং বিহর্ত্তুমিদমুত্তমম্ ॥৩০॥
তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহে।
একৈব চ সুতা সুভ্রূঃ সুকন্যা নাম ভারত! ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

ভৃগোরিতি। সরসো জলাশয়স্য। মহাদ্যুতির্মহাতেজাঃ ॥২৬॥

স্থাণ্বিতি। স্থাণুভূতঃ নিষ্পত্রশাখবৃক্ষবন্নিশ্চলঃ, বীরস্থানেন বীরাসনেন ॥২৭॥

স ইতি। বল্মীকো বল্মীকাবৃতদেহঃ। সমাকীর্ণো ব্যাপ্তঃ ॥২৮॥

তথেতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু, সংবৃতো লতাভিরাবৃতঃ, অতএব মৃৎপিণ্ড ইব স্থিতঃ ॥২৯॥

অথেতি। দীর্ঘস্য কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ ॥৩০॥

লোমশ বলিলেন—"ভরতনন্দন! মহর্ষি ভৃগুর 'চ্যবন-'নামে একটী পুত্র হইয়াছিল, সেই মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরের নিকটেই তপস্যা করিয়াছিলেন ॥২৬॥

নরনাথ পাণ্ডুনন্দন! মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরেরই এক স্থানে বীরাসনে বসিয়া দীর্ঘকাল স্থাণুর ন্যায় অচল ছিলেন ॥২৭॥

রাজা! বহুকাল পরে তিনি উয়ীর মাটীতে আবৃত; লতায় আচ্ছাদিত এবং পিপীলিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৮॥

সেইভাবে লতা ও উয়ীর মাটীতে সকল দিকে আবৃত; সুতরাং মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় অবস্থিত চ্যবন ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, 'শর্য্যাতি'-নামে এক রাজা এই মনোহর উত্তম সরোবরে বিহার করিতে আসিলেন ॥৩০॥

সা সখীভিঃ পরিবৃতা দিব্যাভরণভূষিতা।
চংক্রম্যমাণা বল্মীকং ভার্গবস্য সমাসদৎ ॥৩২॥
সা বৈ বসুমতীং তত্র পশ্যন্তী সুমনোরমাম্।
বনস্পতীন্ বিচিন্বন্তী বিজহার সখীবৃতা ॥৩৩॥
রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ।
বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ ॥৩৪॥
তাং সখীরহিতামেকামেকবস্ত্রামলঙ্কৃতাম্।
দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিব বিদ্যুতম্ ॥৩৫॥
তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ।
ক্ষামকণ্ঠশ্চ বিপ্রর্ষিস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥৩৬॥
তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ।
ততঃ সুকন্যা বল্মীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। পরিগ্রহে কলত্রস্থানে, "পরিগ্রহঃ কলত্রেঽপি মূল্যস্বীকারয়োরপি" ইতি মেদিনী ॥৩১॥

সেতি। বল্মীকম্ আবরণকারিণমৃন্ময়ীকাম্ৃত্তিকাস্তূপম্ ॥৩২॥

সেতি। বসুমতীং সমন্ততঃ স্থানম্। বিচিন্বন্তী ফলানি বিচিন্বতী ॥৩৩॥

রূপেণেতি। রূপাদিনা সমন্বিতেতি শেষঃ ॥৩৪॥

তামিতি। একবস্ত্রামিত্যনেন বায়ুনা বস্ত্রচালনে তদঙ্গদর্শনসম্ভব ইতি সূচিতম্ ॥৩৫॥

তামিতি। রেমে আননন্দ। ক্ষামকণ্ঠঃ অতিক্ষীণস্বরঃ, চিরভোজনাভাবেনাতিদুর্ব্বলত্বা-

ভরতনন্দন! সেই শর্য্যাতিরাজার চারি হাজার ভোগ্য স্ত্রী এবং 'সুকন্যা'-নামে পরমসুন্দরী একটী কন্যা ছিল ॥৩১॥

দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সেই সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে চ্যবনের সেই বল্মীকমৃত্তিকাস্তূপের নিকটে আগমন করিল ॥৩২॥

সখীগণবেষ্টিতা সুকন্যা তখন অতিমনোহর স্থানগুলি দেখিতে থাকিয়া এবং বৃক্ষের ফল চয়ন করিয়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

রূপ, বয়স, কাম ও মদসম্পন্না সুকন্যা ক্রমে পুষ্পসমন্বিত বন্য বৃক্ষের শাখাগুলিকে ভগ্ন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

তখন জ্ঞানী চ্যবন—সখীরহিতা, একাকিনী, একবস্ত্রা ও অলঙ্কৃতা সেই সুকন্যাকে বিচরণশীলা বিদ্যুতের ন্যায় দর্শন করিলেন ॥৩৫॥

মহাতেজা চ্যবন নির্জ্জনে তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইলেন এবং

কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃতা।
কিন্নু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাস্য লোচনে ॥৩৮॥ (বিশেষকম্)
অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্।
ততঃ শর্যাতিসৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ ॥৩৯॥
ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহদুঃখিতম্।
তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্য্যপৃচ্ছৎ স পার্থিবঃ ॥৪০॥
তপোনিত্যস্য বৃদ্ধস্য রোষণস্য বিশেষতঃ।
কেনাপকৃতমদ্যেহ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
জ্ঞাতং বা যদি বাহজ্ঞাতং তদ্দ্রুতং ব্রূত মা চিরম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

দিত্যাশয়ঃ। অতএব সা সুকন্যা অস্য চ্যবনস্যাভাষণং ন শৃণোতি স্ম। বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃতা বুদ্ধিমোহাবিষ্টা। অস্য চ্যবনস্য ॥৩৬—৩৮॥

অক্রুধ্যদিতি। পরমমন্যুমান্ অতীবদৈন্যান্বিতঃ। সমাবৃণোৎ রুদ্ধবান্ ॥৩৯॥

তত ইতি। আনাহেন মলমূত্রবন্ধেন দুঃখিতম্। তথা তদ্রূপেণৈব আগতম্ ॥৪০॥

তপ ইতি। তপ এব নিত্যং সদাতনং যস্য তস্য। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৭॥ প্রসংখ্যানান্ একযত্নেন ভূয়ঃস্বর্ণমুদ্রাদের্মাপকান্ খারীদ্রোণাদীন্ ॥৮—২৩॥ সোমস্য পীথঃ পানং তদ্বন্তৌ সোমপীথিনৌ ॥২৪॥ বীরস্থানেন বীরাসনেন ॥২৫—৩৫॥ ক্ষামকণ্ঠঃ ক্ষীণধ্বনিঃ ॥৩৬॥ অতএব সা তদ্বচনং ন শৃণোতি ॥৩৭—৩৯॥ আনাহো মলবিষ্টম্ভঃ ॥৪০—৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০১॥

তপোবলযুক্ত ব্রহ্মর্ষি সেই চ্যবন ক্ষীণস্বরে সেই কল্যাণী সুকন্যার সহিত কথা বলিয়া উঠিলেন ; কিন্তু সুকন্যা চ্যবনের সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার পর সুকন্যা উয়ীর মাটীর ভিতরে চ্যবনের চোখ দুইটা দেখিয়া, 'এটা কি রে!' এই কথা বলিয়া কৌতুক ও বুদ্ধিমোহবশতঃ কণ্টক দ্বারা চ্যবনের নয়ন বিদ্ধ করিল ॥৩৬—৩৮॥

সুকন্যা নয়ন বিদ্ধ করিলে, চ্যবন অত্যন্ত বেদনা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ; তৎপরে তিনি তপঃপ্রভাবে শর্যাতিরাজার সৈন্যগণের মল-মূত্র রুদ্ধ করিলেন ॥৩৯॥

মল-মূত্র রুদ্ধ হইলে, সৈন্যগণ আনাহরোগে পীড়িত হইয়া সেইভাবেই যাইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল ; রাজা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪০॥

"সর্ব্বদা তপস্যাকারী, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ কোপনস্বভাব মহাত্মা চ্যবনের কোন অপকার আজ এখানে কেহ করিয়াছ কি? জান বা না জান, তাহা সত্বর বল ; বিলম্ব করিও না" ॥৪১॥

তমূচুঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্।
সর্ব্বোপায়ৈর্যথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু ॥৪২॥
ততঃ স পৃথিবীপালঃ সাম্না চোগ্রেণ চ স্বয়ম্।
পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্বর্গং পর্য্যজানন্ ন চৈব তে ॥৪৩॥
আনাহার্ত্তং ততো দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমসুখার্দ্দিতম্।
পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সুকন্যেদমথাব্রবীৎ ॥৪৪॥
ময়াঽটন্ত্যেহ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমভিজ্বলৎ।
খদ্যোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাৎ ॥৪৫॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বল্মীকং শর্য্যাতিস্তূর্ণমভ্যগাৎ।
তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্ ॥৪৬॥
অযাচদথ সৈন্যার্থং প্রাঞ্জলিঃ পৃথিবীপতিঃ।
অজ্ঞানাদ্বালয়া যত্তে কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। যথাকামং যথেচ্ছম্, অধিগচ্ছতু জানাতু ॥৪২॥
তত ইতি। সাম্না কোমলবাক্যেন, উগ্রেণ রুক্ষবাক্যেন চ। তে সুহৃদঃ ॥৪৩॥
আনাহেতি। আনাহার্ত্তং মলমূত্রবন্ধরোগপীড়িতম্ ॥৪৪॥
ময়েতি। অটন্ত্যা বিচরন্ত্যা। সত্ত্বং কিমপি দ্রব্যম্ ॥৪৫॥
এতদিতি। বল্মীকম্ উয়ীকামৃত্তিকাস্তূপম্। ভার্গবং চ্যবনম্ ॥৪৬॥
অযাচদিতি। পৃথিবীপতিঃ শর্য্যাতিঃ। যৎ পীড়নম্ ॥৪৭॥

তখন সৈন্যেরা সকলেই রাজাকে বলিল—"আমরা উঁহার কোন অপকারের বিষয় জানি না; আপনি ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকারে তাহা জানুন" ॥৪২॥

তাহার পর শর্য্যাতিরাজা নিজেই কোমল ও কঠোর বাক্যে বন্ধুবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারাও জানে না (বলিল) ॥৪৩॥

তৎপরে সেই সৈন্যগণকে আনাহরোগে পীড়িত ও যাতনাগ্রস্ত এবং পিতাকেও দুঃখিত দেখিয়া সুকন্যা এই কথা বলিল—॥৪৪॥

"আমি এইখানে বিচরণ করিবার সময়ে উয়ীর মাটীর ভিতরে উজ্জ্বল একটী বস্তু দেখিয়াছিলাম এবং সেটাকে জোনাকিপোকার মত মনে করিলাম; তাই নিকটে যাইয়া উঁহা আমি বিদ্ধ করিয়াছি" ॥৪৫॥

ইহা শুনিয়া শর্য্যাতিরাজা সত্বরই সেই উয়ীর মাটীর নিকট গেলেন এবং তাহার ভিতরে তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চ্যবনকে দেখিলেন ॥৪৬॥

তাহার পর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সৈন্যগণের জন্য প্রার্থনা করিলেন যে,

ততোঽব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা।
অপমানাদহং বিদ্ধো হ্যনয়া দর্পপূর্ণয়া ॥৪৮॥
রূপৌদার্য্যসমাযুক্তাং লোভমোহবলাৎ কৃতাম্।
তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্! দুহিতরং তব!
ক্ষংস্যামীতি মহীপাল! সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ।

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় শর্যাতিরবিচারয়ন্।
দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥৫০॥
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ হ।
প্রাপ্তপ্রসাদো রাজা বৈ সসৈন্যঃ পুরমাব্রজৎ ॥৫১॥
সুকন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপমানাৎ অপমানবমজ্ঞাং কৃত্বেতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী ॥৪৮॥

রূপেতি। রূপং সৌন্দর্য্যম্ ঔদার্য্যং বংশগুণাৎ সম্ভাব্যমানং মহত্ত্বঞ্চ তাভ্যাং সমাযুক্তাম্, লোভঃ কৌতুকচরিতার্থতাপ্রবণতা মোহশ্চ মম নয়ন এব খদ্যোতভ্রমস্তাভ্যাং বলাৎ কৃতাং বলেনাবিষ্টাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

ঋষেরিতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা। অবিচারয়ন্ মুনের্বার্দ্ধক্যাদিকম্, সৈন্যপীড়াদর্শনাৎ ॥৫০॥

প্রতীতি। প্রাপ্তঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতানিবন্ধনং সৈন্যস্বাস্থ্যং যেন সঃ ॥৫১॥

সুকন্যেতি। নিয়মেন বৈধস্নানাদিনা পর্য্যচরৎ, পত্যনুসারিত্বাৎ পত্যা ইতি ভাবঃ ॥৫২॥

"মহর্ষি! বালিকা অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যে পীড়ন করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন" ॥৪৭॥

তদনন্তর ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন—"রাজা! এই দর্পিতা বালিকা অবজ্ঞা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে ॥৪৮॥

রাজা! রূপ ও উদারতাযুক্তা এবং লোভ ও মোহসমাবিষ্টা আপনার সেই কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়াই আমি ক্ষমা করিব; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি" ॥৪৯॥

লোমশ বলিলেন—"চ্যবনের উক্তি শুনিয়া শর্যাতিরাজা কোন বিবেচনা না করিয়াই সেই মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

চ্যবনও সেই কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন; রাজাও তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া সৈন্যগণের সহিত রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ॥৫১॥

অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষুরনসূয়িকা।
সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥৫৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং সুকন্যোপাখ্যানে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ত্রিদশাবশ্বিনৌ নৃপ!।
কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্ ॥১॥
তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজসুতামিব।
ঊচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবশ্বিনাবিদম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নীনামিতি। অগ্নীনাং শুশ্রূষুঃ প্রজ্বলনাদিনা, অতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষুঃ সৎকারেণ। অনসূয়িকা পরদোষাবিষ্কাররহিতা। সমারাধয়ত শুশ্রূষয়া বশীভূতমকরোৎ ॥৫৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামেকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

কস্যচিদিতি। কস্যচিৎ কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ, ত্রিদশৌ দেবৌ। কৃতাভিষেকাং কৃতস্নানাম্, অতএব বিবৃতাং বসনপরিধানাৎ প্রাগনাবৃতাঙ্গীম্ ॥১॥
তামিতি। সমভিদ্রুত্য দ্রুতমুপেত্য, ন অসত্যং মিথ্যা চিকিৎসা যয়োস্তৌ ॥২॥

এদিকে অনিন্দিতা সুকন্যাও তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা প্রীতিসহকারে সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

এইভাবে পরদোষানুসন্ধানরহিতা সুমুখী সুকন্যা অগ্নি ও অতিথিগণের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত থাকিয়া সত্বরই সেবা দ্বারা চ্যবনকে বশীভূত করিলেন" ॥৫৩॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"রাজা! তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, একদা দেবতা অশ্বিনীকুমারেরা, স্নান করিবার পরে নগ্ন অবস্থায় সেই সুকন্যাকে দর্শন করিলেন ॥১॥

দেবরাজের কন্যার ন্যায় সুদৃশ্যাঙ্গী সেই সুকন্যাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সত্বর তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥২॥

---

* '...দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '...ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ' —নি নি।

কস্য ত্বমসি বামোরু ! বনেঽস্মিন্ কিং করোষি চ ।
ইচ্ছাব ভদ্রে ! জ্ঞাতুং ত্বাং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ! ॥৩॥
ততঃ সুকন্যা সব্রীড়া তাবুবাচ সুরোত্তমৌ ।
শর্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাং মাং চ্যবনস্য চ ॥৪॥
অথাশ্বিনৌ প্রহস্যৈতামব্রূতাং পুনরেব তু ।
কথং ত্বমসি কল্যাণি ! পিত্রা দত্তা গতাধ্বনে ॥৫॥
ভ্রাজসেঽস্মিন্ বনে ভীরু ! বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ।
ন দেবেষ্বপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্যাব ভাবিনি ! ॥৬॥
অনাভরণসম্পন্না পরমাম্বরবর্জ্জিতা ।
শোভয়স্যধিকং ভদ্রে ! বনমপ্যনলঙ্কৃতা ॥৭॥
সর্ব্বাভরণসম্পন্না পরমাম্বরধারিণী ।
শোভসে ত্বনবদ্যাঙ্গি ! ন ত্বেবং মলপঙ্কিনী ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কস্যেতি। হে বামোরু ! সুন্দরোরুযুগলে ! । ইচ্ছাব আবাম্ ॥৩॥
তত ইতি। সব্রীড়া পরপুরুষদৃষ্টসর্ব্বাঙ্গত্বাৎ সলজ্জা। বিত্তং যুবাং জানীতম্ ॥৪॥
অথেতি। গতাধ্বনে অতীতযৌবনকালায়, "সাদধ্বা কালবর্ত্মনোঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৫॥
ভ্রাজস ইতি। বিদ্যুৎ তড়িৎ, সৌদামিনী তদাখ্যা স্বর্বেশ্যা চ। পশ্যাব আবাম্ ॥৬॥
অনেতি। অনাভরণসম্পন্না, অতএবানলঙ্কৃতাপি বনমধিকং শোভয়সি ॥৭॥
সর্ব্বেতি। মলপঙ্কৌ শরীরস্বেদাদিকর্দ্দমৌ অস্যাস্ত ইতি মলপঙ্কিনী ॥৮॥

"বামোরু ! তুমি কাহার ? এ বনেই বা কি কর ? ভদ্রে ! আমরা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, সুন্দরি ! তাহা বল" ॥৩॥

তাহার পর সুকন্যা লজ্জিত হইয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুইজনকে বলিলেন— "আপনারা অবগত হউন যে, আমি শর্যাতিরাজার তনয়া এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্য্যা" ॥৪॥

তৎপরে অশ্বিনীকুমারেরা হাস্য করিয়া আবারও তাঁহাকে বলিলেন—"কল্যাণি ! তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে দান করিয়াছেন কেন ?" ॥৫॥

ভীরু ! তুমি এই বনের ভিতরে বিদ্যুৎ ও সৌদামিনীনাম্নী অপ্সরার ন্যায় শোভা পাইতেছ ; ভাবিনি ! দেবতাদের মধ্যেও তোমার মত সুন্দরী আমরা দেখিতে পাই না ॥৬॥

ভদ্রে ! তোমার কোন অলঙ্কার নাই ; সুতরাং তুমি অনলঙ্কৃতা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্ররহিতা ; তথাপি তুমি এই বনটীর পরম শোভা জন্মাইতেছ ॥৭॥

কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জ্জরিতং পতিম্।
ত্বমুপাস্সে হ কল্যাণি! কামভোগবহিষ্কৃতম্ ॥৯॥
অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে চ শুচিস্মিতে!।
সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০॥
পত্যর্থং দেবগর্ভাভে! মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ।
এবমুক্তা সুকন্যাপি সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥১১॥ (বিশেষকম্)
রতাহং চ্যবনে পত্যৌ মৈবং মাং,পর্য্যশঙ্কতম্।
তাবব্রূতাং পুনস্ত্বেনামাবাং দেবভিষগ্ বরৌ ॥১২॥
যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব।
ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব বৃণীষ্বান্যতমং পতিম্।
এতেন সময়েনৈনমামন্ত্রয় পতিং শুভে! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
সা তয়োর্বচনাদ্রাজন্নুপসঙ্গম্য ভার্গবম্।
উবাচ বাক্যং যত্তাভ্যামুক্তং ভৃগুসুতং প্রতি ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কস্মাদিতি। উপাস্সে সেবসে। হশব্দঃ পাদপূরণে। হে শুচিস্মিতে! শুভ্রহাস্যে!। পত্যর্থং বরয়স্বেতি সম্বন্ধঃ। হে দেবগর্ভাভে! দেববালিকাতুল্যে! ॥৯—১১॥

রতেতি। এবং বৃদ্ধত্বাচ্চ্যবনবিরক্তাম্। সময়েন প্রতিজ্ঞয়া। পরঃ শ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥১২—১৩॥

সুন্দরি! তুমি—সমস্ত অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র ধারণ করিয়াই শোভা পাইতে পার; কিন্তু এইরূপ মল-কর্দ্দম-যুক্ত হইয়া নহে ॥৮॥

কল্যাণি! তুমি এমন সুন্দরী হইয়া—জরাজর্জ্জরিত, কামভোগশক্তিশূন্য এবং রক্ষা করিতে ও ভরণ-পোষণ করিতে অসমর্থ পতির সেবা করিতেছ কেন? শুভ্রহাসিনি! তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া পতিরূপে আমাদের একজনকে বরণ কর; দেববালিকাতুল্যে! তুমি তোমার যৌবনটীকে বৃথা করিও না।" অশ্বিনীকুমারেরা এইরূপ বলিলে, সুকন্যাও সেই দেবতা দুই জনকে এই কথা বলিলেন—॥৯—১১॥

"আমি—পতি চ্যবনের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু আপনারা আমাকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত বলিয়া মনে করিবেন না।" তখন অশ্বিনীকুমারেরা পুনরায় সুকন্যাকে কহিলেন—"কল্যাণি! আমরা দেবচিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান; সুতরাং আমরা তোমার পতিকে যুবক ও রূপবান্ করিয়া দিব; তাহার পর তিনি এবং আমরা—এই তিন জনের মধ্যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করিও; অতএব এই সর্ত্ত জানাইয়াই তোমার সেই পতিকে ডাক" ॥১২—১৩॥

তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্য্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি।
ভর্ত্রা সা সমনুজ্ঞাতা ক্রিয়তামিত্যথাব্রবীৎ ॥১৫॥
শ্রুত্বা তদাশ্বিনৌ বাক্যং তত্তস্যাঃ ক্রিয়তামিতি।
ঊচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ ॥১৬॥
ততোঽম্ভশ্চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ।
অশ্বিনাবপি তদ্রাজন্! সরঃ প্রাবিশতাং তদা ॥১৭॥
ততো মুহূর্ত্তাদুত্তীর্ণাঃ সর্ব্বে তে সরসস্তদা।
দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥১৮॥
তুল্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে বৃণীষ্বান্যতমং শুভে! ॥১৯॥
অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে! পতিত্বে বরবর্ণিনি!।
যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃণীষ্ব সুশোভনে! ॥২০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি। ভার্গবং চ্যবনং তদন্তিকমিত্যর্থঃ ॥১৪॥

তদিতি। ক্রিয়তাম্, উক্তরূপং কার্য্যমশ্বিনীকুমারাভ্যামিতি শেষঃ ॥১৫॥

শ্রুত্বেতি। তস্যাঃ সুকন্যায়াঃ। অপো জলম্ ॥১৬॥

তত ইতি। রূপার্থী যৌবনার্থী চ। প্রাবিশতাং প্রবিষ্টবন্তৌ ॥১৭॥

তত ইতি। মুহূর্ত্তাৎ পরম্। মৃষ্টকুণ্ডলাঃ পরিষ্কৃতকুণ্ডলাঃ। অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতমন্যতমং জনং পতিত্বে বৃণীষ্বেতি সম্বন্ধঃ। অভিকামা আদিতঃ কামুকী ॥১৮—২০॥

রাজা! অশ্বিনীকুমারদের সেই কথা অনুসারে সুকন্যা চ্যবনের নিকট যাইয়া—তাঁহার প্রতি তাঁহারা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন ॥১৪॥

তাহা শুনিয়া চ্যবন সুকন্যাকে বলিলেন—"অশ্বিনীকুমারেরা উক্তরূপ কার্য্যই করুন।" তখন সুকন্যা ভর্ত্তার অনুমতি পাইয়া যাইয়া অশ্বিনীকুমারদিগকে বলিলেন —"আপনারা তাহাই করুন" ॥১৫॥

তখন সুকন্যার মুখে 'করুন'—এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে বলিলেন—"তবে তোমার পতি জলে প্রবেশ করুন" ॥১৬॥

তাহার পর রূপ ও যৌবনার্থী চ্যবন সত্বরই জলে প্রবেশ করিলেন। রাজা! তখন অশ্বিনীকুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর তাঁহারা সকলেই মুহূর্ত্তকাল পরে সরোবর হইতে উঠিলেন; তখন তাঁহারা সকলেই দিব্য-রূপ-সম্পন্ন, যুবক, পরিমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী, সমান বেশ-সমন্বিত এবং মনের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। পরে

সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্।
নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্বা দেবী বব্রে স্বকং পতিম্ ॥২১॥
লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভার্য্যাং বয়ো রূপঞ্চ বাঞ্ছিতম্।
হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ ॥২২॥
যথাহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ।
কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্ ॥২৩॥
তস্মাদ্‌যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং, সোমপীথিনৌ।
মিষতো দেবরাজস্য সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি বাম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি। নিশ্চিত্য বুদ্ধ্বা যোগিযোগ্যনয়নভাবাদিনা নিশ্চয়েনাবগম্য ॥২১॥

লব্ধ্বেতি। বয়ো যৌবনম্। নাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥২২॥

যথেতি। যথা যস্মাৎ। সোমপীথিনৌ যজ্ঞে সোমপায়িনৌ। মিষতঃ পশ্যতঃ পশ্যন্তং তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ। এতেনাশ্বিনৌ পূর্ব্বমসোমপাবাস্তামিতি সূচিতম্ ॥২৩—২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কস্যচিদিতি। বিবৃতামনাচ্ছাদিতাম্ ॥১—৪॥ গতাধ্বনে অতীতবয়সে ইত্যর্থঃ ॥৫—২৩॥ "অশ্বিনৌ বৈ দেবানামসোমপাবাস্তাম্" ইতি শ্রুতং তস্যৈতদুপবৃংহণম্, তস্মাদ্‌যুবামিতি। যুবয়োরসোমপত্বং মিষতঃ পশ্যতঃ দূরীকরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০২॥

—:*:—

তাঁহারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া সুকন্যাকে বলিলেন—"কল্যাণি! তুমি আমাদের মধ্যে তোমার অভীষ্ট কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর, অথবা ভদ্রে! বরবর্ণিনি! সুন্দরি! যাঁহার উপরে তোমার পূর্ব্ব হইতেই অভিলাষ আছে, তাঁহাকেই বরণ কর" ॥১৮—২০॥

তখন সুকন্যাদেবী তাঁহাদের সকলকেই সমানরূপধারণপূর্ব্বক থাকিতে দেখিয়া মনে মনে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া আপন পতিকেই বরণ করিলেন ॥২১॥

তাহার পর মহাতেজা চ্যবন ভার্য্যা, অভীষ্ট বয়স ও রূপ লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই কথা বলিলেন—॥২২॥

"আমি বৃদ্ধ ছিলাম, তথাপি আপনারা যখন আমাকে যুবা ও রূপবান্ করিলেন এবং আমি এই ভার্য্যাটী লাভ করিলাম; তখন আমিও প্রণয়বশতঃ দেবরাজের সাক্ষাতেই আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব; ইহা আপনাদিগকে সত্য বলিলাম" ॥২৩—২৪॥

---

(২১)···নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা—বা ব কা নি।

তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ দিবং তৌ প্রতি জগ্মতুঃ।
চ্যবনশ্চ সুকন্যা চ সুরাবিব বিজহ্রতুঃ ॥২৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং সুকন্যোপাখ্যানে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।
ততঃ শুশ্রাব শর্য্যাতির্ব্বয়স্থং চ্যবনং কৃতম্।
সংহৃষ্টঃ সেনয়া সার্দ্ধমুপায়াদ্ভার্গবাশ্রমম্ ॥১॥
চ্যবনঞ্চ সুকন্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবসুতাবিব।
রেমে সভার্য্যঃ শর্য্যাতিঃ কৃৎস্নাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তৌ অশ্বিনৌ। সুরশ্চ সুরী চ সুরৌ দেবদেব্যাবিবেত্যর্থঃ ॥২৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। বয়স্থং তরুণম্, "বয়স্থস্তরুণো যুবা" ইত্যমরঃ ॥১॥
চ্যবনমিতি। দেবস্য সুতশ্চ সুতা চ দেবসুতৌ। রেমে আননন্দ ॥২॥

তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের দিকে চলিয়া গেলেন; এদিকে চ্যবন এবং সুকন্যাও দেব-দেবীর ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন" ॥২৫॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর শর্য্যাতিরাজা শুনিলেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে যুবা করিয়াছেন; ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া সৈন্যগণের সহিত চ্যবনের আশ্রমে গমন করিলেন ॥১॥

শর্য্যাতিরাজা ভার্য্যার সহিত যাইয়া চ্যবনকে ও সুকন্যাকে দেবতার পুত্র-কন্যার ন্যায় দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব পাইয়াই যেন আনন্দ লাভ করিলেন ॥২॥

* '…ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '…চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ' —পি নি।

ঋষিণা সৎকৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ।
উপোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥৩॥
অথৈনং ভার্গবো রাজন্নুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানুপকল্পয় ॥৪॥
ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্যাতিরবনীপতিঃ।
চ্যবনস্য মহারাজ! তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥৫॥
প্রশস্তেঽহনি যজ্ঞীয়ে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমৎ।
কারয়ামাস শর্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥৬॥
তত্রৈনং চ্যবনো রাজন্! যাজয়ামাস ভার্গবঃ।
অদ্ভুতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি নিবোধ মে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিণেতি। উপ সমীপে, কল্যাণীর্মঙ্গলময়ীঃ, কথা আলাপান্ ॥৩॥
অথেতি। পরিসান্ত্বয়ন্ অনুনয়ন্। সম্ভারান্ যজ্ঞোপযোগিদ্রব্যাণি ॥৪॥
তত ইতি। প্রত্যপূজয়ৎ অঙ্গীকারেণাদৃতবান্ ॥৫॥
প্রশস্ত ইতি। কাম্যন্ত ইতি কামা অভীষ্টদ্রব্যাণি। যজ্ঞায়তনং যজ্ঞশালাম্ ॥৬॥
তত্রেতি। এনং শর্যাতিম্। অদ্ভুতানি আশ্চর্য্যব্যাপারাঃ। নিবোধ শৃণু ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। বয়স্থং যুবানম্, "যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চরথায় চক্রথু"রিতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ। চ্যবানং চ্যবনম্, চরথায় ধর্ম্মাচরণার্থম্ ॥১—৩॥ সম্ভারান্ যজ্ঞোপকরণানি ॥ ৪—৭॥

তখন চ্যবন তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিলে, শর্যাতিরাজা ভার্য্যার সহিত নিকটে বসিয়া মঙ্গলকর ও মনোহর আলাপ করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির! তাহার পর চ্যবন অনুনয় করিয়া শর্যাতিরাজাকে বলিলেন—"রাজা! আমি আপনাকে যজ্ঞ করাইব, আপনি তাহার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন" ॥৪॥

মহারাজ! তদনন্তর শর্যাতিরাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চ্যবনের সেই বাক্যের সমাদর করিলেন ॥৫॥

তৎপরে শর্যাতিরাজা যজ্ঞের প্রশস্ত দিনে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন উত্তম যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করাইলেন ॥৬॥

রাজা! ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই যজ্ঞশালায় শর্যাতিরাজাকে যজ্ঞ করাইতে লাগিলেন; তাহাতে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭॥

অগৃহ্লাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দ্দেবয়োস্তদা।
তমিন্দ্রো বারয়ামাস গৃহ্লানং স তয়োর্গ্রহম্ ॥৮॥

ইন্দ্র উবাচ।

উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্ম্মণা তেন নার্হতঃ ॥৯॥

চ্যবন উবাচ।

মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্! বৃন্দারকমিবাজরম্ ॥১০॥
ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ সবম্।
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র! দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর! ॥১১॥

ইন্দ্র উবাচ।

চিকিৎসকৌ কর্ম্মকরৌ কামরূপসমন্বিতৌ।
লোকে চরন্তৌ মর্ত্ত্যানাং কথং সোমমিহার্হতঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অগৃহ্লাদিতি। অশ্বিনোরর্থে। গৃহ্যতে অনেনেতি গ্রহঃ সোমপাত্রম্, তম্ ॥৮॥
উভাবিতি। নাসত্যাবশ্বিনৌ। ভিষজৌ চিকিৎসকমাত্রৌ ন পুনর্দ্দেবাবিতি ভাবঃ ॥৯॥
মহেতি। রূপদ্রবিণবত্তরৌ প্রাধান্যেন সৌন্দর্য্যধনবন্তৌ। বৃন্দারকং দেবম্ ॥১০॥
ঋত ইতি। সবং যজ্ঞং যজ্ঞীয়সোমমিত্যর্থঃ। দেবৌ বিদ্ধি, অতঃ সোমমর্হতঃ ॥১১॥
চিকিৎসকাবিতি। কামরূপসমন্বিতৌ, মায়ামাত্রেণ ন পুনর্দ্দেবত্বেনেত্যাশয়ঃ ॥১২॥

চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের জন্য সোমরস লইবার সঙ্কল্প করিলেন, এমন কি তিনি তাঁহাদিগকে দিবার জন্য সোমপাত্র গ্রহণই করিলেন; তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—"ঋষি! আমার ধারণা এই যে, এই অশ্বিনীকুমারেরা দুই-জনই সোমরস পাইতে পারেন না। কারণ, ইঁহারা স্বর্গে দেবগণের চিকিৎসক-মাত্র; সুতরাং সেই কার্য্যবশতই সোমরস পাইতে পারেন না" ॥৯॥

চ্যবন বলিলেন—"দেবরাজ! ইঁহারা অত্যন্ত উৎসাহী ও মহাত্মা এবং বিশেষ রূপবান্ ও ধনবান্; বিশেষতঃ, যাঁহারা আমাকে দেবতার ন্যায় জরা-বিহীন করিয়াছেন ॥১০॥

অতএব দেবরাজ! আপনি বা অন্যান্য দেবতা ব্যতীত ইঁহারা কেন যজ্ঞীয় সোমরস পাইবেন না। পুরন্দর! আপনি এই অশ্বিনীকুমার দুইজনকে দেবতা বলিয়াই জানুন" ॥১১॥

লোমশ উবাচ।

এতদেব যদা বাক্যমাম্রেড়য়তি দেবরাট্।
অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩॥
গ্রহীষ্যন্তস্তু তং সোমমশ্বিনোরুত্তমং তদা।
সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪॥
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রহীষ্যসি যদি স্বয়ম্।
বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্ ॥১৫॥
এবমুক্তঃ স্ময়ন্নিন্দ্রমভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামুত্তমং গ্রহম্ ॥১৬॥
ততোঽস্মৈ প্রাহরদ্বজ্রং ঘোররূপং শচীপতিঃ।
অস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

এতদিতি। আম্রেড়য়তি দ্বিস্ত্রির্বদতি, "আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্তম্" ইত্যমরঃ ॥১৩॥
গ্রহীষ্যন্তমিতি। অশ্বিনোরর্থে। বলভিৎ ইন্দ্রঃ ॥১৪॥
আভ্যামিতি। আভ্যাম্ অনয়োরশ্বিনোঃ অর্থায় প্রয়োজনায় ॥১৫॥
এবমিতি। স্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্। সোমং সোমাধারভূতম্, গ্রহং পাত্রম্ ॥১৬॥
তত ইতি। প্রাহরৎ প্রহর্ত্তুমুদযচ্ছৎ। স্তম্ভয়ামাস চ্যবন ইতি শেষঃ ॥১৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—"ঋষি! ইঁহারা দেবগণের চিকিৎসক ও কার্য্যকারী এবং মায়া করিয়া কামরূপী হন, বিশেষতঃ মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করেন; সুতরাং ইঁহারা কি করিয়া সোমরস পাইতে পারেন?" ॥১২॥

লোমশ বলিলেন—"দেবরাজ যখন এই কথাই দুই তিন বার বলিলেন, তখন চ্যবন তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সোমপাত্র গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৩॥

চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের জন্য উত্তম সোমরস গ্রহণই করিবেন, ইহা দেখিয়া তখন দেবরাজ এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

"তুমি যদি অশ্বিনীকুমারদের জন্য নিজেই সোমরস গ্রহণ কর, তবে তোমার উপরে দারুণ ও শ্রেষ্ঠ বজ্র প্রহার করিব" ॥১৫॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, চ্যবন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অশ্বিনীকুমারদের জন্য যথাবিধানে উত্তম সোমপাত্র গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর ইন্দ্র চ্যবনের উপরে ভয়ঙ্কর বজ্র প্রহার করিবার উদ্যম করিলেন; উদ্যম করিবামাত্র চ্যবন তাঁহার বাহু সর্ব্বপ্রকারে স্তব্ধ করিলেন ॥১৭॥

তং স্তম্ভয়িত্বা চ্যবনো জুহুবে মন্ত্রতোঽনলম্ ।
কৃত্যার্থী সুমহাতেজা দেবং হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥১৮॥
ততঃ কৃত্যাথ সংজজ্ঞে মুনেস্তস্য তপোবলাৎ ।
মদো নাম মহাবীর্য্যো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥১৯॥
শরীরং যস্য নির্দ্দেষ্টুমশক্যন্তু সুরাসুরৈঃ ।
তস্যাস্যমভবদ্‌ঘোরং তীক্ষ্ণাগ্রদশনং মহৎ ॥২০॥
হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা ।
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্ ॥২১॥
ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ ।
প্রাসাদশিখরাকারাঃ শূলাগ্রসমদর্শনাঃ ॥২২॥
বাহূ পর্ব্বতসঙ্কাশাবায়তাবযুতং সমৌ ।
নেত্রে রবিশশিপ্রখ্যে বক্তুং কালাগ্নিসন্নিভম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মন্ত্রতো মন্ত্রং পঠিত্বা। কৃত্যার্থী মারণদেবতোৎপাদনার্থী ॥১৮॥
তত ইতি। কৃত্যা কাচিন্মারণদেবতা, "কৃত্যা ক্রিয়াদেবতয়োঃ" ইত্যমরঃ ॥১৯॥
শরীরমিতি। আস্যং বদনম্, তীক্ষ্ণাগ্রা দশনা দন্তা যত্র তৎ ॥২০॥
হনুরিতি। হনুরোষ্ঠ ইত্যর্থঃ, দিবম্ আকাশম্। আয়তা দীর্ঘাঃ, দংষ্ট্রা দন্তাঃ ॥২১॥
ইতর ইতি। দশনা দন্তাঃ। প্রাসাদশিখরাকারা দেবমন্দিরচূড়াতুল্যাঃ ॥২২॥
বাহূ ইতি। অযুতম্ অযুতযোজনম্, সমৌ সমানপরিমাণৌ ॥২৩॥

অতিমহাতেজা চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তব্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য কোন মারণদেবতা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর চ্যবনমুনির তপস্যার প্রভাবে মহাসুরের ন্যায় মহাবীর ও বৃহৎকায় 'মদ'-নামে একটা মারণদেবতা জন্মিল ॥১৯॥

দেবগণ ও দানবগণ যাহার শরীরের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। তাহার মুখখানা বিশাল ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং তাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণাগ্র ছিল ॥২০॥

তাহার একটা ওষ্ঠ ভূতলে ছিল, আর একটা আকাশে উঠিয়াছিল এবং সম্মুখের চারিটা দাঁত শত শত যোজন দীর্ঘ ছিল ॥২১॥

তাহার অপর দন্ত সকল দশযোজন দীর্ঘ, মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ক্রমিক সরু এবং শূলাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল ॥২২॥

আর তাহার পর্ব্বততুল্য বাহুযুগল সমান ও অযুতযোজন দীর্ঘ, নয়নযুগল

লেলিহন্ জিহ্বয়া বক্ত্রং বিদ্যুচ্চপললোলয়া।
ব্যাত্তাননো ঘোরদৃষ্টির্গ্রসন্নিব জগদ্বলাৎ ॥২৪॥
স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ।
মহতা ঘোররূপেণ লোকান্ শব্দেন নাদয়ন্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ শতক্রতুঃ।
আয়ান্তং ভক্ষয়িষ্যন্তং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥২৬॥
ভয়াৎ সংস্তম্ভিতভুজঃ সৃক্কণী লেলিহন্মুহুঃ।
ততোঽব্রবীদ্দেবরাজশ্চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব!।
ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্বচো বিপ্র! প্রসীদ মে ॥২৮॥
ন তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বেষ পরো বিধিঃ।
জানামি চাহং বিপ্রর্ষে! ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি।
সোমার্হাবশ্বিনাবেতৌ যথৈবাদ্য কৃতৌ ত্বয়া ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

লেলিহন্নিতি। অত্র নকারলোপসম্ভবে তকারলোপ আর্ষঃ। বিদ্যুদিব চপলা চঞ্চলা লোলা লম্বিতা চ তয়া। ব্যাত্তাননো বিবৃতমুখঃ। শতক্রতুমিন্দ্রম্ ॥২৪—২৫॥

তমিতি। মদং তদাখ্যমসুরম্। সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ম্ ॥২৬—২৭॥

সোমেতি। সোমার্হৌ যজ্ঞীয়সোমপ্রাপ্তিযোগ্যৌ। হে ভার্গব! চ্যবন! ॥২৮॥

চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মুখের ভিতরটা প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ছিল ॥২৩॥

সেই ঘোরদর্শন অসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ও লম্বিত জিহ্বাদ্বারা মুখ লেহন করিতে থাকিয়া, বিশাল ও ভয়ঙ্কর শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ গ্রাসেই যেন প্রবৃত্ত হইয়া, হাঁ করিয়া, ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥২৪—২৫॥

প্রকটিত মুখ যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মুখ সেই মদাসুর ভক্ষণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া স্তম্ভিতবাহু দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, বার বার ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিয়া ভয়বশতঃ চ্যবনকে বলিলেন—॥২৬—২৭॥

"ভৃগুনন্দন! আজ হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা যজ্ঞে সোমভাগী হইবেন; এই কথা ধ্রুব সত্য; অতএব ব্রাহ্মণ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২৮॥"

(২৫) শ্লোকাৎ পরম্ '…চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। লোমশ উবাচ।'—বা ধ কা,. '…পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। লোমশ উবাচ।'—পি নি।

ভূয় এব তু তে বীর্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব !।
সুকন্যায়াঃ পিতুশ্চাস্য লোকে কীর্ত্তিঃ প্রথেদিতি ॥৩০॥
অতো ময়ৈতদ্বিহিতং তব বীর্য্যপ্রকাশনম্।
তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং যথেচ্ছসি ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
এবমুক্তস্য শক্রেণ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
স মন্যুর্ব্যগমচ্ছীঘ্রং মুমোচ চ পুরন্দরম্ ॥৩২॥
মদঞ্চ ব্যভজদ্রাজন্! পানে স্ত্রীষু চ বীর্য্যবান্।
অক্ষেষু মৃগয়ায়াঞ্চ পূর্ব্বসৃষ্টং পুনঃ পুনঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। সমারম্ভো মদসৃষ্টিঃ। পরো বিধিঃ উত্তমা সৃষ্টিঃ। বহ্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

ভূয় ইতি। বীর্য্যং তপঃপ্রভাবঃ। প্রথেৎ বিস্তৃতা ভবেৎ ॥৩০—৩১॥

এবমিতি। মন্যুঃ ইন্দ্রং প্রতি ক্রোধঃ। মুমোচ বাহুস্তম্ভাৎ ॥৩২॥

মদমিতি। ব্যভজৎ বিভজ্য নিহিতবান্। পানে সুরায়াঃ। অক্ষেষু দ্যূতক্রীড়াসু। অনর্থকারিণঃ খলু পানাদয়ঃ, তদ্বর্জনায় চ মদাশ্রয়ীকরণম্, অতএব চ মদসৃষ্টিঃ পরো বিধিরিত্যাশয়ঃ। পুনঃ পুনরিত্যনেন পানাদিষু মদাধিক্যং প্রদর্শিতম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গ্রহং সোমস্য, গৃহ্লাণং তয়োরর্থে ॥৮—১০॥ সবং সোমম্ ॥১১—১২॥ আম্রেড়য়তি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি ॥১৩—২৬॥ সৃক্কণী গলগর্ভৌ ॥২৭—৩২॥ মদঞ্চেতি। সুরাপান-স্ত্রী-দ্যূত-

---

ব্রহ্মর্ষি! আপনার এই মদসৃষ্টি যেন মিথ্যা হয় না, বরং ইহা প্রধান কার্য্যে পরিণত হউক। আমিও জানি যে, আপনি আজ যেমন এই অশ্বিনীকুমারদিগকে যথার্থই সোমরসভাগী করিলেন, তেমন এই মদকেও মিথ্যা করিবেন না, (যথার্থই করিবেন) ॥২৯॥

ভৃগুনন্দন! আপনার তপস্যার প্রভাব অধিক পরিমাণেই প্রকাশিত হউক এবং সুকন্যার পিতা শর্য্যাতিরাজার কীর্ত্তিও জগতে বিস্তৃতি লাভ করুক; এইরূপ ভাবিয়াই আমি এইভাবে আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন; এবং আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, মদ তেমনই হউক" ॥৩০—৩১॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, মহাত্মা চ্যবনের ক্রোধ সত্বরই তিরোহিত হইল এবং তিনি ইন্দ্রকে (বাহুস্তম্ভ হইতে) ছাড়িয়া দিলেন ॥৩২॥

রাজা! তাহার পর তপঃপ্রভাবশালী চ্যবন পূর্ব্বসৃষ্ট মদকে বিভক্ত করিয়া সুরাপান, স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া ও মৃগয়াতে বার বার স্থাপিত করিলেন ॥৩৩॥

তথা মদং বিনিক্ষিপ্য শক্রং সন্তর্প্য চেন্দুনা।
অশ্বিভ্যাং সহিতান্ দেবান্ যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্ ॥৩৪॥
বিখ্যাপ্য বীর্য্যং লোকেষু সর্ব্বেষু বদতাং বরঃ।
সুকন্যয়া সহারণ্যে বিজহারানুকূলয়া ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
তস্যৈতদ্দ্বিজসংঘুষ্টং সরো রাজন্! প্রকাশতে।
অত্র ত্বং সহ সোদর্য্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয় ॥৩৬॥
এতদ্দৃষ্ট্বা মহীপাল! সিকতাক্ষঞ্চ ভারত!।
সৈন্ধবারণ্যমাসাদ্য কুল্যানাং কুরু দর্শনম্ ॥৩৭॥
পুষ্করেষু মহারাজ! সর্ব্বেষু চ জলং স্পৃশন্।
স্থাণোর্মন্ত্রাণি চ জপন্ সিদ্ধিং যাস্যসি ভারত! ॥৩৮॥
সন্ধির্দ্বয়োর্নরশ্রেষ্ঠ! ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
অয়ং হি দৃশ্যতে পার্থ! সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। ইন্দুনা সোমেন, অশ্বিভ্যাং সহিতান্ দেবান্ শক্রঞ্চ সন্তর্প্যেতি সম্বন্ধঃ। নৃপং শর্য্যাতিম্। বিখ্যাপ্য প্রচার্য্য, বীর্য্যমাত্মনস্তপঃপ্রভাবম্ ॥৩৪—৩৫॥

তস্যেতি। দ্বিজসংঘুষ্টং পক্ষিশব্দশব্দিতম্। সোদর্য্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ ॥৩৬॥

এতদিতি। সিকতাক্ষং নাম তীর্থম্। কুল্যানাং ক্ষুদ্রকৃত্রিমসরিতাম্ ॥৩৭॥

পুষ্করেষ্বিতি। পুষ্করেষু প্রাগুক্ততন্নামকতীর্থেষু। স্থাণোঃ শিবস্য ॥৩৮॥

বাগ্মিপ্রবর চ্যবন মদকে সেইভাবে স্থাপিত করিয়া, সোমদ্বারা অশ্বিনীকুমারদের সহিত দেবগণকে এবং ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া, শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত জগতে আপন প্রভাব প্রচারিত করিয়া, অনুকূলা ভার্য্যা সুকন্যার সহিত বনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা! সেই চ্যবনমুনির সরোবর এই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে পক্ষিগণ রব করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি ভ্রাতাদের সহিত ইহাতে পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ কর ॥৩৬॥

ভরতনন্দন রাজা! এই সরোবর ও সিকতাক্ষতীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে যাইয়া ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীগুলিকে দর্শন কর ॥৩৭॥

ভরতনন্দন মহারাজ! সকল পুষ্করতীর্থের জলে স্নান এবং শিবের মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥৩৮॥

নরশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে উৎপন্ন সর্ব্বপাপনাশক এই সেই বৈদূর্য্যপর্ব্বত দেখা যাইতেছে ॥৩৯॥

আর্চ্চীকপর্ব্বতশ্চৈব নিবাসো বৈ মনীষিণাম্ ।
সদাফলঃ সদাস্রোতো মরুতাং স্থানমুত্তমম্ ॥৪০॥
চৈত্যাশ্চৈতে বহুবিধাস্ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির ! ।
এতচ্চন্দ্রমসস্তীর্থমৃষয়ঃ পর্য্যুপাসতে ।
বৈখানসা বালখিল্যাঃ পাবকা বায়ুভোজনাঃ ॥৪১॥
শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ ।
সর্ব্বাণ্যনুপরিক্রম্য যথাকামমুপস্পৃশ ॥৪২॥
শান্তনুশ্চাত্র রাজেন্দ্র ! শুনকশ্চ নরাধিপঃ ।
নরনারায়ণৌ চোভৌ স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সন্ধিরিতি । সন্ধিঃ সন্ধিকালোৎপন্নঃ প্রাগুক্তো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ ॥৩৯॥
আর্চ্চীকেতি । সদা ফলানি যত্র সঃ । সদাস্রোতো যত্র তৎ ॥৪০॥
চৈত্যা ইতি । চৈত্যা যজ্ঞায়তনানি । পাবকা অগ্নিতুল্যাঃ । ষট্পাদমিদং পদ্যম্ ॥৪১॥
শৃঙ্গাণীতি । শৃঙ্গাণি উক্তার্চ্চীকপর্ব্বতস্যেত্যর্থঃ । উপস্পৃশ স্নাহি ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

মৃগয়া-ব্যসনানি, মদকরত্বাৎ ত্যাজ্যানীতি ভাবঃ ॥৩৩—৩৮॥ সন্ধির্দ্বয়োরিতি । সম্প্রতি কলি-দ্বাপরসন্ধাবপ্যত্র তীর্থে ত্রেতাদ্বাপরসন্ধিতুল্যঃ কালোঽস্তি, অত্র স্নাতানাং কলিস্পর্শো নাস্তীতি ভাবঃ ॥৩৯॥ সদাস্রোতঃ সদাপ্রবাহযুক্তম্ ॥৪০॥ পাবকা ইব দীপ্যমানাঃ পাবকাঃ ॥৪১॥ ত্রীণি শৃঙ্গাণীতি । প্রাগ্ব্যাখ্যাতরীত্যা ত্রিকোণং বারাণসীক্ষেত্রম্, ত্রীণি প্রস্রবণানীতি চ প্রয়াগম্ । এতানি সর্ব্বাণ্যনু পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য যথাকামমিহ স্নাহি । যথাকামমিত্যনেন কাশী-প্রয়াগসেবিনাং চন্দ্রতীর্থসেবনমৈচ্ছিকমিতরেষামিত্যাবশ্যকমিতি ভাবঃ । গৌড়াস্তু—"ত্রীণি শৃঙ্গাণি শুভ্রাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ । পুষ্করাণ্যাদিসিদ্ধানি ন বিদ্মস্তত্র কারণম্ ॥" ইতি শ্লোকমত্রাপি

জ্ঞানিগণের বাসস্থান আর্চ্চীকপর্ব্বত এবং দেবগণের উত্তম স্থানও দেখা যাইতেছে; এখানে সর্ব্বদাই ফল পাওয়া যায় এবং সর্ব্বদাই স্রোত বহিয়া থাকে ॥৪০॥

যুধিষ্ঠির ! এই দেবগণের নানাবিধ যজ্ঞস্থান এবং এই চন্দ্রের তীর্থ; অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং বায়ুভোজী বনবাসী বালখিল্য ঋষিরা এই চন্দ্রতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন ॥৪১॥

আর্চ্চীকপর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গ ও তিনটী প্রস্রবণ আছে; তুমি ইচ্ছানুসারে সেই সকলগুলিতে বিচরণ করিয়া স্নান কর ॥৪২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এখানে শান্তনু ও শুনকরাজা এবং নরনারায়ণ ঋষি (স্নান করিয়া) সনাতন স্থান লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ ।
আর্চ্চীকপর্ব্বতে তেপুস্তান্ যজস্ব যুধিষ্ঠির ! ॥৪৪॥
ইহ তে বৈ চরূন্ প্রাশন্নৃষয়শ্চ বিশাংপতে ! ।
যমুনা চাক্ষয়স্রোতাঃ কৃষ্ণশ্চেহ তপোরতঃ ॥৪৫॥
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ কৃষ্ণা চামিত্রকর্ষণ ! ।
সর্ব্বে চাত্র গমিষ্যামস্ত্বয়ৈব সহ পাণ্ডব ! ॥৪৬॥
এতৎ প্রস্রবণং পুণ্যমিন্দ্রস্য মনুজেশ্বর ! ।
যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোর্দ্ধমাগতাঃ ॥৪৭॥
ইহ তেঽপ্যবসন্ রাজন্ ! ক্ষান্তাঃ পরমধর্ম্মিণঃ ।
মৈত্রাণামৃজুবুদ্ধীনাময়ং গিরিবরঃ শুভঃ ॥৪৮॥
এষা সা যমুনা রাজন্ ! মহর্ষিগণসেবিতা ।
নানাযজ্ঞচিতা রাজন্ ! পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

শান্তনুরিতি । নরনারায়ণৌ ঋষী । সনাতনং স্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥৪৩॥
ইহেতি । নিত্যং শেরতে অবতিষ্ঠন্ত ইতি নিত্যশয়াঃ । তেপুস্তপশ্চক্রুঃ ॥৪৪॥
ইহেতি । প্রাশন্ ভুক্তবন্তঃ । যমুনা বর্ত্ততে । তপোরত আসীৎ ॥৪৫॥
যমাবিতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । সর্ব্বে বয়ম্ ॥৪৬॥
এতদিতি । ঊর্দ্ধম্ ঊর্দ্ধবর্ত্তিনং স্বস্বলোকম্, আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥৪৭॥
ইহেতি । ক্ষান্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ । মৈত্রাণাং মিত্রমুনিবংশ্যানাম্ ॥৪৮॥

দেবগণ ও পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই আর্চ্চীকপর্ব্বতেই সর্ব্বদা থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; অতএব যুধিষ্ঠির! তুমি তাঁহাদের পূজা কর ॥৪৪॥

নরনাথ! এইখানেই সেই দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই অক্ষয়স্রোতা যমুনা, ইহার তীরেই কৃষ্ণ তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

শত্রুনাশন পাণ্ডুনন্দন! ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলে তোমার সহিতই এই সকল স্থানে যাইব ॥৪৬॥

রাজা! এই ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ; যেখানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ (তপস্যা করিয়া) ঊর্দ্ধবর্ত্তী আপন আপন লোকে গমন করিয়াছেন ॥৪৭॥

রাজা! ক্ষমাশীল ও পরমধার্ম্মিক সেই ধাতাপ্রভৃতিও এখানে বাস করিয়াছিলেন। সরলবুদ্ধি মিত্রবংশীয়গণের এই মঙ্গলময় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ॥৪৮॥

অত্র রাজা মহেষ্বাসো মান্ধাতাঽযজত স্বয়ম্ ।
সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয় ! সোমকো দদতাং বরঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সুকন্যোপাখ্যানে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মান্ধাতা রাজশার্দ্দূলস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।
কথং জাতো মহাব্রহ্মন্ ! যৌবনাশ্বো নৃপোত্তমঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এষেতি । নানাযজ্ঞৈশ্চিতা ব্যাপ্তা ॥৪৯॥

অত্রেতি । মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ । এষামাখ্যানং পরস্তাদ্বক্ষ্যতি ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

মান্ধাতেতি । হে মহাব্রহ্মন্ ! শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ !, যৌবনাশ্বো যুবনাশ্বপুত্রঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

পঠন্তি, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ । অত্র পাঠস্ত কাশ্যাদিস্থত্যা পূর্ব্বোক্তার্থস্য দৃঢ়ীকারার্থঃ ॥৪২—৪৩॥ নিত্যশয়া—নিত্যং শয়ানাঃ সন্নিহিতা ইত্যর্থঃ । তেপুস্তপশ্চক্রুঃ ॥৪৪—৪৯॥ সাহদেবিঃ সৃঞ্জয়পুত্রস্য পুত্রঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৩॥

রাজা ! মহর্ষিগণসেবিতা এই যমুনা নদী ; ইহার তীরে নানাবিধ যজ্ঞ হইয়াছিল ; সুতরাং এই নদী পুণ্য জন্মায় এবং পাপভয় নষ্ট করে ॥৪৯॥

কুন্তীনন্দন ! এইখানে মহাধনুর্দ্ধর রাজা স্বয়ং মান্ধাতা, সহদেবরাজার পুত্র এবং দাতৃশ্রেষ্ঠ সোমকরাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন” ॥৫০॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ত্রিভুবনবিখ্যাত রাজশ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতও নৃপপ্রধান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা কি প্রকারে জন্মিয়াছিলেন ? ॥১॥

---

* ‘...পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ’—বা ব ক।, ‘...ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ’—পি নি ।

কথঞ্চৈনাং পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতদ্যুতিঃ।
যস্য লোকাস্ত্রয়ো বশ্যা বিষ্ণোরিব মহাত্মনঃ ॥২॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং তস্য ধীমতঃ।
সত্যকীর্ত্তের্হি মান্ধাতুঃ কথ্যমানং ত্বয়াঽনঘ! ॥৩॥
যথা মান্ধাতৃশব্দশ্চ তস্য শক্রসমদ্যুতেঃ।
জন্ম চাপ্রতিবীর্য্যস্য কুশলো হ্যসি ভাষিতুম্ ॥৪॥

লোমশ উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্! রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
যথা মান্ধাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিগীয়তে ॥৫॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
সোঽযজৎ পৃথিবীপাল! ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। পরাং কাষ্ঠাম্ উৎকর্ষস্য চরমামবস্থাম্, অমিতদ্যুতির্মান্ধাতা ॥২॥
এতদিতি। সত্যকীর্ত্তেরনারোপিতযশসঃ। লোকা হি প্রভোর্মিথ্যাপি যশো ব্রুবন্তি ॥৩॥
যথেতি। মান্ধাতৃশব্দো মান্ধাতেতি নাম, যথাঽভবৎ। কুশলো দক্ষঃ ॥৪॥
শৃণুষ্বেতি। অবহিতঃ শ্রবণে কৃতমনোযোগঃ। তস্য মান্ধাতুঃ ॥৫॥
ইক্ষ্বাকিতি। মহীপতিরাসীদিতি শেষঃ। অযজৎ দেবান্ পূজিতবান্ ॥৬॥

এবং সেই অসাধারণ তেজস্বী কি করিয়াই বা সেইরূপ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন? সমস্ত ত্রিভুবন বিষ্ণুরই মত যে মহাত্মার বশীভূত হইয়াছিল ॥২॥

নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি! জ্ঞানবান্ ও সত্যকীর্ত্তি সেই মান্ধাতার চরিত্র আপনি বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী ও অসাধারণ বলবান্ সেই রাজার যেভাবে 'মান্ধাতা'-নাম ও জন্ম হইয়াছিল, তাহা আপনি বলুন। কারণ, আপনি ইতিহাস বলিতে বড়ই নিপুণ" ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা! যাহাতে সেই মহাত্মার 'মান্ধাতা'-নাম জগতে কীর্ত্তন করে, তাহা তুমি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর ॥৫॥

রাজা! ইক্ষ্বাকুবংশোৎপন্ন 'যুবনাশ্ব'-নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥

(৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ প্রাপ্য ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
অন্যৈশ্চ ক্রতুভিঃ পুণ্যৈরযজৎ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥
অনপত্যস্তু রাজর্ষিঃ স মহাত্মা মহাব্রতঃ।
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সংযোজ্যাত্মানমাত্মবান্ ॥৮॥
স কদাচিন্নৃপো রাজন্নুপবাসেন দুঃখিতঃ।
পিপাসাশুষ্কহৃদয়ঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভৃগোঃ ॥৯॥
তামেব রাত্রিং রাজেন্দ্র! মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ।
ইষ্টিঞ্চকার সৌদ্যুম্নের্মহর্ষিঃ পুত্রকারণাৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। প্রাপ্য অনুষ্ঠায়। স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥

অনপত্য ইতি। মহাব্রতো দৃঢ়ভাবেন শাস্ত্রোক্তনিয়মশালী। বনমেব নিত্যং সর্ব্বদাধিষ্ঠেয়ং যস্য সঃ। আত্মবান্ যোগসাধনে যত্নবান্, আত্মানং স্বজীবম্, সংযোজ্য পরমাত্মনি আধায়, "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ" ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

স ইতি। স যুবনাশ্বঃ। ভৃগোর্ভৃগুপুত্রস্য চ্যবনস্য ॥৯॥

তামিতি। ইষ্টিং যাগম্। সৌদ্যুম্নেঃ সুদ্যুম্নপুত্রস্য যুবনাশ্বস্য ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

মান্ধাতেতি। যৌবনাশ্বো যুবনাশ্বপুত্রঃ ॥১॥ পরাং কাষ্ঠাং স্বর্গিষ্বেব শ্রেষ্ঠং স্থানম্ ॥২—৭॥ আত্মানং চিত্তম্, আত্মবান্ জিতচিত্তঃ, সংযোজ্যেষ্টদেবতয়া ঐক্যং নীত্বা ॥৮—৯॥ সৌদ্যুম্নেঃ

সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব বহুতর অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত পুণ্যজনক আরও অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৭॥

মহাত্মা ও মহাব্রতপরায়ণ সেই রাজর্ষি যুবনাশ্ব নিঃসন্তান ছিলেন; তাই তিনি মন্ত্রিগণের উপরে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, বনে যাইয়া, যোগসাধনে যত্নবান্ হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানে পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

রাজা! কোন সময়ে সেই যুবনাশ্ব উপবাসে ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চ্যবনের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এদিকে মহাত্মা ও মহর্ষি চ্যবন সেই যুবনাশ্বরাজারই পুত্রের জন্য সেই রাত্রিতেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

(৮)⋯সুমহাত্মা মহাতপাঃ—পি।

সম্ভৃতো মন্ত্রপূতেন বারিণা কলসো মহান্।
তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র! পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ ॥১১॥
যৎ প্রাশ্য প্রসবেত্তস্য পত্নী শক্রসমং সুতম্।
তং ন্যস্য বেদ্যাং কলসং সুষুপুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১২॥
রাত্রিজাগরণশ্রান্তান্ সৌদ্যুম্নিঃ সমতীত্য তান্।
শুষ্ককণ্ঠঃ পিপাসার্ত্তঃ পানীয়ার্থী ভৃশং নৃপঃ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যযাচত ॥১৩॥
তস্য শ্রান্তস্য শুষ্কেণ কণ্ঠেন ক্রোশতস্তদা।
নাশ্রৌষীৎ কশ্চন তদা শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪॥
ততস্তং কলসং দৃষ্ট্বা জলপূর্ণং স পার্থিবঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন পীত্বা চাম্ভো ব্যবাসৃজৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সম্ভৃত ইতি। সম্ভৃতঃ পূর্ণঃ। সমাহিতঃ তদ্যোগবিধ্যুক্তনিয়মেন রক্ষিতঃ ॥১১॥
যদিতি। যৎ যৎকলসজলম্, প্রাশ্য পীত্বা। তে যজ্ঞব্যাপৃতাঃ ॥১২॥
রাত্রীতি। সৌদ্যুম্নির্যুবনাশ্বঃ। পানীয়ং জলম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥
তস্যেতি। ক্রোশত আহ্বয়তঃ। নাশ্রৌষীৎ শুষ্ককণ্ঠতয়া মৃদুস্বরত্বাৎ। বাশতো রুবতঃ ॥১৪॥
তত ইতি। অভ্যদ্রবত কলসান্তিকমগমৎ। ব্যবাসৃজৎ অবশিষ্টমত্যজৎ ॥১৫॥

সুতরাং রাজশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রপূত জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ একটা কলস পূর্ব্ব হইতেই সেই স্থানে স্থাপিত ছিল ॥১১॥

যে কলসের জল পান করিয়া যুবনাশ্বের পত্নী ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, সেই কলস যজ্ঞবেদীর উপরে রাখিয়া সেই বৃত মহর্ষিরা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥১২॥

সেই সময়ে পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, শুষ্ককণ্ঠ এবং অত্যন্ত জলপ্রার্থী সেই যুবনাশ্বরাজা—রাত্রিজাগরণে পরিশ্রান্ত ঋষিগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তখন পরিশ্রান্ত যুবনাশ্ব শুষ্ককণ্ঠে ডাকিতেছিলেন বলিয়া ক্ষুদ্র-পক্ষিরবের ন্যায় তাঁহার সেই ডাক কেহই শুনিতে পান নাই ॥১৪॥

তাহার পর যুবনাশ্বরাজা জলপূর্ণ কলস দেখিয়া তাহার নিকট বেগে গমন করিলেন এবং তাহার জল পান করিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন ॥১৫॥

---

(১৩)…পানীয়ার্থং ভৃশং নৃপঃ—পি।

স পীত্বা শীতলং তোয়ং পিপাসার্ত্তো মহীপতিঃ।
নির্ব্বাণমগমদ্ধীমান্ সুসুখী চাভবত্তদা ॥১৬॥
ততস্তে প্রত্যবুধ্যন্ত মুনয়ঃ সতপোধনাঃ।
নিস্তোয়ং তঞ্চ কলসং দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৭॥
কস্য কর্ম্মেদমিতি তে পর্য্যপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ।
যুবনাশ্বো মমেত্যেবং সত্যং সমভিপদ্যত ॥১৮॥
ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা।
সুতার্থং স্থাপিতা হ্যাপস্তপসা চৈব সংভৃতাঃ ॥১৯॥
ময়া হ্যত্রাহিতং ব্রহ্ম তপ আস্থায় দারুণম্।
পুত্রার্থং তব রাজর্ষে! মহাবলপরাক্রম! ॥২০॥
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তপোবলসমন্বিতঃ।
যঃ শক্রমপি বীর্য্যেণ গময়েদ্যমসাদনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নির্ব্বাণং পিপাসাদুঃখনিবৃত্তিম্। সুসুখী অতীব সুখী ॥১৬॥
তত ইতি। প্রত্যবুধ্যন্ত জাগরিতবন্তঃ, তপোধনেন চ্যবনেন সহেতি সঃ ॥১৭॥
কস্যেতি। সমভিপদ্যত অঙ্গীকৃতবান্ ॥১৮॥
নেতি। সুতার্থং তবৈব পুত্রার্থম্, আপো জলম্, তপসা তপঃপ্রভাবেণ ॥১৯॥
ময়েতি। আহিতং স্থাপিতম্, ব্রহ্ম তেজঃ, আস্থায় অবলম্ব্য ॥২০॥

পিপাসার্ত্ত যুবনাশ্বরাজা সেই শীতল জল পান করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন এবং অত্যন্ত সুখী হইলেন ॥১৬॥

তৎপরে চ্যবনের সহিত সেই মুনিরা জাগরিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলেই সেই কলসটাকে জলশূন্য দেখিলেন ॥১৭॥

তখন তাঁহারা আসিয়া—'ইহা কাহার কার্য্য' এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তখন যুবনাশ্ব—'ইহা আমার কার্য্য' এইরূপ সত্য স্বীকার করিলেন ॥১৮॥

তখন চ্যবন বলিলেন—"রাজা! আপনি ইহা সঙ্গত কার্য্য করেন নাই। কারণ, আপনার পুত্রের জন্যই তপস্যার তেজে পূর্ণ এই জল রাখিয়াছিলাম ॥১৯॥

হে মহাবলপরাক্রম রাজর্ষি! আপনার পুত্রের জন্যই ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া আমি এই জলে ব্রহ্মতেজ স্থাপিত করিয়াছিলাম ॥২০॥

আপনার যে পুত্র মহাবল, মহাবীর্য্য ও তপোবলযুক্ত হইয়া আপন শক্তি-প্রভাবে ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত ॥২১॥

অনেন বিধিনা রাজন্ ! ময়ৈতদুপপাদিতম্।
অত্রক্ষণাত্ত্বয়া রাজন্ ! ন যুক্তং কৃতমদ্য বৈ ॥২২॥
ন ত্বদ্য শক্যমস্মাভিরেতৎ কর্ত্তুমতোঽন্যথা।
নূনং দৈবকৃতং হ্যেতদ্যদেবং কৃতবানসি ॥২৩॥
পিপাসিতেন যাঃ পীতা বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতাঃ।
আপস্ত্বয়া মহারাজ ! মত্তপোবীর্য্যসংভৃতাঃ ॥২৪॥
তাভ্যস্ত্বমাত্মনা পুত্রমীদৃশং জনয়িষ্যসি।
বিধাস্যামো বয়ং তত্র তবেষ্টিং পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
যথা শক্রসমং পুত্রং জনয়িষ্যসি বীর্য্যবান্।
গর্ভধারণজশ্চাপি ন খেদং সমবাপ্স্যসি ॥২৬॥
ততো বর্ষশতে পূর্ণে তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বামপার্শ্বং বিনির্ভিদ্য সুতঃ সূর্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭॥
নিশ্চক্রাম মহাতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ।
যুবনাশ্বং নরপতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

মহেতি। বলং দৈহিকসামর্থ্যম্, বীর্য্যং মানসসামর্থ্যমিতি ভেদঃ ॥২১॥

অনেনেতি। অত্রক্ষণাৎ তস্যৈব জলস্য পানাৎ। যুক্তং সঙ্গতম্ ॥২২॥

নেতি। অতস্তদুদরগমনাৎ, অন্যথা ত্বৎপত্ন্যুদরগমনম্। নূনং নিশ্চিতম্ ॥২৩॥

পিপেতি। পিপাসিতেন সঞ্জাতপিপাসেন। আপো জলম্। তাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ, আত্মনা স্বয়মেব, ঈদৃশম্ ইন্দ্রজয়িনম্। ইষ্টিং যাগম্ ॥২৪—২৫॥

যথেতি। খেদং পুরুষতয়া সম্ভাব্যমানং ক্লেশম্ ॥২৬॥

রাজা ! আমি উক্ত বিধানে এই জলকে উপযোগী করিয়াছিলাম ; সুতরাং আপনি সেই জল পান করিয়া আজ সঙ্গত কার্য্য করেন নাই ॥২২॥

অতএব এখন আমরা এ ঘটনাটাকে ইহার অন্যরূপ করিতে সমর্থ হইব না। নিশ্চয়ই এ ঘটনা দৈবকৃত, যাহা আপনি করিয়াছেন ॥২৩॥

মহারাজ! যথাবিধানে অভিমন্ত্রিত এবং আমার তপঃপ্রভাবে পরিপূর্ণ যে জল আপনি পিপাসার্ত্ত হইয়া পান করিয়াছেন, সেই জল হইতে আপনি নিজেই ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রসব করিবেন ; তাহাতে আপনার সম্বন্ধে আমরা একটা পরম অদ্ভুত যাগ করিব ॥২৪—২৫॥

যে যাগের ফলে আপনি ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, অথচ গর্ভধারণের কষ্ট পাইবেন না" ॥২৬॥

ততঃ শক্রো মহাতেজাস্তং দিদৃক্ষুরুপাগমৎ।
ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাস্যতীতি কিম্ ॥২৯॥
প্রদেশিনীং ততোঽস্যাস্যে শক্রঃ সমভিসন্দধে।
মাময়ং ধাস্যতীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা।
মান্ধাতেতি চ নামাস্য চক্রুঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥৩০॥
প্রদেশিনীং শক্রদত্তামাস্বাদ্য স শিশুস্তদা।
অবর্দ্ধত মহাতেজাঃ কিষ্কূন্ রাজংস্ত্রয়োদশ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স্থিত উদর এব। আবিশৎ আক্রামৎ ॥২৭—২৮॥

তত ইতি। ইতি এষ শিশুঃ, কিং ধাস্যতি পাস্যতি; পুরুষপ্রসূততয়া তস্য স্তনাভাবেন স্তন্যদুগ্ধাভাবাদিতি ভাবঃ। ধাস্যতীতি "ধেট্ পা পানে" ইত্যস্য রূপম্ ॥২৯॥

প্রেতি। ততঃ শক্রঃ, অস্য শিশোঃ, আস্যে মুখে, প্রদেশিনীম্ আত্মনস্তর্জ্জনীমঙ্গুলীম্, সমভিসন্দধে সমর্পিতবান্। পরঞ্চ ইত্যেবংরূপেণ, অয়ং শিশুঃ, মাম্, ধাস্যতি পাস্যতি; অদৃশ্যরূপেণাপি ময়েত্থং প্রদেয়ত্বাৎ অঙ্গুল্যগ্রাচ্চ সুধাক্ষরণাৎ অতএব চ প্রায়েণ শিশুভিঃ স্বাঙ্গুলীনামপি পানাদিত্যাশয়ঃ। বজ্রিণা শক্রেণ। ধাতেতি পানার্থকধেট্ধাতোস্তৃন্প্রত্যয়ান্ত-তয়া কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাদলুক্সমাসাশ্রয়ণাচ্চ মান্ধাতেতি রূপম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

প্রেতি। অবর্দ্ধত—ততঃ সুধাস্বাদনাদিতি ভাবঃ। কিষ্কূন্ বিতস্তীন্, "কিষ্কুর্হস্তে বিতস্তৌ চ" ইত্যমরঃ। দেবপ্রভাবোঽয়ং বলীয়ানিত্যাশয়ঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

যুবনাশ্বস্য ॥১০—১৩॥ বাশতঃ শব্দং কুর্ব্বতঃ ॥১৪—১৫॥ নির্ব্বাণং তপঃফলম্ ॥১৬—২৪॥ ইষ্টমিচ্ছিতম্ ॥২৫—২৮॥ কিং ধাস্যতি পাস্যতি স্তন্যাভাবাৎ ॥২৯॥ মাং ধাস্যতি মান্ধাতা ধাতেতি লুভন্তস্য

তাহার পর একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী একটী পুত্র মহাত্মা যুবনাশ্বরাজার বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইল; কিন্তু তাহাতে যুবনাশ্বরাজার মৃত্যু হইল না।। এই ঘটনাটা আশ্চর্য্যই হইয়াছিল ॥২৭—২৮॥

তাহার পর মহাতেজা ইন্দ্র সেই বালকটীকে দেখিতে আসিলেন; তখন দেবতারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বালকটী কি পান করিবে?" ॥২৯॥

তখন ইন্দ্র সেই বালকটীর মুখে নিজের তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিলেন (এবং বলিলেন—) "এ, এইভাবে আমাকে পান করিবে"। ইন্দ্র এই কথা বলিলে, তাঁহার সহিত দেবতারা সেই বালকটীর নাম করিলেন—'মান্ধাতা' ॥৩০॥

রাজা! তখন সেই বালকটী ইন্দ্রদত্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলী চোষণ করিয়া অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া ত্রয়োদশ বিতস্তি (সাড়ে ছ'হাত) বৃদ্ধি পাইল ॥৩১॥

বেদাস্তং সধনুর্বেদা দিব্যান্যস্ত্রাণি চেশ্বরম্।
উপতস্থুর্মহারাজ! ধ্যাতমাত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥৩২॥
আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শৃঙ্গোদ্ভবাশ্চ যে।
অভেদ্যং কবচঞ্চৈব সদ্যস্তমুপশিশ্রিয়ুঃ ॥৩৩॥
সোঽভিষিক্তো ভগবতা স্বয়ং শক্রেণ ভারত!।
ধর্ম্মেণ ব্যজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিষ্ণুরিব বিক্রমৈঃ ॥৩৪॥
তস্যাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাত্মনঃ।
রত্নানি চৈব রাজর্ষিং স্বয়মেবোপতস্থিরে ॥৩৫॥
তস্যেয়ং বসুসম্পূর্ণা বসুধা বসুধাধিপ!।
তেনেষ্টং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

বেদা ইতি। ঈশ্বরং প্রভুম্ ঈশ্বরানুগৃহীতং বা। ধ্যাতমাত্রাণি তেনৈব ॥৩২॥
আজেতি। অজস্য ব্রহ্মণো গোস্তেজস্তস্যেদমিত্যাজগবম্ ॥৩৩॥
স ইতি। অভিষিক্তো যৌবরাজ্য ইতি শেষঃ। ব্যজয়দিতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৩৪॥
তস্যেতি। অপ্রতিহতং শত্রুভিরিতি শেষঃ, চক্রং রাষ্ট্রম্ ॥৩৫॥
তস্যেতি। বসুভির্ধনৈঃ সম্পূর্ণা। ইষ্টং যজনং কৃতম্ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যাখ্যানং ধাস্তভীতি ॥৩০॥ প্রদেশিনীং তর্জ্জনীম্। কিষ্কূন্ হস্তান্ বিতস্তীন্ বা। "কিষ্কুর্হস্তে বিতস্তৌ চ" ইত্যমরঃ ॥৩১॥ ধ্যাতমাত্রস্য ইন্দ্রেণায়মেবংবিধো ভবত্বিতি সঙ্কল্পিতস্য ॥৩২॥ শৃঙ্গোদ্ভবাঃ স্বর্গজাঃ। "শৃঙ্গং প্রভুত্বে শিখরে" ইত্যাদিঃ "স্বর্গমীনবিষয়ো"রিতি বিশ্বঃ,

মহারাজ! সেই বালকটী ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়াছিল; তাই সে ধ্যান করিবামাত্র ধনুর্বেদের সহিত সকল বেদ এবং স্বর্গীয় সকল অস্ত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩২॥

আর, 'আজগব'-নামে একখানা ধনু, শৃঙ্গোৎপন্ন বাণ এবং একটী অভেদ্য কবচ সদ্যই আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥৩৩॥

ভরতনন্দন! তখন ভগবান্ স্বয়ং দেবরাজ মান্ধাতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন; ক্রমে সেই মান্ধাতা বিষ্ণুর ন্যায় আপন বিক্রমে ধর্ম্মানুসারে ত্রিভুবন জয় করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে মহাত্মা মান্ধাতার রাজ্য অপ্রতিহত হইল এবং রত্ন সকল নিজে নিজে আসিয়াই রাজর্ষি মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৩৫॥

(৩২)…ধ্যাতমাত্রস্য সর্ব্বশঃ—বা ব কা।

চিতচৈত্যো মহাতেজা ধর্ম্মান্ প্রাপ্য চ পুষ্কলান্।
শক্রস্যার্দ্ধাসনং রাজন্! লব্ধবানমিতদ্যুতিঃ ॥৩৭॥
একাহাৎ পৃথিবী তেন ধর্ম্মনিত্যেন ধীমতা।
বিজিতা শাসনাদেব সরত্নাকরপত্তনা ॥৩৮॥
তস্য চৈত্যৈর্মহারাজ! ক্রতূনাং দক্ষিণাবতাম্।
চতুরন্তা মহী ব্যাপ্তা নাসীৎ কিঞ্চিদনাবৃতম্ ॥৩৯॥
তেন পদ্মসহস্রাণি গবাং দশ মহাত্মনা।
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ! দত্তানীতি প্রচক্ষতে ॥৪০॥
তেন দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহাত্মনা।
বৃষ্টং শস্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মিষতো বজ্রপাণিনঃ ॥৪১॥
তেন সোমকুলোৎপন্নো গান্ধারাধিপতির্মহান্।
গর্জ্জন্নিব মহামেঘঃ প্রমথ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

চিতেতি। চিতানি বিহিতানি চৈত্যানি যজ্ঞশালা যেন সঃ। পুষ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩৭॥
একেতি। শাসনাদাদেশাদেব, রত্নাকরৈঃ সমুদ্রৈঃ পত্তনৈর্নগরৈশ্চ সহেতি সা ॥৩৮॥
তস্যেতি। চৈত্যৈর্যজ্ঞশালাভিঃ, "চৈত্যমায়তনং তুল্যে" ইত্যমরঃ ॥৩৯॥
তেনেতি। পদ্মসহস্রাণীত্যনেন বহুত্বং সূচিতম্। প্রচক্ষতে অধুনাপি লোকাঃ ॥৪০॥
তেনেতি। মিষতঃ পশ্যতঃ, বজ্রেণ পণিতুং ব্যবহর্ত্তুং শীলমস্যেতি তস্য, পর্ণেণিন্ ॥৪১॥
তেনেতি। সোমকুলোৎপন্নশ্চন্দ্রবংশীয়ঃ। মহান্ প্রবলঃ ॥৪২॥

রাজা! ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী মান্ধাতারই ছিল এবং তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির! অত্যন্ত তেজস্বী ও অমিতবিক্রম মান্ধাতা অসংখ্য যজ্ঞশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রচুর ধর্ম্ম লাভ করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

ধর্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান্ মান্ধাতা কেবল আদেশ করিয়াই সমুদ্র ও নগর-প্রভৃতির সহিত সমগ্র পৃথিবী একদিনেই জয় করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

মহারাজ! মান্ধাতার প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞভবনে চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কোন স্থানই অনাবৃত ছিল না ॥৩৯॥

মহারাজ! এখনও লোকে বলে যে, মহাত্মা মান্ধাতা ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গো দান করিয়াছিলেন ॥৪০॥

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহাত্মা মান্ধাতা শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রের সাক্ষাতেই বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৪১॥

প্রজাশ্চতুর্বিধাস্তেন ত্রাতা রাজন্! কৃতাত্মনা।
তেনাত্মতপসা লোকাঃ স্থাপিতাশ্চাতিতেজসা ॥৪৩॥
তস্যৈতদ্দেবযজনং স্থানমাদিত্যবর্চ্চসঃ।
পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ ॥৪৪॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং মান্ধাতুশ্চরিতং মহৎ।
জন্ম চাগ্র্যং মহীপাল। যস্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো লোমশেন মহর্ষিণা।
পপ্রচ্ছানন্তরং ভূয়ঃ সোমকং প্রতি ভারত। ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং মান্ধাত্রুপাখ্যানে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

প্রজা ইতি। চতুর্বিধাঃ জরায়ুজ-স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জাঃ। কৃতাত্মনা যত্নবতা ॥৪৩॥
তস্যেতি। দেবা ইজ্যন্তে অস্মিন্নিতি দেবযজনম্। মধ্যতো মধ্যে ॥৪৪॥
এতদিতি। আখ্যাতং সংক্ষেপেণোক্তম্। অগ্র্যং ভার্গবানুগ্রহনিষ্পন্নত্বাচ্ছ্রেষ্ঠম্ ॥৪৫॥
এবমিতি। ভূয়ঃ পুনঃ, সোমকং প্রতি প্রস্তুতসোমকরাজবিষয়ে ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

দিব্যা ইত্যর্থঃ ॥৩৩—৩৪॥ চক্রমাজ্ঞা ॥৩৫—৩৬॥ চিত্তচৈত্যঃ কৃতচয়নক্রতুঃ ॥৩৭—৩৯॥ পদ্মং শতকোটয়স্তেষামপি সহস্রাণি দশ ॥৪০—৪২॥ চতুর্বিধাঃ স্বয়নবর্তির্য্যক্স্থাবরাঃ ॥৪৩—৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৪॥

মান্ধাতা, গর্জ্জনকারী মহামেঘের ন্যায় চন্দ্রবংশীয় প্রবল গান্ধাররাজকে বাণদ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন ॥৪২॥

আর, রাজা! তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিয়া চতুর্বিধ প্রাণীকে রক্ষা করিতেন এবং অত্যন্ত তেজস্বী সেই মান্ধাতা আপন তপোবলে লোকদিগকে স্বস্বপদে স্থাপিত করিযাছিলেন ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির! দেখ, পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মান্ধাতার এই যজ্ঞস্থান রহিয়াছে ॥৪৪॥

রাজা! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সেই মান্ধাতার মহনীয় চরিত্র ও উত্তম জন্মের বিষয় বলিলাম" ॥৪৫॥

*'…ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '…সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি নি।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ । *

কথংবীর্য্যঃ স রাজাঽভূৎ সোমকো বদতাং বর ! ।
কর্ম্মাণ্যস্য প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরাসীন্নৃপতিঃ সোমকো নাম ধার্ম্মিকঃ ।
তস্য ভার্য্যা শতং রাজন্ ! সদৃশীনামনুব্রতা ॥২॥
স বৈ যত্নেন মহতা তাসু পুত্রং মহীপতিঃ ।
কঞ্চিন্নাসাদয়ামাস কালেন মহতা হ্যপি ॥৩॥
কদাচিত্তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ ।
জন্তুর্নাম সুতস্তস্মিন্ স্ত্রীশতে সমজায়ত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কথং কীদৃশং বীর্য্যং যস্য স কথংবীর্য্যঃ । তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন ॥১॥
যুধীতি । ভার্য্যেত্যার্ষত্বাল্লুপ্তষষ্ঠীবহুবচনান্তং পদং সদৃশীনামিত্যন্বয়ানুরোধাৎ ॥২॥
স ইতি । যত্নেন দেবার্চ্চনাদিচেষ্টয়াপি । নাসাদয়ামাস ন লেভে ॥৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—ভরতনন্দন! মহর্ষি লোমশ এইরূপ বলিলে, তৎপরে যুধিষ্ঠির পুনরায় সোমকরাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪৬॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! সেই সোমকরাজার কিরূপ শক্তি, কি কি কার্য্য এবং কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি" ॥১॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা যুধিষ্ঠির! 'সোমক'-নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য একশত ভার্য্যা ছিল ॥২॥

কিন্তু সেই রাজা বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহুকালেও সেই ভার্য্যাদের গর্ভে কোন পুত্র লাভ করেন নাই ॥৩॥

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে লাগিলে, সেই একশত স্ত্রীর মধ্যে 'জন্তু'-নামে একটী পুত্র জন্মিল ॥৪॥

---

* রাজোবাচ—পু ।

তং জাতং মাতরঃ সর্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমাসতে।
সততং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামভোগান্ বিশাংপতে ! ॥৫॥
ততঃ পিপীলিকা জন্তুং কদাচিদদশৎ স্ফিচি।
স দষ্টো ব্যনদন্নাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬॥
ততস্তা মাতরঃ সর্ব্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতাঃ।
প্রবার্য্য জন্তুং সহিতাঃ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥৭॥
তমার্ত্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহীপতিঃ।
অমাত্যপর্ষদো মধ্যে উপবিষ্টঃ সহর্ত্বিজা ॥৮॥
ততঃ প্রস্থাপয়ামাস কিমেতদিতি পার্থিবঃ।
তস্মৈ ক্ষত্তা যথাবৃত্তমাচচক্ষে সুতং প্রতি ॥৯॥
ত্বরমাণঃ স চোত্থায় সোমকঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসয়দরিন্দমঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কদাচিদিতি। ঘটমানস্য চেষ্টমানস্য। স্ত্রীশতে স্ত্রীশতমধ্যে একস্যামিত্যর্থঃ ॥৪॥
তমিতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, সমাসতে উপবিশন্তি স্ম। পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বিহায় ॥৫॥
তত ইতি। জন্তুং তদাখ্যং পুত্রম্, স্ফিচি নিতম্বদেশে। নাদমার্ত্তনাদম্ ॥৬॥
তত ইতি। প্রবার্য্য পরিবেষ্ট্য। তুমুলো মিশ্রিতত্বাদ্বিশালঃ ॥৭॥
তমিতি। অমাত্যপর্ষদো মন্ত্রিসভায়াঃ। পর্ষদিতি পৃষোদরাদিত্বাৎ পবেরিকারলোপঃ ॥৮॥
তত ইতি। প্রস্থাপয়ামাস দ্বারপালমিতি শেষঃ। ক্ষত্তা স দ্বারপালঃ ॥৯॥

নরনাথ! মাতারা সকলেই কামভোগ পিছনে রাখিয়া সর্ব্বদাই সেই বালকটীকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিতেন ॥৫॥

তাহার পর কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জন্তুর নিতম্বদেশে দংশন করিল; তখন সেই যাতনায় সেই বালক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

তদনন্তর সেই মাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জন্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া, সম্মিলিতভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন; তাহাতে সেই শব্দ তুমুল হইয়া পড়িল ॥৭॥

সুতরাং মন্ত্রিসভার মধ্যে যাজকের সহিত উপবিষ্ট সেই রাজা তৎক্ষণাৎ সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন ॥৮॥

তাহার পর 'এটা কি' ইহা জানিবার জন্য রাজা একজন দৌবারিককে পাঠাইয়া দিলেন; সে দৌবারিক জানিয়া আসিয়া রাজার নিকট পুত্রের বিষয় যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিল ॥৯॥

সান্ত্বয়িত্বা তু তং পুত্রং নিক্রম্যান্তঃপুরান্নৃপঃ।
ঋত্বিজা সহিতো রাজন্! সহামাত্য উপাবিশৎ ॥১১॥

সোমক উবাচ।

ধিগস্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং বরং ভবেৎ।
নিত্যাতুরত্বাদ্‌ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২॥
ইদং ভার্য্যাশতং ব্রহ্মন্! পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো!।
পুত্রার্থিনা ময়াঽবোঢ়ং ন তাসাং বিদ্যতে প্রজা ॥১৩॥
একঃ কথঞ্চিদুৎপন্নঃ পুত্রো জন্তুরয়ং মম।
যতমানাসু সর্ব্বাসু কিন্নু দুঃখমতঃপরম্ ॥১৪॥
বয়শ্চ সমতীতং মে সভার্য্যস্য দ্বিজোত্তম!।
আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রৈকপুত্রকে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ত্বরেতি। সোমকো রাজা। পুত্রং পিপীলিকাদষ্টং জন্তুম্ ॥১০॥
সান্ত্বয়িত্বেতি। অমাত্যৈঃ সহেতি সহামাত্যঃ, বিকল্পাৎ সহশব্দস্য সভাবাভাবঃ ॥১১॥
ধিগিতি। নিত্যাতুরত্বাৎ সম্ভাব্যমাননিত্যরোগিত্বাৎ। শোকঃ শোকস্থানম্ ॥১২॥
ইদমিতি। সদৃশং কুলাদিনা যোগ্যম্। অবোঢ়ং ব্যূঢ়ং পরিণীতমিতি যাবৎ ॥১৩॥
এক ইতি। যতমানাসু পুত্রপ্রসবায় চেষ্টমানাসু, সর্ব্বাসু ভার্য্যাসু ॥১৪॥

তখন অরিন্দম সোমকরাজা সত্বর উঠিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে আশ্বস্ত করিলেন ॥১০॥

যুধিষ্ঠির! তাহার পর সোমকরাজা সেই পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া ঋত্বিক্ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন ॥১১॥

সোমক বলিলেন—"পুত্র না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু একটীমাত্র পুত্র হওয়াকে আমি ধিক্কার দি। কারণ, প্রাণিগণের সর্ব্বদাই পীড়া হওয়া সম্ভব বলিয়া একটীমাত্র পুত্র কেবল উদ্বেগেরই বিষয় ॥১২॥

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ! আমি পুত্রার্থী হইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া নিজের যোগ্য এই একশত ভার্য্যা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের সন্তানই হইল না। ॥১৩॥

'তা'র পর সকল ভার্য্যাই পুত্রের জন্য যত্নপরায়ণ হইলে, 'জন্তু'-নামে আমার এই একটীমাত্র পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? ॥১৪॥

স্যাত্তু কর্ম্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
মহতা লঘুনা বাপি কর্ম্মণা দুষ্করেণ বা ॥১৬॥

ঋত্বিগুবাচ।

অস্তি চৈতাদৃশং কর্ম্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
যদি শক্নোষি তৎ কর্ত্তুমথ বক্ষ্যামি সোমক! ॥১৭॥

সোমক উবাচ।

কার্য্যং বা যদি বাঽকার্য্যং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
কৃতমেবেতি তদ্বিদ্ধি ভগবন্! প্রব্রবীতু মে ॥১৮॥

ঋত্বিগুবাচ।

যজস্ব জন্তুনা রাজংস্ত্বং ময়া বিততে ক্রতৌ।
ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্ভবিষ্যত্যচিরেণ তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অথাপরেঽপি পুত্রা ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ—বয় ইতি। সমায়ত্তাঃ তুল্যমধীনা জাতাঃ ॥১৫॥
স্যাদিতি। কর্ত্তুং যুক্তং স্যাৎ। অপিশব্দাৎ সুকরেণ বেত্যপি বোধ্যম্ ॥১৬॥
অস্তীতি। বিদ্যমানপুত্রবিনাশাবশ্যকতয়া তৎ কর্ম্ম তব দুষ্করমেবেত্যাশয়ঃ ॥১৭॥
কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তুমুচিতম্, অকার্য্যং কর্ত্তুং নোচিতম্। বিদ্ধি জানীহি ॥১৮॥
যজস্বেতি। জন্তুনা তদাখ্যেন নিজপুত্রেণ। বিততে বিস্তৃতভাবেনারব্ধে ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কথমিতি ॥১—৫॥ ক্ষিচি কট্যাম্ ॥৬—৭॥ অমাত্যপর্ষদো মধ্যে মন্ত্রিসভান্তঃ ॥৮॥ ক্ষত্তা দৌবারিকঃ ॥৯—১৮॥ জন্তুনা পশুভূতেন। "স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার ও আমার ভার্য্যাগণের যৌবনবয়স অতীত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমার ও তাহাদের প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটী পুত্রেরই অধীন হইয়া পড়িয়াছে ॥১৫॥

অতএব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এবং সুকর বা দুষ্কর যে কর্ম্ম দ্বারা আমার একশত পুত্র হইতে পারে, তেমন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় কি?" ॥১৬॥

যাজক বলিলেন—"মহারাজ! এরূপ কর্ম্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে; আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব" ॥১৭॥

সোমক বলিলেন—"কর্ত্তব্যই হউক বা অকর্ত্তব্যই হউক, যাহাতে শত পুত্র হইতে পারে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আপনি মনে করুন; আপনি আমার নিকট তাহা বলুন" ॥১৮॥

যাজক বলিলেন—"রাজা! আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, আপনি তাহাতে

বপায়াং হূয়মানায়াং ধূমমাঘ্রায় মাতরঃ।
ততস্তাঃ সুমহাবীর্য্যান্ জনয়িষ্যন্তি তে সুতান্ ॥২০॥
তস্যামেব তু তে জন্তুর্ভবিতা পুনরাত্মজঃ।
উত্তরে চাস্য সৌবর্ণং লক্ষ্ম পার্শ্বে ভবিষ্যতি ॥২১॥

সোমক উবাচ।

ব্রহ্মন্! যদ্‌যদ্‌যথা কার্য্যং তৎ কুরুষ্ব তথা তথা।
পুত্রকামতয়া সর্ব্বং করিষ্যামি বচস্তব ॥২২॥

লোমশ উবাচ।

ততঃ স যাজয়ামাস সোমকং তেন জন্তুনা।
মাতরস্তু বলাৎ পুত্রমপাকার্ষুঃ কৃপান্বিতাঃ ॥২৩॥
হা হতাঃ স্মেতি বাশন্ত্যস্তীব্রশোকসমাহতাঃ।
রুদত্যঃ করুণঞ্চাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বপায়ামিতি। বপায়াং ছিন্নস্য তস্য পুত্রস্য মেদসি ॥২০॥

তস্যামিতি। যস্যাং জাতস্তস্যামেব, জন্তুর্নাম। উত্তরে বামে, লক্ষ্ম চিহ্নম্ ॥২১॥

ব্রহ্মন্নিতি। পুত্রকামতয়া শতপুত্রকামনয়া। বচো বাক্যানুরূপং কার্য্যম্।

অহো! ধন্যস্তাবদয়মৃত্বিক্, যঃ খল্বাত্মযোগ্যতায়া যজ্ঞস্য চ বহুধা প্রত্যক্ষীকৃতফলকতয়া তাদৃশ-পুত্রহত্যায়ামপি রাজানং ন্যযুঙ্‌ক্ত। ধন্যশ্চাসৌ রাজ্ঞো বিশ্বাসঃ, যঃ কিলান্যত্র শতধা পরীক্ষণাদুৎপন্নঃ। অতএবৈনমৃত্বিজং ব্রহ্মতুল্যমেব মন্যমানো রাজা ব্রহ্মন্নিতি সম্বোধয়ামাস ॥২২॥

তত ইতি। স ঋত্বিক্। জন্তুনা তদাখ্যেন পুত্রেণ। বাশন্ত্যঃ শব্দং কুর্ব্বত্যঃ। "বাশৃ শব্দে" ইতি দৈবাদিকত্বেঽপি আর্ষত্বান্ন যন্, আত্মনেপদিত্বেঽপি শতৃঙ্‌চ ॥২৩-২৪॥

আপনার পুত্র জন্তুদ্বারা হোম করিবেন; তাহা হইলেই অচিরকালমধ্যে আপনার সুন্দর একশত পুত্র হইবে ॥১৯॥

জন্তুর বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, সেই ধূম আঘ্রাণ করিয়াই সেই মাতৃগণ আপনার অতিবলবান্ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥২০॥

এবং আপনার পুত্র জন্তু সেই ভার্য্যার গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে; (তবে এইটুকু বিশেষ হইবে যে,) উহার বামপার্শ্বে একটী স্বর্ণচিহ্ন হইবে" ॥২১॥

সোমক বলিলেন—"ব্রহ্মন্! যে যে কার্য্য যে যে ভাবে করিতে হয়, সেই সেই কার্য্য সেই সেই ভাবেই করুন; আমি শতপুত্র কামনাবশতঃ আপনার বাক্যানুসারে সমস্তই করিব" ॥২২॥

(২১) শ্লোকাৎ পরম্ '...সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '...অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকোঽপি স্ম কর্ষতি ।
কুররীণামিবার্ত্তানাং সমাকৃষ্য তু তং সুতম্ ॥২৫॥
বিশস্য চৈনং বিধিনা বপামস্য জুহাব সঃ ।
বপায়াং হূয়মানায়াং গন্ধমাঘ্রায় মাতরঃ ॥২৬॥
আর্ত্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ! ।
সর্ব্বাশ্চ গর্ভানলভংস্ততস্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ ॥২৭॥ (বিশেষকম্)
ততো দশসু মাসেষু সোমকস্য বিশাংপতে ! ।
জজ্ঞে পুত্রশতং পূর্ণং তাসু সর্ব্বাসু ভারত ! ॥২৮॥
জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পার্থিব ! ।
স তাসামিষ্ট এবাসীন্ন তথা তে নিজাঃ সুতাঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

সব্য ইতি। সব্যে বামে। বিশস্য ছিত্ত্বা। বপাং মেদোধাতুম্, "মেদস্তু বপা বসা" ইত্যমরঃ। পৃথিব্যাং নিপেতুঃ, নিরতিশয়শোকাদিত্যাশয়ঃ ॥২৫—২৭॥

তত ইতি। দশসু মাসেষু দশমে মাসীত্যর্থঃ। তাসু পরমাঙ্গনাসু ॥২৮॥

জন্তুরিতি। জনিত্র্যামেব ভূতপূর্ব্বজনন্যামেব। তাসাম্ অপররাজভার্য্যাণাম্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

জায়তাং তেন ত্বা যজে" ইতি পুত্রস্যাপি পশুকরণং বহ্বৃচব্রাহ্মণে পরামৃষ্টম্, ততো ন শাস্ত্রবিরোধঃ ॥১৯—২৩॥ বাশন্ত্যঃ ক্রোশন্ত্যঃ ॥২৪—২৫॥ বপাং দেহান্তর্গতমপূপাকারং মাংসম্

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর যাজক জন্তুনামক সেই পুত্রদ্বারা সোমকরাজাকে যজ্ঞ করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন 'হায় আমরা হত হইলাম' এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, তীব্রশোকে আকুল হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে থাকিয়া, সেই বালকটীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত মাতারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩—২৪॥

যাজকও বালকটীর বামহস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহার পর যাজক, কুররীপক্ষিণীগণের ন্যায় আর্ত্তনাদকারিণী জননীগণের হস্ত হইতে সেই পুত্রটীকে নিয়া, ছেদন করিয়া, তাহার বসাদ্বারা যথাবিধানে হোম করিতে লাগিলেন। কুরুনন্দন! বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া জননীরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন ॥২৫—২৭॥

নরনাথ ভরতনন্দন! তাহার পর দশম মাসে সেই একশত ভার্য্যা হইতে সোমকরাজার পূর্ণ একশত পুত্র জন্মিল ॥২৮॥

তচ্চ লক্ষণমস্যাসীৎ সৌবর্ণং পার্শ্ব উত্তরে।
তস্মিন্ পুত্রশতে চাগ্র্যঃ স বভূব গুণৈরপি ॥৩০॥
ততঃ স লোকমগমৎ সোমকস্য গুরুঃ পরম্।
অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকোঽপ্যগমৎ পরম্ ॥৩১॥
অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ।
তমপৃচ্ছৎ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ ! ॥৩২॥
তমব্রবীদ্‌গুরুঃ সোঽথ পচ্যমানোঽগ্নিনা ভৃশম্।
ত্বং ময়া যাজিতো রাজংস্তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তৎ ঋত্বিগুক্তম্, অস্য জন্তোঃ, উত্তরে বামে। অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৩০॥

তত ইতি। গুরুঃ ঋত্বিক্ পরং লোকমগমদিতি সম্বন্ধঃ। পরং লোকম্ ॥৩১॥

অথেতি। তম্ ঋত্বিজম্। স সোমকঃ। অপৃচ্ছৎ সোমক এব ॥৩২॥

তমিতি। অগ্নিনা নরকাগ্নিনা। যাজিতঃ পুত্রবধেন যজ্ঞং কারিতঃ। নমু "স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজে" ইতি বহ্বৃচব্রাহ্মণেন যজ্ঞে পুত্রবধ-বিধানাৎ কথমত্র পাপম্, পাপাভাবে চ কথং নরকপাক ইতি চেন্ন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুত্যা হিংসামাত্রেণৈব পাপমুপজায়ত ইতি দর্শিতম্। অতএব "অভিচারো মূলকর্ম্ম চ" ইতি ব্রুবতা মনুনাপি শ্যেনযাগাদ্যভিচারকর্ম্ম উপপাতকমধ্যে গণিতম্। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্রেণাপি হিংসামাত্র এব পাপমভিহিতম্। এতদুপাখ্যানদর্শনেন ব্যাসস্যাপি তথৈব মতমবগম্যতে। এবঞ্চ স্মার্ত্তেন তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসায়াং যৎ পাপাভাবো দর্শিতস্তচ্চিন্ত্যম্ ॥৩৩॥

রাজা! তাহাদের মধ্যে জন্তু তাহার ভূতপূর্ব্ব জননীর গর্ভেই জ্যেষ্ঠ হইয়া জন্মিল এবং সে-ই অপর রাজমহিষীদেরও প্রিয় হইল; কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না ॥২৯॥

এবং জন্তুর বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণচিহ্নও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥৩০॥

তাহার পর সোমকরাজার সেই যাজক পরলোকগমন করিলেন; তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে সোমকও লোকান্তরে গেলেন ॥৩১॥

তদনন্তর সোমকরাজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন; তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ! আপনি নরক ভোগ করিতেছেন কেন?" ॥৩২॥

তাহার পর নরকভোগকারী সেই যাজক রাজাকে বলিলেন—"রাজা! আমি আপনাকে যে যজ্ঞ করাইয়াছিলাম, তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছি" ॥৩৩॥

এতচ্ছ্রুত্বা স রাজর্ষির্ধর্ম্মরাজানমব্রবীৎ।
অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ।
মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥৩৪॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

নান্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্‌ক্তে কদাচন।
ইমানি তব দৃশ্যন্তে ফলানি বদতাং বর! ॥৩৫॥
পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকানৃতেঽহং ব্রহ্মবাদিনম্।
ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং সুরালয়ে ॥৩৬॥
নরকে বা ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মণাঽস্য সমো হ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব! সমমস্ত্বাবয়োরিদম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

যদ্যেবমীপ্সিতং রাজন্! ভুঙ্‌ক্ষ্বাস্য সহিতঃ ফলম্।
তুল্যকালং সহানেন পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদ্‌গতিম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। ধর্ম্মরাজানং যমম্। প্রবেক্ষ্যামি অস্য প্রতিনিধিত্বেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

নেতি। কর্ত্তুঃ পাপকারকাদন্যো জনঃ, ফলং তৎপাপফলম্, নোপভুঙ্‌ক্তে ॥৩৫॥

পুণ্যানিতি। ব্রহ্মবাদিনং বেদবক্তারমমুমৃত্বিজম্, ঋতে বিনা। সুরালয়ে স্বর্গে, নরকে বা, বস্তুং বাসং কর্ত্তুম্। হি যস্মাদহং কর্ম্মণা পুণ্যেন তেন নরহত্যাব্যাপারেণ চ অস্য সমঃ। তথা চ মৎপুত্রহত্যায়াময়ং কর্ত্তা, অহঞ্চ প্রযোজক ইতি ভাবঃ ॥৩৬—৩৭॥

ইহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্ম্মরাজকে (যমকে) বলিলেন—"আমি উঁহার প্রতিনিধিরূপে নরকে প্রবেশ করিব; আপনি আমার যাজককে মুক্ত করুন। কারণ, ঐ মহাত্মা আমার জন্যই নরক ভোগ করিতেছেন" ॥৩৪॥

ধর্ম্মরাজ বলিলেন "রাজা! অন্য লোক কখনও অন্যের পাপের ফল ভোগ করে না। আপনার এই সকল (স্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে" ॥৩৫॥

ধর্ম্মরাজ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণ্যলোক কামনা করি না; সুতরাং আমি উঁহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমি কর্ম্মদ্বারা উঁহার তুল্য। অতএব দেব! এই পুণ্য-পাপের ফলও আমাদের উভয়েরই সমান হউক" ॥৩৬—৩৭॥

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—"রাজা! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পাপের ফল ভোগ করুন, পরে আবার ইঁহার সহিতই সদ্‌গতি লাভ করিবেন" ॥৩৮॥

লোমশ উবাচ।

স চকার তথা সর্ব্বং রাজা রাজীবলোচনঃ।
ক্ষীণপাপশ্চ তস্মাৎ স বিমুক্তো গুরুণা সহ ॥৩৯॥
লেভে লোকান্ শুভান্ রাজন্! কর্ম্মণা নির্জ্জিতান্ স্বয়ম্।
সহ তেনৈব বিপ্রেণ গুরুণা স গুরুপ্রিয়ঃ ॥৪০॥
এষ তস্যাশ্রমঃ পুণ্যো য এষোঽগ্রে বিরাজতে।
ক্ষান্ত উষ্যাত্র ষড়্রাত্রং প্রাপ্নোতি সুগতিং নরঃ ॥৪১॥
এতস্মিন্নপি রাজেন্দ্র! বৎস্যামো বিগতজ্বরাঃ।
ষড়্রাত্রং নিয়তাত্মানঃ সজ্জীভব কুরূদ্বহ! ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং জন্তূপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যদীতি। সহিতো মিলিতঃ সন্নেব ত্বম্, অস্য হিংসাকর্ম্মণঃ ফলং ভুঙ্ক্ষ্ব ॥৩৮॥
স ইতি। তস্মান্নরকভোগাৎ ক্ষীণপাপঃ। গুরুণা ঋত্বিজা ॥৩৯॥
লেভ ইতি। কর্ম্মণা যাগাদিনা, নির্জ্জিতান্ আয়ত্তীকৃতান্। স সোমকঃ ॥৪০॥
এষ ইতি। অগ্রে সম্মুখে। ক্ষান্তঃ ক্ষমাশীলঃ, উষ্য বাসং কৃত্বা ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—২৯॥ লক্ষণং চিহ্নম্ ॥৩০॥ সোমকস্য ঋত্বিগিতি শেষঃ ॥৩১—৪০॥ ক্ষান্তঃ ক্ষমাবান্, উষ্য উষিত্বা ॥৪১॥ অভিচারপাপং কুমার্গোপদেষ্টৃষু যাজকেষ্বেব, যাজ্যস্য নিপাতস্তু গুরৌ করুণাপ্রযুক্তঃ স্বয়ং কৃতো ন তু ন্যায্য ইত্যধ্যায়তাৎপর্য্যম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

লোমশ বলিলেন—"পদ্মনয়ন সোমকরাজা সেইভাবেই সমস্ত করিলেন; তাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় ঋত্বিকের সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন ॥৩৯॥

রাজা! তাহার পর গুরুপ্রিয় সোমকরাজা সেই যাজক ব্রাহ্মণের সহিতই আপন কর্ম্মনির্জ্জিত সমস্ত শুভ লোক লাভ করিলেন ॥৪০॥

সম্মুখে এই যে আশ্রম শোভা পাইতেছে, ইহাই সেই সোমকরাজার পুণ্য আশ্রম। মানুষ এখানে ক্ষমাশীল হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিয়া সদ্গতি লাভ করে ॥৪১॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ! এখানে আমরাও সন্তাপবিহীন ও সংযতচিত্ত হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিব; সুতরাং কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহার জন্য সজ্জিত হও" ॥৪২॥

* '...অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '...একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ' —পি নি। ইতঃ পরঞ্চ নির্ণয়সাগরপুস্তকে অধ্যায়ান্তরমধিকং দৃশ্যতে।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ।

অস্মিন্ কিল স্বয়ং রাজন্নিষ্টবান্ বৈ প্রজাপতিঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম পুরা বর্ষসহস্রিকম্ ॥১॥
অম্বরীষশ্চ নাভাগ ইষ্টবান্ যমুনামনু।
যত্রেষ্ট্বা দশ পদ্মানি সদস্যেভ্যো বিসৃষ্টবান্ ॥২॥
যজ্ঞৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ।
দেশশ্চ নাহুষস্যায়ং যজ্বনঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥৩॥
সার্ব্বভৌমস্য কৌন্তেয়! যযাতেরমিতৌজসঃ।
স্পর্দ্ধমানস্য শক্রেণ যস্যেদং যজ্ঞবাস্তিহ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। অপি বয়মপি। বিগতজ্বরাস্তিরোহিতসন্তাপাঃ, নিয়তাত্মানঃ সংযতচিত্তাঃ ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

অস্মিন্নিতি। ইষ্টবান্ কৃতবান্. প্রজাপতির্ব্রহ্মা। সত্রং যাগম্ ॥১॥

অম্বরীষ ইতি। যমুনামনু লক্ষ্যীকৃত্য তত্তীর ইত্যর্থঃ। পদ্মানি সংখ্যাবিশেষাঃ ॥২॥

যজ্ঞৈরিতি। সোঽম্বরীষঃ। যজ্বনো বিধিনেষ্টবতঃ। যজ্ঞস্য বাস্তু ভূমিঃ ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্মিন্নিতি ॥১॥ দশ পদ্মানি গবামিতি শেষঃ, তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা ইতি যাজ্ঞীয়দক্ষিণাদৌ সর্ব্বত্র গোপদস্যৈবাধ্যাহারদর্শনাৎ, অভিসৃষ্টবান্ দত্তবান্ ॥২—৩॥ যজ্ঞবাস্তু

লোমশ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! এই স্থানে পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সহস্রবর্ষব্যাপী 'ইষ্টীকৃত'-নামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১॥

এবং নাভাগনন্দন অম্বরীষও যমুনার তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তিনি যেখানে যজ্ঞ করিয়া সদস্যদিগকে দশ-পদ্ম-সংখ্যক গো দান করিয়াছিলেন, (এই সেই স্থান) ॥২॥

এবং সেই যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুন্তীনন্দন! যিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যকর্ম্মা, সম্রাট্ ও

পশ্য নানাবিধাকারৈরগ্নিভির্নিচিতাং মহীম্।
মজ্জন্তীমিব চাক্রান্তাং যযাতের্যজ্ঞকর্ম্মভিঃ ॥৫॥
এষা শম্যেকপত্রা যা সরকঞ্চৈতদুত্তমম্।
পশ্য রামহ্রদানেতান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬॥
এতচ্চর্চীকপুত্রস্য যোগৈর্বিচরতো মহীম্।
প্রসর্পণং মহীপাল! রৌপ্যায়ামমিতৌজসঃ ॥৭॥
অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন!।
উলূখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যেতি। অগ্নিভিঃ অগ্নিস্থাপনস্থানৈরিষ্টকারচিতৈঃ স্থণ্ডিলৈঃ, নিচিতাং ব্যাপ্তাম্ ॥৫॥

এষেতি। একপত্রা যা শমী লোকৈর্গীয়তে, এষা সা শমী। অন্যত্র একস্মিন্নেব বৃন্তে বহুপত্রা, অত্র ত্বেকপত্রেতি স্থানমাহাত্ম্যমেতদিতি ভাবঃ। সরকং সরোবরঃ, "সরকং সরোবরঃ" ইতি শব্দরত্নাবলী ॥৬॥

এতদিতি। ঋচীকপুত্রস্য জমদগ্নেঃ। প্রসর্পণং নাম তীর্থম্। রৌপ্যায়াং নদ্যাম্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞভূমিঃ, ইহ অস্মিন্ বাস্তুনি, ইদমুক্তবানস্মি ॥৪॥ অগ্নিভিরগ্নিস্থাপনার্থৈরিষ্টকারচিতৈঃ স্থণ্ডিলৈঃ ॥৫॥ শমী আমিক্ষার্থং দধ্যুৎপাদনার্থমানীতা শমীশাখা, একপত্রা শাতিতপত্রা "অন্তর্বেদিশাখায়াঃ পলাশান্যসর্ব্বাণি প্রশাত্য মূলতঃ শাখাং পরিবাস্যোপবেশং করোতী"তি সূত্রাৎ যা পূর্ব্বমেকপত্রশাখাভূৎ সৈষা উপবেশরূপেণাবশিষ্টা দৃশ্যতে অগ্রভাগস্য বহ্নৌ প্রহৃতত্বাৎ, পরিবাস্য ছিত্বা, সরকং সুরাগ্রহপাত্রম্। "সরকোঽস্ত্রী সুরাপাত্রে" ইতি মেদিনী ॥৬॥ প্রসর্পণং সঞ্চারভূমিঃ, রৌপ্যায়াং রূপ্যবৎ শ্বেতবর্ণায়াং স্থল্যাম্, নদ্যাং বা, সামীপ্যে সপ্তমী, প্রসর্পণং তীর্থমিত্যন্যে ॥৭॥ অনুবংশং পরম্পরাগতমাখ্যানশ্লোকম্। উলূখলৈরিতি উলূখলসদৃশানি স্ত্রীণাং কর্ণাভরণানি ভবন্তীতি স্বয়মুলূখলৈরেবাভরণৈর্যুক্তা সতীতি শেষঃ,

---

অমিততেজা ছিলেন, যিনি ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন এবং এইখানে যাঁহার এই যজ্ঞভূমি রহিয়াছে, সেই নহুষনন্দন যযাতির এই দেশ ॥৩—৪॥

যুধিষ্ঠির! দেখ—নানাপ্রকার স্থণ্ডিল-ব্যাপ্ত এই স্থানটা যযাতির যজ্ঞদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই যেন মগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥৫॥

যাহাকে একপত্রা শমী বলিয়া লোকে বলে, এই সেই শমী (বৃক্ষ) এবং এই একটী উত্তম সরোবর। আর এই দেখ—পরশুরামের হ্রদ সকল এবং এই দেখ—নারায়ণের আশ্রম ॥৬॥

রাজা! যোগী, পরিব্রাজক ও অমিততেজা জমদগ্নির রৌপ্যানদীতে এই 'প্রসর্পণ'-নামক তীর্থ ॥৭॥

যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্‌ভূতলয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। হে কুরুনন্দন! উলূখলৈঃ মৃন্ময়ৈরুদূখলৈরেবাভরণৈর্বিশিষ্টা, অত্রত্যা কাচিৎ পিশাচী, পুত্রসহিতায়াং কস্যাঞ্চিৎ স্ত্রিয়াং বস্তুমাগতায়াং সত্যাম্‌ অত্র প্রসর্পণতীর্থবিষয়ে, যদ্বচনদ্বয়মভাষত, অনুবংশঃ বংশবৎ লোকানুক্রমপ্রাপ্তং তদ্বচনদ্বয়ং পঠতো মে সকাশাৎ শৃণু ॥৮॥

প্রথমং বচনমাহ—যুগেতি। যুগন্ধরে তদাখ্যে পর্ব্বতে, "নিষধো মাল্যবান্‌ বিন্ধ্যো হেমকূটো যুগন্ধরঃ" ইতি শব্দরত্নাবলী, উষ্ট্রীদুগ্ধজাতং গর্দ্দভীদুগ্ধজাতঞ্চ দধি, প্রাশ্য ভুক্তা, তত্র হি তাদৃশমেব দধি ক্রিয়তে; ন বিদ্যন্তে চ্যুতা ধর্ম্মভ্রষ্টা যেভ্যস্তে অচ্যুতা ম্লেচ্ছাদয়স্তেষাং স্থলে, উষিত্বা বাসং কৃত্বা, তদ্বৎ তথা, ভূতানাং মনুষ্যাদিপ্রাণিশবানাং লয়ো নিক্ষেপেণ লোপো যত্র তস্মিন্‌ যত্রাদগ্ধ এব মনুষ্যশবো নিঃক্ষিপ্যতে তস্মিন্‌ নদীজলে ইত্যর্থঃ স্নাত্বা চ, সপুত্রা ত্বম্‌, বস্তুং তত্তৎপাপক্ষয়ার্থমত্রৈকরাত্রমবস্থাতুমর্হসি। অত্রেদমবধেয়ম্‌ যুগন্ধরপর্ব্বতপ্রদেশে উষ্ট্রীদুগ্ধেন গর্দ্দভীপ্রভৃতিদুগ্ধেন চ দধি ক্রিয়তে, তদ্ভোজনঞ্চ পাপজনকম্‌, "উষ্ট্রমৈকশফং ক্ষীরং সুরাতুল্যমিতি স্মৃতম্‌" ইতি নীলকণ্ঠধৃতস্মৃতেঃ ক্ষীরপদস্য চ দধ্নোঽপ্যুপলক্ষণত্বাৎ। এবঞ্চাত্র দধিপদমভোজ্যমাত্রোপলক্ষণম্‌, "চাণ্ডালান্নং ন চাশ্নীয়াৎ" ইত্যাদৌ চাণ্ডালান্নপদস্য চাণ্ডালতুল্যজাত্যন্তরান্নমাত্রোপলক্ষণবৎ। অচ্যুতস্থলে উষিত্বেত্যেতচ্চ ম্লেচ্ছাস্পৃশ্যালাপগাত্রসংস্পর্শাত্মকসংসর্গকরণপরম্‌, তত্র তথৈব সম্ভবাৎ। ভূতলয়ে স্নাত্বেত্যেতচ্চ দূষিতজলমাত্রে স্নানপরম্‌, শবদূষিতজলস্নানমাত্রপরত্বে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। একরাত্রবাসেন চ তত্তৎপাপক্ষয়ঃ, পরবচনে তত্তৎপাপক্ষয়ার্থমেব একরাত্রবাসাঙ্গীকারদ্যোতনাৎ। ইত্থঞ্চ অভোজ্যভোজনম্‌, অস্পৃশ্যালাপস্পর্শৌ, দূষিতজলে স্নানঞ্চ, এষামন্যতমস্য সমুদিতস্য বা করণে তৎপাপক্ষয়ার্থং প্রসর্পণতীর্থে একরাত্রবাসঃ প্রায়শ্চিত্তমিতি নিষ্কর্ষঃ সূচিতঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এতেন বিকৃতবেশত্বং পিশাচ্যাঃ ॥৮॥ উক্তং ভাষণমেবাহ দ্বাভ্যাং—যুগন্ধর ইতি। অত্র প্রাঞ্চঃ—অস্মিংস্তীর্থে কাচিৎ সপুত্রা ব্রাহ্মণী স্নাতুমাগতা তাং প্রতি পিশাচী বদতি—ত্বয়া যুগন্ধরে পর্ব্বতে দেশে বা, দধিপ্রাশনং কৃতং তত্রোষ্ট্রীক্ষীরং গর্দ্দভ্যাদিক্ষীরঞ্চ দধি ক্রিয়তে। তথা অচ্যুতস্থলাখ্যে সঙ্করজানাং গ্রামে বাসশ্চ কৃতঃ। তথা ভূতিলয়াখ্যে দস্যুগ্রামেঽনগ্নিদগ্ধানাং

কুরুনন্দন! (একটি স্ত্রীলোক বাস করিবার জন্য আপন পুত্রকে লইয়া এখানে আসিলে) উদূখলভূষণে ভূষিতা একটা পিশাচী (তাহাকে) যাহা বলিয়াছিল, কিংবদন্তীস্বরূপ সেই বচন দুইটী আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৮॥

"যুগন্ধরপর্ব্বতে (উষ্ট্রীপ্রভৃতির) দধি ভোজন করিয়া, অন্ত্যজস্থানে বাস করিয়া এবং ভূতলয়ে (দূষিতজলে) স্নান করিয়া (সেই সেই পাপক্ষয়ের জন্য কেবল এক রাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এখানে বাস করিতে পার ॥৯॥

---

(১)...তদ্বদ্ভূতিলয়ে স্নাত্বা—বা কা পি।

ভারতভাবদীপঃ

মৃতানাং ক্ষেপণং যস্যাং তস্যাং ক্রিয়তে তস্যাং স্নাতাসি, অতো দোষত্রয়বতী ত্বম্, এতৎকরণে হি প্রায়শ্চিত্তং ধর্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্—"উষ্ট্রমৈব শফং ক্ষীরং সুরাতুল্যমিতি স্মৃতম্। সংস্পৃশ্য সহরৈঃ সার্দ্ধং প্রাজাপত্যং ব্রতং চরেৎ॥" ইতি। "প্রোষ্ঠে ভূতিলয়ে বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং ব্রতং চরে"দিতি চ। তচ্চ ত্বয়া ন কৃতম্ অতঃ কথমত্র বস্তুমিচ্ছসি? দোষবতামিহ তীর্থে বাসো দুর্লভ ইত্যর্থঃ। এবং পিশাচীবাক্যং শ্রুত্বাপি সা ব্রাহ্মণী তত্র স্নানাদিকং কৃতবতী, ততস্তয়া রাক্ষস্যা তস্যা ঘটপিঠরাদিকং নাশিতম্। উক্তঞ্চ—"এতত্তব দিবা বৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তন্তু দ্রক্ষ্যসি" ইতি, বৃত্তং জাতম্, রাত্রৌ তু তব পুত্রমপি নাশয়িষ্যামীতি ভাবঃ। অথাপি দ্বিতীয়াং রাত্রিং বস্তুমিচ্ছসি চেৎ তব ভূয়াংসমপকারং করিষ্যামীতি যুগন্ধরাদিদেশত্রয়নিন্দাপরয়েন ব্যাচখ্যুঃ। অর্ব্বাঞ্চস্তু—যুগন্ধরাদৌ দধিপ্রাশনাদিকং ত্রয়মধিকারকারণং কৃত্বা একরাত্রমিহ যদি বস্তুমিচ্ছসি চেদ্বস। অত্র পিশাচীবচনব্যাজেনৈব রাত্রবাসো নিয়ম্যতে, যদি তু দ্বিতীয়ং দিবারাত্রং বৎস্যসি তর্হি এতৎ তব দিবা কালে বৃত্তং ভবিষ্যতি, এতদিতি বস্ত্রপাত্রাহারতাড়নাদিকমভিনীয় দর্শয়তি। রাত্রৌ তু ইতোঽন্যথা প্রাণাপহারান্তমিত্যর্থ ইতি। ব্রহ্মজ্ঞানিবংশাবতংসলক্ষণানুচরাস্তু "দ্বারমেতত্তু কৌন্তেয়। কুরুক্ষেত্রস্যে"ত্যুপসংহারাদস্য ক্ষেত্রস্য দ্বিবিধকুরুক্ষেত্রপ্রাপকত্বমবগতম্, কুরুক্ষেত্রদ্বয়ঞ্চ একং শতপথে প্রবর্গ্যকাণ্ডে—"তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনম্" ইতি কর্ম্মাঙ্গং কুরুদেশান্তর্গতং প্রসিদ্ধম্। অপরঞ্চ—"অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রম্" ইত্যাদিনা জ্ঞানাঙ্গমবিমুক্তাখ্যং জাবালরামতাপনীয়োপনিষদোঃ প্রসিদ্ধম্। ততশ্চাস্য ক্ষেত্রস্য ক্রমমুক্তৌ সদ্যোমুক্তৌ পরম্পরয়া হেতুত্বাদত্র বাসে দেবা বিঘ্নমাচরন্তি। মুক্তৌ হি "দেবপশুত্বান্নিবর্ত্তত" ইতি। তথা বৃহদারণ্যকে—"আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যেকাত্ম্যং জ্ঞেয়"মিত্যুক্ত্বাথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমিতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি ভেদদর্শিনো দেবপশুত্বমুক্ত্বা তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুরিত্যৈকাত্ম্যজ্ঞানং দেবানামপ্রিয়ং পশুনাশ ইব পশুপতেরিত্যুক্তম্। জ্ঞাতৈকাত্ম্যস্য তু দেবা অপ্রিয়ং কর্ত্তুমসমর্থাস্তথা চ তত্রৈব শ্রূয়তে—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতী"তি, দেবাশ্চ ন দেবা অপি, অভূত্যৈ অনৈশ্বর্য্যায়, এবং সতি "যদি ব্রহ্মিষ্ঠাসি তর্হ্যত্র চিরকালং বস্তুমর্হসী"তি পিশাচী কাঞ্চিৎ সপুত্রাং স্ত্রিয়মিহ বস্তুমিচ্ছন্তীং প্রতি প্রব্রবীতি—যুগন্ধর ইতি। যুগানি কৃতত্রেতাদ্বাপরকলিসংজ্ঞানি ধারয়তীতি যুগন্ধরঃ স্থূলশরীরাভিমানী জীবঃ, তথা হি শ্রুতিঃ—"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ। উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥" ইতি। শয়ানো ধর্ম্মমাচার্য্যাদিমুখাদজানন্ পুরুষঃ কলিঃ, স এব সঞ্জিহানস্তং জানন্ দ্বাপরো ভবতি, উত্তিষ্ঠন্ ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থং যতমানস্ত্রেতা ভবতি, ধর্ম্মং চরন্ অনুতিষ্ঠংস্তু কৃতং ভবতীতি পুংস এব যুগন্ধরত্বমাহ। দধিপ্রাশনশব্দেন ধর্ম্মপ্রজাসম্পত্ত্যর্থো দারসংযোগ উচ্যতে। তথাহি গৃহ্যসূত্রে—"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবা ইতি দধ্নঃ প্রাশ্য প্রতিপ্রযচ্ছেৎ" ইতি, বিবাহান্তে দম্পত্যোর্হৃদয়সন্ধানার্থং দধিপ্রাশনং বিধীয়তে, তত্র "সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ" ইতি মন্ত্রশেষঃ। মন্ত্রার্থস্তু—বিশ্বেদেবাঃ নৌ আবয়োর্হৃদয়ানি বেত্তি, বৃত্তিবহুত্বাৎ বহুবচনম্, সমঞ্জন্তু স্নিগ্ধানি কুর্ব্বন্তু। সংশব্দাবৃত্ত্যা সমঞ্জন্ত্বিত্যস্যাপ্যাবৃত্তির্জ্ঞেয়া। আপো

একরাত্রমুষিত্বেহ দ্বিতীয়ং যদি বৎস্যসি।
এতদ্বৈ তে দিবা বৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোঽন্যথা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিতীয়ং বচনমাহ—একেতি। একরাত্রমুষিত্বেহেত্যনেন উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়ার্থং প্রসর্পণ-তীর্থে একরাত্রবাসো নির্ব্বিঘ্নমঙ্গীকৃত ইতি বোধ্যম্। অয়মর্থস্তু "অদ্য চাত্র নিবৎস্যামঃ ক্ষপাং ভরতসত্তম!" ইতি পরশ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধং ব্রুবতা লোমশেনৈব সূচিতঃ। দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়রাত্রং যদি বৎস্যসি, তদা তে সপুত্রায়া এব তব, এতৎ—অনেন হস্তসঙ্কেতেন প্রদর্শ্যমানং প্রহরণম্, দিবা বৃত্তং দিনবৃত্তান্তো ভবিষ্যতি; রাত্রৌ তু অতোঽন্যথা ইতোঽপি গুরুতরমেব কণ্ঠমোটনা-দিকং বৃত্তং বৃত্তান্তো ভবিষ্যতি, এতত্তীর্থবাসস্য উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়মাত্রার্থকত্বাৎ একরাত্রমাত্র-বাসেনৈব চ তৎসিদ্ধ্যা দ্বিতীয়রাত্রাদিবাসস্যানাবশ্যকত্বাৎ তদানীমস্মদাদিভিঃ স্বৈরাচরণাচ্চেতি ভাবঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৌ হৃদয়ানি সমঞ্জন্ত্বিত্যর্থঃ। স্নিগ্ধয়োর্হি দ্বয়োঃ সন্ধানং ভবতীতি। মাতরিশ্বা প্রাণ-বায়ুর্নৌ হৃদয়ানি সন্দধাতু। এবং ধাতা সন্দধাতু। উ নিশ্চিতম্, দেষ্ট্রী অন্তর্যামিনী দেবতা চ সন্দধাতু। অব্যবহিতাশ্চেতি চ্ছন্দসি ব্যবহিতোপসর্গেণাপি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ। পূর্ব্ববদুপসর্গাবৃত্ত্যা ক্রিয়াপদস্যাবৃত্তিরিতি। তথা চ "ক্ষৌমে বসানৌ জায়াপতী সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং প্রজাং প্রজনয়াবহা" ইতি শ্রুতিলিঙ্গাভ্যাং ধর্ম্মপ্রজোৎপাদনে সহাধিকারাৎ। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইতি চ শ্রুতানামৃণানামপাকরণং দারসংযোগং বিনা ন ভবতীতি দধিপ্রাশনশব্দেন লক্ষিত-লক্ষণয়া আনৃণ্যং গ্রাহ্যম্, তেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ প্রজাবানেতত্তীর্থে সেবিতুমর্হতীতি পূর্ব্বপাদার্থঃ। অচ্যুতস্থলে চ্যুতিযোগ্যস্থূলশরীরাপেক্ষয়া অচ্যুতং স্থলং লিঙ্গশরীরম্, তত্র উষিত্বা সূত্রাত্মান-মুপাস্যেত্যর্থঃ। ভূতানি বিয়দাদীনি লীয়ন্তেঽস্মিন্নিতি কারণং ব্রহ্ম ভূতলয়ঃ। ভূতিলয় ইতি পাঠে ভূতিরৈশ্বর্য্যং তস্যাপি চ লয়োঽস্মিন্নিতি শুদ্ধং ব্রহ্ম তয়োরন্যতরত্র স্নাত্বা মলং ত্যক্ত্বা যথৈষীকতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি তজ্জ্ঞান-ফলশ্রবণাৎ। তদ্বদিতি তচ্ছব্দেন পূর্ব্বার্দ্ধোক্তে কর্ম্মোপাস্তী উচ্যেতে, তাভ্যাং যুক্তং যথা স্যাৎ তথা ভূতলয়ে স্নানম্, তেন দৈনন্দিনসুষুপ্তেনিবৃত্তিঃ। তত্রাপি প্রত্যহং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে, যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি। সতা ব্রহ্মণা। তথা চ কর্ম্মোপাস্তিপূর্ব্বকং যো ব্রহ্ম জানাতি সোঽত্র বস্তুমর্হতি তস্য পিশাচাদিবাধা নাস্তীত্যর্থঃ ॥৯॥ ত্বন্তু অব্রহ্মবিদেকরাত্রমেবাত্র বস্তুং যোগ্যঃ, যদি দ্বিতীয়াং বস্তুমিচ্ছসি

এখানে একরাত্রি বাস করিবার পরে যদি দ্বিতীয় রাত্রি বাস কর, তবে দিনের বেলায় তোমার এই ঘটনা (হস্তপ্রহার) ঘটিবে; আর রাত্রিতে ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ ব্যবহার (ঘাড় মোচড়ান প্রভৃতি) হইবে" ॥১০॥

(১০)···রাত্রৌ বৃত্তম্ভ প্রক্ষ্যসি—কা।

অদ্য চাত্র নিবৎস্যামঃ ক্ষপাং ভরতসত্তম !।
দ্বারমেতত্তু কৌন্তেয় ! কুরুক্ষেত্রস্য ভারত ! ॥১১॥
অত্রৈব নাহুষো রাজা রাজন্ ! ক্রতুভিরিষ্টবান্।
যযাতির্বহুরত্নৌঘৈর্যত্রেন্দ্রো মুদমভ্যগাৎ ॥১২॥
এতৎ প্লক্ষাবতরণং যমুনাতীর্থমুত্তমম্।
এতদ্বৈ নাকপৃষ্ঠস্য দ্বারমাহুর্মনীষিণঃ ॥১৩॥
অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ।
যূপোলূখলিকাস্তাত ! গচ্ছন্ত্যবভৃথপ্লবম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। ক্ষপাম্ আগামিনীমেকামেব রাত্রিং নিবৎস্যামঃ, অস্মাকমপি উক্তত্রিবিধ-পাপসত্তাসম্ভবাৎ পিশাচ্যা তথাবিধপাপিনামেকরাত্রবাসাভিধানাচ্চেতি ভাবঃ। এতৎ প্রসর্পণং নাম তীর্থম্, কুরুক্ষেত্রস্য দ্বারং প্রবেশপথমুখম্ ॥১১॥

অত্রেতি। নাহুষো নহুষপুত্রঃ। ইষ্টবান্ যজনং কৃতবান্ ॥১২॥

এতদিতি। প্লক্ষাবতরণং নাম, যমুনায়াস্তীর্থং ঘট্টঃ। নাকপৃষ্ঠস্য স্বর্গস্য ॥১৩॥

অত্রেতি। হে তাত ! বৎস ! অত্র প্লক্ষাবতরণে, যূপৈরুলূখলৈশ্চ চরন্তীতি তে তাদৃশাঃ পরমর্ষয়ঃ, সারস্বতৈঃ সরস্বতীদেবতাকৈর্যজ্ঞৈঃ, ঈজানা যজমানাঃ সন্তঃ, অবভৃথপ্লবং তদন্তিমস্নানম্, গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তর্হি তে তব এতন্মদীয়ং বৃত্তং ভবিষ্যতি মদ্বৎ পিশাচী ভূত্বাত্র স্নানং ন লপ্স্যসে, এতদিতি স্ববৃত্তস্যাভিনীয় প্রদর্শনং দ্বিতীয়দিনবাসস্যৈবৈতৎফলং দ্বিতীয়রাত্রিবাসে তু ইতোহন্যথা অহল্যাদিবন্মোহপ্রাপ্ত্যা শিলাভাবো ভবিষ্যতি, তেন তীর্থদর্শনমপি ন লপ্স্যসে ইতি ॥১০॥ অতোহত্র ক্ষপাং রাত্রিমেব একাং বৎস্যামঃ প্রাতরেব প্রস্থাস্যাম ইতি ভাবঃ। দ্বারমিত্যর্দ্ধস্য উক্তার্থমস্তি ॥১১॥ অত্রৈব কুরুক্ষেত্রদ্বারে ॥১২—১৩॥ সারস্বতৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ ঋিগ্ভির্যজ্ঞৈ-

---

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আজ আমরা এখানে একরাত্রি বাস করিব। কুন্তীনন্দন ! এইটাই কুরুক্ষেত্রের দ্বার ॥১১॥

রাজা ! এইখানেই নহুষনন্দন যযাতিরাজা বহু রত্নসমূহদ্বারা বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; যাহাতে ইন্দ্র আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥

এই 'প্লক্ষাবতরণ'-নামে যমুনার উত্তম তীর্থ। এইটাকেই জ্ঞানীরা স্বর্গের দ্বার বলিয়া থাকেন ॥১৩॥

বৎস ! মহর্ষিরা যূপ ও উদূখলপ্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সারস্বত যজ্ঞ শেষ করিয়া এইখানেই অবভৃথস্নান করিয়া থাকেন ॥১৪॥

অত্রৈব ভরতো রাজা রাজন্! ক্রতুভিরিষ্টবান্।
হয়মেধেন যজ্ঞেন মেধ্যমশ্বমবাসৃজৎ ॥১৫॥
অসকৃৎ কৃষ্ণসারঙ্গং ধর্ম্মেণাপ্য চ মেদিনীম্।
অত্রৈব পুরুষব্যাঘ্র! মরুত্তঃ সত্রমুত্তমম্।
প্রাপ চৈবর্ষিমুখ্যেন সংবর্ত্তেনাভিপালিতঃ ॥১৬॥
অত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র! সর্ব্বাল্লোঁকান্ প্রপশ্যতি।
পূয়তে দুষ্কৃতাচ্চৈব অত্রাপি সমুপস্পৃশ ॥১৭॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত্র সভ্রাতৃকঃ স্নাত্বা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
লোমশং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮॥
সর্ব্বাল্লোঁকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম!।
ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং পশ্যামি শ্বেতবাহনম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। হয়মেধেন চ ইষ্টবান্। মেধ্যং হিংসনীয়মশ্বম্, অবাসৃজত্ত্যক্তবান্ ॥১৫॥

অসকৃদিতি। অসকৃৎ প্রাপেতি সম্বন্ধঃ। কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণসারমৃগমিবাশ্বম্। মরুত্তো নাম রাজা, সত্রম্ অশ্বমেধযজ্ঞম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

অত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। পূয়তে পবিত্রো ভবতি। সমুপস্পৃশ স্নাহি ॥১৭॥

তত্রেতি। তত্র প্লক্ষাবতরণতীর্থে। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজানাঃ, যূপোলূখলিকাঃ যূপান্যুলূখলানি চ যজ্ঞসাধনান্যাদদতে যূপোলূখলিকাঃ পশুভিঃ পুরোডাশৈশ্চ ইষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণহরিণ-দৃশম্, একদেশে কৃষ্ণবর্ণং শ্যামকর্ণ-

যুধিষ্ঠির! ভরতরাজাও এইখানেই বহুতর অন্যান্য যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহার অশ্বও এইখানেই প্রথম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ! মরুত্তরাজাও ধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবী এবং কৃষ্ণসারমৃগের ন্যায় অশ্ব লাভ করিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ সংবর্ত্তকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, এইখানেই বার বার উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! মানুষ এইখানে স্নান করিয়া সমস্ত লোক দেখিতে পায় এবং পাপ হইতে মুক্ত হয়; অতএব তুমিও এখানে স্নান কর" ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহর্ষিরা প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্লক্ষাবতরণতীর্থে স্নান করিয়া লোমশমুনিকে এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

(১৬)...ধর্ম্মেণাপি চ মেদিনীম্—বা ব, ধর্ম্মেণাবাপ্য মেদিনীম্—কা পি।

লোমশ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো! পশ্যন্তি পরমর্ষয়ঃ।
ইহ স্নাত্বা তপোযুক্তাস্ত্রীল্লোঁকান্ সচরাচরান্ ॥২০॥
সরস্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণাবৃতাম্।
যত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ! ধূতপাপ্মা ভবিষ্যসি ॥২১॥
ইহ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ।
ঋষয়শ্চৈব কৌন্তেয়! তথা রাজর্ষয়োঽপি চ ॥২২॥
বেদী প্রজাপতেরেষা সমন্তাৎ পঞ্চযোজনা।
কুরোর্বৈ যজ্ঞশীলস্য ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং প্লক্ষাবতরণগমনে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্নানফলমাহ—সর্ব্বানিতি। ইহস্থঃ প্লক্ষাবতরণস্থ এব। শ্বেতবাহনং স্বর্গস্থমর্জ্জুনম্ ॥১৯॥ শ্লোকমপ্যর্থং যুধিষ্ঠিরপ্রত্যক্ষশ্রবণাৎ পুনঃ সমর্থয়তি—এবমিতি। ইহ প্লক্ষাবতরণে ॥২০॥ সরস্বতীমিতি। পুণ্যানাং ধার্ম্মিকাণামেকৈর্নিরবচ্ছিন্নৈঃ শরণৈর্গৃহৈরাবৃতাং পশ্যেতি শেষঃ ॥২১॥

ইহেতি। সারস্বতৈঃ প্রাধান্যেন সরস্বতীদেবতাকৈঃ। ইষ্টবন্তো যজনং কৃতবন্তঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যর্থঃ ॥১৬—১৮॥ ইহস্থো যমুনান্তর্গতপ্লক্ষাবতরণস্থঃ ॥১৯—২০॥ তীর্থান্তরমাহ—সরস্বতী-মিতি ॥২১—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৬॥

"হে যথার্থ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি! আমি এইখানে থাকিয়াই সমস্ত জগৎ দেখিতেছি এবং স্বর্গস্থিত অর্জ্জুনকেও দেখিতেছি!" ॥১৯॥

লোমশ বলিলেন—"মহাবাহু! ইহা যথার্থ বটে। তপস্বী মহর্ষিরা এইখানে স্নান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনই দেখিয়া থাকেন ॥২০॥

নরশ্রেষ্ঠ! এই দেখ—একমাত্র ধার্ম্মিকদিগের আশ্রমে পরিপূর্ণ পবিত্র সরস্বতী নদী; যাহাতে স্নান করিয়া তুমি পাপবিহীন হইবে ॥২১॥

কুন্তীনন্দন! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এইখানেই বহুতর সারস্বত যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২২॥

---

(২০) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি। * '...একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '...একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ।

ইহ মর্ত্ত্যাস্তনূস্ত্যক্ত্বা স্বর্গং গচ্ছন্তি ভারত !।
মর্ত্তুকামা নরা রাজন্নিহায়ান্তি সহস্রশঃ ॥১॥
এবমাশীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেণ যজতা পুরা।
ইহ যে বৈ মরিষ্যন্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নরাঃ ॥২॥
এষা সরস্বতী রম্যা দিব্যা চৌঘবতী নদী।
এতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাংপতে ! ॥৩॥
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দ্বেষাৎ সরস্বতী।
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর ! মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বেদীতি। সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু। "স্যাদ্‌যোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন" ইতি লীলাবতী ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ইহেতি। ইহ কুরুক্ষেত্রে, মর্ত্ত্যা নরাঃ। স্বর্গং গচ্ছন্তীত্যত এবাহ—মর্ত্তুকামা ইতি ॥১॥

এবমিতি। স্বর্গং জয়ন্তীতি স্বর্গজিতঃ ক্বিপ্, স্বর্গাধিকারিণো ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥২॥

এষেতি। ওঘবতী প্রবাহশালিনী। বিনশ্যত্যস্মিন্ পাপমিতি বিনশনং নাম সরস্বত্যা নদ্যাঃ স্থানম্, নিষাদরাষ্ট্রস্য ম্লেচ্ছরাজ্যস্য দ্বারম্। যেষাং নিষাদানাম্ ॥৩—৪॥

চারি দিকেই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত এই ব্রহ্মার বেদী; ইহাই যজ্ঞশীল মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র" ॥২৩॥

—ঃ*ঃ—

লোমশ বলিলেন—"ভরতনন্দন রাজা! মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করে; এইজন্যই সহস্র সহস্র লোক মরিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়া থাকে ॥১॥

পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞ করিবার সময়ে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, এখানে যাহারা মরিবে, তাহারা স্বর্গলাভ করিবে ॥২॥

নরনাথ! মনোহর, অলৌকিক ও প্রবাহযুক্ত এই সরস্বতী নদী; আর

---

(২)…তে বৈ স্বর্গজিতা নরাঃ—বা ব কা।

এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী।
যত্রৈনামভ্যবর্ত্তন্ত সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঃ ॥৫॥
এতৎ সিন্ধোর্মহত্তীর্থং যত্রাগস্ত্যমরিন্দম!।
লোপামুদ্রা সমাগম্য ভর্ত্তারমবৃণীত বৈ ॥৬॥
এতৎ প্রকাশতে তীর্থং প্রভাসং ভাস্করদ্যুতে!।
ইন্দ্রস্য দয়িতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৭॥
এতদ্বিষ্ণুপদং নাম দৃশ্যতে তীর্থমুত্তমম্।
এষা রম্যা বিপাশা চ নদী পরমপাবনী ॥৮॥
অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বদ্ধাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥৯॥
কাশ্মীরমণ্ডলঞ্চৈতৎ সর্ব্বপুণ্যমরিন্দম!।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্যেদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। এনাং সরস্বতীম্, অভ্যবর্ত্তন্ত অভ্যাগচ্ছন্। সমুদ্রগা নদ্যঃ ॥৫॥
এতদিতি। সিন্ধোর্নদস্য, মহত্তীর্থং প্রশস্তো ঘট্টঃ ॥৬॥
এতদিতি। প্রভাসং প্রভাসাখ্যম্, হে ভাস্করদ্যুতে! সূর্য্যতুল্যতেজস্বিন্! ॥৭॥
এতদিতি। এতদিত্যাদিকন্তু অঙ্গুলীনির্দ্দেশেন দর্শিতমিতি বোধ্যম্ ॥৮॥
অত্রেতি। আত্মানং স্বদেহং পাশেন বদ্ধা। বিপাশঃ পাশমুক্তঃ। অতএব বিপাশা ॥৯॥

'বিনশন'-নামক সরস্বতী নদীর এই স্থানটা ম্লেচ্ছরাজ্যের দ্বার; যাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতী নদী-'আমাকে ম্লেচ্ছেরা যেন জানিতে না পারে' (ইহা ভাবিয়াই যেন) পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৩—৪॥

এই চমসোদ্ভেদতীর্থ; যেখানে সরস্বতীকে দেখা যায় এবং যেখানে এই সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়াই (তিথিবিশেষে) সকল পবিত্র নদী আসিয়া থাকে ॥৫॥

অরিন্দম! এই সিন্ধুনদের মহাতীর্থ; যেখানে আসিয়া লোপামুদ্রা মহর্ষি অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

হে সূর্য্যতুল্যতেজস্বী! এই অপর প্রভাসতীর্থ প্রকাশ পাইতেছে; ইহা দেবরাজের প্রিয়, পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক ॥৭॥

এই 'বিষ্ণুপদ'-নামক উত্তম তীর্থ দেখা যাইতেছে এবং এই মনোহরা ও পরমপবিত্রা বিপাশা নদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥৮॥

ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি পুত্রশোকবশতঃ আপনাকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া এই নদীতে পতিত হইয়া আবার পাশমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥৯॥

অত্রৌত্তরাণাং সর্ব্বেষামৃষীণাং নাহুষস্য চ।
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপস্য চ ভারত। ॥১১॥
এতদ্দ্বারং মহারাজ! মানসস্য প্রকাশতে।
বর্ষমস্য গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২॥
এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ।
নাত্যবর্ত্তত যদ্দ্বারং বিদেহাদুত্তরং জয়ঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কাশ্মীরেতি। যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ প্রক্ষাবতরণে স্নাত্বা অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির্লপ্স্যেতি পশ্যেত্যুক্তিঃ ॥১০॥

অত্রেতি। অত্র কাশ্মীরমণ্ডলে, ঔত্তরাণাম্ উত্তরদেশীয়ানাম্ ॥১১॥

এতদিতি। হে মহারাজ! শ্রীমতা রামেণ জামদগ্ন্যেন, অস্য ক্রৌঞ্চনাম্নো গিরের্মধ্যে বর্ষং রন্ধ্রং কৃতম্, এতচ্চ মানসস্য সরোবরস্য দ্বারং গমনপথমুখং প্রকাশতে। "বর্ষং বৃষ্টৌ বিলান্বয়োঃ" ইতি ব্যাড়িঃ ॥১২॥

এষ ইতি। সত্যো বিক্রমো যত্র স তাদৃশঃ, প্রখ্যাত এষ বাতিকষণ্ডো নাম দেশঃ; জয়োঽর্জ্জুনঃ, বিদেহাদ্দেশাদুত্তরং যস্য বাতিকষণ্ডদেশস্য দ্বারম্, নাত্যবর্ত্তত দিগ্বিজয়কালে নাত্যক্রামৎ। উত্তরকুরুদেশদ্বারাদর্জ্জুনো নিবৃত্তঃ, স এব বাতিকষণ্ডদেশঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইহেতি ॥১—৮॥ বদ্ধা পাশৈরিতি শেষঃ। বিপাশঃ পাশহীনঃ, অতএব বিপাশা নাম ॥৯—১০॥ ঔত্তরাণামৌদীচ্যানাম্ ॥১১॥ বর্ষং বসতিস্থানম্ ॥১২॥ এষ ইতি। যো রামঃ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমশ্চ বিদেহাদুত্তরঞ্চ যদ্দ্বারং যদ্বর্ষস্য দ্বারমেবোঽহভূয়মানো বাতিকষণ্ডো বাতানীতঃ পদ্মাদিসমূহো নাত্যবর্ত্তত তেন রামেণ কৃতমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, অনেন বায়োরপ্যস্মিন্ বর্ষে প্রবেশো নাস্তি—কিমুতেতরস্যেতি। পদ্মাদের্বাতানীতস্যাত্রাপ্রবেশাদ্রামসামর্থ্যং

এই সর্ব্বপুণ্যের আধার কাশ্মীরমণ্ডল। অরিন্দম যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া এই মহর্ষিগণের অধ্যুষিত স্থানটী দর্শন কর ॥১০॥

ভরতনন্দন! এই স্থানেই উত্তরদেশীয় সকল ঋষি ও যযাতির এবং অগ্নি ও কাশ্যপের সংবাদ হইয়াছিল ॥১১॥

মহারাজ! শ্রীমান্ পরশুরাম এই ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের মধ্যে একটা রন্ধ্র করিয়াছিলেন; ইহাই মানসসরোবরের দ্বার প্রকাশ পাইতেছে ॥১২॥

এই যথার্থবিক্রমের আধার বিখ্যাত বাতিকষণ্ডদেশ; দিগ্বিজয়কালে অর্জ্জুনও বিদেহদেশের উত্তরবর্ত্তী যাহার দ্বারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই ॥১৩॥

---

(১৩)···বিদেহাদুত্তরঞ্চ যঃ—বা ব কা নি।

ইদমাশ্চর্য্যমপরং দেশেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ !।
ক্ষীণে যুগে তু কৌন্তেয়! শর্ব্বস্য সহ পার্ষদৈঃ।
সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ ॥১৪॥
অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রে মাসি পিনাকিনম্।
যজন্তে যাজকাঃ সম্যক্ পরিবারশুভার্থিনঃ ॥১৫॥
অত্রোপস্পৃশ্য সরসি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষীণপাপঃ শুভাল্লোঁকানাপ্নুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬॥
এষ উজ্জানকো নাম যবক্রীর্যত্র শান্তবান্।
অরুন্ধতীসহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
হ্রদশ্চ কুশবানেষ যত্র পদ্মং কুশেশয়ম্।
আশ্রমশ্চৈব রুক্মিণ্যা যত্রাশাম্যদকোপনা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। যুগে সত্যত্রেতাদৌ। শর্ব্বস্য শিবস্য। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥
অস্মিন্নিতি। সত্রৈর্যাগৈঃ। যজন্তে অর্চ্চয়ন্তি। পরিবারাণাং পরিজনানাং শুভার্থিনঃ ॥১৫॥
অত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। শ্রদ্দধানঃ তীর্থস্নানজন্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ॥১৬॥
এষ ইতি। উজ্জানকো নাম হ্রদঃ, যবক্রীর্নাম মুনিঃ, শান্তবান্ সিদ্ধ্যা শান্তিং লেভে ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যক্ষমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১৩॥ যুগং পঞ্চসংবৎসরাত্মকম্, তস্মিন্ ক্ষীণে সমাপ্তে সতি যদা সৌর-সাবনবার্হস্পত্যনাক্ষত্রচান্দ্রাঃ সংবৎসরা এককালং সমাপ্যন্তে স যুগক্ষয়কালস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ। যুগে ক্ষীণে ইত্যস্য সংবৎসরান্ত ইতি বার্থঃ। চৈত্রপ্রতিপৎ যুগাদিরিতি ব্যবহারাৎ ॥১৪॥ অতএব পূর্ব্বদিনে শিবং দৃষ্ট্বা প্রতিপদমারভ্য মাসমাত্রং পিনাকিনং যজন্ত ইতি সঙ্গচ্ছতে ॥১৫—১৬ পাবকিঃ স্কন্দঃ শান্তবান্ শমং প্রাপ, বশিষ্ঠোঽপি শান্তবান্ ॥১৭॥ কুশবান্ জলবান্। "শরং

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! এই দেশে আর একটী আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেক যুগের অবসানের সময়ে পারিষদ্‌গণ ও পার্ব্বতীর সহিত কামরূপী মহাদেবের দর্শন পাওয়া যায় ॥১৪॥

পরিজনবর্গের মঙ্গলার্থী যাজকগণ চৈত্রমাসে এই সরোবরের তীরে যথা-নিয়মে যজ্ঞদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় লোক এই সরোবরে স্নান করিয়া পাপবিহীন হইয়া শুভলোক লাভ করেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

এই 'উজ্জানক'-নামক হ্রদ; যাহাতে যবক্রীমুনি এবং অরুন্ধতীর সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি (সিদ্ধিলাভ করায়) শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

(১৭)…পাবকির্যত্র শান্তবান্—বা ব কা নি।

সমাধীনাং সমাসস্তু পাণ্ডবেয়! শ্রুতস্ত্বয়া।
তং দ্রক্ষ্যসি মহারাজ! ভৃগুতুঙ্গং মহাগিরিম্ ॥১৯॥
বিতস্তাং পশ্য রাজেন্দ্র! সর্ব্বপাপপ্রমোচনীম্।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতাং শীততোয়াং সুনির্ম্মলাম্ ॥২০॥
জলাঞ্চোপজলাঞ্চৈব যমুনামভিতো নদীম্।
উশীনরো বৈ যত্রেষ্ট্বা বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১॥
তাং দেবসমিতিং তস্য বাসবশ্চ বিশাংপতে!।
অভ্যগচ্ছন্নৃপবরং জ্ঞাতুমগ্নিশ্চ ভারত! ॥২২॥
জিজ্ঞাসমানৌ বরদৌ মহাত্মানমুশীনরম্।
ইন্দ্রঃ শ্যেনঃ কপোতোহগ্নির্ভূত্বা যজ্ঞেহভিজগ্মতুঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

হ্রদ ইতি। কুশবান্ নাম। অতএব কুশে কুশবতি হ্রদে শেতে তিষ্ঠতীতি কুশেশয়মিত্যুচ্যতে। অন্যথা তদ্ব্যুৎপত্তেরনুপপত্তিরিত্যাশয়ঃ। অশাম্যৎ নির্বৃতাভবৎ ॥১৮॥

সমিতি। সমাধীনাং যোগানাং সমাসঃ সংক্ষেপঃ সংক্ষিপ্তযোগেনৈব সিদ্ধিলাভঃ ॥১৯॥

বিতস্তামিতি। বিতস্তাং নাম নদীম্। অধ্যুষিতামধিষ্ঠিতাম্ ॥২০॥

জলামিতি। অভিত উভয়পার্শ্বে পশ্য। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা। অত্যরিচ্যত প্রধানোহভবৎ ॥২১॥

তামিতি। দেবসমিতিং রাজসভাম্, "মেঘে রাজ্ঞি সুরে দেবঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥২২॥

এই 'কুশবান্'-নামক হ্রদ; যাহাতে পদ্ম জন্মিয়া 'কুশেশয়'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, যাহার তীরে রুক্মিণীর আশ্রম রহিয়াছে এবং যে আশ্রমে অকোপনা রুক্মিণী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

মহারাজ পাণ্ডুনন্দন! যেখানে অল্পমাত্র যোগ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় বলিয়া তুমি শুনিয়াছ, সেই 'ভৃগুতুঙ্গ'-নামক মহাপর্ব্বত দেখিতে পাইবে ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! যাহার তীরে মহর্ষিরা বাস করেন এবং যাহার জল শীতল ও নির্ম্মল, সেই সর্ব্বপাপনাশিনী বিতস্তানদী দর্শন কর ॥২০॥

যমুনানদীর দুই পার্শ্বে 'জলা' ও 'উপজলা'-নামে দুইটী নদী রহিয়াছে দেখ; যাহার তীরে যজ্ঞ করিয়া উশীনররাজা ইন্দ্র অপেক্ষা প্রধান হইয়াছিলেন ॥২১॥

নরনাথ ভরতনন্দন! তখন ইন্দ্র এবং অগ্নি রাজশ্রেষ্ঠ উশীনরকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সেই রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন ॥২২॥

ঊরুং রাজ্ঞঃ সমাসাদ্য কপোতঃ শ্যেনজাদ্ভয়াৎ।
শরণার্থী তদা রাজন্! নিলিল্যে ভয়পীড়িতঃ ॥২৪॥

শ্যেন উবাচ।

ধর্ম্মাত্মানং ত্বাহুরেকং সর্ব্বে রাজন্! মহীক্ষিতঃ।
স বৈ ধর্ম্মবিরুদ্ধং ত্বং কস্মাৎ কর্ম্ম চিকীর্ষসি ॥২৫॥
বিহিতং ভক্ষণং রাজন্! পীড্যমানস্য মে ক্ষুধা।
মা রক্ষীর্ধর্ম্মলোভেন ধর্ম্মমুৎসৃষ্টবানসি ॥২৬॥

রাজোবাচ।

সন্ত্রস্তরূপস্ত্রাণার্থী ত্বত্তো ভীতো মহাদ্বিজ!।
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তঃ প্রাণগৃধ্নুরয়ং দ্বিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

জিজ্ঞেতি। জিজ্ঞাসমানৌ পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তৌ। অগ্নিশ্চ কপোতো ভূত্বেতি সম্বন্ধঃ ॥২৩॥
ঊরুমিতি। রাজ্ঞ উশীনরস্য। শরণার্থী আশ্রয়ার্থী, নিলিল্যে লুক্কায়িতঃ ॥২৪॥
ধর্ম্মেতি। সর্ব্বে মহীক্ষিতো রাজানঃ, ত্বা ত্বাম্, একং মুখ্যম্, ধর্ম্মাত্মানমাহুঃ ॥২৫॥
বিহিতমিতি। বিহিতং বিধাত্রেতি শেষঃ, ভক্ষণম্ এতৎকপোতাদেঃ ॥২৬॥
সন্ত্রস্তেতি। হে মহাদ্বিজ! মহাপক্ষিন্ শ্যেন!। প্রাণগৃধ্নুঃ প্রাণরক্ষাকামী ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বনং কুশং নীরম্" ইতি ধনঞ্জয়ঃ। অকোপনা জিতক্রোধা ॥১৮॥ সমাসঃ সংক্ষেপঃ, যস্মিন্ দৃষ্টে সমাধিফলং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯—২১॥ দেবসমিতিং রাজসভাম্ ॥২২—২৩॥ নিলিল্যে

মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার জন্য বরদাতা ইন্দ্র শ্যেনপক্ষী হইয়া এবং বরদাতা অগ্নি কপোতপক্ষী হইয়া যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

রাজা! তখন কপোত শ্যেনের ভয়ে আশ্রয়লাভের জন্য রাজার ঊরুদেশে যাইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া লুক্কায়িত হইল ॥২৪॥

তখন শ্যেন বলিল—"রাজা! সকল রাজাই আপনাকে প্রধান ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন; সেই আপনি কি জন্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছেন? ॥২৫॥

রাজা! বিধাতা আমার ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় এই সকল পক্ষীকেই খাদ্য বিধান করিয়াছেন; অতএব আপনি ধর্ম্মলোভে ইহাকে রক্ষা করিবেন না; (যাহা করিয়াছেন, ইহাতেই) ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন" ॥২৬॥

(২৪). শ্লোকাৎ পরম্ '…ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা পি, '…দ্বাত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

এবমভ্যাগতস্যেহ কপোতস্যাভয়ার্থিনঃ।
অপ্রদানে পরং ধর্ম্মং কথং শ্যেন ! ন পশ্যসি ॥২৮॥
প্রস্পন্দমানঃ সম্ভ্রান্তঃ কপোতঃ শ্যেন ! লক্ষ্যতে।
মৎসকাশে জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ ॥২৯॥
যো হি কশ্চিদ্দ্বিজান্ হন্যাদ্গাং বা লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ ॥৩০॥

শ্যেন উবাচ।

আহারাৎ সর্ব্বভূতানি সম্ভবন্তি মহীপতে !।
আহারেণ বিবর্দ্ধন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥৩১॥
শক্যতে দুস্ত্যজেঽপ্যর্থে চিররাত্রায় জীবিতুম্।
ন তু ভোজনমুৎসৃজ্য শক্যং বর্ত্তয়িতুং চিরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অপ্রদানে ত্বদীয়মুখে কপোতস্যাসমর্পণে। পরমুত্তমম্ ॥২৮॥

প্রেতি। প্রস্পন্দমানো ভয়েন কম্পমানঃ, সম্ভ্রান্তঃ অস্থিরচিত্তঃ ॥২৯॥

য ইতি। দ্বিজান্ ব্রাহ্মণান্। মাতরং মাতৃকল্পাং স্তন্যদানেন পালনাৎ ॥৩০॥

আহারাদিতি। আহারান্মাতাপিত্রোঃ, সম্ভবন্তি জায়ন্তে। তেন আহারেণ ॥৩১॥

শক্যত ইতি। দুস্ত্যজে অর্থে বিষয়ে, ত্যক্তেঽপীতি শেষঃ, চিররাত্রায় চিরায় জীবিতুং শক্যতে। কিন্তু ভোজনমুৎসৃজ্য চিরং বর্ত্তয়িতুং জীবিতুং ন শক্যম্ ॥৩২॥

উশীনররাজা বলিলেন—"মহাপক্ষী ! প্রাণরক্ষার্থী এই কপোতপক্ষী তোমার ভয়েই অত্যন্ত ভীত ও আত্মরক্ষার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে ॥২৭॥

অতএব হে শ্যেন ! অভয়প্রার্থী হইয়া এইভাবে উপস্থিত এই কপোত-পক্ষীকে না দেওয়াই গুরুতর ধর্ম্ম ; ইহা তুমি বুঝিতেছ না কেন ? ॥২৮॥

শ্যেন ! এই কপোতটী ভয়ে কম্পিত কলেবর এবং অস্থির চিত্ত হইয়াছে—দেখিতেছি এবং আমার নিকটে জীবনরক্ষার্থী হইয়াছে ; এ অবস্থায় ইহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ॥২৯॥

কারণ, যে কোন লোক ব্রহ্মহত্যা করে, বা যে ব্যক্তি লোকমাতা গো হত্যা করে, কিংবা যে লোক শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহাদের সমান পাপ হয়" ॥৩০॥

শ্যেন বলিল—"রাজা ! মাতা-পিতার আহারের ফলেই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়া থাকে, আহারেই বৃদ্ধি পায় এবং আহারের গুণেই জীবিত থাকে ॥৩১॥

সুতরাং দুস্ত্যাজ্য অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও দীর্ঘকাল জীবিত

ভক্ষ্যাদ্বিযোজিতস্যাদ্য মম প্রাণা বিশাংপতে !।
বিসৃজ্য কায়মেষ্যন্তি পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥৩৩॥
প্রমৃতে ময়ি ধর্ম্মাত্মন্ ! পুত্রদারাদি নঙ্ক্ষ্যতি।
রক্ষমাণঃ কপোতং ত্বং বহূন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥৩৪॥
ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম ! ॥৩৫॥
বিরোধিষু মহীপাল ! নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ ॥৩৬॥
গুরুলাঘবমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে।
যতো ভূয়াংস্ততো রাজন্ ! কুরুষ্ব ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যাদিতি। বিযোজিতস্য ত্বয়া। এষ্যন্তি যাস্যন্তি, পন্থানং পরলোকপথম্ ॥৩৩॥

প্রেতি। নঙ্ক্ষ্যতি, ময়ৈব তেষাং পোষণাদিত্যাশয়ঃ। ন রক্ষসি বিনাশয়সীত্যর্থঃ ॥৩৪॥

ধর্ম্মমিতি। ধর্ম্মং ধর্ম্মান্তরম্। বাধতে হিনস্তি। কুধর্ম্মেতি নকারান্তধর্ম্মশব্দরূপম্ ॥৩৫॥

বীতি। বিরোধিষু পরস্পরবাধকেষু ধর্ম্মেষু মধ্যে। তথা চাত্র একত্র শরণাগতৈক-রক্ষণজন্যো ধর্ম্মঃ, অপরত্র চ বহুরক্ষণজন্যো ধর্ম্ম ইতি গুরুণা বহুরক্ষণজন্যধর্ম্মেণ একরক্ষণজন্যধর্ম্মস্য বাধনাৎ কপোতমেব ত্যজেতি ভাবঃ ॥৩৬॥

থাকিতে পারা যায়; কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারা যায় না ॥৩২॥

অতএব নরনাথ! আপনি আজ আমাকে সেই খাদ্য হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেন; সুতরাং আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পরলোকের পথে গমন করিবে ॥৩৩॥

ধর্ম্মাত্মন্! আমি মরিয়া গেলে, আমার পুত্র-কলত্রপ্রভৃতিও মরিয়া যাইবে; সুতরাং আপনি একটী কপোতকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বহু প্রাণ রক্ষা করিলেন না ॥৩৪॥

সত্যবিক্রম রাজা! যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে নষ্ট করে, সেটা ধর্ম্মই নহে; সেটা কুধর্ম্ম। আর, যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বাধা না জন্মাইয়া উৎপন্ন হয়, সেইটাই বাস্তবিক ধর্ম্ম ॥৩৫॥

রাজা! বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে লাঘব ও গৌরব নিরূপণ করিয়া—যাহাতে কোন বাধা না থাকে, সেই ধর্ম্ম আচরণ করিবে ॥৩৬॥

(৩৪)…পুত্রদারং বিনঙ্ক্ষ্যতি—পি। (৩৫)…ন স ধর্ম্মঃ কুবর্ত্ম তৎ—নি।

রাজোবাচ।

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোত্তম ! ।
সুপর্ণঃ পক্ষিরাট্ কিং ত্বং ধর্ম্মজ্ঞশ্চাস্যসংশয়ম্ ॥৩৮॥
তথাহি ধর্ম্মসংযুক্তং বহুচিত্রঞ্চ ভাষসে।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহম্।
শরণৈষিপরিত্যাগং কথং সাধ্বিতি মন্যসে ॥৩৯॥
আহারার্থং সমারম্ভস্তব চায়ং বিহঙ্গম ! ।
শক্যশ্চাপ্যন্যথা কর্ত্তুমাহারোঽপ্যধিকস্ত্বয়া ॥৪০॥
গোবৃষো বা বরাহো বা মৃগো বা মহিষোঽপি বা।
ত্বদর্থমদ্য ক্রিয়তাং যদ্বান্যদিহ কাঙ্ক্ষসি ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমর্থমধর্ম্মেঽপ্যতিদিশতি—গুর্ব্বিতি। ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে গুরুলাঘবমাদায়, যতো যস্মিন্ পক্ষে ভূয়ানধিকঃ ধর্ম্মঃ অধর্ম্মো বা, ততস্তত্র পক্ষে, ধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তব্যত্বাকর্ত্তব্যত্বয়োর্নিশ্চয়ং কুরুষ। এবঞ্চ একরক্ষণধর্ম্মাদ্বহুরক্ষণধর্ম্মোঽধিকঃ একনাশপাপাদ্বহুনাশপাপঞ্চাধিকমিতি একং কপোতং দত্ত্বা বহূনস্মান্ রক্ষেত্যাশয়ঃ ॥৩৭॥

বহ্বিতি। বহুকল্যাণসংযুক্তং যুক্তিযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। সুপর্ণো গরুড়ঃ ॥৩৮॥

তথাহীতি। শরণৈষিণঃ কপোতস্য পরিত্যাগম্। "গবিত্যয়মাহ" ইতি শ্রীপত্যুদাহৃতবৎ সাধ্বিতীতি কর্ম্মবিভক্ত্যর্থ এবেতিশব্দপ্রয়োগান্ন সা বিভক্তিঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

আহারেতি। সমারম্ভ উদ্যমঃ। ইতোঽধিকোঽপি আহারঃ কর্ত্তুং শক্যঃ ॥৪০॥

সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরূপণের বিষয়ে লাঘব ও গৌরব পর্য্যালোচনা করিয়া—যে দিকে অধিক হয়, সে দিকে কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতা স্থির করুন" ॥৩৭॥

রাজা বলিলেন—"পক্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছ। সুতরাং তুমি কি পক্ষিরাজ গরুড় ? (অথবা তুমি যে-ই হও না কেন) তুমি যে ধর্ম্মজ্ঞ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৮॥

কারণ, তুমি ধর্ম্মসঙ্গত ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ ; সুতরাং তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই বলিয়াই আমি তোমাকে ধারণা করিতেছি। তবে তুমি শরণাগত ত্যাগ করাটাকে কি করিয়া ভাল মনে করিতেছ ? ॥৩৯॥

বিহঙ্গম ! ভোজনের জন্যই তোমার এই উদ্যম ; সুতরাং তুমি সে ভোজন অন্য প্রকারেও এবং ইহা অপেক্ষা অধিকও করিতে পার ॥৪০॥

আজ তোমার জন্য বৃষ, বরাহ, হরিণ, অথবা মহিষ খাদ্য করিব, অথবা অন্য যাহা ইচ্ছা কর, তাহা খাদ্য করিব, (বল) ॥৪১॥

শ্যেন উবাচ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন মৃগান্ বিবিধাংস্তথা।
ভক্ষয়ামি মহারাজ! কিং মমান্যেন কেনচিৎ ॥৪২॥
যস্তু মে দেববিহিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব!।
তমুৎসৃজ মহীপাল! কপোতমিমমেব মে ॥৪৩॥
শ্যেনঃ কপোতানত্তীতি স্থিতিরেষা সনাতনী।
মা রাজন্! সারমজ্ঞাত্বা কদলীস্তম্ভমাসজ ॥৪৪॥

রাজোবাচ।

রাষ্ট্রং শিবীনামৃদ্ধং বৈ দদানি তব খেচর!।
যং বা কাময়সে কামং শ্যেন! সর্ব্বং দদানি তে।
বিনেমং পক্ষিণং শ্যেন! শরণার্থিনমাগতম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্যথাপদার্থং প্রকটয়তি—গবিতি। গোবৃষঃ গোজাতিষু মধ্যে পুঙ্গবঃ, "অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি" ইতি স্মৃত্যা স্ত্রিয়া গোর্বধনিষেধাদিতি ভাবঃ। ক্রিয়তাং বধেন খাদ্যো ময়েতি শেষঃ ॥৪১॥

নেতি। উক্ষাণং বৃষম্। মৃগান্ পশূন্। অতো মহিষস্যাপি গ্রহণম্ ॥৪২॥

তর্হি কিং প্রার্থয়সীত্যাহ—য ইতি। দেববিহিতো বিধাতৃনির্দ্দিষ্টঃ ॥৪৩॥

শ্যেন ইতি। অত্তি ভুঙ্‌ক্তে, স্থিতিনিয়মঃ, সনাতনী চিরকালীনা। সারং প্রাধান্যম্ অভ্যন্তরগতস্থিরাংশঞ্চ। মা আসজ ন গৃহাণ। তথা চ সারার্থী যথা সারং নাস্তীত্যজ্ঞাত্বৈব কদলীস্তম্ভং গৃহ্লাতি, তথা ধর্ম্মার্থী ত্বং ধর্ম্মপ্রাধান্যমজ্ঞাত্বা একতরং ধর্ম্মং ন গৃহাণেতি ভাবঃ ॥৪৪॥

রাষ্ট্রমিতি। শিবীনাং শিবিবংশ্যানাং মমেত্যর্থঃ। ঋদ্ধং সম্পন্নম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥

শ্যেন বলিল—"মহারাজ! বরাহ, বৃষ, কিংবা অন্য নানাবিধ পশু—ইহার কোনটাই আমি ভক্ষণ করিব না, কিংবা অন্য কোন বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ॥৪২॥

কিন্তু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা! বিধাতা আমার যে খাদ্য বিধান করিয়াছেন, সেই এই কপোতটীই আমাকে দান করুন ॥৪৩॥

কারণ, 'শ্যেনপক্ষী কপোতপক্ষীকে ভোজন করে' এই নিয়ম চিরকালই চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং রাজা! সার আছে কিনা তাহা না জানিয়া কদলীস্তম্ভ গ্রহণ করিবেন না ॥৪৪॥

---

(৪৩) যস্ত মে দৈববিহিতঃ...পি, যস্ত মে দৈববিহিতো ভক্ষঃ—নি। (৪৪)...কদলীস্তম্ভমাসজ—বা ব কা নি।

যেনেমং বর্জ্জয়েথাস্ত্বং কর্ম্মণা পক্ষিসত্তম!।
তদাচক্ষ্ব করিষ্যামি নহি দাস্যে কপোতকম্ ॥৪৬॥

শ্যেন উবাচ।

উশীনর! কপোতে তে যদি স্নেহো নরাধিপ!।
আত্মনো মাংসমুৎকৃত্য কপোততুলয়া ধৃতম্ ॥৪৭॥
যদা সমং কপোতেন তব মাংসং নৃপোত্তম!।
তদা দেয়ন্তু তন্মহ্যং সা মে তুষ্টির্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥ (যুগ্মকম্)

রাজোবাচ।

অনুগ্রহমিমং মন্যে শ্যেন! যন্মাভিযাচসে।
তস্মাত্তেঽদ্য প্রদাস্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ।

উৎকৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধর্ম্মবিৎ।
তুলয়ামাস কৌন্তেয়! কপোতেন সমং বিভো! ॥৫০॥

ভাবতকৌমুদী

যেনেতি। করিষ্যামি তদেব কর্ম্ম। কপোতকমিত্যনুকম্পায়াং কপ্রত্যয়ঃ ॥৪৬॥

উশীনরেতি। উৎকৃত্য ছিত্ত্বা উত্থাপ্য, কপোততুলয়া একস্মিন্ পার্শ্বে কপোতযুক্তয়া তুলয়া, অপরস্মিন্ পার্শ্বে ধৃতং রক্ষিতম্। সা তদ্দাননিবন্ধনা ॥৪৭—৪৮॥

অন্বিতি। মা মাম্। তুলয়া ধৃতম্ এতৎকপোতসমানপরিমাণমিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

রাজা বলিলেন—"আকাশচর শ্যেন! তোমাকে শিবিবংশীয়দিগের সমৃদ্ধিযুক্ত রাজ্য দান করিব; কিংবা শরণার্থী হইয়া আগত এই কপোতপক্ষী ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু প্রার্থনা কর, সে সমস্তই তোমাকে দিব ॥৪৫॥

অথবা পক্ষিশ্রেষ্ঠ! যে কার্য্য করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, সেই কার্য্যের কথা বল, আমি তাহাই করিব; কিন্তু এ কপোতটীকে দিব না" ॥৪৬॥

শ্যেন বলিল "নরনাথ উশীনর! এই কপোতের উপরে যদি আপনার স্নেহই জন্মিয়া থাকে, তবে নিজের মাংস ছেদন করিয়া তুলিয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে এই কপোত এবং অপরদিকে আপনার সেই মাংস দিন; তা'র পর আপনাব মাংস যখন এই কপোতের সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলেই আমার সন্তোষ হইবে" ॥৪৭—৪৮॥

রাজা বলিলেন—"শ্যেন! তুমি আমাকে যে রূপ প্রার্থনা করিলে, এটাকে আমি অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি; অতএব আজ আমি তোমাকে নিজের মাংসই কপোতের সহিত মাপিয়া প্রদান করিব" ॥৪৯॥

ম্রিয়মাণঃ কপোতস্তু মাংসেনাত্যতিরিচ্যতে।
পুনশ্চোৎকৃত্য মাংসানি রাজা প্রাদাদুশীনরঃ ॥৫১॥
ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
তত উৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥৫২॥

শ্যেন উবাচ।

ইন্দ্রোঽহমস্মি ধর্ম্মজ্ঞ! কপোতো হব্যবাড়য়ম্।
জিজ্ঞাসমানৌ ধর্ম্মে ত্বাং যজ্ঞবাটমুপাগতৌ ॥৫৩॥
যত্তে মাংসানি গাত্রেভ্য উৎকৃত্তানি বিশাংপতে!।
এষা তে শাশ্বতী কীর্ত্তির্লোকানভিভবিষ্যতি ॥৫৪॥
যাবল্লোকে মনুষ্যাস্ত্বাং কথয়িষ্যন্তি পার্থিব!।
তাবৎ কীর্ত্তিশ্চ লোকাশ্চ স্থাস্যন্তি তব শাশ্বতাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

উৎকৃত্যেতি। উৎকৃত্য ছিত্বা। তুলয়ামাস তুলাযন্ত্রেণ মাপয়ামাস ॥৫০॥
ম্রিয়মাণ ইতি। অত্যতিরিচ্যতে অতিশয়েনাধিকঃ ক্রিয়তে ॥৫১॥
নেতি। ধৃতং তুলয়েতি শেষঃ। উৎকৃত্তমাংসঃ ছিন্নস্বদেহমাংসঃ ॥৫২॥
ইন্দ্র ইতি। হব্যবাট্ অগ্নিঃ। জিজ্ঞাসমানৌ পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তৌ ॥৫৩॥
যদিতি। উৎকৃত্তানি ছিন্নানি। এষা এতন্নিবন্ধনা। অভিভবিষ্যতি আক্রমিষ্যতি ॥৫৪॥
যাবদিতি। ত্বাং কথয়িষ্যন্তি ত্বদ্বিষয়মালোচয়িষ্যন্তি। কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতীতি সম্ভবপরমুক্তম্, লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাশ্বতা ধ্রুবাঃ সন্তঃ স্থাস্যন্তীতি তু বরপ্রদানম্ ॥৫৫॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা কুন্তীনন্দন! তাহার পর পরমধর্ম্মজ্ঞ উশীনর নিজেই নিজের মাংস ছেদন করিয়া কপোতের সঙ্গে মাপিতে লাগিলেন ॥৫০॥

একদিকে কপোত এবং অপরদিকে মাংস দিলে পর যখন কপোত অত্যন্ত অধিক হইয়া গেল, তখন উশীনররাজা আবার নিজের মাংস ছেদন করিয়া দিলেন ॥৫১॥

যখন মাংস (কিছুতেই) কপোতের সমান হইল না, তখন ছিন্নমাংস রাজা নিজেই তুলাযন্ত্রের উপরে আরোহণ করিলেন" ॥৫২॥

তখন শ্যেন বলিল—"ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত অগ্নি; আমরা আপনাকে ধর্ম্মবিষয়ে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় যজ্ঞস্থানে আসিয়াছিলাম ॥৫৩॥

নরনাথ! আপনি যখন নিজের গাত্র হইতেই মাংস ছেদন করিয়াছেন, তখন আপনার এই কীর্ত্তি চিরকালই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া থাকিবে ॥৫৪॥

(৫৪)...এষা তে শাশ্বতী কীর্ত্তিঃ—ব কা।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানমারুরোহ দিবং পুনঃ।
উশীনরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মেণাবৃত্য রোদসী।
বিভ্রাজমানো বপুষা প্রারুরোহ ত্রিপিষ্টপম্ ॥৫৬॥
তদেতৎ সদনং রাজন্! রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
পশ্যস্বৈতন্ময়া সার্দ্ধং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্ ॥৫৭॥
অত্র বৈ সততং দেবা মুনয়শ্চ সনাতনাঃ।
দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ রাজন্! পুণ্যবদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং শ্যেনকপোতীয়ে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যাবদিতি। ত্বাং কথয়িষ্যন্তি ত্বদ্বিষয়মালোচয়িষ্যন্তি। কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতীতি সম্ভবপরমুক্তম্, লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাশ্বতা ধ্রুবাঃ সন্তঃ স্থাস্যন্তীতি তু বরপ্রদানম্ ॥৫৫॥

ইতীতি। আরুরোহ ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চেতি শেষঃ। ধর্ম্মেণ দানধর্ম্মজন্যযশসা, আবৃত্য ব্যাপ্য, রোদসী স্বর্গমর্ত্ত্যৌ। ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

তদিতি। সদনং যজ্ঞমন্দিরস্থানম্। পশ্যস্ব পশ্য ॥৫৭॥

অত্রেতি। সনাতনা দীর্ঘজীবিনঃ। পুণ্যবদ্ভিরিত্যনেনাপুণ্যবতামদর্শনং সূচিতম্ ॥৫৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

লীনঃ ॥২৪—৪৩॥ কদলীস্কন্ধমাসজেতি কদলীস্কন্ধতুল্যে নিঃসারেঽস্মিন্ ধর্ম্মে মা সজ্জো ভবেত্যর্থঃ ॥৪৪—৫৭॥ স্বদেহত্যাগেনাপি শরণাগতো রক্ষণীয় ইত্যধ্যায়তাৎপর্য্যম্ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৭॥

এবং রাজা! মানুষেরা জগতে যে পর্য্যন্ত আপনার বিষয় আলোচনা করিবে, সেই পর্য্যন্তই আপনার কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ থাকিবে" ॥৫৫॥

উশীনররাজাকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মাত্মা উশীনররাজাও আপন ধর্ম্মের যশে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া এবং আপন কান্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন ॥৫৬॥

যুধিষ্ঠির! এই সেই মহাত্মা উশীনররাজার যজ্ঞস্থান; আমার সহিত তুমি এই পুণ্যজনক ও পাপনাশক যজ্ঞস্থান দর্শন কর ॥৫৭॥

রাজা! মহাত্মা পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণেরা এখানে সর্ব্বদাই দেবগণকে ও দীর্ঘজীবী মুনিগণকে দেখিয়া থাকেন" ॥৫৮॥

* '...একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '...ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

যঃ কথ্যতে মন্ত্রবিদগ্র্যবুদ্ধিরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্।
তস্যাশ্রমং পশ্য নরেন্দ্র! পুণ্যং সদাফলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ ॥১॥
সাক্ষাদত্র শ্বেতকেতুর্দদর্শ সরস্বতীং মানুষদেহরূপাম্।
বেৎস্যামি বাণীমিতি সম্প্রবৃত্তাং সরস্বতীং শ্বেতকেতুর্বভাষে ॥২॥
তস্মিন্ যুগে ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠাবাস্তাং মুনী মাতুলভাগিনেয়ৌ।
অষ্টাবক্রশ্চৈব কহোড়সূনুরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩॥
বিদেহরাজস্য মহীপতেস্তৌ বিপ্রাবুভৌ মাতুলভাগিনেয়ৌ।
প্রবিশ্য যজ্ঞায়তনং বিবাদে বন্দিং নিজগ্রাহতুরপ্রমেয়ৌ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। মন্ত্রবিৎ বৈদিকমন্ত্রজ্ঞঃ, অগ্র্যবুদ্ধিঃ শ্রেষ্ঠবুদ্ধিঃ, ঔদ্দালকিঃ উদ্দালকাখ্যমুনিপুত্রঃ, শ্বেতকেতুর্নাম মুনিঃ। সদা ফলং যেষু তৈঃ, মহীজৈর্বৃক্ষৈঃ ॥১॥

সাক্ষাদিতি। বেৎস্যামি সাকল্যেন জ্ঞাস্যামি, বাণীং ভবতীম্, সম্প্রবৃত্তামাগতাম্ ॥২॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ যুগে ত্রেতায়াম্, ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাম্, কহোড়স্য মুনেঃ সূনুঃ ॥৩॥

বিদেহেতি। বিদেহরাজস্য জনকস্য। বন্দিং বন্দিনামকং বরুণপুত্রম্। বন্দিশব্দ ইকারান্তো নকারান্তশ্চ দৃশ্যতে। নিজগ্রাহতুঃ নিজগৃহতুঃ। আর্ষমিদং পদম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! উদ্দালকমুনির পুত্র যে শ্বেতকেতুকে পৃথিবীতে সকলেই মন্ত্রজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া থাকে, সেই শ্বেতকেতুর এই পবিত্র আশ্রম দর্শন কর; এ আশ্রমের বৃক্ষগুলিতে সর্ব্বদাই ফল থাকে ॥১॥

শ্বেতকেতু এই আশ্রমেই মানুষমূর্ত্তিধারিণী সরস্বতীদেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্বেতকেতু আশ্রমাগতা সেই বাগ্‌দেবীকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিব" ॥২॥

সেই ত্রেতাযুগে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্রমুনি এবং উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুমুনি—এই দুই ভাগিনেয় ও মাতুল পৃথিবীর মধ্যে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥৩॥

অসাধারণ বিদ্বান্ মাতুল ও ভাগিনেয়-সম্পর্কী সেই দুই ব্রাহ্মণ বিদেহাধি-

---

(১)...মন্ত্রবিদগ্র্যবুদ্ধিঃ—বা ব কা।

উপাস্স্ব কৌন্তেয়! সহানুজস্ত্বং তস্যাশ্রমং পুণ্যতমং প্রবিশ্য।
অষ্টাবক্রং যস্য দৌহিত্রমাহুর্যোঽসৌ বন্দিং জনকস্যাথ যজ্ঞে।
বাদী বিপ্রাগ্র্যো বাল এবাভিগম্য বাদে ভঙ্‌ক্ত্বা মজ্জয়ামাস নদ্যাম্ ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং প্রভাবঃ স বভুব বিপ্রস্তথা ভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিম্।
অষ্টাবক্রঃ কেন বাঽসৌ বভূব তৎ সর্ব্বং মে লোমশ! শংস তত্ত্বম্ ॥৬॥

লোমশ উবাচ।

উদ্দালকস্য নিয়তঃ শিষ্য একো নাম্না কহোড় ইতি বিশ্রুতোঽভূৎ।
শুশ্রূষুরাচার্য্যবশানুবর্ত্তী দীর্ঘং কালং সোঽধ্যয়নং চকার ॥৭॥
তং বৈ বিপ্রাঃ পর্য্যচরৎ স শিষ্যস্তাঞ্চ জ্ঞাত্বা পরিচর্য্যাং গুরুঃ সঃ।
তস্মৈ প্রাদাৎ সদ্য এব শ্রুতঞ্চ ভার্য্যাং বৈ দুহিতরং স্বাং সুজাতাম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

উপাস্স্বেতি। উপাস্স্ব ধর্ম্মং সেবস্ব। ভঙ্‌ক্ত্বা বিজিত্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
কথমিতি। কথং কীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ। কেন বা হেতুনা ॥৬॥
উদ্দালকস্যেতি। নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যনিয়মবান্। শুশ্রূষুঃ পরিচর্য্যাকারী ॥৭॥

পতি জনকরাজার যজ্ঞভবনে প্রবেশ করিয়া বাদবিচারে (বরুণপুত্র) বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥৪॥

কুন্তীনন্দন! মহাবাদী ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যে অষ্টাবক্র বালক অবস্থাতেই জনকরাজার যজ্ঞে যাইয়া বাদবিচারে পরাভূত করিয়া বরুণপুত্র বন্দিকে নদী-জলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, লোকে সেই অষ্টাবক্রমুনিকে যাঁহার দৌহিত্র বলে, সেই উদ্দালকমুনির পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি ধর্ম্মসেবা কর” ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি লোমশ! সেই ব্রাহ্মণ কীদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন, যিনি সেইরূপ বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন; আর তিনি কি কারণেই বা অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন; আপনি সেই সমস্ত আমার নিকট বলুন” ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“উদ্দালক ঋষির ‘কহোড়’-নামে বিখ্যাত এক ব্রহ্মচারী শিষ্য ছিলেন; তিনি গুরুর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত ও বশবর্ত্তী থাকিয়া দীর্ঘকাল বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৭॥

সেই ব্রাহ্মণশিষ্য কহোড় বিশেষভাবে গুরুর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন; গুরু উদ্দালক সেই পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্য কহোড়কে শাস্ত্রজ্ঞান এবং আপন কন্যা সুজাতাকে ভার্য্যারূপে দান করিয়াছিলেন ॥৮॥

তস্যা গর্ভঃ সমভবদগ্নিকল্পঃ সোঽধীয়ানং পিতরঞ্চাপ্যুবাচ।
সর্ব্বাং রাত্রিমধ্যয়নং করোষি নেদং পিতঃ! সম্যগিবোপবর্ত্ততে ॥৯॥
বেদান্ সাঙ্গান্ সর্ব্বশাস্ত্রৈরুপেতান্ অধীতবানস্মি তব প্রসাদাৎ।
ইহৈব গর্ভে তেন পিতর্ব্রবীমি নেদং ত্বত্তঃ সম্যগিবোপবর্ত্ততে ॥১০॥
উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ।
যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি তস্মাদ্বক্রো ভবিতাস্যষ্টধৈব ॥১১॥
স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।
তস্যাসীদ্ধৈ মাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ স তেন তুল্যো বয়সা বভুব ॥১২॥
সংপীড্যমানা তু তদা সুজাতা সা বর্দ্ধমানেন সুতেন কুক্ষৌ।
উবাচ ভর্ত্তারমিদং রহোগতা প্রসাদ্য হীনং বসুনা ধনার্থিনী ॥১৩॥

ভাবতকৌমুদী

তমিতি। তমুদ্দালকম্। শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্। সুজাতাং সুজাতানাম্নীম্ ॥৮॥
তস্যা ইতি। স গর্ভস্থঃ শিশুঃ, অধীয়ানং বেদান্ পঠন্তম্। ইদমধ্যয়নম্ ॥৯॥
বেদানিতি। অধীতবান্ তবৈব সকাশাদিতি ভাবঃ। ত্বত্তস্তব মুখাৎ ॥১০॥
উপেতি। উপালব্ধস্তিরস্কৃতঃ, শিষ্যমধ্যে গুরুশিষ্যমধ্যে সতীর্থমধ্য ইত্যর্থঃ। স কহোড়ঃ, তং নিজপুত্রম্। অষ্টধৈব দেহস্য অষ্টাভিঃ প্রকারৈরেব ॥১১॥
স ইতি। তথা অষ্টধা, বক্র এব, অভ্যজায়ৎ অজায়ত, তেনাষ্টাবক্রঃ প্রথিতঃ ॥১২॥

যথাকালে সেই সুজাতার অগ্নিতুল্য তেজস্বী গর্ভ হইল; একদা সেই গর্ভস্থ বালক বেদপাঠপ্রবৃত্ত পিতা কহোড়কে বলিল—"পিতা! আপনি 'সমস্ত রাত্রি বেদ পাঠ করেন, অথচ এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না ॥৯॥

পিতা! আমি এই গর্ভে থাকিয়াই আপনার অনুগ্রহে সকল শাস্ত্র ও সকল অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; তাহাতেই বলিতেছি—আপনার এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না" ॥১০॥

সেই মহর্ষি কহোড় সতীর্থবর্গের মধ্যে পুত্রকর্ত্তৃক (এইভাবে) তিরস্কৃত হইয়া সেই গর্ভস্থ বালককে অভিসম্পাত করিলেন—'যখন তুই উদরে থাকিয়াই আমার নিন্দা করিতেছিস্, তখন তুই শরীরের আট জায়গায় বক্র হইবি' ॥১১॥

তাহাতেই সেই বালকটী শরীরের আট জায়গায় বক্র হইয়াই জন্মিয়াছিল, সেই জন্যই সেই বালক যথাকালে মহর্ষি হইয়াও 'অষ্টাবক্র'-নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল ছিলেন—শ্বেতকেতু; অষ্টাবক্র বয়সে সেই মাতুলের সমান ছিলেন ॥১২॥

---

(৯) তস্যাং গর্ভঃ—পি নি। (১১)...ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ—বা ব কা পি।

কথং করিষ্যাম্যধনা মহর্ষে! মাসশ্চায়ং দশমো বর্ত্ততে মে।
নৈবাস্তি মে বসু কিঞ্চিৎ প্রদাতা যেনাহমেতামাপদং নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥
উক্তস্ত্বেবং ভার্য্যয়া বৈ কহোড়ো বিত্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ।
স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ ॥১৫॥
উদ্দালকস্তং তু তদা নিশম্য সূতেন বাদেঽপ্সু নিমজ্জিতং তদা।
উবাচ তাং তত্র ততঃ সুজাতামষ্টাবক্রে গূহিতব্যোঽয়মর্থঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রতাকারণমুক্ত্বা বন্দিনিগ্রহং বক্ষ্যন্ অষ্টাবক্রজন্মনঃ প্রাগবধিবৃত্তান্তমাহ—সংপীড্যমানেতি। তদা কুক্ষৌ বর্দ্ধমানেন সুতেন সংপীড্যমানা সা সুজাতা সুজাতানাম্নী কহোড়ভার্য্যা, ধনার্থিনী রহোগতা নির্জ্জনং গত্বা চ সতী, বসুনা ধনেন হীনং দরিদ্রমিত্যর্থঃ, ভর্ত্তারং কহোড়ং প্রসাদ্য ইদমুবাচ ॥১৩॥

কথমিতি। হে মহর্ষে! অধনা দরিদ্রাহম্, কথং কেন প্রকারেণ, করিষ্যামি উৎপৎস্যমানস্য সুতস্য পালনমিতি শেষঃ। অয়ঞ্চ মে দশমো মাসো বর্ত্ততে। অতো ধনচেষ্টায়া বিলম্বোঽপ্যসম্ভব ইতি ভাবঃ। কিঞ্চিদপি বসু ধনং প্রদাতা জনোঽপি মে নৈবাস্তি। প্রদাতেতি তাচ্ছীল্যে তৃন্। যেনাহম্, এতাং প্রসবাবধি ব্যয়রূপামাপদম্, নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥

উক্ত ইতি। বিত্তস্য ধনস্য। বাদবিদা বাদবিচারজ্ঞেন। অপ্সু জলে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যঃ কথ্যতে ইতি ॥১—৩॥ বন্দিং বন্দিনম্, নিজগ্রাহতুর্নিজগৃহতুঃ, সম্প্রসারণাভাবাদ্যার্ষম্। নিতরাং গ্রাহবদাচেরতুরিতি বা ॥৪—১০॥ অষ্টকৃত্বোঽষ্টবারমষ্টসু স্থানেম্বিত্যর্থঃ ॥১১—১৩॥ প্রজাস্য প্রসূতা ॥১৪—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

(ওদিকে পূর্ব্বে) উদরের ভিতরে পুত্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, তাহার ভারে পীড়িতা সুজাতা একদা ধনার্থিনী হইয়া নির্জ্জনে যাইয়া ধনহীন ভর্ত্তা কহোড়কে এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

"মহর্ষি! আমার ধন নাই; সুতরাং আমি কি করিয়া সন্তান পালন করিব; অথচ এইটা আমার দশম মাস চলিতেছে; আমাকে কিছু ধন দান করে এমন লোকও আমার নাই যে, আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব" ॥১৪॥

ভার্য্যা সুজাতা এইরূপ বলিলে, কহোড় ধনের জন্য জনকরাজার নিকট গমন করিলেন; তখন বাদবিচারবিৎ বন্দি কহোড়কে বিচারে পরাভূত করিয়া জলে ডুবাইয়া দিল ॥১৫॥

---

(১৪)…বসু কিঞ্চিৎ প্রজাতা—বা ব কা,…ন চাস্তি তে বসু কিঞ্চিৎ প্রদাতুম্—পি।

ররক্ষ সা চাপি তমস্য মন্ত্রং জাতোঽসৌ নৈব শুশ্রাব বিপ্রঃ।
উদ্দালকং পিতৃবচ্চাপি মেনে তথাঽষ্টাবক্রো ভ্রাতৃবচ্ছ্বেতকেতুম্ ॥১৭॥
ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতুরষ্টাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষণ্নম্।
অপাকর্ষদ্গৃহ্য পাণৌ রুদন্তং নায়ং তবাঙ্কঃ পিতুরিত্যুক্তবাংশ্চ ॥১৮॥
যত্তেনোক্তং দুরুক্তং তত্তদানীং হৃদি স্থিতং তস্য সুদুঃখমাসীৎ।
গৃহং গত্বা মাতরং সোঽভিগম্য পপ্রচ্ছেদং ক্ব নু তাতো মমেতি ॥১৯॥
ততঃ সুজাতা পরমার্ত্তরূপা শাপাদ্ভীতা সর্ব্বমেবাচচক্ষে।
তদ্বৈ তত্ত্বং সর্ব্বমাজ্ঞায় রাত্রাবিত্যব্রবীচ্ছ্বেতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

উদ্দালক ইতি। সূতেন সূতবৎ বাক্পটুনা বন্দিনা। অর্থঃ কহোড়নিমজ্জনম্ ॥১৬॥
ররক্ষেতি। সা সুজাতা, অস্য উদ্দালকস্য, অসৌ অষ্টাবক্রঃ ॥১৭॥
তত ইতি। পিতুরুদ্দালকস্য, অঙ্কে ক্রোড়ে, নিষণ্নমুপবিষ্টম্। গৃহ্য গৃহীত্বা ॥১৮॥
যদিতি। তেন শ্বেতকেতুনা। তস্য অষ্টাবক্রস্য, সুদুঃখমতীবদুঃখজনকম্ ॥১৯॥
তত ইতি। শাপাৎ অকথনে অষ্টাবক্রস্যৈবাভিসম্পাতাৎ। তত্ত্বং যাথার্থ্যম্ ॥২০॥

বন্দি বাদবিচারে পরাভূত করিয়া তখনই কহোড়কে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে, ইহা শুনিয়া উদ্দালকও তখনই সেইখানে সুজাতাকে বলিলেন—"সুজাতা! এই ঘটনা অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখিও" ॥১৬॥

সুজাতাও পিতা উদ্দালকের উপদেশ অনুসারে সেই ঘটনা গোপনই করিলেন; সুতরাং অষ্টাবক্র জন্মিয়া সে ঘটনা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তিনি মাতামহ উদ্দালককে পিতার মত এবং মাতুল শ্বেতকেতুকে ভ্রাতার মত মনে করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর বার বৎসরের সময়ে একদিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"এ—তোমার পিতার ক্রোড় নহে"। তখন অষ্টাবক্র কাঁদিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শ্বেতকেতু তখন যে কটু কথা বলিলেন, তাহা অষ্টাবক্রের হৃদয়ে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইতে লাগিল; তাই তিনি ঘরে যাইয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আমার পিতা কোথায়?" ॥১৯॥

তাহার পর সুজাতা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অষ্টাবক্রের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত ঘটনাই বলিলেন। তখন অষ্টাবক্র সেই সমস্ত ঘটনা যথার্থরূপে জানিয়া রাত্রিতে শ্বেতকেতুকে এই কথা কহিলেন—॥২০॥

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রূয়তে তস্য যজ্ঞঃ।
শ্রোষ্যাবোঽত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদমন্নঞ্চাগ্র্যং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ।
বিচক্ষণত্বঞ্চ ভবিষ্যতে নৌ শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্মঘোষঃ ॥২১॥
তৌ জগ্মতুর্মাতুলভাগিনেয়ৌ যজ্ঞং সমৃদ্ধং জনকস্য রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রঃ পথি রাজ্ঞাং সমেত্য প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২২॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

গচ্ছাবেতি। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্। নৌ আবয়োঃ, বিচক্ষণত্বং বেদবাদে প্রাজ্ঞত্বম্, ভবিষ্যতে ভবিষ্যতি। হি যস্মাৎ, শিবো মঙ্গলকরঃ, ব্রহ্মঘোষো বেদধ্বনিঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

তাবিতি। প্রোৎসার্য্যমাণো যজ্ঞভবনগমনে দৌবারিকৈরপসার্য্যমাণঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

"মাতুল! চল, আমরা জনকরাজার যজ্ঞে যাই; শুনিতে পাই—তাঁহার যজ্ঞে নাকি বহুতর আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে। আমরা সেখানে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় বিবাদ শুনিব এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিব; আর সেখানে গেলে আমাদের বিচক্ষণতাও জন্মিবে। কারণ, সেখানে অনবরতই মঙ্গলকর ও মনোহর বেদধ্বনি হইতেছে ॥২১॥

তাহার পর মাতুল ও ভাগিনেয় (শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র) দুই জনে জনকরাজার সমৃদ্ধিপূর্ণ যজ্ঞে গমন করিলেন। তদনন্তর অষ্টাবক্র রাজপথে উপস্থিত হইলেই দৌবারিক আসিয়া যাইতে বাধা দিল; তখন অষ্টাবক্র এই কথা বলিলেন ॥২২॥

—:*:—

* '…দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, '…চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

অষ্টাবক্র উবাচ।

অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ স্ত্রিয়াশ্চ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ ॥১॥

রাজোবাচ। †

পন্থা অয়ং তেঽদ্য ময়া নিসৃষ্টো যেনেচ্ছসে তেন কামং ব্রজস্ব।
ন পাবকো বিদ্যতে বৈ লঘীয়ানিন্দ্রোঽপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অন্ধস্যেতি। হে দ্বারপাল! ব্রাহ্মণেন সহ অসমেত্য অমিলিত্বা ব্রাহ্মণমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, অন্ধস্য পন্থা মোক্তব্যঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শালিনা অভারবাহিণা চ জনেনেতি শেষঃ। এবং সর্ব্বত্র। অন্যথা অন্ধো বিপথেন গচ্ছন্ কূপাদৌ পতেৎ। বধিরস্য পন্থা মোক্তব্যঃ, ইতরথা ভ্রমররবমশৃণ্বন্ তত্র গচ্ছন্ তেন দশ্যেত। স্ত্রিয়াঃ পন্থা মোক্তব্যঃ, ন চেৎ সা কুপথং গতা দুর্জ্জনেন হ্রিয়েত। ভারবাহস্য পন্থা মোক্তব্যঃ, অন্যথা বিপথং গচ্ছতস্তস্য ভারঃ পতিত্বা নশ্যেৎ। রাজ্ঞশ্চ পন্থা মোক্তব্যঃ, ইতরথা তস্য রক্ষী সৈন্যো হন্যাৎ; কিন্তু সমেত্য ব্রাহ্মণং প্রাপ্য, তস্য ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ সর্ব্বাগ্রে মোক্তব্যঃ, সর্ব্বার্হণীয়ত্বাৎ। অতো ব্রাহ্মণস্য মে পন্থা মুচ্যতামিতি ভাবঃ ॥১॥

† রাজেতি। যুক্তিযুক্তমিদং বচনং দূরাদাকর্ণয়ন্ যজ্ঞভবনস্থ এব রাজা জনক উবাচ।

পন্থা ইতি। হে ব্রাহ্মণ! অদ্য ময়া অয়ং তে পন্থা নিসৃষ্টো দত্তঃ। অতএব যেন পথা ইচ্ছসে ইচ্ছসি, তেনৈব পথা কামং যথেষ্টং ব্রজস্ব ব্রজ। যেন হি পাবকো বহ্নিঃ, লঘীয়ান্ ন বিদ্যতে অল্পমাত্রোঽপি নাবজ্ঞেয়ো ভবতি, বালকোঽপি ব্রাহ্মণত্বাদেব নাবজ্ঞায়স ইতি ভাবঃ। তথা চ ইন্দ্রোঽপি নিত্যং ব্রাহ্মণানাং নমতে ব্রাহ্মণাস্তিকে অবনতো ভবতি ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"দ্বারপাল! যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তবে অন্ধের পথ, বধিরের পথ, স্ত্রীলোকের পথ, ভারবাহীর পথ এবং রাজার পথ ছাড়িয়া দিবে; আর যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার পথই সকলের আগে ছাড়িয়া দিবে" ॥১॥

(দূর হইতে এই যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া যজ্ঞভবনস্থ জনক-) রাজা বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আজ আমি এই আপনাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম; সুতরাং আপনি যে পথে ইচ্ছা করেন, সেই পথেই ইচ্ছানুসারে গমন করুন। কারণ, অগ্নি ক্ষুদ্র হইলেও অবজ্ঞেয় নহে; ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের নিকট অবনত থাকেন" ॥২॥

---

(২)…ময়াতিদিষ্টো যেনেচ্ছসি—বা ব কা,…ময়াভিসৃষ্টো যেনেচ্ছসি—পি।

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রাপ্তৌ স্ব যজ্ঞং নৃপ ! সন্দিদৃক্ষূ কৌতূহলং নৌ বলবন্নরেন্দ্র ! ।
প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং কাঙ্ক্ষাবহে দ্বারপতেস্তবাজ্ঞাম্ ॥৩॥
ঐন্দ্রদ্যুম্নে ! যজ্ঞদৃশাবিহাবাং বিবক্ষূ বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষূ ।
তৌ বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহ্যমানাবয়ঞ্চ নো দ্বারপালো রুণদ্ধি ॥৪॥

দ্বারপাল উবাচ।

বন্দেঃ সমাদেশকরা বয়ং স্ম নিবোধ বাক্যঞ্চ ময়েৰ্য্যমাণম্ ।
ন বৈ বালাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রা বৃদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাবিতি। হে নৃপ! আবাং যজ্ঞং সন্দিদৃক্ষূ সম্যগ্ দ্রষ্টুমিচ্ছূ সন্তৌ প্রাপ্তৌ আগতৌ স্ব। বিসর্গলোপ আর্ষঃ। যেন হি হে নরেন্দ্র! নৌ আবয়োঃ, যজ্ঞদর্শনে বলবৎ সাতিশয়ং কৌতূহলং বৰ্ত্ততে। ইহ রাজপথে প্রবেশং প্রাপ্তৌ অতিথী আবাম্, ইদানীং দ্বারপতের্দ্বারপালস্তোপরি তব আজ্ঞাম্ আবয়োঃ প্রবেশনায় আদেশম্, কাঙ্ক্ষাবহে ইচ্ছাবঃ ॥৩॥

ঐন্দ্রেতি। হে ঐন্দ্রদ্যুম্নে! ইন্দ্রদ্যুম্নপুত্র! যজ্ঞদৃশৌ যজ্ঞদর্শনার্থিনৌ আবাম্, ইহ জনকেন্দ্রং জনকবংশশ্রেষ্ঠং রাজানম্, কিঞ্চিদ্বিবক্ষূ দিদৃক্ষূ চ জাতৌ। কিন্তু তৌ আবাম্, ক্রোধ-ব্যাধিনা ক্রোধবিকারেণ দহ্যমানৌ জাতৌ। যেন হি অয়ং দ্বারপালঃ নঃ অস্মান্ প্রবেশবিষয়ে রুণদ্ধি ॥৪॥

বন্দেরিতি। বয়ং বন্দের্বন্দিনামকস্ত বরুণপুত্রস্ত সমাদেশকরা আজ্ঞাবহাঃ। অতোঽস্মান্ প্রতি রাজা কিমপি নাদিশেদিত্যাশয়ঃ। কিঞ্চ ময়া ঈৰ্য্যমাণমুচ্চাৰ্য্যমাণং বাক্যঞ্চ নিবোধ শৃণু। কিং তদ্বাক্যমিত্যাহ নেতি। বালা বিপ্রা অত্র ন প্রবিশন্তি; কিন্তু বৃদ্ধা বিদগ্ধা বিদ্বাংসশ্চ বিপ্রা এবাত্র প্রবিশন্তি ॥৫॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"রাজা! আমরা আপনার যজ্ঞ দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি। কারণ, নরশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ দেখিতে আমাদের গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমরা রাজপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছি; আমরা অতিথি; সুতরাং এখন ইহাই ইচ্ছা করি যে, আমাদিগকে যজ্ঞভবনে প্রবেশ করাইবার জন্য আপনি এই দ্বারপালের উপরে আদেশ করুন ॥৩॥

ইন্দ্রদ্যুম্ননন্দন! আমরা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি, এখন জনকরাজাকে কিছু বলিতে এবং দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু এই দ্বারপালবেটা আমাদিগকে বাধা দিতেছে; তাহাতে আমরা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছি" ॥৪॥

দ্বারপাল বলিল—"আমরা বন্দি-মহাশয়ের আজ্ঞাকারী; সুতরাং তুমি আমার কথা শোন—এখানে বালক ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিতে পারেন না, বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাই এখানে প্রবেশ করিতে পারেন" ॥৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

যদ্যত্র বৃদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো যুক্তং প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল!।
বয়ং হি বৃদ্ধাশ্চরিতব্রতাশ্চ বেদপ্রভাবেন সমন্বিতাশ্চ ॥৬॥
শুশ্রূষবশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়াশ্চ জ্ঞানাগমে চাপি গতাঃ স্ম নিষ্ঠাম্।
ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহুর্বালোঽপ্যগ্নির্দহতি স্পৃশ্যমানঃ ॥৭॥

দ্বারপাল উবাচ।

সরস্বতীমীরয় বেদজুষ্টামেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্।
অঙ্গাত্মানং সমবেক্ষস্ব বালং কিং শ্লাঘসে দুর্লভো বৈ মনীষী ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। হে দ্বারপাল! অত্র যজ্ঞভবনে যদি বৃদ্ধেষু মধ্যে অনেকৈরেব যুষ্মদনুজ্ঞানাৎ প্রবেশঃ কৃতঃ, তদা মমাপি প্রবেষ্টুং যুক্তম্। হি যস্মাৎ, বয়ম্, চরিতব্রতা বিহিতব্রহ্মচর্য্যাদি-নিয়মাশ্চ, বেদপ্রভাবেন বেদোক্ততপঃশক্ত্যা সমন্বিতাশ্চ, অতো বৃদ্ধা এব ॥৬॥

কিঞ্চাহ—শুশ্রূষব ইতি। শুশ্রূষবো বাদিনাং বাদান্ শ্রোতুমিচ্ছব এব, ন তু প্রার্থিন ইত্যাশয়ঃ; জিতেন্দ্রিয়াশ্চ, অতো ন চৌরা ইতি ভাবঃ; জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তে, নিষ্ঠাং সমাপ্তিং গতাশ্চাপি। আস্তাং তাবত্তথাপি ত্বং বয়সা বাল এবেত্যাহ—নেতি। বয়সা বাল ইতি ন অবমন্তব্যমাহুঃ। তথা চ বালঃ অল্পোঽপি অগ্নিঃ স্পৃশ্যমানঃ সন্ দহতি। অতো মমাপি প্রভাবো বৃদ্ধান্ জেষ্যতীতি ভাবঃ ॥৭॥

পরীক্ষিতুমাহ—সরস্বতীমিতি। হে বালক! ত্বং জ্ঞানাগমে নিষ্ঠাং গতশ্চেৎ, তদা, বেদজুষ্টাং বেদসেবিতাম্, "ওমিত্যেকাক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" ইতি শ্রুতেঃ; একম্ অক্ষরং

ভারতভাবদীপঃ

অন্ধস্যেতি। অন্ধাদীনামক্ষমত্বান্মার্গো দেয় ইত্যর্থঃ। অসমেত্য সমীপমপ্রাপ্য ॥১—৩॥ ঐন্দ্রদ্যুম্নে! হে জনক! ॥৪—৬॥ জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তেম্বিত্যর্থঃ। নিষ্ঠাং নিশ্চয়ম্ ॥৭॥ বেদ জানীতে, যদি তর্হি ঈরয় জুষ্টাং মুনিসেবিতাম্ একমেবাক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যং যস্যাং তামেকাক্ষরাং বহুরূপাং মন্ত্রার্থবাদাদিরূপাং বিরাজং বিশেষেণ কর্ম্মকাণ্ডাদাধিক্যেন রাজমানাম্।

অষ্টাবক্র কহিলেন—"দ্বারপাল! এখানে যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে আমারও প্রবেশ করা উচিত। কারণ, আমি যথানিয়মে ব্রতাচরণ করিয়াছি এবং বেদোক্ত তপস্যার প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হইয়াছি; সুতরাং আমিও বৃদ্ধ ॥৬॥

আমরা বাদিগণের বাদবিচার শুনিতে ইচ্ছা করি এবং আমরা জিতেন্দ্রিয় ও বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী। তা'র পর জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, বালক হইলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না। কারণ, স্পর্শ করিলে ক্ষুদ্র অগ্নিও দগ্ধ করিয়া থাকে" ॥৭॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন জ্ঞায়তে কায়বৃদ্ধ্যা বিবৃদ্ধির্যথাঽষ্ঠীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধা।
হ্রস্বোঽল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো যশ্চাফলস্তস্য ন বৃদ্ধভাবঃ ॥৯॥

দ্বারপাল উবাচ।

বৃদ্ধেভ্য এবেহ মতিং স্ম বালা গৃহ্ণন্তি কালেন ভবন্তি বৃদ্ধাঃ।
ন হি জ্ঞানমল্পকালেন শক্যং কস্মাদ্বালঃ স্থবির ইব প্রভাষসে ॥১০॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তেন স্থবিরো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মৈব বাচ্যং যস্যাস্তাম্, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" ইতি পাতঞ্জলসূত্রাৎ; তথা বহূনি রূপাণি অকারোকারমকারাত্মকাস্ত্রয়ো বর্ণা যস্যাং তাঞ্চ, সরস্বতীং প্রণবরূপাং বাণীম্, বিশেষেণ রাজতে শোভত ইতি বিরাজং যথা স্যাত্তথা সর্ব্বথা শুদ্ধং কুর্ব্বিত্যর্থঃ, ঈরয় উচ্চারয়। অঙ্গ। হে ধৃষ্ট! ত্বমাত্মানং বালং সমবেক্ষস্ব। অতো বৃদ্ধত্বেন কিং শ্লাঘসে। মনীষী জ্ঞানী জনো দুর্লভ এব ॥৮॥

নেতি। যথা শাল্মলের্বৃক্ষস্য সম্প্রবৃদ্ধাপি অষ্ঠীলা তুলকোষঃ, বৃদ্ধা ন জ্ঞায়তে অন্তঃসারশূন্যত্বাৎ, তথা কায়বৃদ্ধ্যা মানুষস্য বিবৃদ্ধির্বৃদ্ধত্বং ন জ্ঞায়তে। কিন্তু হ্রস্বঃ খর্ব্বঃ, অল্পকায়ঃ কৃশশরীরোঽপি যঃ, ফলিতঃ বিদ্যাবান্ ফলবাংশ্চ স এব বিশেষেণ বৃদ্ধঃ; যশ্চ দীর্ঘস্থূলশরীরোঽপি অফলঃ বিদ্যাশূন্যঃ ফলশূন্যশ্চ, তস্য ন বৃদ্ধভাবো বৃদ্ধত্বম্ ॥৯॥

বৃদ্ধেভ্য ইতি। শক্যং লব্ধুমিতি শেষঃ। ত্বং ধৃষ্ট এবাসীতি ভাবঃ ॥১০॥

দ্বারপাল বলিল—"আচ্ছা বালক! তুমি বেদোক্ত, ব্রহ্মবোধক এবং বহু বর্ণঘটিত একটী শব্দ সুন্দরভাবে উচ্চারণ কর দেখি। হে বালক! তুমি আপনাকে বালক বলিয়াই মনে কর; কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ! জ্ঞানী লোক বড়ই দুর্লভ" ॥৮॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"শাল্মলিবৃক্ষের অষ্ঠীলা (তূলকোষ) বৃহৎ হইয়া উঠিলেও তাহাকে যেমন বৃদ্ধ বলিয়া জানা যায় না, তেমন মানুষের দেহ বৃদ্ধি পাইলেও তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু খর্ব্ব ও কৃশদেহ হইয়াও যে লোক বিদ্বান্ হয়, সে লোক বিশেষ বৃদ্ধ; আর যে লোক দীর্ঘ ও স্থূল দেহ হইয়াও বিদ্বান্ নহে, তাহার বৃদ্ধত্ব নাই" ॥৯॥

দ্বারপাল বলিল—"বালকেরা বৃদ্ধদের নিকট হইতেই বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যথাকালে বৃদ্ধ হয়। কারণ, অল্পকালে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না; অতএব তুমি বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় বলিতেছ কেন?" ॥১০॥

(৯)…যথাঽষ্ঠীলাঃ শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধাঃ—পি নি।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥১২॥
দিদৃক্ষুরস্মি সংপ্রাপ্তো বন্দিনং রাজসংসদি।
নিবেদয়স্ব মাং দ্বাস্থ! রাজ্ঞে পুষ্করমালিনে ॥১৩॥
দ্রষ্টাস্যদ্য বদতোঽস্মান্ দ্বারপাল! মনীষিভিঃ।
সহ বাদে বিবৃদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নির্জ্জিতম্ ॥১৪॥
পশ্যন্তু বিপ্রাঃ পরিপূর্ণবিদ্যাঃ সহৈব রাজ্ঞা সপুরোধমুখ্যাঃ।
উতাহো বাঽপ্যুচ্চতাং নীচতাং বা তূষ্ণীম্ভূতেষ্বেব সর্ব্বেষ্বথাদ্য ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। পলিতং পক্বকেশৈঃ শুক্লম্। প্রজানাতি শাস্ত্রাদিকমিতি শেষঃ। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্, "মধুকৈটভৌ দুরাত্মানৌ" ইতি সপ্তশতীস্তোত্রবৎ ॥১১॥

নেতি। হায়নৈরধিকৈর্বৎসরৈঃ, পলিতৈঃ কেশপাকেন শৌক্ল্যৈঃ। ধর্ম্মং বৃদ্ধত্বং তন্নিরূপণমিত্যর্থঃ। অনূচানঃ সাঙ্গবেদবিৎ, "অনূচানো বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গবেদবিচক্ষণে" ইতি বিশ্বঃ। নঃ অস্মাকম্ ॥১২॥

দিদৃক্ষুরিতি। হে দ্বাস্থ! দ্বারপাল! অহং রাজসংসদি বন্দিনং দিদৃক্ষুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্, সংপ্রাপ্ত আগতোঽস্মি। তথা ভূতং মাম্, পুষ্করমালিনে স্বর্ণপদ্মমালাধারিণে রাজ্ঞে নিবেদয়স্ব। দ্বাস্থেতি "শিট্যঘোষে বিসর্জ্জনীয়স্য" ইতি বিসর্গলোপঃ ॥১৩॥

দ্রষ্টাসীতি। হে দ্বারপাল! ত্বমদ্য মনীষিভিঃ সহ বদতো বাদবিচারং কুর্ব্বতঃ অস্মান্, তস্মিন্ বিবৃদ্ধে বাদে বন্দিনঞ্চাপি নিৰ্জ্জিতং ময়া পরাজিতম্, দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অঙ্গেতি সম্বোধনে ॥৮॥ শাল্মলেরষ্ঠীলা শাল্মলিফলান্তর্গতগ্রন্থিঃ, স হি কেবলতূলময়ত্বান্নিঃসারঃ, অতো দেহবৃদ্ধির্ব্যর্থা, অল্পকায়ঃ কৃশঃ ॥৯—১১॥ অনূচানঃ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ॥১২॥ পুষ্কর-

---

অষ্টাবক্র কহিলেন "দ্বারপাল! যাহাতে মানুষের মস্তক শুভ্রবর্ণ হয়, তাহাতেই মানুষ বৃদ্ধ হয় না; সুতরাং যে ব্যক্তি বালক হইয়াও শাস্ত্রাদি জানে, তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥১১॥

ঋষিরা বৎসর, কেশপক্বতা, ধন ও বন্ধু দ্বারা বৃদ্ধত্ব নিরূপণ করেন নাই; কিন্তু যিনি সাঙ্গবেদ জানেন, তিনিই আমাদের মধ্যে প্রধান (এই কথা বলিয়াছেন) ॥১২॥

দ্বারপাল! আমি রাজসভায় বন্দীকে দেখিবার ইচ্ছায়ই আসিয়াছি। তুমি আমার বিষয় স্বর্ণপদ্মমালাধারী রাজাকে জানাও ॥১৩॥

দ্বারপাল! তুমি আজ আমাকে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে দেখিবে এবং সেই গুরুতর বিচারে বন্দীকেও পরাজিত দেখিবে ॥১৪॥

দ্বারপাল উবাচ।

কথং যজ্ঞং দশবর্ষো বিশেস্ত্বং বিনীতানাং বিদুষাং সম্প্রবেশ্যম্।
উপায়তঃ প্রযতিষ্যে তবাহং প্রবেশনে কুরু যত্নং যথাবৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

ভো ভো রাজন্! জনকানাং বরিষ্ঠ! ত্বং বৈ সম্রাট্ ত্বয়ি সর্ব্বং সমৃদ্ধম্।
ত্বং বা কর্ত্তা কর্ম্মণাং যজ্ঞিয়ানাং যযাতিরেকো নৃপতির্বা পুরস্তাৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যন্ত্বিতি। অথাত্র সর্ব্বেষেব সদস্যেষু তূষ্ণীভূতেষু স্থিতেষু, পুরোধমুখ্যৈঃ পুরোহিতশ্রেষ্ঠৈঃ সহেতি সপুরোধমুখ্যাঃ পুরোধসঃ সলোপ আর্ষঃ, পরিপূর্ণবিদ্যা বিপ্রাঃ রাজ্ঞা সহৈব, বাদে মম উচ্চতাং শ্রেষ্ঠতাম্, নীচতাং ন্যূনতাং বা পশ্যন্ত ॥১৫॥

কথমিতি। হে বালক! দশবর্ষো দশবর্ষবয়স্কস্ত্বম্, ইদন্তুমানমাত্রেণোক্তম্, বস্তুতস্তু দ্বাদশবর্ষবয়স্ক এবাষ্টাবক্রঃ, "ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতুরষ্টাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষণ্ণম্" ইতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। বিনীতানাং বিনয়ান্বিতানাং বিদুষাং সম্প্রবেশ্যং সম্যক্প্রবেশযোগ্যং যজ্ঞং কথং বিশেঃ। তথাপ্যহম্ উপায়ত উপায়বিশেষেণ তব প্রবেশনে প্রযতিষ্যে; ত্বমপি যথাবদ্যত্নং কুরু ॥১৬॥

যত্নমেব করোতি—ভো ইতি। ভো ভো রাজন্! জনকানাং জনকবংশ্যানাং বরিষ্ঠ! ত্বং সম্রাট্, ত্বয়ি সর্ব্বং কার্য্যমেব সমৃদ্ধং সমৃদ্ধিযুক্তম্। পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্, যযাতির্নাম নৃপতির্বা নৃপতিরিব, "বা স্যাদ্বিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি বিশ্বঃ, একস্ত্বং বা ত্বমেব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞযোগ্যানাং কর্ম্মণাং কর্ত্তেতি রাজস্তুতিঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মালিনে স্বর্ণমালাধারিণে ॥১৩—১৫॥ উপায়তঃ প্রযতিষ্যে ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞবাটাদন্তত্র তস্য রাজদর্শনং কারয়িত্বা আহ প্রবেশনে কুরু যত্নমিতি রাজ্ঞঃ পুরস্তাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানং প্রকাশয়েত্যর্থঃ

আজ সদস্যেরা সকলেই নীরব থাকিবেন, তখন প্রধান পুরোহিতগণ এবং রাজার সহিতই পরিপূর্ণ বিদ্যাশালী ব্রাহ্মণেরা আমার শ্রেষ্ঠতা বা ন্যূনতা দর্শন করিবেন" ॥১৫॥

দ্বারপাল বলিল—"তুমি দশবর্ষবয়স্ক বালক হইয়া বিনয়ী বিদ্বান্দিগের প্রবেশযোগ্য যজ্ঞস্থানে কি করিয়া প্রবেশ করিবে। সে যাহা হউক, আমি তোমার প্রবেশের জন্য বিশেষ উপায়ে চেষ্টা করিব; তুমিও যথানিয়মে চেষ্টা কর" ॥১৬॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"ভো ভো জনকশ্রেষ্ঠ রাজা! আপনি সম্রাট্ এবং আপনার সমস্ত কার্য্যই সমৃদ্ধিযুক্ত; আর পূর্ব্বকালের যযাতিরাজার ন্যায় একমাত্র আপনিই যজ্ঞকার্য্য করিবার যোগ্য ॥১৭॥

বৃদ্ধান্ বন্দী বাদবিদো নিগৃহ্য বাদে ভগ্নানপ্রতিশঙ্কমানঃ।
ত্বয়াভিসৃষ্টৈঃ পুরুষৈরাপ্তকৃদ্ভির্জলে সর্ব্বান্ মজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮॥
সতাং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রহ্মোদ্যং বৈ কথয়িতুমাগতৌ স্বঃ।
ক্বাসৌ বন্দী যাবদেনং সমেত্য নক্ষত্রাণীব সবিতা নাশয়ামি ॥১৯॥

রাজোবাচ।

আশংসসে বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞায় ত্বং বাক্যবলং পরস্য।
বিজ্ঞাতবীর্য্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্তুং দৃষ্টশ্চাসৌ ব্রাহ্মণৈর্বাদশীলৈঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বৃদ্ধানিতি। হে রাজন! বন্দী, বাদে বিচারে, ভগ্নান আত্মনা পরাজিতান্, বাদবিদো বাদবিচারজ্ঞান্, সর্ব্বান বৃদ্ধান্ বিদুষঃ, নিগৃহ্য বন্ধনাদিনা দময়িত্বা, অপ্রতিশঙ্কমানো ব্রহ্মহত্যায়ামপি পাপমসম্ভাবয়ন্, ত্বয়া অভিসৃষ্টৈর্নিযুক্তৈঃ আপ্তকৃদ্ভির্বিশ্বস্তকার্য্যকারিভিঃ পুরুষৈঃ করণৈঃ, জলে মজ্জয়তি, ইতি নঃ অস্মাকম্, শ্রুতমাসীৎ। সর্ব্বথৈব দারুণমিদং কার্য্যমিত্যাশয়ঃ॥ ১৮॥

সতামিতি। সতাং সাধুনাং ব্রাহ্মণানাং সকাশে ইদং শ্রুত্বা। অতো ন মিথ্যাত্বসম্ভব ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মোদ্যং বেদবাক্যম্ "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" ইত্যমরঃ, কথয়িতুমাগতৌ স্ব আবাম্, তস্য বন্দিনঃ পরাভবায়েত্যাশয়ঃ। অসৌ বন্দী ক্ব? যাবদেনং সমেত্য প্রাপ্য, সবিতা সূর্য্যো নক্ষত্রাণীব, তমহং নাশয়ামি॥১৯॥

আশংসস ইতি। হে বালক! ত্বং পরস্য বন্দিনো বাক্যবলমবিজ্ঞায় তং বন্দিনং বিজেতুমাশংসসে অভিলষসি। বিজ্ঞাতং বীর্য্যং বিপক্ষশক্তির্যৈস্তৈরেব জনৈঃ এবং বক্তুং শক্যম্, ন ত্ববিজ্ঞাতবীর্য্যৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ বাদশীলৈর্ব্রাহ্মণৈঃ অসৌ বন্দী, দৃষ্টঃ পরীক্ষিতঃ॥২০॥

মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দী—বাদে পরাজিত সমস্ত বাদজ্ঞ বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বন্ধন করিয়া আপনার নিযুক্ত বিশ্বস্ত লোকদিগের দ্বারা জলে নিমগ্ন করিতেছে! ॥১৮॥

সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ঘটনা শুনিয়া আমি (বন্দীর সহিত) বেদবাক্য বলিবার জন্য (বাদবিচার করিবার জন্য) এখানে আসিয়াছি। ঐ বন্দীবেটা কোথায়! আমি উহার সহিত বিচার করিয়া—সূর্য্য যেমন নক্ষত্র বিনষ্ট করেন, তেমন উহাকে বিনষ্ট করিব" ॥১৯॥

রাজা বলিলেন—"বালক! তুমি বন্দীর বাক্‌শক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছ। যাঁহারা তাঁহার শক্তি জানিয়াছেন, তাঁহারাই এরূপ বলিতে পারেন; বাদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণই উঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ॥২০॥

---

(১৮) বিদ্বান্ বন্দী—পি। (১৯)…ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মি—বা ব কা, …ব্রহ্মাদ্য বৈ—নি।

আশংসসে ত্বং বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞাত্বা তু বলং বন্দিনোঽস্য।
সমাগতা ব্রাহ্মণাস্তেন পূর্ব্বং ন শোভন্তে ভাস্করেণেব তারাঃ ॥২১॥
আশংসন্তো বন্দিনং জেতুকামাস্তস্যান্তিকং প্রাপ্য বিলুপ্তশোভাঃ।
বিজ্ঞানমত্তা নিঃসৃতাশ্চ তাত। কথং সদস্যৈর্বচনং বিস্তরেয়ুঃ ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিবাদিতোঽসৌ নহি মাদৃশৈর্হি সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ।
সমেত্য মাং নিহতঃ শেষ্যতেঽদ্য মার্গে ভগ্নং শকটমিবাচলাক্ষম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অত্র বাদশীলানাং তেষাং তৎপরীক্ষাযাঃ কিং ফলমাসীদিত্যাহ—আশংসস ইতি। হে বালক। ত্বম্ অস্য বন্দিনো বলমবিজ্ঞাত্বা তং বন্দিনং বিজেতুমাশংসসে। কিন্তু পূর্ব্বং তেন বন্দিনা সহ সমাগতা বাদে মিলিতা ব্রাহ্মণাঃ, ভাস্করেণ তারা ইব ন শোভন্তে স্ম, তিরোহিতাত্মপ্রভাবত্বাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

তৎপরীক্ষায়া এব ফলান্তরমাহ—আশংসন্ত ইতি। হে তাত! বৎস! বিজ্ঞানমত্তা অতএব বন্দিনং জেতুকামা বহব এব ব্রাহ্মণাঃ, অশংসন্তো বন্দিনো নিগ্রহমভিলষন্তঃ, তস্যান্তিকং প্রাপ্য বাদে তৎকর্ত্তৃকপরাভবেণ বিলুপ্তশোভাঃ সন্তো নিঃসৃতাঃ সভাতো নির্গতাঃ। অতঃ কথং সদস্যৈঃ সহ বচনং বিস্তরেয়ুরালপেয়ুঃ ॥২২॥

বিবাদিত ইতি। মাদৃশৈর্বিদ্বদ্ভিঃ সহ অসৌ বন্দী নহি বিবাদিতো ভবতেতি শেষঃ। তেনৈব হেতুনা, ভবতৈব সিংহীকৃতঃ সিংহসদৃশীকৃতো বন্দী, অভীতঃ সন বদতি বাদং করোতি। কিন্তু বন্দী অদ্য মাং সমেত্য প্রাপ্য, নিহতো ময়া পরাজিতঃ সন্, মার্গে পথি, ভগ্নম্, অতএব অচলৌ অক্ষৌ চক্রদ্বয়ং যস্য তাদৃশং শকটমিব, শেষ্যতে শয়িত ইব জড়ীভূতঃ স্থাস্যতি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৬॥ সম্রাট্ সার্ব্বভৌমঃ ॥১৭—১৮॥ সোঽহমদ্বৈতং ব্রহ্ম কথয়িতুমাগতোঽস্মি। এতেন কৃৎস্নস্যাস্য প্রবন্ধস্য তাৎপর্য্যমুপন্যস্তম্ ॥১৯—২১॥ বিজ্ঞানমত্তা অপি পরাজয়ং প্রাপ্য সভাতো নিঃসৃতাঃ ॥২২॥ নিহতো নির্জ্জিতঃ, শেষ্যতে প্রসুপ্তপুরুষবজ্জড়ো ভবিষ্যতি ॥২৩॥

বালক! তুমি বন্দীর শক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছ এবং তাঁহাকে নিগৃহীত কবিবার আশা করিতেছ।। পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণই বন্দীর সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়া—সূর্য্যের নিকট নক্ষত্রের ন্যায় বন্দীর নিকট শোভা পান নাই ॥২১॥

বন্দীকে জয় করিবার অভিলাষী জ্ঞানমদে মত্ত অনেক পণ্ডিতই তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার আশা করিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া, পরাজিত হইয়া, চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা আর অন্যান্য সদস্যের সহিত আলাপ করিবেন কি করিয়া" ॥২২॥

রাজোবাচ।

ত্রিংশক-দ্বাদশাংশস্য চতুর্বিংশতিপর্ব্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রস্তেদৃশং গর্ব্বমসহমানস্তং পরীক্ষিতুমাহ—ত্রিংশকেতি। ত্রিংশৎ পরিমাণমস্তেতি ত্রিংশকম্, পঞ্চকাদিবৎ পরিমাণার্থে কন্‌প্রত্যয়ঃ পৃষোদরাদিত্বাচ্চ তকারলোপঃ, ত্রিংশকেন প্রত্যেকতস্ত্রিংশতা দিনৈর্যুক্তা দ্বাদশেতি ত্রিংশকদ্বাদশ শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তথা চ প্রত্যেকতস্ত্রিংশদ্দিনযুক্তা দ্বাদশ মাসা অংশা যস্য তস্য, চতুর্বিংশতিঃ পর্ব্বাণি প্রাধান্যাদমাবস্যাপূর্ণিমারূপাণি যত্র তস্য, তথা ষষ্ট্যা সহিতানি শতানি ষষ্টিশতানি পূর্ব্ববন্মধ্যপদলোপী সমাসঃ, তথা চ ত্রীণি ষষ্টিশতানি ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি দিনরূপাণি অরাণি চক্রান্তর্গতশলাকারূপতির্য্যক্‌কাষ্ঠানি যস্য তস্য তাদৃশস্য বৎসরচক্রস্য, অর্থং প্রয়োজনম্, যো জনো বেদ জানাতি, স এব পরঃ প্রধানঃ কবিঃ পণ্ডিতঃ। ততশ্চ ত্বমস্য প্রয়োজনং ন জানাসীতি ন প্রধানঃ পণ্ডিতঃ। তেন চ বন্দিনা সহ বাদং কর্ত্তুং ন শক্যসীত্যাশয়ঃ। "অরং শীঘ্রে চ চক্রাঙ্গে শীঘ্রগে পুনরন্তবৎ" ইতি বিশ্বঃ।

অত্রেদমবধেয়ম্—ত্রিষষ্টিশতারস্যেত্যনেন ষষ্ট্যধিকত্রিশতমাত্রদিনাত্মকো বৎসরঃ সূচিতঃ। এবঞ্চ নাক্ষত্রসাবনবৎসর এবাবসীয়তে। তথা চ চান্দ্রে বৎসরে উক্তাপেক্ষয়া দ্বাদশতিথিবৃদ্ধিঃ, সৌরে পঞ্চদিনবৃদ্ধিঃ, সৌরসাবনে একদিনবৃদ্ধিঃ, নাক্ষত্রে চ ষট্‌ত্রিংশদ্দিনন্যূনতা। নাক্ষত্রসাবনবৎসরে তু ষষ্ট্যধিকত্রিশতদিনেভ্যঃ পলেনাপি নাধিকতা ন বা ন্যূনতা স্যাৎ। এবঞ্চ তাদৃশবৎসরঘটকতয়া ত্রিংশদ্দিবসা দ্বাদশ মাসাশ্চাপি নাক্ষত্রসাবনা এব গ্রাহ্যাঃ। তে চ "নাড়ীষষ্ট্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রচক্ষতে। তত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা॥" ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাদুন্নেয়াঃ। তাদৃশবৎসরে চ দ্বাদশামাবস্যাঃ পূর্ণিমাশ্চ ভবন্তীতি মিলিত্বা চতুর্বিংশতিঃ পর্ব্বাণি জায়ন্ত ইতি সম্ভবপরত্বেনোক্তম্, ন তু ঘটকত্বেনেতি সংক্ষেপঃ। এবাং বিশেষস্তু অস্মৎপ্রণীতস্মৃতিচিন্তামণিগ্রন্থে মলমাসতত্ত্বাদৌ চ সমুন্নেয়ঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মীতি প্রতিজানানমষ্টাবক্রং প্রতি পৃচ্ছতি রাজা—ত্রিংশকেতি। উভয়তস্তীক্ষ্ণাগ্রাভিঃ ষড়্‌ভিঃ শলাকাভিরেকস্মিন্ শঙ্কৌ প্রোতমধ্যাভিঃ পৃথগগ্রতাভির্দ্দশারং ষণ্ণাভিচক্রং জায়তে, তত্র দ্বাদশ রাশয়ঃ, অরাঃ রাশিদ্বয়াত্মানঃ, ষট্ ঋতবো নাভয়ঃ একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশত্রিংশদংশাস্তদেতন্তচক্রং ষষ্ট্যা নাড়ীভিঃ পরিবর্ত্ততে। অস্য ষষ্ট্যধিকশতত্রয়পরিবর্ত্তৈঃ সাবনঃ সংবৎসরো ভবতি। অস্মিংশ্চক্রে কুলালচক্রবৎ প্রদক্ষিণমাবর্ত্তমানে

অষ্টাবক্র বলিলেন—"রাজা! আপনি আমার মত লোকের সঙ্গে বন্দীকে বিচারে প্রবৃত্ত করাইয়া দেন নাই; তাহাতেই আপনি উহাকে সিংহের তুল্য করিয়া দিয়াছেন; তাই সে নির্ভয়ে বিচার করিতেছে; কিন্তু আজ সে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইবে এবং নিশ্চলচক্র ভগ্ন শকট যেমন পথে পড়িয়া থাকে, তেমন সভায় পড়িয়া থাকিবে" ॥২৩॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুর্বিংশতিপর্ব্ব ত্বাং ষণ্ণাভি দ্বাদশপ্রধি।
তত্ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সবিশেষমেব তমর্থমবগচ্ছামীত্যাশীরপদেশেনাহ—চতুর্বিতি। হে রাজন্! চতুর্বিংশতিঃ পর্ব্বাণি প্রাগুক্তামাবস্যাপূর্ণিমারূপাণি যত্র তৎ, ষট্ বসন্তাদয় ঋতব এব নাভয়ো নাভিবন্মধ্যবর্ত্তিনো যস্য তৎ, দ্বাদশ মাসা এব প্রধয়ো নেময়শ্চক্রপ্রান্তভাগা যত্র তৎ, ত্রীণি ষষ্টিযুক্তশতানি ষষ্ট্যধিকত্রিশতসংখ্যকদিনানি অরাণি অভ্যন্তরগততির্য্যক্কাষ্ঠানি যত্র তৎ, তথা সদৈব গতির্গমনং যস্য তচ্চ, চক্রং বৎসররূপং চক্রং তত্র বিহিতো বিবিধো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ, ত্বাং পাতু রক্ষতু। অহো! ত্রিংশকেত্যাদিনা ত্বয়োক্তস্য পদার্থস্য অর্থং তাবদহং জানাম্যেব ঈদৃগভিধানাৎ; পরন্তু ষণ্ণাভি দ্বাদশপ্রধি সদাগতীত্যধিকবিশেষণত্রয়োপাদানান্মমাভিজ্ঞত্বমধিকম্, তদনুপাদানাত্তব স্বল্পমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পিপীলিকাপঙ্‌ক্তিবৎ প্রদীপং সূর্য্যাদয়ঃ পরিভ্রমন্তি। তত্র চন্দ্রস্য সপ্তবিংশত্যহোরাত্রৈর্ভগণভোগঃ। সূর্য্যস্য সপাদপঞ্চষষ্ট্যধিকেনাহ্নাং শতত্রয়েণ স এব সৌরঃ সংবৎসরঃ। অস্মিংশ্চক্রে স্বস্বগত্যা গচ্ছতোঃ সূর্য্যচন্দ্রয়োর্যদা অত্যন্তং বিপ্রকর্ষস্তদা পৌর্ণমাসী, যদা অত্যন্তং সন্নিকর্ষস্তদা দর্শস্তে দ্বে পর্ব্বণী। এবং চতুর্ব্বিংশত্যা পর্ব্বভিশ্চতুঃপঞ্চাশদধিকেনাহ্নাং শতত্রয়েণ চান্দ্রঃ সংবৎসরস্তত্রয়ং পৃচ্ছতি ত্রয়াণামপি পৃথক্কর্ম্মসু বিনিয়োগাৎ। তথাচোক্তং মাধবে—"অব্দঃ পঞ্চবিধশ্চান্দ্রো ব্রতাদৌ তিলকাদিকে। সুজন্মাদিব্রতে সৌরো গোসত্রাদিষু সাবনঃ॥" ইতি। ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য ত্রিংশতো গণস্ত্রিংশকস্তে এব দ্বাদশসংখ্যকা অংশা যস্যেতি সৌরসংবৎসরপ্রশ্নঃ। চতুর্ব্বিংশতিপর্ব্বণ ইতি চান্দ্রস্য। ত্রীণি ষষ্ট্যা সহিতানি শতান্যরা যস্যেতি সাবনস্য। ত্রিবিধস্যাস্য কালচক্রস্য যোঽর্থং প্রয়োজনং বেদ স পরঃ কবিরুৎকৃষ্টঃ ক্রান্তদর্শী ॥২৪॥ ইতি পৃষ্টোঽপর আহোত্তরং ষণ্ণাভীতি। বিশেষার্থোক্ত্যা বিদ্বত্তাপ্রকাশঃ শেষোঽনুবাদঃ, প্রধয়ো মাসা রাশয়ো বা তেষু হি ত্রিংশদহোরাত্রা অংশা বা প্রত্যেকং প্রত্যেকং প্রধীয়ন্তে। চক্রং পাতু—অস্মিন্ কালে যথাকালং বিহিতো ধর্ম্মস্ত্বাং পাত্বিত্যর্থঃ। এতেন ধর্ম্মস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বং বিধীয়তে কেবলকালজ্ঞানস্যাপুরুষার্থত্বাৎ। মানান্তরানবগতং প্রয়োজনবদর্থং প্রতিপাদয়দ্ধি শাস্ত্রং ভবতি অন্যথা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ। এবমন্যত্রাপি বিধানং দ্রষ্টব্যম্। "রাশিস্ত্রিংশল্লবস্তান্ দ্বিষডনুপততার্কেণ সৌরোঽব্দ ইষ্টঃ সোমেদ্বিষ্টৌ তু চান্দ্রী শরদপি চ চতুর্ব্বিংশকাৎ পর্ব্বণাং স্যাৎ। গোসত্রে সাবনোঽব্দো গগনরসগুণৈরাত্র্যহৈরাশি-

রাজা কহিলেন—"যাহাতে প্রত্যেকতঃ ত্রিশটী ভাগ—(দিন) যুক্ত বারটী অংশ (মাস) আছে, চব্বিশটী পর্ব্ব (বারটী অমাবস্যা ও বারটী পূর্ণিমা) রহিয়াছে এবং সমুদায়ে তিন শত ষাটটী অর (দিন) আছে, তাহার অর্থ যিনি জানেন, তিনিই প্রধান পণ্ডিত" ॥২৪॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"যাহাতে চব্বিশটী পর্ব্ব (বারটী অমাবস্যা ও বারটী

রাজোবাচ।

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্যেনপাতে দিবৌকসাম্।
কস্তয়োর্গর্ভমাধত্তে গর্ভং সুষুবতুশ্চ কম্ ॥২৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

মাস্ম তে তে গৃহে রাজন্! শাত্রবাণামপি ধ্রুবম্।
বাতসারথিরাগন্তা গর্ভং সুষুবতুশ্চ তম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রং পরীক্ষিতুমিদানীং স্পষ্টং পৃচ্ছতি—বড়বে ইতি। বড়বে ইব রথবদ্ধং ঘোটকীদ্বয়মিব, সংযুক্তে পরস্পরমিলিতে, তথা শ্যেনয়োঃ পক্ষিণোরিব পাতো দ্রুতগমনং যয়োস্তে তাদৃশৌ চ যে ব্যক্তী স্তঃ যদ্বস্তুদ্বয়ং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, দিবৌকসাং দেবানাং মধ্যে কো জনঃ, তয়োঃ, গর্ভং বীজম্, আধত্তে জনয়তি তদ্বস্তুদ্বয়মুৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তে ব্যক্তী চ, কং গর্ভং কিং বস্তিতি তাৎপর্য্যম্, সুষুবতুঃ উৎপাদয়ামাসতুঃ ॥২৬॥

পুনরপ্যাশীর্মুখেনৈব সকৌতুকং নিপুণশ্লোকোত্তরং দত্তে—মাস্মেতি। হে রাজন্! তে শাত্রবাণামপি গৃহে—তব কা কথা তব শত্রূণামপি ভবনে, তে ব্যক্তী বিদ্যুদশনী ইত্যর্থঃ, ধ্রুবং মাস্ম পততমিতি শেষঃ। তথা চ রথে ঘোটক্যাবিব আকাশে বিদ্যুদশনী সংযুক্তে স্যাতাং শ্যেনয়োঃ পক্ষিণোরিব চ তয়োর্দ্রুতমেব পতনং স্যাৎ। কিঞ্চ গৃহে অশনিপাতঃ সর্ব্বথা সম্ভবতি, দারিদ্র্যাদুপর্য্যাবরণাভাবে বিদ্যুৎপাতোঽপি নিতরাং সম্ভবতি নয়নস্তম্ভজননাদিনা অকস্মাদনর্থকবশ্চ স্যাদিত্যাশিষশ্ছলেন "বড়বে ইব সংযুক্তে শ্যেনপাতে" ইত্যস্যার্থাবগতিরাত্মনঃ সূচিতা। ইদানীং কৃতয়োঃ প্রশ্নয়োঃ ক্রমাদুত্তরদ্বয়মাহ—বাতেতি। আগন্তা প্রাবৃট্কালাদাবাগমনশীলঃ, বাতো বায়ুঃ সারথিশ্চালকো যস্য স মেঘরূপ ইন্দ্রো দেবঃ, তয়োর্গর্ভমাধত্তে ইত্যনুবৃত্তিঃ, তথা চ দিবৌকসাং মধ্যে মেঘরূপ ইন্দ্রো দেবস্তে বিদ্যুদশনী জনয়তীত্যর্থঃ। তথা তে পুনর্বিদ্যুদশনী এব তং বাতসারথিং মেঘম্, গর্ভমাত্মনোরেব বীজম্,

ভারতভাবদীপঃ

যুগ্মাদৃত্বাখ্যশ্চর্ত্তুযাজাং স্বসময়বিহিতাঃ শ্রেয়সে স্যুর্মখাগ্র্যাঃ॥" ॥২৫॥ রথসংযুক্তে অশ্বে ইব সহচারিণ্যৌ, শ্যেনপাতে শ্যেনবদকস্মাৎ পতনশীলে যে উভে বর্ত্তেতে দিবৌকসাং দেবানাং মধ্যে তয়োঃ সম্বন্ধিনং গর্ভং কো ধত্তে কস্য গর্ভে তে উৎপদ্যেতে কঞ্চ জনয়ত ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

পূর্ণিমা), ছয়টী নাভি-(ঋতু), বারটী (মাসরূপ) চক্রপ্রান্ত এবং তিন শত ষাটটী (দিনরূপ) অর আছে, নিরন্তর গমনশীল সেই (বৎসররূপ) চক্র আপনাকে রক্ষা করুক" ॥২৫॥

রাজা বলিলেন—"দুইটা ঘোটকীর ন্যায় যাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং দুইটা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় যাহাদের অতিদ্রুত পতন হয়, দেবতাদের মধ্যে কোন্ দেবতা সেই দুইটা বস্তুকে উৎপাদন করেন? এবং সেই দুইটা বস্তুই বা কোন্ বস্তুকে উৎপাদন করিয়াছিল?" ॥২৬॥

রাজোবাচ।

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

সুষুবতুঃ আদিসর্গ এবোৎপাদয়ামাসতুঃ। তথা চ বিদ্যুদশন্যাদিজ্যোতিষা মেঘোৎপত্তিঃ, মেঘেন চ বিদ্যুদশন্যুৎপত্তিরিতি পরস্পরমেষাং জন্যজনকভাবো বীজবৃক্ষবদিতি ভাবঃ। তথা চোক্তং মেঘদূতেঽপি—"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ" ॥২৭॥

কিমিতি। সর্ব্বত্র স্বিদিতি প্রশ্নে। কিং ভূতং প্রাণীতি যাবৎ, সুপ্তং নিদ্রিতং সৎ, ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি স্বিৎ। কিং ভূতং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে স্বিৎ।

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবৎ—তয়োর্নামাপামঙ্গলমিতি মত্বা পরোক্ষেণ নির্দ্দিশতি, তে উভে অধিদৈবং বিদ্যুদশনী। অধ্যাত্মং দুঃখমৃত্যু। বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং তয়োর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ ক্রমাদাকাশেন দেহেন চ রথেন বড়বে ইব নিত্যসংযুক্তে শ্যেনপাতে চ তে তব গৃহে মা স্ম স্যাতাম্। হে রাজন্! তব শাত্রবাণামপি গৃহে মা স্ম স্যাতামিত্যপামঙ্গলত্বং তয়োর্দর্শিতম্। বাতসারথির্মেঘো মনশ্চ আগন্তা আকাশাদ্বৃষ্ট্যর্থং সুষুপ্ত্যাখ্যাৎ কারণাৎ কর্ম্মফলভোগার্থমুদেষ্যংস্তে উভে পূর্ব্বোক্তে বিদ্যুদশনী দুঃখমৃত্যু চ গর্ভে ধত্ত ইত্যেকমুত্তরম্। তে চ তমেব বাতসারথিং বৈদ্যুতমগ্নিং মনশ্চ সুষুবতুরিত্যপরম্। যথা ধূমজ্যোতিরাদিসন্নিপাতরূপত্বাদগ্নিরূপো মেঘোঽগ্নিমেব বিদ্যুদাদিদ্বারা সূতে এবং মনঃপ্রভবৌ দুঃখমৃত্যু স্ববাসনারূপেণ মনসঃ কারণে ভবতঃ, তথা চ বীজাঙ্কুরবন্মনসো দুঃখাদেশ্চ হেতুহেতুমদ্ভাবাৎ মনসো লয়ো দুঃখাভাবার্থমভ্যসনীয় ইত্যর্থঃ। এতেন "অশ্মা পিনদ্ধং মধু পর্য্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্ত"মিতি মন্ত্রবর্ণ উপবৃংহিতঃ। অশ্মা অশনবতা জলং শোষয়তা মেঘেন বিষয়ান্ ভুঞ্জানেন মনসা বা মধু সলিলং তদ্বদেকরসং ব্রহ্ম বা পিনদ্ধমাচ্ছাদিতম্। মনসো দুঃখহেতুত্বং দৃষ্টান্তমুখেনাহ—মৎস্যমিতি। নেত্যুপমার্থো নিপাতঃ। দীনেঽল্পে, উদনি উদকে, ক্ষিয়ন্তং নিবসন্তং মৎস্যং ন মানমিবাকুলমিত্যর্থঃ। ক্ষিয়ন্তমিত্যস্যৈব বা ক্লিশ্যমানমিত্যর্থঃ। "হৃন্মেঘো দুঃখমৃত্যু তড়িদশনিসমে শ্যেনবচ্ছীঘ্রপাতে নিত্যোদ্বদ্ধে রথেঽশ্বে ইব করণসুরাধীশ্বরঃ প্রাজ্ঞযোগঃ। স্বে গর্ভে ধত্ত এনং সুষুবতুরিতরে বাসনাতন্তুজন্যাং চেতঃশাটীং নিরুন্ধ্যাদসুপবনবশাং বিশ্বচিত্রাং মুমুক্ষুঃ॥" ॥২৭॥ স্বপ্নঙিতি স্বপিতৃযোর্নজিঙিতি জকারান্তস্য

অষ্টাবক্র কহিলেন—"রাজা! সেই দুইটা বস্তু (বিদ্যুৎ এবং বজ্র,) নিশ্চয়ই যেন আপনার শত্রুগৃহেও পতিত হয় না। প্রায় বর্ষাকালেই আগমনশীল বায়ুচালিত একপ্রকার বস্তু (মেঘ) সেই বস্তু দুইটাকে (বিদ্যুৎ এবং বজ্রকে) উৎপাদন করে, আবার সেই বস্তু দুইটাই (বিদ্যুৎ ও বজ্রই) সেই বস্তুকে (মেঘকে) উৎপাদন করিয়াছিল" ॥২৭॥

---

(২৮) কিং স্বিৎ স্বপ্নঙ্ ন নিমিষতি—বা ব কা

অষ্টাবক্র উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

"চুপ মন্দায়াং গতৌ" ইতি ভৌবাদিকস্য চুপধাতোঃ প্রয়োগঃ। কস্য ভূতস্য হৃদয়ং নাস্তি স্বিৎ। কিং বস্তু চ বেগেন বর্দ্ধতে স্বিৎ। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥২৮॥

মৎস্য ইতি। মৎস্যঃ, সুপ্তো নিদ্রিতঃ সন্নপি, ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি। অণ্ডং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে। অশ্মনঃ পাষাণস্য পাষাণতুল্যনিষ্ঠুরজনস্যেত্যর্থঃ, হৃদয়ং নাস্তি। তথা নদী বেগেন বর্দ্ধতে, তীরভঙ্গকরণাদিতি ভাবঃ। ইত্থং যথাশ্রুতব্যাখ্যানে-নৈবোপপত্তৌ নীলকণ্ঠস্য ব্রহ্মপরত্বব্যাখ্যায়াং দারুণকষ্টকল্পনমায়াসমাত্রমেব। ন চ "ব্রহ্মোদ্যং বৈ কথয়িতুমাগতোঽস্মি" ইত্যষ্টাবক্রোক্ত্যা বেদবাক্যোক্তেরার্থিকত্বাদ্ব্রহ্মপরত্বব্যাখ্যানমেব যুক্তমিতি বাচ্যং রাজ্ঞঃ প্রশ্নেষু তথাবিধত্বাদর্শনাৎ উত্তরস্য চ প্রশ্নানুসারিত্বনিয়মাৎ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বপ্নজ্‌শব্দস্য স্বপ্নাবস্থাবদ্বাচিত্বম্, সুষুপ্ত্যবস্থাং প্রাপ্তং কিং ন নিমিষতি লুপ্তদৃঙ্‌ ন ভবতীতি প্রশ্নার্থঃ ॥২৮॥ তদ্‌যথা—"মহান্ মৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতী"ত্যাদি শ্রুত্যা মৎস্যোপমিত-শ্চিদ্রূপঃ পুরুষো জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিহপরলোকয়োশ্চ সঞ্চরণেন শ্রান্তো মৎস্য ইব কূলদ্বয়সঞ্চারেণ সুপ্তিপ্রলয়য়োঃ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য নিখিলপ্রাণনাদিশক্ত্যুপরমেঽপ্যনুপরতদৃকশক্তিরেক এবাস্তে। নহি "দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে বিনাশিত্বা"দিতি শ্রুতেস্তদুপরমাভ্যুপগমে কৃতহানাদিদোষপ্রাপ্তিঃ সুখমহমেতাবন্তং কালমস্বাপ্সমিতি পরামর্শানুপপত্তিশ্চ, অস্যাবিনা-শিত্বাদজাতত্বম্। যত্তু জাতমণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং ভূতভৌতিকাত্মকং তন্ন চোপতি "চুপ মন্দায়াং গতৌ" ন চেষ্টতে কিন্ত্বয়মেব তচ্চেষ্টয়তে ইত্যর্থঃ। অশ্মনোঽশরীরস্য হৃদয়ং শোকায়তনং নাস্তি। "শ্ম শরীর"মিতি যাস্কঃ। "অশরীরং বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতী"তি শ্রুত্যোস্তদ্দৃষ্টের্দেহাদ্যসঙ্গে যোগী নির্মনস্কো জীব-ন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। নদী চিত্তনদী, যোগিনো ব্যুত্থিতস্য বেগেন সদ্যঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চরূপেণ বর্দ্ধতে যোগিদৃষ্ট্যা স্বাপ্নবদ্ব্যবহারিকোঽপি প্রপঞ্চো দৃষ্টিসমসময়োৎপত্তিক ইত্যর্থঃ। এবং দৃগলোপো দৃশ্যস্য জাড্যং দেহাসঙ্গিনো মুক্তিঃ সংসারস্য মনোমাত্রত্বং চাত্র দর্শিতম্। "পুংমীনো নির্নিমেষঃ স্বপিতি ভবনদীচারখিন্নঃ স্বরূপে, জাতং ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডং জড়মপি জবতে

রাজা বলিলেন—"কোন্ প্রাণী নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না? কোন্ প্রাণী জন্মিবার পরে স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই? এবং কোন্ বস্তু বেগে বৃদ্ধি পায়?" ॥২৮॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—"মৎস্য নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না; অণ্ড (ডিম) জন্মিবার পরে স্পন্দিত হয় না; পাষাণতুল্য নিষ্ঠুর লোকের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বৃদ্ধি পায়" ॥২৯॥

রাজোবাচ।

ন ত্বাং মন্যে মানুষং দেবসত্ত্ব! ন ত্বং বালঃ স্থবিরস্ত্বং মতো মে।
ন তে তুল্যো বিদ্যতে বাক্‌প্রলাপে তস্মাদ্দ্বারং বিতরাম্যেষ বিদ্বন্! ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

অষ্টাবক্র উবাচ।

অত্রোগ্রসেন! সমিতেষু রাজন্! সমাগতেষ্বপ্রতিমেষু রাজসু।
নাবৈমি বন্দিং বরমত্র বাদিনাং মহাজলে হংসমিবাদদামি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিস্ময়মান আহ—নেতি। হে দেবসত্ত্ব! দেবতুল্যপ্রভাব!। বাচঃ প্রলাপে কথনে ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

অত্রেতি। উগ্রা ভীষণা সেনা যস্য সঃ। হে উগ্রসেন! রাজন্! অত্রেদানীম্, অত্র সভায়াম্, সমাগতেষু, সমিতেষু সম্মিলিতেষু চ, অপ্রতিমেষু নিরুপমেষু, রাজসু মধ্যে,

ভারতভাবদীপঃ

যেন লোহাশ্মনীত্যা। যস্যাকায়স্য নাস্তি ক্বচিদপি হৃদয়ং শোকনীড়ং সমাধৌ, যৎস্থা মায়ানদীয়ং দ্রুতমহমিদমাত্মাত্মনোদেতি সোঽস্মি॥" ॥২৯॥ বাক্‌প্রলাপে বাচাং প্রকৃষ্টে সংলাপে, এষ বন্দী দৃশ্যতামিতি শেষঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৯॥

—:*:—

রাজা বলিলেন—"হে দেবতুল্যপ্রভাবসম্পন্ন বালক! আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেছি না। এবং আমার ধারণা হইতেছে যে, তুমি বালক নহ, তুমি পরম বৃদ্ধ। বাক্‌পটুতায় তোমার তুল্য লোক নাই; অতএব হে বিদ্বন্! এই আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম" ॥৩০॥

(৩০)···বিতরাম্যেষ বন্দী—বা ব কা। * '···ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম···'—বা ব কা, '···পঞ্চত্রিংশদধিকশততম···'—নি।

ন মেঽদ্য বক্ষ্যস্যতিবাদিমানিন্! গ্লহং প্রপন্নঃ সরিতামিবাগমঃ।
হুতাশনস্যেব সমিদ্ধতেজসঃ স্থিরো ভবস্বেহ মমাদ্য বন্দিন্! ॥২॥
ব্যাঘ্রং শয়ানং প্রতি মা প্রবোধ আশীবিষং সৃক্কণী সংলিহানম্।
পদাহতস্যেহ শিরোঽভিহত্য নাদষ্টো বৈ মোক্ষ্যসে তন্নিবোধ ॥৩॥
যো বৈ দর্পাৎ সংহননোপপন্নঃ সুদুর্ব্বলঃ পর্ব্বতমাবিহন্তি।
তস্যৈব পাণিঃ সনখো বিশীর্য্যতে ন চৈব শৈলস্য হি দৃশ্যতে ব্রণঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বাদিনাং বরং বন্দিম্, নাবৈমি ন পরিচিনোমি, অবৈমি চেত্তদা মহাজলে হংসমিব আদদামি। বন্দিশব্দ ইকারান্তো নকারান্তশ্চাঙ্গীকৃত ইত্যুক্তম্ ॥১॥

নেতি। হে অতিবাদিমানিন্! বন্দিন্! অহং বাদে পরাজিতো জলে মজ্জনীয় ইতি পণম্, প্রপন্নঃ প্রাপ্তস্ত্বম্, অদ্য মে মমান্তিকে, সরিতামাগম আগমনমিব, ন বক্ষ্যসি অপ্রতিহতং বাদং কর্ত্তুং ন শক্ষ্যসি, প্রবাহং ন প্রাপ্স্যতি চ। অদ্য সমিদ্ধতেজসো হুতাশনস্যেব মম সমীপে, ইহেদানীম্, স্থিরো ভবস্ব ভব ॥২॥

ব্যাঘ্রমিতি। প্রতি ইত্থম্ভূতম্, মা মাম্, শয়ানং ব্যাঘ্রম্, সৃক্কণী সংলিহানম্ আশীবিষঞ্চ, প্রবোধ জানীহি। অতএব পদাহতস্য তস্যাশীবিষস্য শিরোঽপ্যভিহত্য অদষ্টঃ সন্ ন মোক্ষ্যসে, তন্নিবোধ জানীহি। পিতরং বিজিতমানো ময়া বিজেষ্যস এবেতি ভাবঃ। "প্রতীত্থম্ভূতভাগয়োঃ" ইত্যাদি হৈমঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অদ্যেতি ॥১॥ গ্লহং পরাজিতস্য জলে নিপাতনরূপং পণং প্রপন্নঃ স্বীকৃতবান্ মে মম পুরতো ন বক্ষ্যসি প্রত্যুত্তরমিতি শেষঃ। সমিদ্ধতেজসঃ প্রলয়কালেঽত্যন্তং প্রদীপ্তস্যাগ্নেঃ পুরো যথা নদীবেগঃ শুষ্যতি তথা শুষ্কো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥২॥ মা মাং প্রবোধ জানীহি, ভৌবাদিকস্য বুধের্লোটি রূপম্, অসন্ধিরার্ষঃ, পদাহতস্য মৎপিতুর্নিগ্রহণাদহং পূর্ব্বমেব ত্বয়া

অষ্টাবক্র বলিলেন—"উগ্রসেন! রাজা! এখন এই সভায় আগত ও সম্মিলিত অসাধারণ রাজাদের মধ্যে বাদিপ্রধান বন্দিকে আমি চিনিতে পারিতেছি না; যদি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে মহাজলে হংসের ন্যায় তাহাকে ধরিতাম ॥১॥

হে অতিবাদিম্মন্য বন্দি! নদীর স্রোত যেমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়, তেমন তুমি পণ স্বীকার করিয়া আজ আমার নিকটে অপ্রতিহতভাবে বাদ চালাইতে পারিবে না। আমি—প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য; সুতরাং তুমি আজ আমার নিকটে স্থির থাক দেখি ॥২॥

তুমি এইরূপ আমাকে শায়িত ব্যাঘ্র এবং ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনকারী সর্প বলিয়া মনে কর; তুমি পদাঘাত করিয়া আবার মস্তকেও আঘাত করিয়াছ; অতএব দংশন না পাইয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, তাহা জানিয়া রাখ ॥৩॥

সর্ব্বে রাজ্ঞো মৈথিলস্য মৈনাকস্যেব পর্ব্বতাঃ।
নিকৃষ্টভূতা রাজানো বৎসা হ্যনডুহো যথা ॥৫॥
যথা মহেন্দ্রঃ প্রবরঃ সুরাণাং নদীষু গঙ্গা প্রবরা যথৈব।
তথা নৃপাণাং প্রবরস্ত্বমেকো বন্দিং সমভ্যানয় মৎসকাশম্ ॥৬॥
লোমশ উবাচ।
এবমষ্টাবক্রঃ সমিতৌ হি গর্জ্জন্ জাতক্রোধো বন্দিনমাহ রাজন্!।
উক্তে বাক্যে চোত্তরং মে ব্রবীহি বাক্যস্য চাপ্যুত্তরং তে ব্রবীমি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। যঃ সুদুর্ব্বলঃ সংহননোপপন্নঃ শরীরী, দর্পাৎ পর্ব্বতম্, আবিহন্তি পাণিনা তাড়য়তি, তস্যৈব সনখঃ পাণির্বিশীর্য্যতে, কিন্তু শৈলস্য ব্রণঃ ক্ষতম্, নৈব দৃশ্যতে। ময়া সহ বাদে ত্বৎপরাজয়ো ধ্রুব এবেত্যাশয়ঃ ॥৪॥

বন্দিপরিচয়লাভায় রাজানং স্তৌতি দ্বাভ্যাম্—সর্ব্ব ইতি। মৈনাকস্য পর্ব্বতস্যান্তিকে অন্যে পর্ব্বতা ইব, অনডুহো বৃষস্যান্তিকে বৎসা যথা চ, তথা মৈথিলস্য জনকস্য রাজ্ঞোঽন্তিকে অন্যে সর্ব্বে রাজানো নিকৃষ্টভূতাঃ ॥৫॥

যথেতি। এতৎস্তবপ্রয়োজনং মৎসকাশে বন্দেঃ সমানয়নমেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! জলে পিত্রাদীনাং নিক্ষেপাজ্জাতক্রোধঃ অষ্টাবক্রঃ, সমিতৌ সভায়াম্, এবং গর্জ্জন্ বন্দিনম্, আহ ব্রবীতি স্ম। মে ময়া কস্মিংশ্চিদ্বাক্যে উক্তে, ত্বঞ্চ তস্যোত্তরং ব্রবীহি ব্রূহি, তথা তে তব বাক্যস্য চ অহমপি উত্তরং ব্রবীমি। আবয়োরস্মিন্ বাদে পক্ষদ্বয়ং সুসঙ্গতমেবাস্তামিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পদাহতস্তস্য মে শিরোঽভিহত্য ত্বং ন মুচ্যসে অদষ্টঃ সন্ ইত্যর্থঃ ॥৩॥ সংহননেন দেহেন দৃঢ়কায়ত্বেনোপপন্নঃ ॥৪—৫॥ বন্দিং বন্দিনম্, বিভক্ত্যলোপে নকারলোপ আর্ষঃ ॥৬—৭॥ পূর্ব্বং

যে লোক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও হস্তদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করে, তাহারই হস্ত নখের সহিত বিশীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু সে পর্ব্বতের কোন ক্ষত দেখা যায় না ॥৪॥

মৈনাকপর্ব্বতের নিকটে যেমন অন্যান্য পর্ব্বত এবং মহাবৃষের নিকটে যেমন বৎস সকল নিকৃষ্ট, তেমন জনকরাজার নিকটে অন্য সকল রাজাই নিকৃষ্ট ॥৫॥

রাজা! ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে প্রধান এবং গঙ্গা যেমন নদীসমূহের মধ্যে প্রধান, তেমন একমাত্র আপনিই রাজাদের মধ্যে প্রধান; "অতএব আপনি বন্দিকে আমার নিকটে আনয়ন করুন" ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা! জাতক্রোধ অষ্টাবক্র সভার মধ্যে এইরূপ

বন্দ্যুবাচ।

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা যমঃ পিতৃণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥৮॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইত্থঞ্চৈকাদিসংখ্যাক্রমেণৈব বাদে মহতী সুবিধা স্যাদিত্যাশয়েন পূর্ব্বপক্ষমাশ্রয়ন্নেব বন্দ্যুবাচ—এক ইতি। এক এবাগ্নিঃ, বহুধা দক্ষিণাগ্ন্যাদিরূপেণ, সমিধ্যতে যাজকৈরুদ্দীপ্যতে; একঃ সূর্য্যঃ, ইদং সর্ব্বং জগৎ, বিভাতি বিভাপয়তি প্রকাশয়তীতি যাবৎ, একো বীরো দেবরাজঃ, অরীণাং বহূনাং শত্রূণাং হন্তা, এক এব যমশ্চ বহূনাং পিতৃণাং লোকানাম্, ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ। একত্বাবচ্ছিন্নাঃ কিয়ন্তঃ পদার্থা ময়া প্রদর্শিতাঃ, ত্বমিদানীং দ্বিত্বাবচ্ছিন্নান্ প্রদর্শয়েতি ভাবঃ। এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্ ॥৮॥

দ্বাবিতি। ইন্দ্রাগ্নী দ্বৌ, সখায়ৌ মিলিতৌ সন্তৌ, দর্শযাগাদৌ চরতঃ, "ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে মাসাদিঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। নারদপর্ব্বতাবেতৌ দ্বৌ দেবর্ষী, সখায়ৌ সহচরৌ, দময়ন্তীস্বয়ংবরকালাদৌ তথৈব দেবরাজান্তিকোপস্থিতেঃ। দ্বৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ সখায়ৌ সহচরৌ, তথৈব সুকন্যাদিনা দর্শনাৎ। রথস্যাপি দ্বে চক্রে, সখিনী সহচরে, সর্ব্বত্র তথা প্রত্যক্ষাৎ। তথা বিধাত্রা ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ সখিত্বেন সহচরত্বেন সৃষ্টৌ, প্রায়েণ সর্ব্বত্রৈব তথা দর্শনাৎ ॥৯॥

ভাবভাবদীপঃ

প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মাদ্বৈতমেব বাদকথামুখেন প্রপঞ্চয়ন্ বন্দিমুখেন বৌদ্ধপক্ষমুত্থাপয়তি—এক এবেতি। যথা একোঽগ্নিঃ সূর্য্যো বা ইতরাপ্রকাশ্যোঽন্যপ্রকাশকশ্চ এবং দেবানামিন্দ্রিয়াণাং রাজা প্রধানভূতো ধীধাতুরহমিদমাদ্যাকারেণ প্রকাশমানো বীরোঽরিহন্তেতি পরাভিমততত্ত্বান্তরাভিভাবকো যমঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্তা পিতৃণাং বিষয়োপহারদ্বারা পালয়িতৃণা-

গর্জ্জন করিয়া বন্দিকে বলিলেন—"আমি কোন বাক্য বলিলে, তুমি তাহার উত্তর বল এবং তোমার বাক্যের উত্তর আমি বলি" ॥৭॥

বন্দি বলিলেন—"যাজ্ঞিকেরা এক অগ্নিকেই বহুভাবে প্রজ্বলিত করেন, এক সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকেন, একমাত্র বীর ইন্দ্র বহু শত্রু বধ করেন এবং একমাত্র যম বহু পিতৃলোকের অধিপতি" ॥৮॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—"ইন্দ্র ও অগ্নি দুই জন মিলিত হইয়া বিচরণ করেন, নারদ ও পর্ব্বত দুই জন সহচর দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন সর্ব্বদা সহচর থাকেন, রথের চক্র দুইটা নিরন্তর সহচর থাকে এবং বিধাতা—ভার্য্যা ও ভর্ত্তা—এই দুই জনকে সহচর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন" ॥৯॥

বন্দ্যুবাচ।

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বয়ে ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রিরিতি। কর্ম্মণা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপেণ, ইয়ং প্রজা জনঃ, ত্রিস্ত্রিবিধা সূয়তে সুরনরতির্য্যগ্-রূপা উৎপাদ্যতে। তত্র ধর্ম্মেণ সুরঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং নরঃ, অধর্ম্মেণ চ তির্য্যক্ সৃজ্যত ইত্যর্থঃ। ত্রয় ঋগ্‌যজুঃসামরূপা বেদাঃ, যুক্তা মিলিতাঃ সন্তঃ, বাজপেয়ং যজ্ঞং কর্ম্মমাত্র-মিত্যর্থঃ, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। অধ্বর্য্যব উপলক্ষণমিদম্ ঋত্বিজঃ, ত্রিসবনানি উদিতানুদিত-সায়ংহোমান্, তন্বতে বিস্তারেণ কুর্ব্বন্তি। স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালাত্মকাস্ত্রয়ো লোকাঃ। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাণি ত্রীণি জ্যোতীংষি তেজাংসি চ মুনয় আহুঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

মিন্দ্রিয়াণামীশ্বরো ভোক্তা কর্ত্তা চ প্রধানভূত এক এব নান্যং তত্ত্বং পৃথগস্তি। স্বপ্নে সর্ব্বেষাং ক্রিয়াকারকাদীনাং বুদ্ধিমাত্রত্বোপলম্ভাদিত্যর্থঃ। "ধীর্দেবেন্দ্রাগ্নিবৎসা তদিদমহমিতি ব্যক্তনানাস্বরূপা স্বং চান্যঞ্চ স্বয়ং সা প্রথয়তি ববিবং সা রিপুঃ সা চ মৃত্যুঃ। সা শ্রোত্রাদেঃ প্রযোক্ত্রী সকলমিদমিত স্বপ্নবন্মায়ং স্যাদিত্যেবং তার্কিকেণ প্রথমমুপগতো বন্দিনা বৌদ্ধপক্ষঃ॥" ॥৮॥ অষ্টাবক্রো দ্বাসুপর্ণেতি মন্ত্রে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বমনশ্নন্নন্যোঽভি-পশ্যতি জ্ঞ ইতি পৈঙ্গিরহস্যব্যাখ্যাতেন প্রকারেণ। বুদ্ধিচৈতন্যয়োঃ সখায়াবিত্যুক্তেরিন্দ্রাগ্ন্যাদি-বত্তৌ সহৈব চরতঃ। ন হি দৃশ্যায়া বুদ্ধের্দ্রষ্টৃত্বং সম্ভবতি প্রকাশ্যস্যৈব প্রকাশত্বমিতি পরিহরতি—দ্বাবিন্দ্রাগ্নী ইতি। স্বপ্নেঽপি বাধিতাদ্বোদ্ধব্যাদবাধিতো বোদ্ধাঽন্যোঽস্তীতি ভাবঃ। "স্বাতন্ত্র্যাদিন্দ্র আত্মাঽনলবদিহ পরাধীনসিদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্দৃগ্‌দৃশ্যে তেঽজ্ঞনত্বে ইতি খলু বিবৃতে পৈঙ্গিনা দ্বেতি মন্ত্রে। ভিন্নে দেবর্ষিদস্রপ্রভৃতিবদপি তে সূর্য্যচিত্রাংশুকাভে অন্যোন্যাপেক্ষয়া চ ব্যবহৃতিপথগে চক্রবদ্ দম্পতীবৎ॥" ॥৯॥ বন্দী বোদ্ধুঃ কর্ম্মাধীনত্বমিতি মীমাংসকমত-মাহ—ত্রিরিতি। পুণ্যেন দেবস্থাবরমানুষরূপং জন্মত্রয়ং সুকৃতেনৈব লভতে। পাপেন নারকস্থাবরতির্য্যগ্‌রূপং স্বর্গান্নরকাদ্বা চ্যুতস্যৌষধিভাবপূর্ব্বকমেব রেতোদ্বারা নৃপশুতির্য্যগ্-যোনিসম্ভবস্য শ্রৌতপ্রসিদ্ধেঃ অতএব ত্রয়ো বেদা যুক্তাস্তাৎপর্য্যেণ সন্নদ্ধা ইব বাজপেয়োপ-লক্ষিতমাশ্রমমত্রয়োচিতং কৃৎস্নং কর্ম্মজাতং বহন্তি বেদস্যাপি কর্ম্মমাত্রপরত্বমিত্যর্থঃ। অধ্বর্য্যবো যজ্ঞস্য যোক্তারস্ত্রৈবর্ণিকাস্ত্রীণ্যেব প্রাতঃসবনাদীনি তন্বতে তেন যথাকালং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং কালানুরোধ্যেবানুভবন্তীত্যর্থঃ। ত্রয়ো লোকাঃ স্বর্গো নরকো ভূশ্চেতি

বন্দি বলিলেন—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম (দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ এই) ত্রিবিধ লোক সৃষ্টি করে, (সাম, ঋক্ ও যজু) এই তিনটী বেদ মিলিত হইয়া যজ্ঞাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, যাজকেরা তিন বেলা হোম করেন, (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল) এই তিনটী ভুবন এবং মুনিরা বলেন (চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি) এই তিনটী তেজ" ॥১০॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥১১॥

বন্দ্যুবাচ।

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তির্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাহপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াহপ্সরাশ্চ লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

চতুষ্টয়মিতি। ব্রাহ্মণানাং নিকেতমাশ্রমঃ। নপুংসকত্বমার্ষম্। চতুষ্টয়ং চতুরবয়বং ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুরূপচতুর্বিধমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ, ইমং যজ্ঞং জ্ঞানযজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। প্রাচ্যবাচীপ্রতীচ্যুদীচীরূপাশ্চতস্রো দিশঃ। বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ। বর্ণচতুষ্টয়সাধ্যা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চতুর্বিধা ইতি পূর্ব্ববাক্যার্থঃ, অত্র তু বর্ণাশ্চত্বার ইতি তাৎপর্য্যভেদান্নভেদঃ। গৌরপি শশ্বৎ সর্ব্বদা চতুষ্পদা উক্তা ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভোগভূময়ঃ। ত্রাণ্যেব বেদে জ্যোতিষ্মতাং জ্যোতীংষি সুখমার্গপ্রকাশকানি জাগ্রদাদীনি। "তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না" ইতি শ্রুতেঃ, নাস্তি ততোহন্যৎ তত্ত্বমিত্যর্থঃ। "দেবঃ স্থাণুর্নরঃ স্যাৎ সুকৃতকৃদিতরো নারকস্থাপুতির্য্যগ্‌জন্মা ত্রৈবর্ণিকঃ স্যাৎ শ্রুতিযুগধিকৃতো বাজপেয়াদি-যজ্ঞে। কালে কালে যজন্তে ফলমপি চ তথা ভুঞ্জতে যজ্ঞভাজঃ সত্ত্বাদ্যৈর্যান্তি লোকান্ স্বরবনিনরকান্ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তাঃ॥" ॥১০॥ অষ্টাবক্র এতদ্দূষয়তি—চতুষ্টয়মিতি। ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদাং নিকেতং জ্ঞানোপলব্ধিস্থানং চতুষ্টয়ং চতুঃসংখ্যারয়বোপেতম্। আশ্রমত্রয়া-দন্যোহস্তি মোক্ষাশ্রমো। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজে"দিতি শ্রুতিসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। যজ্ঞং জ্ঞানযজ্ঞং শূদ্রস্যাপ্যত্রাধিকারোহকর্ম্মরূপত্বাদিত্যর্থঃ। দিশঃ দিশ্যন্ত ইতি দিশ উপদিষ্টাঃ, সন্তি চতস্রোহবস্থাঃ বিরাট্‌সূত্রান্তর্যামিতুর্য্যসাক্ষাৎকাররূপাঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেভ্যঃ সর্ব্ব-প্রাণিপ্রসিদ্ধেভ্যোহন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব তাসাং বাচকং চতুষ্টয়মকার-উকারমকারার্দ্ধমাত্রা-রূপমুপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। ন চার্দ্ধমাত্রায়া অপ্রসিদ্ধত্বং বাচ্যং যস্মাচ্চতুষ্পদা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি পাদচতুষ্টয়বতী গৌর্বাণী শশ্বৎ সদৈবোক্তা। "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানী"তি মন্ত্রে ইতি শেষঃ। "জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম সন্তিব্র্তিবনিযতিভিজ্ঞানযজ্ঞেহধিকারি, চাতুর্ব্বর্ণ্যং চতুষ্পাৎ তদুপদিশতি বাগণ্ডসুবেশশুদ্ধম্। চত্বারো বাচি বর্ণা অ-উ-ম-দলকলা বৈখরীমধ্যমাখ্যো পশ্যন্ত্যাখ্যঃ পরাখ্যঃ স চতুরবয়বঃ প্রত্যয়োহস্যাঃ প্রসিদ্ধঃ॥" ॥১১॥ তুরীয়-

অষ্টাবক্র বলিলেন—"ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটী ব্রাহ্মণের আশ্রম; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ করিতে পারেন; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী দিক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ, গরুরও চারিখানি চরণ" ॥১১॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে ষড়্ বৈ চেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চেতি। অন্বয়ঃ পঞ্চ দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়-সভ্যাবসথ্যরূপাঃ। পঙ্‌ক্তির্নাম ছন্দশ্চ পঞ্চপদা পঞ্চাক্ষরপাদা। যজ্ঞাঃ পঞ্চৈব অধ্যাপন-তর্পণ-হোম-বল্যতিথিসেবারূপাঃ। অথ ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকারূপাণি। বেদে চ পঞ্চচূড়া নামাপ্সরা দৃষ্টা। লোকে পুণ্যং পঞ্চনদং নাম নগরঞ্চ খ্যাতম্ ॥১২॥

ষড়িতি। একে মুনয়ঃ, আধানে অগ্ন্যাধানে কর্ম্মণি, ষড গাঃ, দক্ষিণামাহুঃ। ইমে বসন্তাদয়ঃ ষট্ ঋতবশ্চ কালচক্রং চক্রবদ্‌ঘূর্ণমানং সংবৎসরাত্মকং কালং নির্বর্ত্তয়ন্তীতি শেষঃ। ষট্ ইন্দ্রিয়াণি কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকাখ্যানি পঞ্চ মনশ্চৈকম্, "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" ইতি গীতোক্তেঃ। ষট্ কৃত্তিকাস্তারা গগনে দৃশ্যন্তে। সর্ব্ববেদেষু ষট্ সাদ্যস্কা নাম একাহসাধ্যা যজ্ঞা দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মপসপন্ বন্দ্যুবাচ—পঞ্চাগ্নয়ো গার্হপত্যদক্ষিণাগ্ন্যাহবনীয়সভ্যাবসথ্যাঃ। পঞ্চপদাঽষ্টাক্ষরৈঃ পাদৈঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। যজ্ঞাঃ পঞ্চ "অগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোমঃ" ইতি শ্রুতাঃ। এতে ত্রয়ঃ পঞ্চকা যথা এবং পঞ্চৈবেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিপঞ্চকগ্রাহকাণি ন ষষ্ঠো বিষয় ইন্দ্রিয়ং বাস্তীত্যর্থঃ। দৃষ্টা বেদে অপ্সরা "আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী"তি শ্রুতেঃ। শরীরাকারপরিণতেষু জলপ্রধানেষু ভূতেষু সরত্যনুগচ্ছতীত্যপ্সরাশ্চিতিঃ পঞ্চচূড়া পঞ্চৈব তত্তদ্বিষয়াকারতয়া প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিরূপবৃত্তিপঞ্চকসারূপ্যেণ শিখাপঞ্চকবত্যেব দৃষ্টা বৃত্তিনিরোধস্য সমাধেবপি নিদ্রায়ামেবান্তর্ভাব ইতি ভাবঃ। লোকেঽপি পঞ্চানাং বিষয়স্রোতসাং সমাহারঃ পঞ্চনদমুপেয়মেবমেব চিতিশক্তেরেব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে ইত্যুত্তরার্দ্ধার্থঃ। "অগ্নিচ্ছন্দঃ ক্রতুনামিব খলু মনসঃ খানি পঞ্চৈব ভাগা, ভ্রান্তির্নিদ্রা বিকল্পঃ স্মৃতিরমলমতিবৃত্তয়ঃ পঞ্চ তস্য। তাভিঃ শাখাবতীব স্বরিহ জলপরাণামকায়াত্মকর্ত্রী শুদ্ধা শুদ্ধপ্রবাহা ভবতি চিতিনদী তজ্জসৌখ্যাদিভোক্ত্রী॥" ॥১২॥ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মকমস্তি ষষ্ঠমিন্দ্রিয়ং মনঃ সুষুপ্তাবিতরবত্তল্লয়স্যাপ্যনুভূয়মানত্বাৎ কর্তৃত্বাদেস্তৎসহভাবনিয়তত্বদৃষ্টেশ্চ। চিত্তাভাবসাক্ষী ত্বাত্মা ততঃ পৃথক্‌কর্ত্রাদিরূপঃ সপ্তমোঽস্তীত্যাহাষ্টাবক্রঃ—ষড়াধানে ইতি। ষট্ গা ইতি শেষঃ, দক্ষিণাদয়ো মনসশ্চক্ষুরাদিসাজাত্যে দৃষ্টান্তাঃ। সাদ্যস্কা যজ্ঞবিশেষাঃ। "গোনক্ষত্রর্তুর্যজ্ঞা

বন্দি বলিলেন—"দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য এই পাঁচটী অগ্নি; পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের পাদে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে; অধ্যাপন, তর্পণ, হোম, বলি ও অতিথিসেবা—এই পাঁচটী যজ্ঞ; কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বেদে পঞ্চচূড়া অপ্সরার কথা দেখা যায় এবং জগতে পবিত্র পঞ্চনদনগর বিখ্যাত রহিয়াছে" ॥১২॥

বন্দ্যুবাচ।

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সপ্তেতি। সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ প্রাণিনঃ প্রাধান্যাৎ, সপ্ত বন্যাঃ পশবঃ। তে চ—"গৌর-বিরজোঽশ্বোঽশ্বতরো গর্দ্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ। মহিষ-বানর-ঋক্ষ-সরীসৃপ-রুরু-পৃষত-মৃগাশ্চেতি সপ্তারণ্যাঃ পশবঃ।" ইতি তিথিতত্ত্বধৃতপৈঠীনসিবচনোক্তাঃ। এতচ্চ সংজ্ঞামাত্রম্, অন্যেষামপি সত্ত্বাৎ। সপ্ত ছন্দাংসি তদ্‌ঘটিতা মন্ত্রা ইত্যর্থঃ, একং ক্রতুং যজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। সপ্ত চ্ছন্দাংসি চ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তিঃ, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, ইত্যেতন্নামানি। সপ্ত ঋষয়ঃ। তে চ—"তত্র সপ্তর্ষয়ঃ সন্তি বিনিযুক্তাঃ প্রজাসৃজা। মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ। বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ! ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ॥" ইতি পদ্মপুরাণোক্তাঃ। সপ্ত সপ্তকল্পানি, অর্হণানি শারদীয়দুর্গা-পূজনানি। তে চ কল্পাঃ—কৃষ্ণনবম্যাদিঃ, শুক্লপ্রতিপদাদিঃ, ষষ্ঠ্যাদিঃ, সপ্তম্যাদিঃ, অষ্টম্যাদিঃ, কেবলাষ্টমী, কেবলনবমী চ। এষাং প্রমাণানি অস্মৎপ্রণীতস্মৃতিচিন্তামণৌ তিথিতত্ত্বাদৌ চ দ্রষ্টব্যানি। বীণা চ সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ইব সমবপুঃ ষট্ ষডেবং সচিত্তাঃ, শ্রোত্রাদ্যা দুঃখশব্দাদ্যনুভবিন ইতোঽন্যানুভূতিঃ স সাক্ষী। ধীযোগাৎ সপ্তভিস্তৈরনুভবকবণৈরত্র সপ্তর্ষিসংজ্ঞৈর্ভুঙ্‌ক্তে চ্ছন্দোঽভিধানানপরিমিতবপুশ্ছাদ-কানষ্টমোঽর্থান্॥" ॥১৩॥ অথ তর্কমতেন বন্দী প্রত্যবতিষ্ঠতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ মনঃষষ্ঠৈরিন্দ্রিয়ৈ-. বুদ্ধ্যা চাত্মগুণভূতয়া সমর্পিতা মন্তব্যবোদ্ধব্যশব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষ্বেকৈকস্মিন্নাসক্ত একৈকঃ পুরুষপশুস্তে চ গ্রাম্যা ঐহিকা বন্যা আমুষ্মিকা বিষয়াস্তেষ্বাসক্ততয়া প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত পুরুষ-পশবঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি চ্ছাদয়ন্তি স্বস্বরূপার্পণজাতসুখলেশেন পরমাত্মানং গুহয়ন্তীতি তান্ সপ্ত বিষয়ান্ একং ক্রতুং কর্ত্তারমাত্মানং বহন্তি প্রাপয়ন্তি, কে সপ্তর্ষয়ঃ? "প্রাণা বা ঋষয়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ সপ্তৈবোক্তাঃ। মন-আদয়স্তদুপনীতানি সপ্ত চৈবার্হণান্যর্হণীয়ানি সুখানি। যথা সপ্তভিস্তন্ত্রীভির্বাদ্যমানা একা বীণা শব্দং নির্বর্ত্তয়তি এবমেতৈঃ সপ্তভিরাত্মা সুখমনুভবতি। অন্যগাহকরণত্বাৎ সুপ্তৌ জড এব ন্যস্তবাদ্যতক্ষবৎ অবাদিতবীণাবচ্চ তিষ্ঠতি। ন তাব-তাস্য কর্ত্তৃত্বাপগম ইত্যর্থঃ। "ভৌমেম্বর্থেষু দিব্যেষ্বপি নরপশবঃ সপ্ত সপ্তৈব বদ্ধাঃ, ভোক্তারং প্রাপয়ন্তি ক্রতুপদবিদিতং সপ্ত তান্ সপ্ত খানি। সপ্তৈবৈষাং সুখানি প্রতিবিষয়াভবা-ন্যেকবীণেব দেহী, ভোগং তন্ত্রান্দ্রিয়াঢ্যো বরমিব কুরুতে যোঽত্র কর্ত্তা স ভোক্তা॥" ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—"একশ্রেণীর মুনিরা বলেন—অগ্নিগ্রহণকার্য্যে ছয়টী গরু দক্ষিণা দিবে, ছয়টী ঋতু বৎসর নির্ব্বাহ করে, (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও মন—এই) ছয়টী ইন্দ্রিয়, ছয়টী কৃত্তিকানক্ষত্র এবং সকল বেদে ছয়টী 'সাদ্যস্ক'-নামক যাগ দেখিতে পাওয়া যায়" ॥১৩॥

বন্দি বলিলেন—"(গরু, মেষ, ছাগল, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ও মনুষ্য—এই)

অষ্টাবক্র উবাচ।

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি তথাঽষ্টাপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু যূপশ্চাষ্টাস্রির্বিহিতঃ সর্ব্বযজ্ঞে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবিতি। অষ্টৌ শাণাঃ শণসূত্রনির্ম্মিতা গোণ্যঃ, শতমানং শতসেড়িকাপরিমিতং দ্রব্যং বহন্তি, প্রত্যেকং সার্দ্ধদ্বাদশসেড়িকা বহনাদিত্যাশয়ঃ। তথা অষ্টৌ পাদাশ্চরণা যস্য সঃ, শরভস্তদাখ্যো দারুণঃ পশুঃ, সিংহঘাতী। দেবতাসু মধ্যে অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম। সর্ব্বযজ্ঞে, অষ্টৌ অস্রয়ঃ কোণা যস্য তাদৃশো যূপো বিহিতশ্চ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তানেব সপ্তকর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবতাঽহঙ্কারেণ সার্দ্ধমষ্টৌ বিবক্ষন্নষ্টাঅষ্টাবক্রঃ "অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা" ইতি শ্রুতেন্দ্রিয়বিষয়রূপগ্রহাতিগ্রহরূপং বন্ধনমুপন্যস্য তদন্যমাত্মানং পৃথক্ করোতি— অষ্টৌ শাণা ইতি। শাণাঃ শণসূত্রেণ নিবৃত্তা গোণ্য আবপনবিশেষাস্তা ইব ইন্দ্রিয়প্রবেশ-যোগ্যা বিষয়া অষ্টৌ তে শতমানমনন্তং প্রমাণং ধারয়ন্তি। সংক্ষেপেণাষ্টাবপ্যনন্তা বিষয়া ইত্যর্থঃ। অষ্টৌ পাদাঃ বিষয়দেশং প্রতি গতিসাধনানীন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ, শরভঃ শং লভন্তে-ঽস্মাৎ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তী"তি শ্রুতেঃ, পরমানন্দরূপঃ পরমাত্মা সোঽয়ং জ্ঞাতঃ সন সিংহঘাতী হিনস্তি দুঃখং দদাতীতি সিংহোঽদ্বৈতম্। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতী"তি শ্রুতেঃ, তস্য দ্বৈতস্য ঘাতকঃ। সুষুপ্তৌ জড়ত্বে সুখমহমস্বাপ্সমিতি ব্যুত্থিতস্য স্বরূপসুখপরামর্শানুপপত্তিঃ। ন চ দুঃখাভাবস্যৈবৈস পরামর্শঃ তৎপ্রকাশকস্য সাক্ষিণঃ সত্ত্বে তস্য তদানীং জড়ত্বোক্ত্যযোগাৎ। অতএবাষ্টৌ বসূন বাসনাঃ দেবতাস্বেব তত্ত-দিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীষু লিঙ্গাত্মনীতি যাবৎ, শুশ্রুম বেদে ন ত্বাত্মনীত্যর্থঃ। যূপশ্চ যোপয়তি নোঽয়তীতি যূপো নৃপশোর্বন্ধনস্থানমজ্ঞানং তদেবাষ্টাস্রিরষ্টকোণমষ্টধারং সৎ সর্ব্বযজ্ঞেষু গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকবিষয়েন্দ্রিয়সংযোগেষু বর্ত্তত ইতি শেষঃ। "শাণা গোণ্যোঽষ্ট তেঽর্থাঃ শতমথ শরভঃ প্রত্যগানন্দ এবং, পূর্ব্বোক্তৈঃ সাহমর্থৈর্ব্রজতি স বিষয়ান্ খানি তান্যস্য - য়োঽস্য। সিংহস্তো হিংস্রভেদদ্বিড়িতি বসুপদং ভেদসংস্কারজাতং লিঙ্গস্থে দেবতৌঘে

সাতটী গ্রাম্য পশু, (মহিষ, বানর, ভল্লুক, সর্প, রুরু, পৃষত ও মৃগ—এই) সাতটি বন্য পশু, (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—এই) সাতটি ছন্দ এক একটী যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে, (মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ—এই) সাত জন ঋষি, শারদীয় দুর্গাপূজায় সাতটী কল্প আছে এবং বীণা সপ্ততন্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ" ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—"আটটা গোণী (শণসূত্রনির্ম্মিত থলি) এক শত সেড় দ্রব্য বহন করে, অষ্টপদ শরভ (পার্ব্বত্য ভীষণ জন্তু) সিংহ বধ করে, দেবতাদের মধ্যে আট জন বসু আছেন বলিয়া শুনিতে পাই এবং সকল যজ্ঞেই অষ্টকোণবিশিষ্ট যূপ বিহিত আছে" ॥১৫॥

বন্দ্যুবাচ।

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা নবৈব যোগো গণনামেতি শশ্বৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে সহস্রমাহুর্দশ পূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশৈরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নবেতি। পিতৄণাং যজ্ঞে, সামিধেন্যঃ অগ্নিসমিন্ধনমন্ত্রাঃ, "ঋক্ সামিধেনী ধায্যা চ যা স্যাদগ্নিসমিন্ধনে" ইত্যমরঃ, নবৈব মুনিভিরুক্তাঃ। তথা পুরুষ-প্রকৃতি-মহদহঙ্কারাশ্চত্বারঃ তন্মাত্রাণি চ পঞ্চেতি নবানাং তত্ত্বানাং যোগো যস্মিন্ তং তাদৃশম্, বিসর্গং বিবিধাং সৃষ্টিং প্রাহুর্মুনয়ঃ। "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" ইতি সাংখ্যকারিকোক্তেঃ পুরুষোঽপি সন্নিধিযোগাৎ সৃষ্টেঃ কারণম্। বৃহতী নাম চ্ছন্দঃ, প্রত্যেকপাদে নবাক্ষরা সম্প্রদিষ্টা। তথা একাদয়ো নবপর্য্যন্তা নবৈবাঙ্কাঃ, তেষাং যোগঃ পুরঃ পশ্চাদ্বা মেলনম্, শশ্বৎ পুনঃ, সর্ব্বাং গণনাম্ এতি সর্ব্বসংখ্যাত্বপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

দিশ ইতি। লোকে পুরুষস্য দশ দিশ উক্তাঃ। প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী,

ভারতভাবদীপঃ

বসতি স নৃপশোর্বন্ধনে মোহযূপে॥" ॥১৫॥ তত্র দ্বৈতঘাতিত্বং শরভস্যাস্থূপপন্নং সর্ব্বেষাং যুগপৎ সংসারোচ্ছেদাপত্তেরিত্যাশঙ্কতে বন্দী—নবৈবেতি। যথা পিতৄণামিষ্টৌ একৈব "উশন্তস্ত্বানিধীমহী"তি ঋক্ ত্রিরভ্যস্তা প্রত্যেকং ত্রিসমিৎকা নব সামিধেন্যোঽগ্নিসমিন্ধনার্থা ঋচঃ সম্পদ্যন্তে তথা একা প্রকৃতিরেব ত্রয়ো গুণাঃ স্বস্বেতরপ্রধানগুণভাবেন প্রত্যেকং ত্রিবিধাঃ সন্তো নবৈব সংযুজ্যমানা অংশানাং বহুত্বাল্পত্বতারতম্যেন বিবিধং সর্গং কুর্ব্বন্তি। যথা নবাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈর্বৃহতীসংজ্ঞকং ছন্দো ভবতি যথা বা নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিতা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্ত্যেবং গুণা নবৈবোক্তবিধয়া সন্তোঽনেকধা ভাবং ভজন্তে তস্মাৎ প্রধাননিত্যতায়া অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যত্বাদ্দ্বৈতং সত্যমেবেতি ভাবঃ। "ত্রিঃপাঠেনানুপাঠং ত্রিসমিদিতি যথা সামিধেন্যৃক্ নবত্বং প্রাপ্নোত্যেবং প্রধানং ত্রিগুণমনুগুণং ত্রিপ্রবেশান্নবত্বম্। গত্বাঽহস্তং নবাঙ্কী গণিতমিব মহন্মুখ্যমেতৎ প্রসূতে তস্মান্নৈতৎ

বন্দি বলিলেন—"পিতৃযজ্ঞে নয়টী অগ্নিসমিন্ধনের মন্ত্র উক্ত আছে; মুনিরা বলেন—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অলঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই নয়টী পদার্থের যোগে নানাবিধ সৃষ্টি হয়, বৃহতীচ্ছন্দের প্রত্যেক পাদে নয়টী করিয়া অক্ষর উক্ত হইয়া থাকে এবং এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নয়টীমাত্র অঙ্ক, সেগুলির পরস্পর যোগে আবার সমস্ত সংখ্যাই হয়" ॥১৬॥

(১৭)…দশ মাসা দশার্হাঃ—বা ব কা

ভারতকৌমুদী

আগ্নেয়ী, নৈর্ঋতী, বায়বী, ঐশানী, ঊর্দ্ধা, অধশ্চেতি দশ দিশঃ। দশ শতানি পূর্ণমেকং সহস্রমাহুর্ম্নয়ঃ। গর্ভবত্যঃ স্ত্রিয়ঃ, দশ মাসান্ যাবদেব গর্ভান বিভ্রতি। দশ এরকা নিন্দকাঃ। আঙ্পূর্ব্বাৎ "ঈর ক্ষেপে" ইতীরধাতোর্ব্বুণি রূপম্। তে যথা—"আময়ী দুর্গতঃ শোকী দণ্ডিতশ্চ শঠঃ খলঃ। নষ্টবৃত্তির্মদী চের্ষ্যী কামী চ দশ নিন্দকাঃ॥" ইতি নীতিশাস্ত্রম্। দশ দাশা দশাঃ শরীরস্যাবস্থা ইতি যাবৎ। দশৈব দাশ ইতি প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্। তাশ্চ গর্ভবাসঃ, জন্ম, বাল্যম্, কৌমারম্, পৌগণ্ডম্, কৈশোরম্, যৌবনম্, প্রৌঢ়ত্বম্, বার্দ্ধকম্, মৃত্যুশ্চেতি। দশ অর্হাঃ পূজ্যা গুরব ইতি যাবৎ। তে চ "উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ। বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবো মতাঃ॥" ইতি কূর্ম্মপুরাণম্॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রধানাধিকমিহ বৃহতীবাক্ষরেভ্যো নবভ্যঃ॥"॥১৬॥ তদেত"দিন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ" ইতি শ্রুত্যনুসারাদদ্বৈতস্যানির্বচনীয়মায়াসহায়ে ব্রহ্মণ্যেব ভানোপপত্তৌ ন সত্যা প্রকৃতিরভ্যুপেয়েত্যাশয়বানষ্টাবক্রঃ পরিহরন্নাহ—দিশ ইতি। "তা বা এত দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূত"মিতি "তস্য বাচা সৃষ্টৌ পৃথিবী চাগ্নিশ্চে"তি কৌষীতকীয়ৈতরেয়কয়োর্দর্শনাৎ দশৈব বাগাদ্যাঃ প্রজ্ঞামাত্রা অগ্ন্যাদীনাং ভূতমাত্রাণাং স্রষ্ট্র্যঃ। দিশন্তি বিষয়স্বরূপমতিসৃজন্তি তা দিশো বাগাদ্যা দশৈব পুরুষস্য দেহাখ্যে পুরে বসতো জীবস্য পূর্ণং পরং ব্রহ্মৈব দশ শতানি সহস্রঞ্চ বিভূতিভেদেন মায়য়া বহুরূপাং ভূত্বাঽস্তীত্যাহুর্বেদাঃ। এতেনায়ং বৈ হরয়ো যং বৈ দশ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানীতি যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যেবমস্যাপাদস্য শ্রৌতী ব্যাখ্যা দর্শিতা। তথা চ রজ্জুরগবন্মায়া বুদ্ধস্য বাধিতাঽপীতরস্যাস্তীতি বক্তুং শক্যম্। পরমতে তু বিভোরলুপ্তদৃশঃ পুরুষস্য মুক্তৌ তদদর্শনোক্তিরনুপপন্না দৃষ্টান্তাভাবাদিতি ভাবঃ, পরা, পূর্ব্বেষাং সংখ্যা বৃণক্তি বিতর্ত্তুরাণো অপরেভিরেতি। অনানুভূতীরবধুন্বানঃ পূর্ব্বীরিন্দ্রঃ শরদস্তর্ত্তরীতি। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রবিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥" ইতি দাশতয্যাম্। অষ্টকাধ্যায়বর্গে "ঋচাবৈন্দ্র্যো আম্নায়েতে অনয়োরর্থঃ দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চা-

---

অষ্টাবক্র কহিলেন—"জগতে মানুষের পক্ষে দশটী দিক্ উক্ত হইয়াছে (যথা—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, ঊর্দ্ধ ও অধ)। শত সংখ্যাকে দশ গুণ করিলে পূর্ণ এক সহস্র হয়। গর্ভবতী রমণীরা দশ মাস যাবৎ গর্ভ ধারণ করে। দশপ্রকার লোক পরের নিন্দা করে (যথা—রোগী, দরিদ্র, শোকার্ত্ত, রাজদণ্ডিত, শঠ, খল, নষ্টবৃত্তি, মত্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কামুক)। মানুষের দশটী অবস্থা (যথা—গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক ও মৃত্যু)। এবং দশ জন গুরু (পুরুষের মধ্যে এই দশ জন গুরু। যথা—অধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ মামাতভাই প্রভৃতি এবং পিতৃব্য)" ॥১৭॥

বন্দ্যুবাচ।

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনামেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।
একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। একাদশ ইন্দ্রিয়াণি। বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থরূপাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ণ-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকারূপাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চেতি। গ্রাহ্যতাসম্বন্ধেন তানি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি এষাং সন্তীতি একাদশিনঃ তেষামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাং বিষয়া অপি একাদশৈবেত্যর্থঃ। তে চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বচনাদানবিহরণবিসর্গানন্দাঃ পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, মনসশ্চ সর্ব্বম্। অত্র সত্রযাগাদৌ একাদশৈব পশূনাং যূপা বন্ধনস্তম্ভা ভবন্তি। প্রাণভৃতাম্ একাদশ বিকারা একাদশানামিন্দ্রিযাণামন্যথা বৃত্তয়ো ভবন্তি। দিবি স্বর্গে, দেবেষু মধ্যে একাদশ রুদ্রাশ্চ উক্তাঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সুরাশ্চ তত্র কানীয়সা এব দেবা জ্যায়াংসো অসুরা” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ পূর্ব্বদেবাঃ স্বাভাবিকাসঙ্গপাপ্মরূপা কামক্রোধাদয়স্তেষাং সখ্যা সখ্যানি পবাবৃণক্তি দূরাদ্বর্জ্জয়তি। বিতর্ত্তুরাণঃ ততারেতি তর্ত্তুরাণঃ স্তীর্ণবান্। তরতের্লিডাদেশঃ কান্চ দ্বিত্বং বহুলং ছন্দসীত্যুকারোঽন্ত্যাদেশো রপরঃ তীব্রবৈরাগ্যাভ্যাসাদিমান্ অপবেভিঃ অপরৈর্দেবৈঃ শাস্ত্রীয়ৈঃ শমদমাদিভিরেতি প্রাপ্নোতি সখ্যেত্যনুষজ্যতে কামাদীন্ জিত্বাঽত্যাদরেণ শমাদিপরো ভবতীত্যর্থঃ। এবম্ভূতঃ অনাস্থভূতীরনমুভবান্ ভ্রান্তিজ্ঞানানি শুক্তিরজতজ্ঞানতুল্যানি দেহাত্মাত্মজ্ঞানান্যবধূন্বানোঽপমুদন্নাত্মনস্তত্ত্বপাধ্যাকারত্বাং নিষেধন্নিন্দ্রঃ পরমেশ্বরোঽপ্যবিদ্যয়া জীবভাবমাপন্নঃ সন্ লব্ধাত্মতত্ত্বো বিদ্বান্ পূর্ব্বীঃ শরদঃ অনাদিকালপ্রবৃত্তকর্ম্মবাসনাস্তর্ত্তরীত্যতিশয়েন তরতি বীতবন্ধো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র অনমুভূতিপদেন শুক্তৌ রজতং পশ্যন্ রজতং বা শুক্তিং বা নানুভবতীতি লৌকিকপ্রযত্নেন দেহাত্মাত্মজ্ঞানস্যানমুভূতিত্বং বদন্তী শ্রুতিদেহাদের্মিথ্যাত্বং সূচয়তি। তদ্ব্যুৎপাদনায় মন্ত্রো রূপং রূপমিত্যাদিস্তত্র মায়য়েতি অনৃতেনাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। সত্যত্বে তৎকার্য্যপদার্থদর্শনস্যানমুভূতিত্বাযোগাদিতি। শেষং স্পষ্টার্থম্। অনামুভূতীরিত্যত্র শ্রাবয়াদীন্ প্রকৃত্য আদ্যাক্ষরং প্লুতং তেষামনন্বিত্যস্য মধ্যমিত্যনেনানমু ইতি বর্ণত্রয়স্য মধ্যং প্লুতং দীর্ঘং ভবতীতি প্রাতিশাখ্যে দীর্ঘত্ববিধানাদনমুভূতীরিত্যর্থঃ। পদপাঠৈশ্চৈবমেবেতি দিক্। দশৈব মাসানিতি যথা স্ত্রিয়ো গর্ভেণান্তরালিকঃ সম্বন্ধো বীজকুসুমন্যায়েনৈবমসঙ্গস্য চিদাত্মনোঽহঙ্কারেণেত্যর্থঃ। দশৈরকাঃ আসমন্তাদীরয়ন্ত্যপদিশন্তি তত্ত্বমিত্যেরকাস্তত্ত্বদর্শিন উপদেষ্টারঃ। দশ মাসাস্তত্ত্বস্য ক্ষেপকাঃ। দশ অর্হাস্তত্ত্ববিদ্যাধিকারিণঃ। এবমুক্তবিধং ব্রহ্মাদ্বৈতং বুধানামনুভবসিদ্ধং মূঢ়ানাং বিদ্বেষং চিত্তশুদ্ধিমতাং শ্রদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। “স্বোথপ্রজ্ঞাদিশোঽস্মিন্ দশ পুরি বসতঃ পুরবিদ্যাষ্টকাত্মা তাঃ পূর্ণং বন্ধনস্তাঃ স্রগহিসমপুরাং ব্যাপনাৎ পূর্ণতাস্য। পুংপুর্য্যোর্গর্ভমাত্রোরিব পৃথগপৃথগর্ক্কেন সত্যানৃতে স্তঃ কেঽপ্যারূঢ়াঃ পদং তৎ কতিচন বিমুখাঃ কেঽপি তৎপ্রাপ্তিযোগ্যাঃ ॥” ॥১৭॥ একাদশেতি। প্রাণভৃতাং পশূনাং জীবপশূনাম্ একাদশিনঃ একাদশে-

অষ্টাবক্র উবাচ।

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহুর্জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।
দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। মুনয়ঃ সংবৎসরম্, দ্বাদশ মাসা যত্র তং তাদৃশমাহুঃ, "দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ ক্বচিত্ত্রয়োদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। জগত্যা জগতীনামচ্ছন্দসঃ, প্রত্যেকঃ পাদঃ, দ্বাদশৈবাক্ষরাণি দ্বাদশদ্বাদশাক্ষরবিশিষ্টঃ। প্রাকৃতো যাজ্ঞিকানাং স্বভাবসিদ্ধ উপসদাখ্যো যজ্ঞঃ, দ্বাদশাহো দ্বাদশাহসাধ্য উক্তঃ, "উপসদ্ভিশ্চরিত্বা মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিশ্রুত্যেতি শেষঃ। তথা ধীরা ইহ আদিত্যান্ সূর্য্যান্ দ্বাদশ কথয়ন্তি ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন্দ্রিয়াণি প্রকাশকানি যেষু তে বিষয়াঃ শব্দাদয়স্তে একাদশৈব সংখ্যাতাঃ, ত এব সর্ব্বেঽপি প্রত্যেকং যূপা বন্ধকা রাগাদয়ঃ, নৈষাং কশ্চিদপ্যবন্ধকোঽস্তীতি বক্তুং পুনরেকাদশগ্রহণম্। অতোঽত্র অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষো নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্। বিকারাঃ শব্দাদিগ্রহজা হর্ষবিষাদাঃ, ত এতে দিবি স্বর্গেঽপি রুদ্রা রোদয়িতারো দেবানামপি সন্তি কিমুত মনুষ্যাণাম্। তথা চ সত্যাত্মনোঽসঙ্গত্বং কথং স্যাৎ প্রত্যক্ষেণ দুঃখানুভবাদিত্যাক্ষেপঃ। "রুদ্রা একাদশোক্তাঃ স্বরপি সুরপশূন্ রোদয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তেষামেকাদশার্থা নৃপশুনিগড়নে যূপভূতা ভবন্তি। রাগদ্বেষদ্বয়ানি প্রতিবিষয়মমী তদ্‌যুজাং স্যুর্বিকারাস্তদ্বন্তস্তেঽপি চৈকাদশ যদিহ সিনোত্যেক একৈকমেষাম্" ॥১৮॥ দৃষ্টান্তমুখেনৈব দার্ষ্টান্তিকং নির্দ্দিশন্ পরিহরত্যষ্টাবক্রঃ—যদ্যপ্যত্র সংবৎসরজগত্যৌ মাসাক্ষরেভ্যোঽনতিরিক্তে এবং সঙ্ঘাতাদন্যঃ শুদ্ধশ্চেতনো মূঢ়ানামপ্রসিদ্ধস্তথাপি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতের্যথা অহর্গণানাং দ্বাদশাহ এবং সঙ্ঘাতস্য কৃৎস্নস্য শুদ্ধং ব্রহ্মৈব প্রকৃতিঃ, এতদেব কুত ইত্যপেক্ষায়াং চিত্তশুদ্ধ্যৈকগম্যোঽয়মর্থো ন শুষ্কতর্কগম্য ইত্যাহ—দ্বাদশাদিত্যানিতি। ধীরা ধ্যানবন্তো যোগিনঃ। আদিত্যান্ আদদতে ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়েভ্যো ব্যাবর্ত্তয়ন্তি তদ্দ্বারা প্রত্যক্ তত্ত্বমধিগময়ন্তি তান্ দ্বাদশসংখ্যাকানাহুঃ সনৎসুজাতাদ্যা উদ্‌যোগাদৌ। "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতির্যমো মহান্ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥" ইতি।

বন্দী বলিলেন—"এগারটী ইন্দ্রিয় (যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন)। এগারটী ইন্দ্রিয়বিষয় (যথা—বাক্য, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয় এবং সমস্তই মনের বিষয়)। সত্রযোগে এগারটী পশুবন্ধনস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের এগারটী ইন্দ্রিয়ের এগার প্রকার বিকার হইতে পারে (যথা—অস্পষ্ট বাক্য, অসম্যক্ গ্রহণ ইত্যাদি)। আর, স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এগার জন রুদ্র উক্ত হইয়াছেন" ॥১৮॥

বন্দ্যুবাচ।

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

লোমশ উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বিররাম বন্দী শ্লোকস্যার্দ্ধং ব্যাজহারাষ্টবক্রঃ।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয়োদশীতি। ত্রয়োদশী তিথিঃ প্রশস্তা উক্তা, "সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী" ইতি জ্যোতিবচনাদিনেতি শেষঃ। মহী পৃথিবী চ ত্রয়োদশদ্বীপবতী। তত্র জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্করাখ্যাঃ সপ্ত মহাদ্বীপাঃ, লঙ্কা-যব-শ্যামাস্তমান-সিংহল-লণ্ড্রাখ্যাঃ ষড়ুপদ্বীপা ইতি মিলিত্বা ত্রয়োদশ দ্বীপাঃ। অত্র বিরামেণেহাধিকাখ্যানে বন্দিনস্তাবদসামর্থ্যং সূচিতম্। অর্দ্ধং দ্বিতীয়ার্দ্ধম্। অষ্টবক্রঃ অষ্টাবক্রঃ। কেশী তদাখ্যো দানবঃ, ত্রয়োদশাহানি যাবৎ, সসার বিষ্ণুনা সহ যোদ্ধুং জগাম, "যুযুধে বিষ্ণুনা সার্দ্ধং ত্রয়োদশ দিনান্যসৌ" ইতি নারসিংহপুরাণাৎ। কিঞ্চ পণ্ডিতাঃ, অতিচ্ছন্দাংসি অতিশব্দান্বিতজগত্যাদিশব্দোপস্থাপিতানি ছন্দাংসি অতিজগতী অতিশর্করী অত্যষ্টিঃ অতিধৃতিশ্চেতি চত্বারি চ্ছন্দাংসীত্যর্থঃ, ত্রয়োদশ ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্টঃ পাদ আদৌ যেষাং তানি। তথা চ অতিজগত্যাং ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাদঃ, অতিশর্কর্য্যাং পঞ্চদশাক্ষরঃ, অত্যষ্ট্যাং সপ্তদশাক্ষরঃ, অতিধৃত্যাঞ্চ ঊনবিংশত্যক্ষরঃ। এষাং বিশেষস্তু ছন্দঃশাস্ত্রে দ্রষ্টব্যঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

"বদ্ধপ্রত্যক্ষমেতৎ দৃঢ়মথ জগতী বর্ষবদ্বর্ণমাসাৎ সঙ্ঘাতাৎ প্রত্যগাত্মানধিক ইতি বদপ্যস্তি লোকে তথাঽপি। বাগারম্ভো বিকারঃ প্রকৃতিরবিকৃতির্দ্বাদশাহাদিবৎকোঽপ্যন্তোষাং সা ন আত্মা শমিভিরধিগতো বৈকৃতা নৈনমীয়ুঃ।" ॥১৯॥ ব্রহ্মলোকং গতানামেব জ্ঞানং ভবতীতি কেষাঞ্চিন্নির্ব্বন্ধঃ কৃতযুগাদাবেব জ্ঞানং ভবতি ন কলাবিত্যপি কেচিৎ তান্

অষ্টাবক্র বলিলেন—"প্রত্যেক বৎসরে বারটী করিয়া মাস থাকে, জগতীচ্ছন্দের প্রত্যেক চরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবার নিয়ম আছে, 'উপসদ'-নামক যজ্ঞ বার দিনে সম্পন্ন করিতে হয় এবং পণ্ডিতেরা বলেন—বারটী সূর্য্য আছে" ॥১৯॥

বন্দী বলিলেন—"ত্রয়োদশীতিথিকে প্রশস্ত বলা হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ত্রয়োদশটী দ্বীপ আছে—"

লোমশ বলিলেন—"বন্দী এইটুকু বলিয়াই বিরত হইলেন; পরে অষ্টাবক্রই এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ বলিলেন"।

অষ্টাবক্র কহিলেন—"কেশীদানব বিষ্ণুর সহিত ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অতিজগতীপ্রভৃতি ছন্দের চরণে ত্রয়োদশপ্রভৃতি অক্ষর থাকে" ॥২০॥

লোমশ উবাচ। *

তত মহানুদতিষ্ঠন্নিনাদস্তূষ্ণীম্ভূতং সূতপুত্রং নিশম্য।
অধোমুখং ধ্যানপরং তদানীমষ্টাবক্রঞ্চাপ্যুদীর্য্যন্তমেব ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ, সূতো বন্দী চাসৌ পুত্রো বরুণপুত্রশ্চেতি তং বরুণপুত্রং বন্দিনমিত্যর্থঃ, "সূতঃ পারদবন্দিনোঃ" ইতি বিশ্বঃ, তূষ্ণীম্ভূতম্ অধোমুখং ধ্যানপরং ত্রয়োদশসংখ্যাবিশিষ্টপদার্থস্তরসংগ্রহে চিন্তাপরায়ণঞ্চ, অষ্টাবক্রঞ্চাপি, উদীর্য্যন্তমেব চতুর্দ্দশসংখ্যাবিষয়মপি উদীরয়ন্তমেব, নিশম্য দৃষ্ট্বা তদানীমেব মহান্ নিনাদঃ সভ্যানাং কোলাহল উদতিষ্ঠৎ। উদীর্য্যন্তমিতি যন্ নিশম্যেতি দর্শনার্থে হ্রস্বশ্চার্ষঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাচষ্টে—ত্রয়োদশীতি। দেশকালাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধির্ন পুরুষযত্নসাধ্যেত্যাক্ষেপো বন্দিনপ্রোক্তপূর্ব্বার্দ্ধেন। "ন ত্রেতাদ্যৌ স ধর্ম্মং সকলুষসময়ে নাপি ভূতাদিষট্কে নো পাতালেষু সপ্তস্বপি তু কৃতযুগে সত্যলোকে চ সোঽস্তি। তস্মাদ্যা সর্ব্বসিদ্ধা তিথিরিয়মপি ন স্বাপুয়েঽতীব শস্তা নো বা লোকান্তপোস্তা ইতি মখতপসী শ্রেয়সে নাত্মচর্চ্চা॥" উত্তরার্দ্ধে তু—"কেশী অগ্নির্বায়ুঃ সূর্য্যশ্চ কেশিনঃ" ইতি বৈদিকপ্রসিদ্ধেরগ্ন্যাদিবদসঙ্গ আত্মা। ত্রয়োদশসংখ্যানি দশেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনোঽহঙ্কারাখ্যানি, অহঃশব্দোঽত্র ক্রতুবাচ্যপি লক্ষণয়া বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরূপভোগাখ্যে যজ্ঞে বর্ত্ততে, অসঙ্গস্যাপ্যাত্মনো বুদ্ধ্যাদিসঙ্গাৎ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবে"ত্যাদি শ্রুতেঃ সঙ্গিত্বমিব ভাতি অতো বুদ্ধ্যাদয়ঃ শোধনীয়া এব ন তূদাসীত। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মী"তি শ্রুত্যবষ্টম্ভেনেহৈব দেশে কালে চ মুক্তিরস্তীতি ভাবঃ। যতোঽতিচ্ছন্দাংসি ছাদকমজ্ঞানমতিক্রান্তানি ধর্ম্মাদীনি দ্বাদশ। ত্রয়োদশাদীনি ত্রয়োদশানাং বুদ্ধ্যাদীনামাদীন্যদনশীলানি ধর্ম্মাদিবলাদুৎপন্নে জ্ঞানে বুদ্ধ্যাদয়ো নিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তেষু বুদ্ধ্যাদিষু নিবৃত্তেষু ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতেঽস্মীতি প্রাক্প্রতিজ্ঞাতং তদিহ স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যুক্তমিতি ভাবঃ। "এতর্হ্যত্রৈব দেবা ইব মুনিমনুজা যান্তি সার্ব্বাত্ম্য"মিত্যাহ্যুক্তেঃ "সোঽহং মনোধীখদশকমনুষয়গ্নিবায়র্কতুল্যঃ। সঙ্গীবাসঙ্গ্যপি স্যাৎ ত্রিশদগণমদস্ত্যেব ধর্ম্মাদয়স্তে যেঽতিচ্ছন্দোঽভিধানাস্তিমিরমতিগতা এবমদ্বৈতসিদ্ধিঃ॥" তদয়ং সংগ্রহঃ—"তত্ত্বজ্ঞী সাক্ষিসাক্ষ্যে শ্রুতিষু কৃতিপরোঽস্ত্যত্র কর্ত্তাপি সোঽহন্তা পঞ্চানাং ষষ্ঠমেতৎ স্বমথ সমতিকৈস্তৈঃ করোত্যষ্টমোঽন্যঃ। সোঽহং সাক্ষী ততোঽন্যে গুণময়মখিলং চিন্ময়াস্তে সদুঃখা চিৎ স্যাৎ দুঃখীতরা সা শমযুগিহ চিদদ্বৈতভাগষ্টবক্রঃ॥" গ্রন্থবিস্তরভয়াদুদাহৃতোপক্রমানমুগুণ্যাৎ ক্লিষ্টত্বাৎ প্রয়োজনবদর্থাপর্য্যবসায়িত্বাচ্চ টীকান্তরোক্তা অর্থা নেহ প্রদর্শিতাঃ ॥২০॥ সূত-

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর বন্দীকে নীরব, অধোমুখ ও চিন্তাসক্ত দেখিয়া এবং অষ্টাবক্রকে তাহার পরেও বলিতে উদ্যত দর্শন করিয়া তখনই সভ্যগণের মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল ॥২১॥

* অয়ং পাঠঃ বা ব কা নাস্তি।

তস্মিংস্তথা সঙ্কুলে বর্ত্তমানে স্ফীতে যজ্ঞে জনকস্যোত রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ন্তোঽভ্যুপেয়ুর্বিপ্রাঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

অনেনৈব ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসো বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাক্।
তানেব ধর্ম্মানয়মদ্য বন্দী প্রাপ্নোতু গৃহ্যাপ্সু নিমজ্জয়েনম্ ॥২৩॥

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞস্তত্রাস্য সত্রং দ্বাদশবার্ষিকং বৈ।
সত্রেণ তে জনক! তুল্যকালং তদর্থং তে প্রহিতা মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। উতশব্দঃ পাদপূরণে, "উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ। সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ পাদপূরণে-" ইতি মেদিনী। জনকস্য রাজ্ঞঃ, স্ফীতে প্রবৃদ্ধে তস্মিন্ যজ্ঞে, তথা সঙ্কুলে কোলাহলৈস্তুমুলে বর্ত্তমানে সতি, প্রতীতাঃ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বে বিপ্রাঃ পূজয়ন্তঃ সম্মানয়ন্তঃ প্রাঞ্জলয়শ্চ সন্তঃ, অষ্টাবক্রম্, অভ্যুপেয়ুঃ উপগতাঃ ॥২২॥

অনেনেতি। প্রাক্ অনেন বন্দিনৈব, শুশ্রুবাংসঃ শ্রুতবন্তঃ শাস্ত্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণাঃ, বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ। অতঃ অয়ং বন্দী অদ্য তানেব ধর্ম্মান্ নিগ্রহ-বন্ধন-মজ্জনরূপান্ ব্যবহারান্ প্রাপ্নোতু। তেন চ এনং বন্দিনম্, গৃহ্য গৃহীত্বা, অপ্সু জলে মজ্জয় ইতি কঞ্চিৎ প্রত্যনুরোধঃ ॥২৩॥

অহমিতি। উত পাদপূরণে। অহং বরুণস্য রাজ্ঞঃ পুত্রঃ, অতো মে জলমজ্জনভয়ং নাস্তীতি ভাবঃ। হে জনক! তে তব সত্রেণ অনেন যজ্ঞেন তুল্যকালং দ্বাদশবার্ষিকম্ অস্য বরুণস্য সত্রং যজ্ঞঃ তত্র পাতালে বর্ত্ততে। তদর্থং তদ্দর্শনার্থমেব, মে ময়া, তে দ্বিজাগ্র্যা

ভারতভাবদীপঃ

পুত্রং শোভনঃ উতঃ পটস্তদ্বৎপ্রকৃতিবিকৃত্যাত্মৈকস্তন্তুভিরোতুভিশ্চ প্রোতত্বাদুতঃ ক্রতুরপি স্যুতঃ শোভনযজ্ঞো বরুণস্তস্য পুত্রম্। স ইত্তস্তং স বিজানাত্যোতুমিতি মন্ত্রবর্ণাত্তস্যাত্মাত্মকস্য ক্রতোরুতশব্দবাচ্যত্বম্ উদার্য্যস্তমুদীর্য্যমাণং স্তূয়মানমিত্যর্থঃ ॥২১—২২॥ শুশ্রুবাংসঃ

জনকরাজার সেই আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ সেই কোলাহলে ব্যাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সম্মানিত করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন" ॥২২॥

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন—"ব্রাহ্মণগণ! এই বন্দীবেটাই পূর্ব্বে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে বাদে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে; অতএব আজ এই বন্দীবেটাও সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হউক; সুতরাং আপনারা ইহাকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন" ॥২৩॥

(২৪ ···তত্রাস সত্রম্—বা ব কা পি।

তে তু সর্ব্বে বরুণস্যোত যজ্ঞং দ্রষ্টুং গতা ইম আয়ান্তি ভূয়ঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ে পূজনীয়ং যস্য হেতোর্জনিতারং সমেষ্যে ॥২৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিপ্রাঃ সমুদ্রাম্ভাস মজ্জিতা যে বাচা জিতা মেধয়া বা বিদানাঃ।
তাং মেধয়া বাচমথোজ্জহার যথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ, প্রহিতা বাদে বিজিত্য ইতঃ প্রেরিতাঃ, তে চ স্বেচ্ছয়া ন যাস্যন্তীতি বাদবিজয়-রূপং পণং বিধায় তত্র বিজিত্য চ তে জলে নিপাতিতা ইত্যাশয়ঃ ॥২৪॥

ত ইতি। তে তু সর্ব্ব এব দ্বিজাগ্র্যাঃ, বরুণস্য তং যজ্ঞং দ্রষ্টুং গতাঃ, ইমে তে ভূয়ঃ পুনরায়ান্তি। অতো ন মে ব্রহ্মহত্যাপাপমিতি ভাবঃ। উপকারিত্বাৎ পূজনীয়মষ্টাবক্রম্ অহং পূজয়ে; যস্য হেতোরহং জনিতারং জনয়িতারং বরুণং সমেষ্যে প্রাপ্স্যামি ॥২৫॥

বিপ্রা ইতি। হে জনক! ভবদীয়লোকৈর্বিপ্রাঃ সমুদ্রাম্ভসি মজ্জিতাঃ; যে বিদানা জ্ঞানিনো বিপ্রাঃ, বাচা, মেধয়া বা বুদ্ধ্যা চ বন্দিনা জিতাঃ। অথাহং মেধয়া স্ববুদ্ধ্যা, যথা তাং বন্দিনো বাচম্, উজ্জহার উদ্ধৃতবান্ বিজিতবানস্মি; তথা মম বাচম্, সন্তঃ অমী সভ্যাঃ পণ্ডিতাঃ, অবচিন্বতি পরিচিন্বন্তি জানন্তীত্যর্থঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পণ্ডিতাঃ ॥২৩-২৪॥ জনিতারং বরুণম্ ॥২৫॥ বিপ্রা ইতি। বাচা উচ্চৈঃ পাঠেনৈব উত মেধয়া উহাপোহকৌশলেন বিপ্রা বিদানাঃ পণ্ডিতা অপি জিতা মজ্জিতাশ্চ, তাং প্রসিদ্ধাং বাচং বেদময়ীং মেধয়া সহিতাং বন্দিনা কুতর্কার্ণবে মজ্জিতামহং যথা উজ্জহারোদ্ধৃতবানস্মি তথা সন্তঃ সদসদ্বচনবিবেককুশলা অবচিন্বন্তি, পরীক্ষয়ন্তি, লোড়র্থে লট্ পরীক্ষয়ন্ত্বিত্যর্থঃ ॥২৬॥

বন্দী বলিলেন—"মহারাজ জনক! আমি বরুণদেবের পুত্র; (সুতরাং আমার জলমজ্জনের ভয় নাই)। এদিকে যখন আপনার যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, বরুণরাজার দ্বাদশবর্ষব্যাপক যজ্ঞ আরম্ভও তখনই সেখানে হইয়াছিল; সুতরাং সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্যই আমি সেই প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিয়াছি ॥২৪॥

সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণদেবের যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, এই আবার আসিতেছেন; কিন্তু পূজনীয় অষ্টাবক্রকে আমি পূজা করি। কারণ, যাঁহার জন্য আমি পিতাকে দেখিতে পাইব" ॥২৫॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—"জনকরাজা! বন্দী বাক্যের কৌশলে ও বুদ্ধির প্রভাবে যে সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে জয় করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে আপনার লোকেরা সমুদ্রের জলে নিমগ্ন করিয়াছে। তা'র পর আমি আবার বুদ্ধিবলে যেভাবে বন্দীর বাক্য জয় করিয়াছি, তাহা এই পণ্ডিতেরা জানেন ॥২৬॥

অগ্নির্দহন্ জাতবেদাঃ সতাং গৃহান্ বিসর্জ্জয়ংস্তেজসা মাস্ম ধাক্ষীৎ।
বালেষু পুত্রেষু কৃপণং বদৎসু তথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৭॥
শ্লেষ্মাতকী ক্ষীণবর্চ্চাঃ শৃণোষি উতাহো ত্বাং স্তুতয়ো মাদয়ন্তি।
হস্তীব ত্বং জনক! বিতুদ্যমানো ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিরিতি। জাতং বৃত্তং সাধুত্বমসাধুত্বং বা বেত্তীতি জাতবেদা অগ্নিঃ, সতাং গৃহান্ বিসর্জ্জয়ন্ সাধুগৃহত্বাদেব পরিত্যজন্, বনং দহন্, তেজসা মাস্ম ধাক্ষীৎ সৎপাদপমপি ন দহতু। অত্রায়মাশয়ঃ—তপঃপ্রভাবাদহং ধ্রুবমেবাগ্নিকল্পঃ, লোকানাং সাধুত্বমসাধুত্বঞ্চ জানামি। এবঞ্চ বাদবিজিতব্রাহ্মণগণবদ্বাদবিজিতমেনং বন্দিনমপি জলে নিমজ্জয়সি চেত্তদা ন্যায়পরায়ণতয়া সাধুভূতং ভবন্তং শাপেন ন দহামি, ইতরথা তু বন্দিনং দহন্ ভবন্তমপি দহামীতি। অথ বালস্য তে বচনং ন ময়া গ্রাহ্যমিত্যাহ— বালেষ্বিতি। তথা সন্তঃ সাধবঃ, বালেষু পুত্রেষু চ, কৃপণমল্পং বদৎস্বপি, তেষাং বাচম্, অবচিন্বন্তি গৃহ্নন্তি, বালবাচঃ স্পৃহণীয়ত্বাৎ পুত্রবাচশ্চ স্নেহাকর্ষণাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

আক্ষিপতি—শ্লেষ্মেতি। হে জনক! শ্লেষ্মাতকং বহুবারফলমস্যাস্তীতি শ্লেষ্মাতকী বহুবারফলভোজী। বহুবারাখ্যফলভোজনে হি শ্লেষ্মাতিরেকেণ লোকঃ স্তব্ধো ভবতীতি বৈদ্যকপ্রসিদ্ধিঃ। অতএব ক্ষীণবর্চ্চাঃ ক্ষীণবুদ্ধিশক্তিঃ সন্ শৃণোষি; অতএব চ কর্ত্তব্যমূঢ়োঽসীতি ভাবঃ। উতাহো অথবা, বন্দিনাং স্তুতয়স্ত্বাং মাদয়ন্তি। অতএব ত্বম্, তুদ্যমানো মন্নিন্দয়া ব্যথ্যমানোঽপি, হস্তীব, মামিকাং মদীয়াম্, ইমাং বাচং ন শৃণোষি। "শেলুঃ শ্লেষ্মাতকঃ শীত উদ্দালো বহুবারকঃ" ইত্যমরঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

নমু বন্দিনোদ্ধৃতাং বাচং ত্বমেব কুতর্কার্ণবে মজ্জিতবানসি তত্র কিং সন্তিঃ পরীক্ষণীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নির্দহন্নিতি। অগ্নির্দহন্ স্বভাবেন দাহকোঽপি জাতবেদাঃ জাতানি সতামসতাঞ্চ বৃত্তানি বেদ জানাতীতি জাতবেদাঃ সতাং সত্যাভিসন্ধীনাং গৃহান্, শরীরাণি বিসর্জ্জয়ন্ বর্জ্জয়ংস্তেজসা যথা অধাক্ষীৎ স্ম অর্থাদনৃতাভিসন্ধিগৃহান্, নশব্দ উপমার্থে। অপো ন নাবা দুরিতাস্তরেমেত্যাদিবৎ। যথা তপ্তপরশুগ্রহণে বহ্নিঃ সত্যাভিসন্ধিং ন দহতি সত্যপক্ষপাতী ন তু জাতিবয়োবিদ্যাদিপক্ষপাতী এবং সন্তোঽপি বালাদিষু, অতো বালবচনমিতি মদ্বাক্যং নাবমন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২৭॥ শ্লেষ্মাতকীশব্দিতস্তরুবিশেষস্তস্য পত্রেষু ভোজনং তৎফলভক্ষণঞ্চ বুদ্ধিঘ্নং দোষকরঞ্চেতি

সুতরাং অবস্থাভিজ্ঞ অগ্নি সজ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বন দগ্ধ করিতে থাকিয়া উৎকৃষ্ট বৃক্ষও যেন দগ্ধ না করেন। তা'র পর রাজা! বালক বা পুত্র অল্প কথা বলিলেও সজ্জনেরা তাহাদের সে কথা অবশ্যই গ্রহণ করেন ॥২৭॥

জনকরাজা! আপনি কি চালিতাফল খাইয়া (শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ) বুদ্ধিশূন্য হইয়া শুনিতেছেন? অথবা বন্দিগণের স্তুতিবাদ আপনাকে একেবারে মত্ত

---

(২৭)···ন স্ম ধাক্ষীৎ—বা ব কা নি।

জনক উবাচ।

শৃণোমি বাচং তব দিব্যরূপামমানুষীং দিব্যরূপোঽসি সাক্ষাৎ।
অজৈষীর্যদ্বন্দিনং ত্বং বিবাদে নিসৃষ্ট এষ তব কামেঽদ্য বন্দী ॥২৯॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

নানেন জীবতা কশ্চিদর্থো মে বন্দিনা নৃপ!।
পিতা যদ্যস্য বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০॥

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞো ন মে ভয়ং বিদ্যতে মজ্জিতস্য।
ইমং মুহূর্ত্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেঽয়মষ্টাবক্রশ্চিরনষ্টং কহোড়ম্ ॥৩১॥

লোমশ উবাচ।

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা।
উদতিষ্ঠংস্তথা সর্ব্বে জনকস্য সমীপতঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শৃণোমীতি। হে বালক! দিব্যরূপামত্যুত্তমাম্, অমানুষীঞ্চ তব বাচং শৃণোমি; ত্বঞ্চ সাক্ষাৎ দিব্যরূপঃ স্বর্গীয়তুল্যোঽসি। কিঞ্চ ত্বং বিবাদে বন্দিনং যদজৈষীঃ, তদদ্য এষ বন্দী, তব কামে ইচ্ছায়াম্, নিসৃষ্টো দত্তঃ। যথেচ্ছমস্মিন্নাচরেতি ভাবঃ ॥২৯॥

নেতি। অর্থঃ প্রয়োজনম্। মজ্জয়, বাদবিজয়ফলস্যাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

অহমিতি। অত্রাপি উতশব্দঃ পাদপূরণে। চিরনষ্টং দ্বাদশবর্ষং যাবদদর্শনং গতম্ ॥৩১॥

করিয়া ফেলিয়াছে। যেহেতু, আপনাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আপনি হস্তীর ন্যায় আমার এই সকল কথা শুনিতেছেন না” ॥২৮॥

জনক বলিলেন—“বালক! তোমার বাক্য অলৌকিক ও অতি উত্তম; সুতরাং তাহা শুনিতেছি। আর, তুমিও সাক্ষাৎ দেবতার তুল্য। তা’র পর তুমি যখন বাদে বন্দীকে জয় করিয়াছ, তখন আমি আজ এই বন্দীকে তোমার ইচ্ছার অধীনই করিয়া দিলাম” ॥২৯॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“রাজা! এই বন্দীকে জীবিত রাখিয়া ইহা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং যদিও উহার পিতা বরুণ, তথাপি আপনি উহাকে জলে নিমগ্ন করুন” ॥৩০॥

বন্দী বলিলেন—“আমি বরুণদেবের পুত্র; সুতরাং আমার জলমজ্জনের ভয় নাই। আর, এই মুহূর্ত্তেই অষ্টাবক্র—চিরবিনষ্ট আপন পিতা কহোড়কে দেখিতে পাইবেন” ॥৩১॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর কহোড়প্রভৃতি সেই সকল ব্রাহ্মণ, মহাত্মা

কহোড় উবাচ।

ইত্যর্থমিচ্ছন্তি সুতান্ জনা জনক ! কর্ম্মণা।
যদহং নাশকং কর্ত্তুং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ॥৩৩॥
উতাবলস্য বলবান্ উত বালস্য পণ্ডিতঃ।
উত বাহবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক ! জায়তে ॥৩৪॥

বন্দ্যুবাচ।

শিতেন তে পরশুনা স্বয়মেবান্তকো নৃপ !।
শিরাংস্যপহরত্বাজৌ রিপূণাং ভদ্রমস্তু তে ॥৩৫॥
মহদৌকৃথ্যং গীয়তে সাম চাগ্র্যং সম্যক্ সোমঃ পীয়তে চাত্র সত্রে।
শুচীন্ ভাগান্ প্রতিজগৃহুশ্চ হৃষ্টাঃ সাক্ষাদ্দেবা জনকস্যোত রাজ্ঞঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তে কহোড়াদয়ঃ। এতেন সমুদ্রাসন্নদেশ এব জনকযজ্ঞ আসীদিতি বোধ্যম্ ॥৩২॥

ইতীতি। ইত্যর্থম্ এতদর্থং স্বকর্ত্তব্যকরণার্থমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণা পুত্রযাগাদিনা ॥৩৩॥

উতেতি। প্রথম উতশব্দঃ পাদপূরণে, দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ চ সমুচ্চয়ে। "উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ। সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ পাদপূরণে" ইতি মেদিনী। বালস্য মূর্খস্য "বালঃ কচে শিশৌ মূর্খে" ইতি বিশ্বঃ। অবিদুষঃ অজ্ঞানিনঃ, বিদ্বান্ জ্ঞানী ॥৩৪॥

বরুণযজ্ঞসম্পাদনায় ব্রাহ্মণপ্রেরণে সাহায্যকরণাজ্জনকং প্রত্যাশিষং প্রযুঙ্ক্তে—শিতেনেতি। হে নৃপ! আজৌ যুদ্ধে অন্তকো যমঃ স্বয়মেব, শিতেন সুধারেণ পরশুনা, তে তব রিপূণাং শিরাংসি অপহরতু ; তে তব চ ভদ্রং মঙ্গলমস্তু ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রসিদ্ধম্ ॥২৮॥ অদ্য তব কামো নিস্পৃষ্টঃ, এষ বন্দী দৃশ্যতামিতি শেষঃ ॥২৯—৩২॥ ইত্যর্থমেতদর্থম্ ॥৩৩—৩৪॥ শিতেন তীক্ষ্নেন, তে তব রিপূণামিত্যন্বয়ঃ, যমাদপি তব শত্রু-

---

বরুণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া (সমুদ্র হইতে) জনকরাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন" ॥৩২॥

কহোড় বলিলেন—"মহারাজ জনক ! এইজন্যই মানুষ পুত্রযাগপ্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা পুত্র কামনা করে। দেখুন—আমি যাহা করিতে সমর্থ হই নাই, আমার পুত্র তাহা করিল ! ॥৩৩॥

জনকরাজা ! দুর্ব্বল লোকেরও বলবান্ পুত্র, মূর্খ লোকেরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানী লোকেরও জ্ঞানী পুত্র জন্মিয়া থাকে" ॥৩৪॥

বন্দী বলিলেন—"রাজা ! যুদ্ধের সময়ে যম নিজেই তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা আপনার শত্রুগণের মস্তক ছেদন করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৫॥

(৩৫)···শিরাংস্যপাহরন্নাজৌ—বা ব কা নি।

লোমশ উবাচ।

সমুত্থিতেষ্বথ সর্ব্বেষু রাজন্! বিপ্রেষু তেষ্বধিকং সুপ্রভেষু।
অনুজ্ঞাতো জনকেনাথ রাজ্ঞা বিবেশ তোয়ং সাগরস্যোত বন্দী ॥৩৭॥
অষ্টাবক্রঃ পিতরং পূজয়িত্বা সম্পূজিতো ব্রাহ্মণৈস্তৈর্যথাবৎ।
প্রত্যাজগামাশ্রমমাশু চাগ্র্যং জিত্বা সৌতিং সহিতো মাতুলেন ॥৩৮॥
ততোঽষ্টাবক্রং মাতুরথান্তিকে পিতা নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব।
প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ সমৈরঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

জনকযজ্ঞং স্তৌতি—মহদিতি। উত পাদপূরণে। জনকস্য রাজ্ঞঃ, অত্র সত্রে যজ্ঞে, ঔকথ্যম্ উকথাদিচ্ছন্দোবদ্ধম্, মহৎ বিশালম্, অগ্র্যমুত্তমঞ্চ সাম গীয়তে; সোমঃ সোমরসশ্চ সম্যক্ পীয়তে। উভয়ত্রাপি ব্রাহ্মণৈরিতি শেষঃ। তথা দেবাশ্চ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষা হৃষ্টাশ্চ সন্তঃ, শুচীন্ পবিত্রান্ ভাগান্ প্রতিজগৃহুঃ ॥৩৬॥

সমিতি। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! অথ তেষু কহোড়াদিষু সর্ব্বেষু বরুণসম্মাননাদধিকং সুপ্রভেষু বিপ্রেষু সমুত্থিতেষু সৎসু, অথ জনকেন রাজ্ঞা অনুজ্ঞাতো বন্দী, সাগরস্য তোয়ং বিবেশ। অত্রাপ্যুতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৩৭॥

অষ্টেতি। পূজয়িত্বা অভিবাদ্য। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্। সৌতিং বন্দিনম্ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সংহরণশক্তিরধিকেতি ভাবঃ ॥৩৫॥ ঔকথ্যমুকথ্যাখ্যক্রতুবিশেষে গেয়ং সাক্ষাদিত্যপরোক্ষং দেবতাসান্নিধ্যমুচ্যতে ॥৩৬—৩৭॥ সৌতিং সুতস্য বরুণস্য পুত্রম্ ॥৩৮॥ সমান্যঙ্গানি

— সভ্যগণ! জনকরাজার এই যজ্ঞে উকথাপ্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ, বিশাল ও মনোহর সামবেদ গীত হইতেছে এবং যথাযথভাবে সোমরস পীত হইতেছে; আর দেবতারা প্রত্যক্ষ ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন পবিত্র ভাগ সকল গ্রহণ করিয়াছেন" ॥৩৬॥

লোমশ বলিলেন—"রাজা যুধিষ্ঠির! সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণের নিকট সম্মান লাভ করায় অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে, জনকরাজার অনুমতিক্রমে বন্দী যাইয়া সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিলেন ॥৩৭॥

এদিকে অষ্টাবক্রও বন্দীকে জয় করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক যথানিয়মে সম্মানিত হইয়া, পিতা কহোড়কে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার ও মাতুল শ্বেতকেতুর সহিত মিলিত হইয়া, (মাতামহ উদ্দালকের) শ্রেষ্ঠ আশ্রমে সত্বরই প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩৮॥

(৩৮)···আশ্রমমেব চাগ্র্যম্—বা ব কা নি।

নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্যা যস্যাং স্নাতো মুচ্যতে কিল্বিষাদ্ধি।
ত্বমপ্যেনাং স্নানপানাবগাহৈঃ সভ্রাতৃকঃ সহভার্য্যো বিশস্ব ॥৪০॥
অত্র কৌন্তেয়! সহিতো ভ্রাতৃভিস্ত্বং সুখোষিতঃ সহ বিপ্রৈঃ প্রতীতঃ।
পুণ্যান্যন্যানি শুচিকর্ম্মৈকভক্তির্ময়া সার্দ্ধং চরিতাস্যাজমীঢ়! ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ পিতা কহোড়ঃ, মাতুঃ সুজাতায়া অন্তিকে, এনমষ্টাবক্রং প্রোবাচ। কিং প্রোবাচেত্যাহ—নদীমিতি। হে অষ্টাবক্র! ত্বমিমাং সমঙ্গাং সমঙ্গানাম্না এতদাশ্রমমাত্রপ্রসিদ্ধাং নদীং শীঘ্রং বিশস্ব প্রবিশ, বক্রাণামঙ্গানাং সমীকরণার্থমিত্যাশয়ঃ। তথা আদেশেন, সোঽষ্টাবক্রোঽপি বিবেশ, সদ্যঃ সমৈরঙ্গৈর্বিশিষ্টশ্চাপি বভূব ॥৩৯॥

নদীতি। পুণ্যা সা চ নদী, সমঙ্গা এতন্নাম্না জগতি বিখ্যাতা বভূব, সমানি অঙ্গানি যস্যাঃ সকাশাৎ সেতি যোগাদিতি ভাবঃ। সমঙ্গেতি শকন্ধ্বাদিত্বাদঙ্গশব্দস্য অকারলোপঃ। স্নানপানাবগাহৈস্তত্তদুদ্দেশৈঃ, বিশস্ব প্রবিশ ॥৪০॥

অত্রেতি। প্রতীতঃ সন্তুষ্টঃ। শুচিষু পবিত্রেষু কর্ম্মসু স্নানাদিষু একা মুখ্যা ভক্তির্যস্য সঃ। অন্যানি পুণ্যানি কর্ম্মাণি, চরিতাসি করিষ্যসি, হে আজমীঢ়! অজমীঢ়বংশোদ্ভব! ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

করোতীতি সমঙ্গেতি যোগো দর্শিতঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপম্ ॥৩৯—৪০॥ প্রতীতো বিশ্রব্ধঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১০॥

তাহার পর কহোড় সুজাতার নিকটে অষ্টাবক্রকে বলিলেন—"অষ্টাবক্র! তুমি সত্বর এই নদীতে প্রবেশ কর"। তখন অষ্টাবক্রও সেই নদীতে প্রবেশ করিলেন এবং সদ্যই সমান (বক্রতাবিহীন) অঙ্গ হইয়া উত্থিত হইলেন ॥৩৯॥

সেই পবিত্র নদীটাও 'সমঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধ হইল; যে নদীতে স্নান করিয়া মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যুধিষ্ঠির! তুমিও ভার্য্যা এবং ভ্রাতৃগণের সহিত স্নান, পান ও অবগাহন করিবার উদ্দেশে এই নদীতে প্রবেশ কর ॥৪০॥

হে অজমীঢ়বংশোদ্ভব কুন্তীনন্দন! তাহার পর তুমি ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ ও আমার সহিত মিলিত হইয়া সুখে বাস করিতে থাকিয়া, পবিত্র কার্য্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া সন্তুষ্টভাবে এখানে অন্যান্য পুণ্য কার্য্য করিবে" ॥৪১॥

* '...চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—বা ব কা, "...ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ'—নি

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ।

এষা মধুবিলা রাজন্! সমঙ্গা সম্প্রকাশতে।
এতৎ কর্দ্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥১॥
অলক্ষ্ম্যা কিল সংযুক্তো বৃত্রং হত্বা শচীপতিঃ।
আপ্লুতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াং ব্যমুচ্যত ॥২॥
এতদ্বিনশনং কুক্ষৌ মৈনাকস্য নরর্ষভ!।
অদিতির্যত্র পুত্রার্থং তদন্নমপচৎ পুরা ॥৩॥
এনং পর্ব্বতরাজানমারুহ্য ভরতর্ষভাঃ!।
অযশস্যামসংশব্দ্যামলক্ষ্মীং ব্যপনোৎস্যথ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এষেতি। মধুভির্মধুতুল্যৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণং বিলং খাতদেশো যস্যাঃ সা মধুবিলেতি সমঙ্গায়া এব নামান্তরম্। ন চ "মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূর্ব্বং সমঙ্গায়া এব নাম" ইতি নীলকণ্ঠোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম, পূর্ব্বাধ্যায়ে অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূর্ব্বমপি "নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব" ইতি সমঙ্গানামশ্রুতেঃ। ভরতস্য রাজ্ঞঃ, অভিষিচ্যতে অস্মিন্নিত্যভিষেচনং তীর্থং ঘট্ট ইতি যাবৎ ॥১॥

অলক্ষ্ম্যেতি। আপ্লুতঃ স্নাতঃ, সর্ব্বপাপেভ্যঃ অলক্ষ্মীসংযোগজনকেভ্যঃ ॥২॥

এতদিতি। বিনশনং নাম তীর্থম্, কুক্ষৌ অভ্যন্তরে। তৎ পুত্রযাগনিমিত্তকম্ ॥৩॥

এনমিতি। অযশস্যাম্ অযশস্করীম্, অসংশব্দ্যাং নাম্নাপ্যনুল্লেখ্যাম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এষেতি। মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূর্ব্বং সমঙ্গায়া এব নাম ॥১—২॥ অন্নং ব্রহ্মৌদনম অদিতিঃ পুত্রকামা। "সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদমপচৎ ইতি শ্রুতেঃ ॥৩॥

লোমশ বলিলেন -"রাজা! এই সমঙ্গানদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার 'মধুবিলা'-নামও আছে; আর এই 'কর্দ্দমিল-' নামে ভরতরাজার তীর্থ ॥১॥

ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া অলক্ষ্মীসমাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর তিনি এই সমঙ্গানদীতে স্নান করিয়াই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥২॥

নরশ্রেষ্ঠ! মৈনাকপর্ব্বতের নিকটে এই বিনশনতীর্থ; পূর্ব্বকালে অদিতি-দেবী যেখানে পুত্রের জন্য পুত্রযাগের অন্ন পাক করিয়াছিলেন ॥৩॥

এতে কনখলা রাজন্নৃষীণাং দয়িতা নগাঃ।
এষা প্রকাশতে গঙ্গা যুধিষ্ঠির! মহানদী ॥৫॥
সনৎকুমারো ভগবানত্র সিদ্ধিমগাৎ পুরা।
আজমীঢ়াবগাহ্যৈনাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬॥
অপাং হ্রদঞ্চ পুণ্যাখ্যং ভৃগুতুঙ্গঞ্চ পর্ব্বতম্।
তূষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয়! সানুজঃ সমুপস্পৃশ ॥৭॥
আশ্রমঃ স্থূলশিরসো রমণীয়ঃ প্রকাশতে।
অত্র মানঞ্চ কৌন্তেয়! ক্রোধঞ্চৈব বিসর্জ্জয় ॥৮॥
এষ রৈভ্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবেয়! প্রকাশতে।
ভারদ্বাজো যত্র কবির্যবক্রীতো ব্যনশ্যত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এত ইতি। কনখলা নাম, দয়িতাঃ প্রিয়াঃ, নগাঃ পর্ব্বতাঃ ॥৫॥
সনদিতি। হে আজমীঢ়! অজমীঢাখ্যনৃপতিবংশোদ্ভব! এনাং গঙ্গাম্ ॥৬॥
অপামিতি। পূর্ব্বার্দ্ধে গচ্ছেতি শেষঃ। তূষ্ণীগঙ্গে তদাখ্যে তীর্থে, সমুপস্পৃশ স্নাহি ॥৭॥
আশ্রম ইতি। স্থূলশিরসো নাম মুনেঃ। মানং রাজত্বাদিনিবন্ধনমভিমানম্ ॥৮॥
এষ ইতি। রৈভ্যস্য মুনেরাশ্রমঃ, শ্রীমান্ সুন্দরঃ। যবক্রীতো নাম ॥৯॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাকে আরোহণ করিয়া নিন্দাজনিকা ও অমুল্লেখনীয়া অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥৪॥

রাজা! ঋষিগণের প্রিয় এই সকল কনখল পর্ব্বত এবং যুধিষ্ঠির! এই মহানদী গঙ্গা প্রকাশ পাইতেছেন ॥৫॥

এইখানেই পূর্ব্বকালে ভগবান্ সনৎকুমার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; অতএব যুধিষ্ঠির! তুমিও এই গঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥৬॥

কুন্তীনন্দন! তুমি ভ্রাতাদের সহিত পুণ্যাখ্য জলহ্রদ ও ভৃগুতুঙ্গপর্ব্বতে যাইয়া তূষ্ণীগঙ্গনামক তীর্থে স্নান কর ॥৭॥

ঐ মনোহর স্থূলশিরা মুনির আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কুন্তীনন্দন! তুমি এখানে অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর ॥৮॥

পাণ্ডুনন্দন! এই মনোহর রৈভ্যমুনির আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে; যেখানে ভরদ্বাজমুনির পুত্র কবি যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন” ॥৯॥

---

(৭)…উষ্ণীগঙ্গেতি কৌন্তেয়। সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ—বা ব,…তুষ্ণীং গঙ্গাঞ্চ কৌন্তেয়! সভ্রাতৃক উপস্পৃশ—পি, তুষ্ণীং গঙ্গাঞ্চ কৌন্তেয়! সানুজঃ—নি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথংযুক্তোঽভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
কিমর্থঞ্চ যবক্রীতঃ পুত্রোঽনশ্যত বৈ মুনেঃ ॥১০॥
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কর্ম্মভির্দেবকল্পানাং কীর্ত্ত্যমানৈর্ভৃশং রমে ॥১১॥

লোমশ উবাচ।

ভরদ্বাজশ্চ রৈভ্যশ্চ সখায়ৌ সংবভূবতুঃ।
তাবূষতুরিহাত্যন্তং প্রীয়মাণাবনন্তরম্ ॥১২॥
রৈভ্যস্য তু সুতাবাস্তামর্ব্বাবসু-পরাবসূ।
আসীদ্‌যবক্রীঃ পুত্রস্তু ভরদ্বাজস্য ভারত! ॥১৩॥
রৈভ্যো বিদ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোঽভবৎ।
তয়োশ্চাপ্যতুলা প্রীতির্বাল্যাৎ প্রভৃতি ভারত! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। কথং কীদৃশং যুক্তং যোগো সঃ। মুনের্ভরদ্বাজস্য ॥১০॥
এতদিতি। তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন। দেবকল্পানাং দেবসদৃশানাং জনানাম্ ॥১১॥
ভরেতি। অনন্তরম্ অব্যবধানং যথা স্যাত্তথা, ঊষতুঃ বাসং চক্রতু. ॥১২॥
রৈভ্যস্যেতি। আস্তাম্ অভূতাম্, অর্ব্বাবসু-পরাবসু নাম। যবক্রীর্যবক্রীতঃ ॥১৩॥
রৈভ্য ইতি। সহাপত্যঃ সপুত্রঃ, রৈভ্যস্য পুত্রাবপি বিদ্বাংসাবভূতামিত্যর্থঃ ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহর্ষি! প্রতাপশালী ভরদ্বাজমুনি কি প্রকার যোগী ছিলেন? কি জন্যই বা তাঁহার পুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন? ॥১০॥

যথাযথভাবে এই সকল বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, দেবতার তুল্য ব্যক্তিগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করি" ॥১১॥

লোমশ বলিলেন—"ভরদ্বাজ ও রৈভ্য পরস্পর সখা ছিলেন এবং তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পরস্পর নিকটেই বাস করিতেন ॥১২॥

ভরতনন্দন! রৈভ্যমুনির 'অর্ব্বাবসু' ও 'পরাবসু'-নামে দুইটী পুত্র ছিল এবং ভরদ্বাজমুনির 'যবক্রীত'-নামে একটী পুত্র ছিল ॥১৩॥

রৈভ্যমুনি ও তাঁহার পুত্রদ্বয়—সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন; আর ভরদ্বাজমুনি কেবল তপস্বী ছিলেন; বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের পরস্পর অতুলনীয় ভালবাসা ছিল ॥১৪॥

---

(১০)…ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্—বা ব কা পি।

যবক্রীঃ পিতরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনমসৎকৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা চ সৎকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পুত্রৈঃ সহানঘ ! ॥১৫॥
পর্য্যতপ্যত তেজস্বী মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ।
তপস্তেপে ততো ঘোরং বেদজ্ঞানায় পাণ্ডব ! ॥১৬॥ (যুগ্মকম্).
স সমিদ্ধে মহত্যগ্নৌ শরীরমুপতাপয়ন্ ।
জনয়ামাস সন্তাপমিন্দ্রস্য সুমহাতপাঃ ॥১৭॥
তত ইন্দ্রো যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির ! ।
অব্রবীৎ কস্য হেতোস্ত্বমাস্থিতস্তপ উত্তমম্ ॥১৮॥

যবক্রীত উবাচ ।

দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সুরগণার্চ্চিত ! ।
প্রতিভান্ত্বিতি তপ্যেঽহমিদং পরমকং তপঃ ॥১৯॥
স্বাধ্যায়ার্থং সমারম্ভো মমায়ং পাকশাসন ! ।
তপসা জ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্ব্বজ্ঞানানি কৌশিক ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যবেতি। অসৎকৃতম্ অগৌরববিষয়ীকৃতম্, অবিদ্বত্ত্বাৎ, সংকৃতঃ গৌরববিষয়ীকৃতম্, বিদ্বত্ত্বাদিতি ভাবঃ। মন্যুনা দৈন্যেন, অভিপরিপ্লুত আক্রান্তঃ ॥১৫—১৬॥

স ইতি। সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে। সন্তাপমুদ্বেগম্, স্বপদগ্রহণাশঙ্কয়েত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

তত ইতি। আস্থিতঃ অবলম্বিতবানসি ॥১৮॥

দ্বিজানামিতি। দ্বিজানাং ব্রাহ্মণানাম্। প্রতিভান্তু আত্মন্যাবির্ভবন্তু ॥১৯॥

নিষ্পাপ পাণ্ডুনন্দন! ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তপস্বী ভরদ্বাজের কোন গৌরবই করেন না, অথচ পুত্রদের সহিতই বিদ্বান্ রৈভ্যের সর্ব্বপ্রকার গৌরবই করেন; ইহা দেখিয়া তেজস্বী যবক্রীত অত্যন্ত দৈন্য-সমন্বিত হইয়া দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি বেদ জানিবার জন্য ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৫—১৬॥

ক্রমে অতিমহাতপা যবক্রীত প্রজ্বলিত বিশাল অগ্নিতে শরীর সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া ইন্দ্রের উদ্বেগ জন্মাইয়া ফেলিলেন ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির! তাহার পর ইন্দ্র যবক্রীতের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ঋষিকুমার! আপনি কি জন্য এই দারুণ তপস্যা করিতেছেন?" ॥১৮॥

যবক্রীত বলিলেন—"দেবরাজ! অধ্যয়ন না করিলেও বেদ সকল স্বভাবতই ব্রাহ্মণগণের চিত্তে আবির্ভূত হউক; ইহা কামনা করিয়াই আমি এই গুরুতর তপস্যা করিতেছি" ॥১৯॥

কালেন মহতা বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাদ্বিভো!।
প্রাপ্তুং তস্মাদয়ং যত্নঃ পরমো মে সমাস্থিতঃ ॥২১॥

ইন্দ্র উবাচ।

কুমার্গ এব বিপ্রর্ষে! যেন ত্বং যাতুমিচ্ছসি।
কিং বিঘাতেন তে বিপ্র! গচ্ছাধীহি গুরোর্মুখাৎ ॥২২॥

লোমশ উবাচ।

এবমুক্ত্বা গতঃ শক্রো যবক্রীরপি ভারত!।
ভূয় এবাকরোদ্‌যত্নং তপস্যমিতবিক্রম! ॥২৩॥
ঘোরেণ তপসা রাজংস্তপ্যমানো মহত্তপঃ।
সন্তাপয়ামাস ভৃশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বেতি। স্বাধ্যায়ার্থং সর্ব্ববেদজ্ঞানলাভার্থম্। সর্ব্বজ্ঞানানি সর্ব্বান্ বেদান্ ॥২০॥
কালেনেতি। গুরুমুখাৎ প্রাপ্তুং শক্যা ইতি সম্বন্ধঃ। মে ময়া ॥২১॥
কুমার্গ ইতি। কুমার্গঃ, সিদ্ধ্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ। বিঘাতেন আত্মহত্যয়া ॥২২॥
এবমিতি। ভূয় এব পুনরপি ॥২৩॥
ঘোরেণেতি। ঘোরেণ তপসা সন্তাপয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অযশস্যামযশস্করীম্, অসংশব্দ্যামকীর্ত্তনীয়াম্ ॥৪—১৩॥ ইতরো ভরদ্বাজস্তপস্ব্যেব, ন তু শিষ্যাদিসম্পন্নঃ ॥১৪—১৯॥ সর্ব্বজ্ঞানানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি ॥২০—২১॥ বিঘাতেন আত্মনাশনেন

— পাকশাসন! বেদের জন্যই আমার এই উদ্যম; আমি তপস্যা দ্বারাই সমস্ত বেদ জানিতে ইচ্ছা করি ॥২০॥

দেবরাজ! বেদ সকল দীর্ঘকালেই গুরুমুখ হইতে লাভ করিতে পারা যায়; সেই জন্যই আমি এই গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিয়াছি" ॥২১॥

ইন্দ্র বলিলেন—"ব্রহ্মর্ষি! আপনি যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এটা কুপথ; অতএব ব্রাহ্মণ! আপনার আত্মহত্যায় প্রয়োজন কি? আপনি যান, যাইয়া গুরুমুখ হইতেই বেদ অধ্যয়ন করুন" ॥২২॥

লোমশ বলিলেন—"অমিতবিক্রম! ভরতনন্দন! ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন; যবক্রীতও পুনরায় তপস্যার প্রতিই যত্ন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

রাজা! আমাদের শুনা আছে যে, যবক্রীত গুরুতর তপস্যা করিতে থাকিয়া সেই ভয়ঙ্কর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিয়া তুলিলেন ॥২৪॥

(২৩)···তপস্তমিতবিক্রমঃ—বা ব কা নি।

তং তথা তপ্যমানস্তু তপস্তীব্রং মহামুনিম্।
উপেত্য বলভিদ্দেবো বারয়ামাস বৈ পুনঃ ॥২৫॥
অশক্যোঽর্থঃ সমারব্ধো নৈতদ্বুদ্ধিকৃতং তব।
প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদাস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬॥

যবক্রীত উবাচ।

ন চেত্তদেবং ক্রিয়তে দেবরাজ! মমেপ্সিতম্।
মহতা নিয়মেনাহং তপ্স্যে ঘোরতমং তপঃ ॥২৭॥
সমিদ্ধেঽগ্নাবপাকৃত্যাঙ্গমঙ্গং হোষ্যামি বা মঘবংস্তন্নিবোধ।
যদ্যেতদেবং ন করোষি কামং মমেপ্সিতং দেবরাজেহ সর্ব্বম্ ॥২৮॥

লোমশ উবাচ।

নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
প্রতিবারণহেত্বর্থং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মহামুনিং যবক্রীতম্। বলভিদিন্দ্রঃ ॥২৫॥
অশক্য ইতি। অর্থো বিষয়ঃ। প্রতিভাস্যন্তীত্যত্র নঞ্, অনুবর্ত্তনীয়ঃ ॥২৬॥
নেতি। তৎ বেদজ্ঞানম্, এবং তপসা। নিয়মেন প্রকারেণ ॥২৭॥
সমিদ্ধ ইতি। সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে, অপাকৃত্য ছিত্ত্বা, অঙ্গমঙ্গং প্রত্যঙ্গম্ ॥২৮॥

মহর্ষি যবক্রীত সেইরূপ তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে বারণ করিলেন (বলিলেন—) ॥২৫॥

"মহর্ষি! আপনি অসাধ্য বিষয় আরম্ভ করিয়াছেন, এটা আপনার বুদ্ধির কার্য্য নহে; ইহাতে আপনার বা আপনার পিতার বেদজ্ঞান হইবে না" ॥২৬॥

যবক্রীত বলিলেন—"দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্যা দ্বারা আমার অভীষ্ট বেদজ্ঞান সম্পাদন না করেন, তবে আমি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর নিয়মে অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিব ॥২৭॥

দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্যা দ্বারা আমার সমস্ত অভীষ্ট পর্য্যাপ্তরূপে পূরণ না করেন, তবে মঘবন্! আপনি ইহা জানিয়া রাখুন যে, আমি নিজের অঙ্গ সকল ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিব" ॥২৮॥

(২৬) শ্লোকাৎ পরম্…'চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ'—পি। (২৭)…ন চৈতদেবম্—বা ব পি নি।

তত ইন্দ্রোঽকরোদ্রূপং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
অনেকশতবর্ষস্য দুর্ব্বলস্য সযক্ষ্মণঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
যবক্রীতস্য যত্তীর্থমুচিতং শৌচকর্ম্মণি।
ভাগীরথ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকার সঃ ॥৩১॥
যদাঽস্য বদতো বাক্যং ন স চক্রে দ্বিজোত্তমঃ।
বালুকাভিস্ততঃ শক্রো গঙ্গাং সমভিপূরয়ন্ ॥৩২॥
বালুকামুষ্টিমনিশং ভাগীরথ্যাং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
সেতুমভ্যারভচ্ছক্রো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
তং দদর্শ যবক্রীতো যত্নবন্তং নিবন্ধনে।
প্রহসংশ্চাব্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৪॥
কিমিদং বর্ত্ততে ব্রহ্মন্! কিঞ্চ তে হ চিকীর্ষিতম্।
অতীব হি মহান্ যত্নঃ ক্রিয়তেঽয়ং নিরর্থকঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিশ্চয়মিতি। প্রতিবারণহেত্বর্থং তপসো নিবারণার্থম্। সযক্ষ্মণো যক্ষ্মরোগিণঃ ॥২৯—৩০॥

যবেতি। তীর্থং ঘট্টঃ, উচিতমভ্যস্তম্, শৌচকর্ম্মণি স্নানাদৌ চকার কর্ত্তুমারেভে ॥৩১॥

যদেতি। অস্য ইন্দ্রস্য, বাক্যং নিষেধবচনম্। নিদর্শয়ন্ দৃষ্টান্তত্বেন ॥৩২—৩৩॥

তমিতি। তং ব্রাহ্মণম্। নিবন্ধনে সেতুবন্ধনে ॥৩৪॥

কিমিতি। ইদং কার্য্যম্। তে ত্বয়া। সেতুবন্ধনাত্মমানান্নিরর্থক ইত্যুক্তিঃ ॥৩৫॥

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র মহাত্মা যবক্রীতমুনির তপস্যার প্রতিই সেই নিশ্চয় জানিয়া, তাহা হইতে বারণ করিবার জন্য বুদ্ধিদ্বারা একটী উপায় স্থির করিয়া, বহুশত বর্ষবয়স্ক, দুর্ব্বল ও যক্ষ্মরোগগ্রস্ত এক তপস্বী ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন ॥২৯—৩০॥

তা'র পর যবক্রীতমুনির স্নানপ্রভৃতি কার্য্যে যে ঘাটটী অভ্যস্ত ছিল, গঙ্গার সেই ঘাটে যাইয়া সেই ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বালুকাদ্বারা একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥

যবক্রীত যখন ইন্দ্রের নিষেধবাক্য রক্ষা করিলেন না, তখন ইন্দ্র বালুকাদ্বারাই যেন গঙ্গা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনবরত গঙ্গাজলে বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন; এইভাবে তিনি যবক্রীতকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে থাকিয়া সেতুবন্ধন আরম্ভ করিলেন ॥৩২—৩৩॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ যবক্রীত সেই ব্রাহ্মণকে সেতুবন্ধনে যত্নবান্ দেখিলেন; তখন তিনি হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

বন্ধিষ্যে সেতুনা গঙ্গাং সুখঃ পন্থা ভবিষ্যতি।
ক্লিশ্যতে হি জনস্তাত! চরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬॥

যবক্রীত উবাচ।

নায়ং শক্যস্ত্বয়া বদ্ধুং মহানোঘস্তপোধন!।
অশক্যাদ্বিনিবর্ত্তস্ব শক্যমর্থং সমারভ ॥৩৭॥

ইন্দ্র উবাচ।

যথৈব ভবতা চেদং তপো বেদার্থমুদ্যতম্।
অশক্যং তদ্বদস্মাভিরয়ং ভারঃ সমাহিতঃ ॥৩৮॥

যবক্রীত উবাচ।

যথা তব নিরর্থোঽয়মারম্ভস্ত্রিদশেশ্বর!।
তথা যদি মমাপীদং মন্যসে পাকশাসন! ॥৩৯॥
ক্রিয়তাং যদ্ভবেচ্ছক্যং ত্বয়া সুরগণেশ্বর!।
বরাংশ্চ মে প্রযচ্ছান্যান্ যৈর্বিদ্বান্ ভবিতাস্ম্যহম্ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বন্ধিষ্য ইতি। অত্রাত্মনেপদমিড়াগমশ্চার্যৌ। হি যস্মাৎ। চরমাণশ্চরন্ ॥৩৬॥

নেতি। অয়ং সেতুঃ। ওঘো জলবেগঃ। অর্থং বিষয়ম্ ॥৩৭॥

যথেতি। বেদার্থং বেদলাভার্থম্, উদ্যতমারব্ধম্। সমাহিতঃ স্বয়মেব ধৃতঃ ॥৩৮॥

যথেতি। পূর্ব্বনিবারণেনেদানীং নিবারণেন চেন্দ্রানুমানাত্রিদশেশ্বরেত্যাদিসম্বোধনম্। অন্যান্ বেদব্যতিরিক্তশাস্ত্রবিষয়কান্ ॥৩৯—৪০॥

"ব্রাহ্মণ! এটা কি হইতেছে? আপনি কি করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন? এটা যে নিরর্থক অতিগুরুতর চেষ্টা করিতেছেন!" ॥৩৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—"বৎস! আমি সেতুদ্বারা গঙ্গা বন্ধন করিব; তাহা হইলেই সুগম পথ হইবে। কারণ, মানুষ এই অবস্থায় বার বার যাতায়াত করিবার সময়ে বড় কষ্ট ভোগ করে" ॥৩৬॥

যবক্রীত বলিলেন—"তপোধন! আপনি এ সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ, জলের বেগ বড়ই গুরুতর; সুতরাং আপনি এই অসাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন; যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা করুন" ॥৩৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—"আপনি যেমন বেদজ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই অসাধ্য তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও তেমনই এই ভার গ্রহণ করিয়াছি" ॥৩৮॥

যবক্রীত বলিলেন—"দেবরাজ! আপনার এই উদ্যম যেমন নিরর্থক,

(৪০)...যৈরহংতান্ ভবিতাস্ম্যতি—বা ব কা পি।

লোমশ উবাচ।

তস্মৈ প্রাদাদ্বরানিন্দ্র উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ।
প্রতিভাস্যন্তি তে বেদাঃ পিত্রা সহ যথেপ্সিতাঃ ॥৪১॥
যচ্চান্যৎ কাঙ্ক্ষসে কামং যবক্রীর্গম্যতামিতি।
স লব্ধকামঃ পিতরং সমেত্যাথেদমব্রবীৎ ॥৪২॥

যবক্রীত উবাচ।

প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদা মম তাতস্য চোভয়োঃ।
অতি চান্যান্ ভবিষ্যাবো বরা লব্ধাস্তথা ময়া ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

দর্পস্তে ভবিতা তাত! বরাল্লব্ধ্বা যথেপ্সিতান্।
স দর্পপূর্ণঃ কৃপণঃ ক্ষিপ্রমেব বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি। বেদলাভবরদানে শক্তত্বাদেব তদ্বরদানম্। পিত্রা সহ তে তব ॥৪১॥
যদিতি। কাম্যত ইতি কামমভীষ্টং বস্তু, কাঙ্ক্ষসে, তদপি প্রাপ্স্যতীতি শেষঃ ॥৪২॥
প্রতীতি। অন্যান্ রৈভ্যাদীন্, অতি বেদবিদ্যয়া অতিক্রান্তৌ ॥৪৩॥
দর্প ইতি। হে তাত! বৎস!। স ত্বম্, কৃপণঃ ক্ষুদ্রচেতাঃ ॥৪৪॥

আমার এই তপস্যাকেও যদি তেমনই নিরর্থক মনে করেন, তবে আপনি যাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা করুন—আপনি আমাকে অন্য বর দান করুন, যাহাতে আমি বিদ্বান্ হইতে পারি" ॥৩৯—৪০॥

লোমশ বলিলেন—"তখন মহাতপা যবক্রীত যাহা প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে সেই বরই দান করিলেন (বলিলেন—) "যবক্রীত! আপনার ও আপনার পিতার হৃদয়ে অভীষ্ট বেদ আবির্ভূত হইবে ॥৪১॥

এবং আপনি অন্য যাহা কামনা করেন, তাহাও লাভ করিবেন; এখন যান"। তাহার পর যবক্রীত অভীষ্ট লাভ করিয়া পিতার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন" ॥৪২॥

যবক্রীত বলিলেন—"পিতঃ! আমার এবং আপনার দুই জনেরই হৃদয়ে বেদ আবির্ভূত হইবে এবং আমরা দুই জনেই সেই বেদবিদ্যায় অন্য সকলকে অতিক্রম করিতে পারিব; এইরূপ বরই আমি লাভ করিয়াছি" ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—"বৎস! অভীষ্ট বর লাভ করায় তোমার দর্প জন্মিবে এবং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে ক্ষুদ্রহৃদয় হইয়া সত্বরই বিনষ্ট হইবে ॥৪৪॥

(৪৩)···অতীবান্যান্—বা ব কা পি।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমাং গাথাং দেবৈরুদাহৃতাম্ ।
মুনিরাসীৎ পুরা পুত্র ! বালধির্নাম বীর্য্যবান্ ॥৪৫॥
স পুত্রশোকাদুদ্বিগ্নস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্ ।
ভবেন্মম সুতোঽমর্ত্ত্য ইতি তং লব্ধবাংশ্চ সঃ ॥৪৬॥
তস্য প্রসাদো দেবৈশ্চ কৃতো ন ত্বমরৈঃ সমঃ ।
নামর্ত্ত্যো বিদ্যতে মর্ত্ত্যো নিমিত্তায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৭॥

বালধিরুবাচ ।

যথেমে পর্ব্বতাঃ শশ্বত্তিষ্ঠন্তি সুরসত্তমাঃ ! ।
অক্ষয়াস্তন্নিমিত্তং মে সুতস্যায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

তস্য পুত্রস্তদা জজ্ঞে মেধাবী ক্রোধনঃ সদা ।
স তচ্ছ্রুত্বাঽকরোদ্দর্পমৃষীংশ্চৈবাবমন্যত ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। উদাহরন্তি শিষ্টা ইতি শেষঃ, গাথামুপাখ্যানম্ ॥৪৫॥

স ইতি। পুত্রশোকাৎ পুত্রাভাবনিবন্ধনাদ্দুঃখাৎ, উদ্বিগ্নঃ অস্থিরচিত্তঃ। অমর্ত্ত্যঃ অমরঃ ॥৪৬॥

তস্যেতি। প্রসাদঃ কৃতঃ পুত্রদানমাত্রেণ, ন তু অমরৈঃ সমঃ কৃতঃ স পুত্রোঽপ্যমরো ন কৃত ইত্যর্থঃ। যেন হি মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা নরঃ, অমর্ত্ত্যঃ অমরণধর্ম্মা ন বিদ্যতে ন ভবতি। কিন্তু নিমিত্তং যৎকিঞ্চিচ্চিহ্নমিব আয়ুর্যস্য স তাদৃশো ভবিষ্যতীতি চোক্তমিতি শেষঃ ॥৪৭॥

যথেতি। শশ্বৎ সদা। তন্নিমিত্তং তন্নিদর্শনকম্। এষাং পর্ব্বতানাং নাশে নাশঃ স্থিতৌ চ স্থিতিরিতি ভাবঃ ॥৪৮॥

পুত্র ! এ বিষয়ে শিষ্ট লোকেরা দেবগণের উদাহৃত একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করেন। যথা—পূর্ব্বকালে 'বালধি'-নামে এক প্রভাবশালী মুনি ছিলেন ॥৪৫॥

তাঁহার পুত্র না থাকায় তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া 'আমার একটী অমর পুত্র হউক' এইরূপ কামনা করিয়া অতিদুষ্কর তপস্যা করেন এবং যথাকালে পুত্রলাভও করেন ॥৪৬॥

দেবতারা তাঁহার উপরে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সে পুত্রটীকে অমর করেন নাই। (তবে, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে,) মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য হয় না, অর্থাৎ মানুষ অমর হয় না ; তবে কোন নিদর্শনের মত ইহার আয়ু হইবে" ॥৪৭॥

তখন বালধি বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠগণ ! এই পর্ব্বতগুলি যেমন চিরকাল অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, আমার পুত্রের আয়ুও সেইরূপই অক্ষয় হউক" ॥৪৮॥

---

(৪৫)…ইমা গাথা দেবৈরুদাহৃতাঃ—বা ব কা নি

বিকুর্ব্বাণো মুনীনাঞ্চ ব্যচরৎ স মহীমিমাম্।
আসসাদ মহাবীর্য্যং ধনুষাক্ষং মনীষিণম্ ॥৫০॥
তস্যাপচক্রে মেধাবী তং শশাপ স বীর্য্যবান্।
ভব ভস্মেতি চোক্তঃ স ন ভস্ম সমপদ্যত ॥৫১॥
ধনুষাক্ষস্তু তং দৃষ্ট্বা মেধাবিনমনাময়ম্।
নিমিত্তমস্য মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৫২॥
স নিমিত্তে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ।
তং মৃতং পুত্রমাদায় বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। মেধাবী নাম। তচ্চ পরস্তাৎ স্ফুটীভবিষ্যতি। তৎ আত্মনঃ পর্ব্বত-তুল্যায়ুষ্ট্বম্ ॥৪৯॥

বীতি। বিকুর্ব্বাণঃ অপকারকরণেন মনসি বিকারং জনয়ন্। ধনুষাক্ষং নাম ॥৫০॥

তস্যেতি। স ধনুষাক্ষো মুনিঃ। ভস্ম ন সমপদ্যত ভস্ম নাভবৎ, দেববরাৎ ॥৫১॥

ধনুষেতি। অনাময়ং সুস্থম্। নিমিত্তম্ আয়ুর্নিদর্শনীভূতং পর্ব্বতসমূহম্, ভেদয়ামাস বভঞ্জ, বীর্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্। অত্রায়মাশয়ঃ—যাবদিমে পর্ব্বতাস্তিষ্ঠন্তি তাবদস্যায়ুস্তিষ্ঠত্বিতি পিতৃপ্রার্থনানুসারেণ দেববরাৎ পর্ব্বতস্থিত্যা তস্য ন ভস্মত্বম্। তদ্বিভাব্য তং ভস্মীকর্ত্তুং তপঃপ্রভাবাদ্ধনুষাক্ষঃ পর্ব্বতানেব বভঞ্জেতি ॥৫২॥

তদেবাহ—স ইতি। নিমিত্তে আয়ুর্নিদর্শনীভূতে পর্ব্বতসমূহে। পিতা বালধিঃ ॥৫৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—"তখন বালধিমুনির 'মেধাবী'-নামে সর্ব্বদা কোপনস্বভাব একটী পুত্র জন্মিল; সেই পুত্র নিজের আয়ু পর্ব্বতের তুল্য শুনিয়া দর্প করিতে লাগিল এবং মুনিগণের অবমাননা করিতে থাকিল ॥৪৯॥

এবং মেধাবী, মুনিগণের অপকার করিতে থাকিয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল; একদা সে—অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী ও অসাধারণ জ্ঞানী ধনুষাক্ষমুনির নিকট উপস্থিত হইল ॥৫০॥

এবং তাঁহারও অপকার করিল; তখন প্রভাবশালী ধনুষাক্ষমুনি তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, 'তুই ভস্ম হ'; কিন্তু মেধাবী ভস্ম হইল না! ॥৫ ॥

তখন প্রভাবশালী ধনুষাক্ষমুনি মেধাবীকে সুস্থই দেখিয়া উহার আয়ুর নিদর্শন পর্ব্বতগুলিকে মহিষদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥৫২॥

তাহার আয়ুর নিদর্শন পর্ব্বতগুলি বিনষ্ট হইলে, সে মেধাবীও তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। তাহার পর তাহার পিতা বালধি আসিয়া সেই মৃত পুত্র মেধাবীকে কোলে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

লালপ্যমানং তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ পরমার্ত্তবৎ ।
ঊচুর্বেদবিদঃ সর্ব্বে গাথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫৪॥
ন দিষ্টমর্থমত্যেতুমীশো মর্ত্ত্যঃ কথঞ্চন ।
মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুষাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫॥
এবং লব্ধ্বা বরান্ বালা দর্পপূর্ণাস্তপস্বিনঃ ।
ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ন স্যাত্তথা ভবান্ ॥৫৬॥
এষ রৈভ্যো মহাবীর্য্যঃ পুত্রৌ চাস্য তথাবিধৌ ।
তং যথা পুত্র ! নাভ্যেষি তথা কুর্য্যাস্ত্বতন্দ্রিতঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

লালপ্যেতি। লালপ্যমানং ভৃশং বিলপন্তম্, তং বালধিম্। গাথাং বাক্যম্ ॥৫৪॥

নেতি। মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা জনঃ কথঞ্চনাপি, দিষ্টং দৈবনির্দ্দিষ্টম্, অর্থং বিষয়ম্, অত্যেতু-ঃ তিক্রমিতুম্, ঈশঃ সমর্থো ন ভবতি। অত্রোদাহরণমাহ—মহিষৈরিতি। ধনুষাক্ষো মুনির্মহিষৈরেব মহীধরান্ ভেদয়ামাস বভঞ্জ। তথা চ দিষ্টবশাদেব মহিষৈরশক্যমপি পর্ব্বতভেদনং ধনুষাক্ষেণ কৃতমিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

এবমিতি। বালা অল্পবয়স্কাঃ, দর্পপূর্ণাঃ সন্তঃ। ভবান্ যবক্রীতঃ ॥৫৬॥

এষ ইতি। রৈভ্যো মুনিঃ, মহাবীর্য্যঃ অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২২—২৫॥ ন প্রতিভাস্যন্তীতি নকারাবৃত্ত্যা যোজ্যম্ ॥২৬—৪৫॥ অমর্ত্ত্য ইতি চ্ছেদঃ, অমর ইত্যর্থঃ ॥৪৬—৫১॥ নিমিত্তং পর্ব্বতান্, ভেদয়ামাস খণ্ডয়ামাস ॥৫২—৫৪॥ দিষ্টং দৈববিহিতম্ ॥৫৫—৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১১॥

তাহাকে অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখিয়া বেদজ্ঞ মুনিরা সকলেও অত্যন্ত শোকার্ত্তের ন্যায় হইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর—॥৫৪॥

"মানুষ কোন প্রকারেই দৈবনির্দ্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। দেখ—ধনুষাক্ষমুনি মহিষদ্বারা পর্ব্বতগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।" ॥৫৫॥

যবক্রীত! তপস্বিবালকেরা বর লাভ করিয়া এইরূপই দর্পপূর্ণ হইয়া সত্বরই বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তুমিও যাহাতে সেইরূপ না হও (তাহা করিও) ॥৫৬॥

এই রৈভ্যমুনি অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী এবং ইঁহার পুত্র দুইজনও সেইরূপই; সুতরাং পুত্র! তোমার যাহাতে উঁহার নিকট না যাইতে হয়, সাবধান হইয়া তাহা করিও ॥৫৭॥

স হি ক্রুদ্ধঃ সমর্থশ্চ পুত্র! পীড়য়িতুং রুষা।
রৈভ্যশ্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮॥

যবক্রীত উবাচ।

এবং করিষ্যে মা তাপং তাত! কার্ষীঃ কথঞ্চন।
যথা হি মে ভবান্ মান্যস্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯॥

লোমশ উবাচ।

উক্ত্বা স পিতরং শ্লক্ষ্ণং যবক্রীরকুতোভয়ঃ।
বিপ্রকুর্ব্বন্নৃষীনন্যানতুষ্যৎ পরয়া মুদা ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

স ইতি। ক্রুদ্ধ আগন্তুককারণেন, কোপনশ্চ স্বভাবত ইত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥৫৮॥

এবমিতি। তাপমুদ্বেগম্। পিতা পিতৃসখত্বাৎ পিতৃতুল্যঃ ॥৫৯॥

উক্ত্বেতি। শ্লক্ষ্ণং কোমলম্। বিপ্রকুর্ব্বন্ অপকারকরণেন বিকৃতান্ কুর্ব্বন্ ॥৬০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামেকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

কারণ, মহর্ষি রৈভ্য তপস্বী, কোপনস্বভাব এবং আগন্তুক কারণেও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন; সুতরাং পুত্র! তিনি ক্রোধবশতঃ অনিষ্ট করিতে পারেন" ॥৫৮॥

যবক্রীত বলিলেন—"পিতঃ! আমি এইরূপই করিব, আপনি কোন প্রকার উদ্বেগ করিবেন না। আপনি যেমন আমার পিতা বলিয়া মাননীয়, রৈভ্যও তেমন আমার পিতার সখা বলিয়া মাননীয়" ॥৫৯॥

লোমশ বলিলেন—"যবক্রীত পিতাকে এইরূপ কোমল বাক্য বলিয়া, অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিদের অপকার করিতে থাকিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল" ॥৬০॥

—:*:—

* '...পঞ্চত্রিংশদধিক...'—বা ব কা পি, '...সপ্তত্রিংশদধিক...'—নি।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

চংক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকুতোভয়ঃ।
জগাম মাধবে মাসি রৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১॥
স দদর্শাশ্রমে রম্যে পুষ্পিতদ্রুমভূষিতে।
বিচরন্তীং স্নুষাং তস্য কিন্নরীমিব ভারত! ॥২॥
যবক্রীস্তামুবাচেদমুপতিষ্ঠস্ব মামিতি।
নির্লজ্জো লজ্জয়া যুক্তাং কামেন হৃতচেতনঃ ॥৩॥
সা তস্য শীলমাজ্ঞায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী।
তেজস্বিতাঞ্চ রৈভ্যস্য তথেত্যুক্ত্বা জগাম হ ॥৪॥
তত একান্তমানীয় লজ্জয়ামাস ভারত!।
আজগাম তদা রৈভ্যঃ স্বমাশ্রমমরিন্দম! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

চংক্রম্যেতি। চংক্রম্যমাণো ভৃশং বিচরন্। মাধবে উদ্দীপকে বৈশাখে ॥১॥

স ইতি। স্নুষাং কনিষ্ঠপুত্রস্য পরাবসোর্বধূম্, তস্য রৈভ্যস্য ॥২॥

যবক্রীরিতি। উপতিষ্ঠস্ব রমণেন সেবস্ব। হৃতচেতন আকৃষ্টচিত্তঃ ॥৩॥

সেতি। তেজস্বিতাঞ্চাজ্ঞায়। তথা চ স্বতেজসা রৈভ্য এবৈনং দময়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥৪॥

তত ইতি। লজ্জয়ামাস 'মামুপতিষ্ঠস্ব' ইতি পূর্ব্ববদ্বাক্যেনৈব লজ্জিতাং চকার ॥৫॥

লোমশ বলিলেন—"তখন যবক্রীত অকুতোভয়ে নিরন্তর বিচরণ করিতে থাকিয়া একদা বৈশাখমাসে রৈভ্যাশ্রমে গমন করিল ॥১॥

ভরতনন্দন! তখন যবক্রীত, পুষ্পিত বৃক্ষে পরিশোভিত মনোহর আশ্রমে রৈভ্যের কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে কিন্নরীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিল ॥২॥

তখন যবক্রীত কামাকৃষ্টচিত্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই লজ্জিতা রমণীকে এই কথা বলিল—"তুমি আমাকে ভজনা কর" ॥৩॥

তখন সেই রমণী যবক্রীতের স্বভাব বুঝিয়া, রৈভ্যের তেজস্বিতার বিষয় স্মরণ করিয়া এবং যবক্রীতের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল ॥৪॥

(৫) তত একান্তমুন্নীয় মজ্জয়ামাস—বা ব কা, তত একান্তমানীয় মজ্জয়ামাস—পি।

রুদতীঞ্চ স্নুষাং দৃষ্ট্বা ভার্য্যামার্ত্তাং পরাবসোঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পর্য্যপৃচ্ছদ্যুধিষ্ঠির! ॥৬॥
সা তস্মৈ সর্ব্বমাচষ্ট যবক্রীভাষিতং শুভা।
প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূর্ব্বং তথাত্মনা ॥৭॥
শৃণ্বানস্যৈব রৈভ্যস্য যবক্রীতস্য চেষ্টিতম্।
দহন্নিব তদা চেতঃ ক্রোধঃ সমভবন্মহান্ ॥৮॥
স তদা মন্যুনাবিষ্টস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্।
অবলুঞ্চ্য জটামেকাং জুহাবাগ্নৌ সুসংস্কৃতে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

রুদতীমিতি। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া, পর্য্যপৃচ্ছৎ রোদনকারণমিতি শেষঃ ॥৬॥
সেতি। তস্মৈ রৈভ্যায়। প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, প্রেক্ষাপূর্ব্বং বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥৭॥
শৃণ্বানস্যেতি। চেষ্টিতং ব্যবহৃতম্। ক্রোধঃ ক্রোধানলঃ ॥৮॥
স ইতি। মন্যুনা আগন্তুকক্রোধেনাপি। অবলুঞ্চ্য হস্তেনোৎপাট্য ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চংক্রম্যমাণ ইতি। চংক্রম্যমাণো ভৃশং পর্য্যটন্, মাধবে বৈশাখে ॥১—২॥ হৃতচেতনো বশীকৃতচিত্তঃ ॥৩—৪॥ একান্তমুন্নীয় একান্তে কার্য্যং রতং সমাপ্য মজ্জয়ামাস শোকসমুদ্রে ইতি শেষঃ। সজ্জয়ামাসেতি পাঠে শ্বশুরমপকর্ত্তুং রৈভ্যং সন্নদ্ধং চকার তদেবাহ — আজগামেত্যাদিনা ॥৫—৬॥ প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, মদুপরি বলাৎকারং কৃতবানিত্যুক্তবতীত্যর্থঃ ॥৭—৮॥

অরিন্দম ভরতনন্দন! তাহার পর যবক্রীত সেই রমণীকে একপ্রান্তে নিয়া (আবারও সেই কথা বলিয়া) তাহাকে লজ্জিত করিল। তখন রৈভ্যমুনি আপন আশ্রমে আগমন করিলেন ॥৫॥

যুধিষ্ঠির! তখন রৈভ্যমুনি কনিষ্ঠপুত্র পরাবসুর ভার্য্যাকে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া, কোমল বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

তখন পরাবসুর ভার্য্যা রৈভ্যের নিকট যবক্রীতের সমস্ত উক্তিগুলি বলিল এবং নিজেই যে বুদ্ধিপূর্ব্বক যবক্রীতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাও জানাইল ॥৭॥

যবক্রীতের ব্যবহার শুনিবার সময়েই রৈভ্যমুনির চিত্ত দগ্ধ করিতে থাকিয়াই যেন গুরুতর ক্রোধ জন্মিল ॥৮॥

রৈভ্যমুনি একে অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন, তাহাতে আবার আগন্তুক

---

(৮)…যবক্রেস্তদ্বিচেষ্টিতম্—বা ব কা নি। (৯)…সুসংস্কৃতৈঃ—বা ব কা।

ততঃ সমভবন্নারী তস্যা রূপেণ সম্মিতা।
অবলুঞ্চ্যাপরাঞ্চাথ জুহাবাগ্নৌ জটাং পুনঃ ॥১০॥
ততঃ সমভবদ্রক্ষো ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্।
অব্রূতাং তৌ তদা রৈভ্যং কিং কার্য্যং করবাবহে ॥১১॥
তাবব্রবীদৃষিঃ ক্রুদ্ধো যবক্রীর্বধ্যতামিতি।
জগ্মতুস্তৌ তথেত্যুক্ত্বা যবক্রীতজিঘাংসয়া ॥১২॥
ততস্তং সমুপস্থায় কৃত্যা সৃষ্টা মহাত্মনা।
কমণ্ডলুং জহারাস্য মোহয়িত্বেব ভারত ! ॥১৩॥
উচ্ছিষ্টস্তু যবক্রীতমপকৃষ্টকমণ্ডলুম্।
তত উদ্যতশূলঃ স রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ অগ্নিতঃ, তস্যা জটায়া রূপেণ সম্মিতা কৃষ্ণবর্ণেত্যর্থঃ ॥১০॥

তত ইতি। রক্ষঃ কশ্চন রাক্ষসঃ, ঘোরাক্ষং ভয়ঙ্করনেত্রম্। তৌ নারীরাক্ষসৌ ॥১১॥

তাবিতি। ঋষিঃ রৈভ্যঃ। যবক্রীর্যবক্রীতঃ। তথা তদেব করিষ্যাবঃ ॥১২॥

তত ইতি। তং যবক্রীতম্, সমুপস্থায় উপগম্য, কৃত্যা আভিচারিকী দেবতা সা নারী। কমণ্ডলুহরণম্ উচ্ছিষ্টমুখস্য যবক্রীতস্যাচমনবিঘাতার্থম্ ॥১৩॥

উচ্ছিষ্টমিতি। উচ্ছিষ্টম্ উচ্ছিষ্টমুখম্, অপকৃষ্টকমণ্ডলুম্, অতএব ব্যাহতাচমনকম্। অতএব চ জলাশয়ান্বেষণমিত্যবধেয়ম্ ॥১৪॥

ক্রোধেও আকুল হইয়া একটা জটা ছিঁড়িয়া সংস্কৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

তখন সেই জটার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একটা স্ত্রী সেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার পর আবার তিনি আর একটা জটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥১০॥

তাহাতেও ভয়ঙ্কর নয়ন ও ভয়ঙ্কর দর্শন একটা রাক্ষস উৎপন্ন হইল। তখন তাহারা রৈভ্যমুনিকে বলিল—"আমরা আপনার কি কার্য্য করিব ?" ॥১১॥

তখন ক্রুদ্ধ রৈভ্যমুনি তাহাদিগকে বলিলেন—"যবক্রীতকে বধ কর"। 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাহারা যবক্রীতকে বধ করিবার জন্য চলিয়া গেল ॥১২॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর রৈভ্যমুনির সৃষ্ট সেই নারী যবক্রীতের নিকট যাইয়া তাহাকে যেন মুগ্ধ করিয়া তাহার কমণ্ডলুটী হরণ করিল ॥১৩॥

যবক্রীতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল, কমণ্ডলুও হরণ করিয়াছিল; এমন সময়ে সেই রাক্ষস শূল উত্তোলন করিয়া যবক্রীতের দিকে ধাবিত হইল ॥১৪॥

তমাদ্রবন্তং সংপ্রেক্ষ্য শূলহস্তং জিঘাংসয়া।
যবক্রীঃ সহসোত্থায় প্রাদ্রবদ্‌যেন বৈ সরঃ ॥১৫॥
জলহীনং সরো দৃষ্ট্বা যবক্রীস্ত্বরিতঃ পুনঃ।
জগাম সরিতঃ সর্ব্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোষিতাঃ ॥১৬॥
স কাল্যমানো ঘোরেণ শূলহস্তেন রক্ষসা।
অগ্নিহোত্রে পিতুর্ভীতঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥১৭॥
স বৈ প্রবিশমানস্তু শূদ্রেণান্ধেন রক্ষিণা।
নিগৃহীতো বলাদ্দ্বারি সোঽবাতিষ্ঠত পার্থিব! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উত্থায় ভোজনপীঠাৎ। যেন দিগ্‌ভাগেন সর আসীৎ, তেন দিগ্‌ভাগেন প্রাদ্রবৎ আচমনায়াধাবৎ। অত্রায়মাশয়ঃ—তদানীং সমাপ্তভোজনো যবক্রীতস্তৎপীঠস্থিত এব তাদৃশং রাক্ষসমাগচ্ছন্তমবলোক্য উচ্ছিষ্টমুখত্বেনাপবিত্রতয়া শাপদানানর্হত্বেন রাক্ষসনিবারণাশক্তত্বাৎ কমণ্ডলোশ্চাদর্শনাদাচমনায়ৈব সরোবরাদৌ প্রদ্রুতঃ। তথা চ "উচ্ছিষ্টেন তু বিপ্রেণ বিপ্রঃ স্পৃষ্টস্তু তাদৃশঃ। উভৌ স্নানং প্রকুর্ব্বীত সদ্য এব সমাহিতৌ॥" "সুপ্ত্বা ক্ষুত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিষ্ঠীব্যোক্ত্বাঽনৃতং বচঃ। পীত্বাপোঽধ্যেষ্যমাণশ্চ আচামেৎ প্রয়তোঽপি সন্॥" ইতি প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বধৃতস্মৃতিভ্যামুচ্ছিষ্টমুখত্বাবস্থায়ামপবিত্রত্বম্, আচমনেন চ তদপনোদনং সূচিতম্। অপবিত্রাবস্থায়ামেব চ রাক্ষসাদ্যাক্রমণং প্রসিদ্ধমিতি ॥১৫॥

জলেতি। জলহীনং রৈভ্যমায়য়া। বিশোষিতা রৈভ্যমায়য়ৈব ॥১৬॥

স ইতি। কাল্যমান আক্রম্যমাণঃ। অগ্নিহোত্রে তদ্‌গৃহে, প্রবিবেশ প্রবেষ্টুমুদ্যতঃ ॥১৭॥

স ইতি। অন্ধেনেত্যনেন শূদ্রস্য প্রভুপুত্রতয়া অপরিচয়ঃ সূচিতঃ। নিগৃহীতো ধৃতঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সুসংস্কৃতৈঃ স্বরবর্ণাদিসংস্কারযুক্তৈর্মন্ত্রৈঃ ॥৯॥ নারী কৃত্যা ॥১০—১৬॥ কাল্যমানঃ সর্ব্বতো নিষিধ্যমানঃ, অগ্নিহোত্র অগ্নিহোত্রশালায়াম্ ॥১৭॥ অবাতিষ্ঠত বহিরেব ॥১৮—২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১২॥

বধ করিবার ইচ্ছায় শূলহস্তে সেই রাক্ষস আসিতেছে দেখিয়া যবক্রীত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া—যে দিকে সরোবর ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল ॥১৫॥

যবক্রীত সে সরোবরটাকে জলশূন্য দেখিয়া পুনরায় সত্বর সকল নদীতে গেল; কিন্তু সে নদীগুলিও তখন শুষ্ক হইয়া ছিল ॥১৬॥

শূলধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস আক্রমণ করিতে আসিতেছিল; তাই ভীত হইয়া যবক্রীত তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল ॥১৭॥

কিন্তু প্রবেশ করিবার সময়েই দ্বাররক্ষী অন্ধ একটা শূদ্র যবক্রীতকে বল-

নিগৃহীতস্তু শূদ্রেণ যবক্রীতং স রাক্ষসঃ।
তাড়য়ামাস শূলেন স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥১৯॥
যবক্রীতং স হত্বা তু রাক্ষসো রৈভ্যমাগমৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু রৈভ্যেণ তয়া নার্য্যা সহাবসৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

ভরদ্বাজস্তু কৌন্তেয়! কৃত্বা স্বাধ্যায়মাহ্নিকম্।
সমিৎকলাপমাদায় প্রবিবেশ স্বমাশ্রমম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নিগৃহীতমিতি। তাড়য়ামাস বক্ষসি। ভিন্নহৃদয়ো বিদীর্ণবক্ষাঃ ॥১৯॥

যবেতি। অনুজ্ঞাতঃ তয়া নার্য্যা সহ বাসায়ানুমতঃ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভরেতি। আহ্নিকং দৈনিকম্, স্বাধ্যায়ং বেদপাঠম্। সমিধাং কলাপং সমূহম্ ॥১॥

পূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিল। ভরতনন্দন! তখন যবক্রীত সেই দ্বারদেশেই থাকিল ॥১৮॥

এই সময়ে সেই রাক্ষস আসিয়া শূদ্রকর্ত্তৃক ধৃত যবক্রীতকে শূলদ্বারা আঘাত করিল; যবক্রীতও বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৯॥

এইভাবে সেই রাক্ষস যবক্রীতকে বধ করিয়া রৈভ্যমুনির নিকট গেল এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল" ॥২০॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"কুন্তীনন্দন! ভরদ্বাজমুনি দৈনিক বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া সমিৎসমূহ লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥১॥

* '.. ষট্ত্রিংশদধিকশততমঃ...'—বা ব কা পি, '.. অষ্টত্রিংশদধিকশততমঃ...'—নি।

তং স্ম দৃষ্ট্বা পুরা সর্ব্বে সমুত্তিষ্ঠন্তি পাবকাঃ।
ন ত্বেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাগ্নয়ঃ ॥২॥
বৈকৃতং ত্বগ্নিহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতপাঃ।
তমন্ধং শূদ্রমাসীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ ॥৩॥
কিন্নু মে নাগ্নয়ঃ শূদ্র! প্রতিনন্দন্তি দর্শনম্।
ত্বঞ্চাপি ন যথা পূর্ব্বং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥৪॥
কচ্চিন্ন রৈভ্যং পুত্রো মে গতবানল্পচেতনঃ।
এতদাচক্ষ্ব মে শীঘ্রং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ॥৫॥

শূদ্র উবাচ।

রৈভ্যং য়াতো নূনময়ং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ।
তথাহি নিহতঃ শেতে রাক্ষসেন বলীয়সা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। সমুত্তিষ্ঠন্তি ঊর্দ্ধশিখাঃ প্রজ্বলন্তি স্ম। উপতিষ্ঠন্তি পূর্ব্ববদূর্দ্ধশিখাঃ সন্তঃ সেবন্তে, হতপুত্রত্বেনামঙ্গলদর্শনাৎ অবনতশিখত্বেন বিষাদসূচনাদিতি ভাবঃ ॥২॥

বৈকৃতমিতি। বৈকৃতং বিকারং পূর্ব্বতোঽন্যথাভাবম্। গৃহপালমাশ্রমরক্ষকম্ ॥৩॥

কিমিতি। ত্বঞ্চাপি ন প্রতিনন্দসীত্যর্থঃ। কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামি ॥৪॥

কচ্চিদিতি। অল্পচেতনঃ অল্পবুদ্ধিঃ। শুধ্যতি প্রসীদতি ॥৫॥

রৈভ্যমিতি। নূনমিত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্। তথাহি তেনৈব হেতুনা ॥৬॥

তখন তাঁহার হোমগৃহের অগ্নি সকল পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশিখ হইয়া জ্বলিতে লাগিল না, কিংবা অগ্নিগুলি হতপুত্র বলিয়া উঁহার সেবাও করিল না ॥২॥

তাহার পর মহাতপা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহের অগ্নিগুলির এইরূপ অন্য ভাব দেখিয়া উপবিষ্ট আশ্রমরক্ষক সেই অন্ধ শূদ্রকে বলিলেন—॥৩॥

"শূদ্র! অগ্নিগুলি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সন্দর্শনের অভিনন্দন করিতেছে না কেন? তুমিই বা অভিনন্দন করিতেছ না কেন? এ আশ্রমের মঙ্গল ত? ॥৪॥

আমার অল্পবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমুনির আশ্রমে যায় নাই ত? ইহা আমার নিকট সত্বর বল। কারণ, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না" ॥৫॥

শূদ্র বলিল—"মহর্ষি! আমি মনে করি—আপনার এই অল্পবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন; সেই জন্যই প্রবল রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৬॥

প্রকাল্যমানস্তেনাসৌ শূলহস্তেন রক্ষসা।
অগ্ন্যাগারং প্রতি দ্বারি ময়া দোর্ভ্যাং নিবারিতঃ ॥৭॥
ততঃ স বিহতাশোঽত্র জলকামোঽশুচির্ধ্রুবম্।
নিহতঃ সোঽতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষসা ॥৮॥
ভরদ্বাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা শূদ্রস্য বিপ্রিয়ং মহৎ।
গতাসুং পুত্রমাদায় বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥৯॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণানাং কিলার্থায় ননু ত্বং তপ্তবাংস্তপঃ।
দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভান্ত্বিতি ॥১০॥
তথা কল্যাণশীলস্ত্বং ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
অনাগাঃ সর্ব্বভূতেষু কথং মৃত্যুমুপেযিবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। প্রকাল্যমান আক্রম্যমাণঃ। প্রতি আগচ্ছন্নিতি শেষঃ, দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৭॥
তত ইতি। বিহিতাশঃ অগ্ন্যাগারপ্রবেশাশারহিতঃ, অশুচিঃ, উচ্ছিষ্টমুখত্বাৎ ॥৮॥
ভরেতি। শূদ্রস্য মুখাৎ, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়ম্। গতাসুং নির্গতপ্রাণম্ ॥৯॥
ব্রাহ্মণানামিতি। অর্থায় প্রয়োজনায়। সম্প্রতিভান্তু আত্মনি সম্যক্ স্ফুরন্তু ॥১০॥
তথেতি। কল্যাণশীলো মঙ্গলসম্পাদনস্বভাবঃ। অনাগা নিরপরাধঃ ॥১১॥

সেই রাক্ষস শূলহস্তে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল; তাই উনি হোমগৃহে প্রবেশ করিতে আসিতেছিলেন; তখন আমি দ্বারদেশে বাহুযুগলদ্বারা উঁহাকে বারণ করিয়াছিলাম ॥৭॥

তখন উঁহার হোমগৃহে প্রবেশ করিবার আশা তিরোহিত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ সেই সময়ে উনি মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং উচ্ছিষ্টমুখ বলিয়া অপবিত্র ছিলেন; তখন সেই রাক্ষস শূলহস্তে অতিবেগে আসিয়া উঁহাকে নিহত করিল" ॥৮॥

ভরদ্বাজ তখন শূদ্রের মুখে সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই গতাসু পুত্রটীকে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—"যবক্রীত! তুমি ব্রাহ্মণদের জন্যই তপস্যা করিয়াছিলে; তোমার উদ্দেশ্য ছিল—অনধীত অবস্থায়ই ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে বেদ সকল আবির্ভূত হউক ॥১০॥

সুতরাং তুমি মহাত্মা ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সেইরূপ মঙ্গলময় স্বভাব হইয়া

(৭) প্রকাল্যমানস্তেনায়ম্—বা ব কা নি। (১১)···কর্কশত্বমুপেযিবান্—বা ব কা নি।

প্রতিষিদ্ধো ময়া তাত ! রৈভ্যাবসথদর্শনাৎ।
গতবানেব তং দ্রষ্টুং কালান্তকযমোপমম্ ॥১২॥
যঃ স জানন্ মহাতেজা বৃদ্ধস্যৈকং মমাত্মজম্।
গতবানেব কোপস্য বশং রমদুর্ম্মতিঃ ॥১৩॥
পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ রৈভ্যস্য কর্ম্মণা।
ত্যক্ষ্যামি ত্বামৃতে পুত্র ! প্রাণানিষ্টতমান্ ভুবি ॥১৪॥
যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ষ্যামি কিল্বিষী।
তথাজ্যেষ্ঠঃ সুতো রৈভ্যং হিংস্যাচ্ছীঘ্রমনাগসম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। কালে আয়ুঃশেষসময়ে অন্তকো বদ্ধা যো যমঃ স এবোপমা যস্য তম্ ॥১২॥

য ইতি। যঃ স প্রসিদ্ধো রৈভ্যঃ, মহাতেজা অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥১৩॥

পুত্রেতি। কর্ম্মণা কৃত্যাসৃষ্টিকরণেন। এতচ্চ ধ্যানাদবগম্যোক্তম্। ঋতে বিনা ॥১৪॥

রৈভ্যং শপতি—যথেতি। তথাজ্যেষ্ঠ ইত্যত্রাকারলোপো মন্তব্যঃ পরাধ্যায়ে কনিষ্ঠপুত্রেণ পরাবসুনৈব রৈভ্যবধস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ অজ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পরাবসুর্নাম রৈভ্যস্যৈব সুত ইত্যর্থঃ। অনাগসং নিরপরাধম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভরদ্বাজ ইতি। আহ্নিকং স্বাধ্যায়ং প্রত্যহং কর্ত্তব্যং ব্রহ্মযজ্ঞম্ ॥১॥ হতপুত্রত্বেন অশৌচযুক্তত্বাৎ ॥২—৪॥ শুধ্যতি নিঃসন্দেহং ভবতি ॥৫—৬॥ অগ্ন্যাগারং প্রবিষ্টস্য রক্ষোভয়ং ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥৭—৮॥ শূদ্রস্য শূদ্রকৃতং বিপ্রিয়ং পুত্রনিরোধেন কৃতম্ ॥৯—১৪॥ কিল্বিষী শোকাক্রান্তঃ ॥১৫—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

এবং সমস্ত প্রাণীর নিকটেই নিরপরাধ থাকিয়া কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ॥১১॥

বাবা ! আমি তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দর্শন করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম ; তথাপি তুমি সেই কালান্তকযমতুল্য রৈভ্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেই ! ॥১২॥

আমি বৃদ্ধ ; অথচ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, ইহা জানিয়াও সেই মহাতেজা ও মহাদুর্ম্মতি রৈভ্য ক্রোধের বশতাপন্ন হইলই ! ॥১৩॥

হায় ! আমি রৈভ্যের ব্যবহারে পুত্রশোক পাইলাম ; অতএব পুত্র ! আমি তোমা ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণত্যাগ করিব ॥১৪॥

আমি পাপী ; সুতরাং আমি যেমন পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিব, সেইরূপ রৈভ্যেরই কনিষ্ঠপুত্র পরাবসু শীঘ্রই নিরপরাধ রৈভ্যকে হত্যা করিবে ॥১৫॥

সুখিনো বৈ নরা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্যতে।
যে পুত্রশোকমপ্রাপ্য বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥১৬॥
যে তু পুত্রকৃতাচ্ছোকাদ্ভৃশং ব্যাকুলচেতসঃ।
শপন্তীষ্টান্ সখীনার্ত্তাস্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭॥
পরাসুশ্চ সুতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চেষ্টঃ সখা ময়া।
ঈদৃশীমাপদং কোঽত্র দ্বিতীয়োঽনুভবিষ্যতি ॥১৮॥

লোমশ উবাচ।

বিলপ্যৈবং বহুবিধং ভরদ্বাজোঽদহৎ সুতম্।
সুসমিদ্ধং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

সুখিন ইতি। জাত্যা আত্মনো জন্মনা বিশিষ্ট ঔরস ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

নন্বু কথমাত্মনি কিল্বিষীত্যুক্তমিত্যাহ—য ইতি। ইষ্টান্ প্রিয়ান্ ॥১৭॥

পরেতি। পরাসুর্মৃতঃ। ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, সখা রৈভ্যঃ। দ্বিতীয়ো জনঃ ॥১৮॥

বিলপ্যেতি। সুসমিদ্ধম্ অতীবপ্রজ্বলিতম্। ততঃ পুত্রদাহাৎ, পশ্চাৎ পরম্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

সেই মনুষ্যেরাই সুখী, যাহাদের ঔরস পুত্র নাই এবং যাহারা পুত্রশোক না পাইয়া যথাসুখে বিচরণ করে ॥১৬॥

কিন্তু যাহারা পুত্রশোকে অত্যন্ত আকুলচিত্ত ও পীড়িত হইয়া প্রিয় সুহৃৎদিগকে অভিসম্পাত করে, তাহাদের অপেক্ষা অধিক পাপী কে? ॥১৭॥

হায়! আমি মৃত পুত্র দেখিলাম এবং প্রিয়সখাকে অভিসম্পাত করিলাম; সুতরাং জগতে দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তি এইরূপ আপদ অনুভব করিবে" ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—"ভরদ্বাজমুনি এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পুত্রের দাহ সংকার করিলেন, তাহার পর নিজেও প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন" ॥১৯॥

—:*:—

* '...সপ্তত্রিংশদধিকশততমঃ'...—বা ব কা, '...একোনচত্বারিংশদধিকশততমঃ...—' নি।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদ্দ্যুম্নো মহীপতিঃ।
সত্রং তেনে মহাভাগো রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১॥
তেন রৈভ্যস্য বৈ পুত্রাবর্ব্বাবসু-পরাবসূ।
বৃতৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদ্দ্যুম্নেন ধীমতা ॥২॥
তত্র তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পিত্রা কৌন্তেয়! জগ্মতুঃ।
আশ্রমে ত্বভবদ্রৈভ্যো ভার্য্যা চৈব পরাবসোঃ ॥৩॥
অথাবলোককোঽগচ্ছদ্গৃহানেকঃ পরাবসুঃ।
কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪॥
জঘন্যরাত্রে নিদ্রান্ধঃ সাবশেষে তমস্যপি।
চরন্তং গহনেঽরণ্যে মেনে স পিতরং মৃগম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। বৃহদ্দ্যুম্নো নাম। সত্রং যজ্ঞম্, তেনে বিস্তারেণ কর্ত্তুমারেভে ॥১॥
তেনেতি। ঋত্বিগ্‌ভাবেন সহায়ৌ বৃতৌ, সত্রার্থং যজ্ঞসম্পাদনার্থম্ ॥২॥
তত্রেতি। অভবৎ অতিষ্ঠৎ। এতেনার্ব্বাবসোর্ভার্য্যাপি তত্র গতেতি সূচিতম্ ॥৩॥
অথেতি। অবলোককঃ অবলোকনার্থী। কৃষ্ণাজিনেন কৃষ্ণমৃগচর্ম্মণা, সংবীতমাবৃতম্ ॥৪॥
জঘন্যেতি। নিদ্রয়া অন্ধঃ সম্যগ্‌দর্শনাক্ষমঃ স পরাবসুঃ, জঘন্যরাত্রে শেষরাত্রে, অপি চ,

---

লোমশ বলিলেন—"এই সময়েই রৈভ্যমুনিরই যাজ্য মহাত্মা ও প্রতাপশালী বৃহদ্দ্যুম্নরাজা বিস্তৃতভাবে এক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥

সেই বুদ্ধিমান্ বৃহদ্দ্যুম্নরাজা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য রৈভ্যমুনিরই পুত্র অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে সহায়ভাবে বরণ করিলেন ॥২॥

কুন্তীনন্দন! তাঁহারা দুই জনও পিতার অনুমতিক্রমে সেই যজ্ঞে গমন করিলেন; আশ্রমে থাকিলেন—মাত্র রৈভ্য ও পরাবসুর ভার্য্যা ॥৩॥

তাহার পর একদা একমাত্র পরাবসু পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তিনি তখন বনের ভিতরে কৃষ্ণমৃগচর্ম্মাবৃত অবস্থায় পিতাকে দর্শন করিলেন ॥৪॥

মৃগস্তু মন্যমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ।
অকাময়ানেন তদা শরীরত্রাণমিচ্ছতা ॥৬॥
তস্য স প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি ভারত!।
পুনরাগম্য তৎ সত্রমব্রবীদ্ভ্রাতরং বচঃ ॥৭॥
ইদং কর্ম্ম ন শক্তস্ত্বং বোঢ়ুমেকঃ কথঞ্চন।
ময়া চ হিংসিতস্তাতো মন্যমানেন তং মৃগম্ ॥৮॥
সোঽস্মদর্থে ব্রতং তাত! চর ত্বং ব্রহ্মঘাতিনাম্।
সমর্থো হ্যহমেকাকী কর্ম্ম কর্ত্তুমিদং মুনে! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সাবশেষে তদানীমপি কিঞ্চিদবশিষ্টে তমসি অন্ধকারে, গহনে নিবিড়ে অরণ্যে চরন্তঃ পিতরং রৈভ্যম্, মৃগং মেনে, কৃষ্ণমৃগচর্ম্মাবৃতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

মৃগমিতি। তেন পরাবসুনা, অকাময়ানেন হন্তুমনিচ্ছতাপি, শরীরত্রাণমিচ্ছতা আত্মরক্ষাং কর্ত্তুমিচ্ছতা, কৃষ্ণমৃগস্য হিংস্রত্বাৎ। এতেনাজ্ঞানতো হত্যা দর্শিতা ॥৬॥

তস্যেতি। স পরাবসুঃ, প্রেতকার্য্যাণি সপিণ্ডীকরণান্তানি। এতেন কালাশৌচাপগমঃ সূচিতঃ। তৎ সত্রং বৃহদ্দ্যুম্নযজ্ঞম্, ভ্রাতরম্ অর্ব্বাবসুম্ ॥৭॥

ইদমিতি। বোঢ়ুং নিষ্পাদয়িতুম্, ন শক্তঃ বৃদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। হিংসিতো হতঃ ॥৮॥

স ইতি। স ত্বম্। ব্রহ্মঘাতিনাং সম্বন্ধি, ব্রতং প্রায়শ্চিত্তম্, চর, মৎপ্রতিনিধিভাবেন কুরু "ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্পতিঃ। এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি॥" ইতি স্মৃত্যা ভ্রাতুঃ প্রতিনিধিত্ববিধানাদিত্যাশয়ঃ ॥৯॥

তখন নিদ্রান্ধ পরাবসু শেষরাত্রে কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট থাকিতে নিবিড় বনমধ্যে বিচরণকারী পিতাকে হরিণ বলিয়া মনে করিলেন ॥৫॥

তখন তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেবল আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছায় মৃগ ভাবিয়া পিতাকে হত্যা করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন! তাহার পর পরাবসু পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞে আসিয়া ভ্রাতা অর্ব্বাবসুকে এই কথা বলিলেন—॥৭॥

"আর্য্য! আপনি একাকী কোন প্রকারেই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন না, অথচ আমি মৃগ ভাবিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া আসিয়াছি ॥৮॥

অতএব আর্য্য! আপনি যাইয়া আমার জন্য ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন; আমি একাকীই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইব" ॥৯॥

---

(৯)…চর ত্বং ব্রহ্মহিংসনম্…বা ব কা পি।

অর্ব্বাবসুরুবাচ।

করোতু বৈ ভবান্ সত্রং বৃহদ্দ্যুম্নস্য ধীমতঃ।
ব্রহ্মহত্যাং চরিষ্যেঽহং ত্বদর্থং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১০॥

লোমশ উবাচ।

স তস্য ব্রহ্মহত্যায়াঃ পারং গত্বা যুধিষ্ঠির!।
অর্ব্বাবসুস্তদা সত্রমাজগাম পুনর্ম্মুনিঃ ॥১১॥
ততঃ পরাবসুর্দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সমুপস্থিতম্।
বৃহদ্দ্যুম্নমুবাচেদং বচনং হর্ষগদ্গদম্ ॥১২॥
এষ তে ব্রহ্মহা যজ্ঞং মা দ্রষ্টুং প্রবিশেদিতি।
ব্রহ্মহা প্রেক্ষিতেনাপি পীড়য়েত্ত্বামসংশয়ম্ ॥১৩॥
তচ্ছ্রুত্বৈব তদা রাজা প্রেষ্যানাহ স বিট্‌পতে!।
প্রেষ্যৈরুৎসার্য্যমাণস্তু রাজন্নর্ব্বাবসুস্তদা।
ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাহ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

করোত্বিতি। সত্রম্ আরব্ধমিমং দীর্ঘকালীনং যজ্ঞম্। ব্রহ্মহত্যাং তৎপ্রায়শ্চিত্তম্ ॥১০॥

স ইতি। তস্য পরাবসোঃ। পারং গত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্যেত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি। হর্ষস্তু ভ্রাতৃনিরাসসম্ভবেনাত্মন এব দক্ষিণাদিসর্ব্বলাভসম্ভবাৎ ॥১২॥

এষ ইতি। ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারিত্বেন মহাপাতকী। পীড়য়েৎ পাপসঞ্চারেণ ॥১৩॥

তদিতি। প্রেষ্যান্ ভৃত্যান্। হে বিট্‌পতে! প্রজানাথ! যুধিষ্ঠির!। উৎসার্য্যমাণস্তস্মাদ্দেশাদপসার্য্যমাণঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

অর্ব্বাবসু বলিলেন—"ভ্রাতঃ! তুমি, ধীমান্ বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ করিতে থাক; আমি যাইয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তোমার জন্য ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব" ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! অর্ব্বাবসুমুনি তখনই যাইয়া পরাবসুর ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন ॥১১॥

তখন ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরাবসু হর্ষগদ্গদভাবে বৃহদ্দ্যুম্নরাজাকে এই কথা বলিলেন—॥১২॥

"রাজা! এই ব্রহ্মহত্যাকারী আপনার যজ্ঞ দেখিতেও যেন প্রবেশ করে না। কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী দর্শন করিয়াও নিশ্চয়ই আপনাকে পাপী করিবে" ॥১৩॥

(১১) স তস্য ব্রহ্মবধ্যায়াঃ—বা ব কা পি।

উচ্যমানোঽসকৃৎ প্রেষ্যৈর্ব্রহ্মহন্নিতি ভারত !।
নৈব স্ম প্রতিজানাতি ব্রহ্মহত্যাং স্বয়ং কৃতাম্ ॥১৫॥
মম ভ্রাত্রা কৃতমিদং ময়া স পরিমোক্ষিতঃ।
স তথা প্রবদন্ ক্রোধাত্তৈশ্চ প্রেষ্যৈঃ প্রভাষিতঃ ॥১৬॥
তূষ্ণীং জগাম বিপ্রর্ষির্বনমেব মহাতপাঃ।
উগ্রং তপঃ সমাস্থায় দিবাকরমথাশ্রিতঃ ॥১৭॥
রহস্যবেদং কৃতবান্ সূর্য্যস্য দ্বিজসত্তমঃ।
মূর্ত্তিমাংস্তং দদর্শাথ স্বয়মগ্রভুগব্যয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

উচ্যেতি। হে ব্রহ্মহন্! ইত্যসকৃদুচ্যমানঃ অর্ব্বাবসুঃ। প্রতিজানাতি স্ম স্বীচকার ॥১৫॥
মমেতি। পরিমোক্ষিতো ব্রহ্মহত্যাপাপাৎ। প্রভাষিতঃ ব্রহ্মহন্নিত্যেবোক্তঃ ॥১৬॥
তূষ্ণীমিতি। বিপ্রর্ষিরর্ব্বাবসুঃ। সমাস্থায় সম্যগবলম্ব্য ॥১৭॥
রহস্যেতি। রহস্যো মন্ত্রময়ো বেদো রহস্যবেদস্তম্, কৃতবান্ প্রকাশিতবান্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নিতি ॥১—৩॥ অবলোককঃ অবলোকনার্থী, গৃহান্ ভার্য্যাম্ ॥৪—১৩॥ বিট্‌পতে। হে প্রজাধীশ। ॥১৪—১৬॥ প্রভাষিতো মিথ্যাবাক্যসীত্যধিক্ষিপ্তঃ ॥১৭॥ রহস্যবেদং সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশকং বেদম্, "ঘৃণিরিতি দ্বে অক্ষরে সূর্য্য ইতি ত্রীণি আদিত্য ইতি ত্রীণি। এতদ্বৈ সাবিত্রস্যাষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তম্"ইতি কাঠকব্রাহ্মণং কৃতবান্ দদর্শ ॥১৮॥ মূর্ত্তিমান্

নরনাথ যুধিষ্ঠির! সেই কথা শুনিয়াই বৃহদ্দ্যুম্নরাজা অর্ব্বাবসুকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিলেন; ভৃত্যেরাও তাঁহাকে আসিতে বারণ করিতে লাগিল; রাজা! তখন অর্ব্বাবসু বার বার বলিলেন যে, "আমি এ ব্রহ্মহত্যা করি নাই" ॥১৪॥

ভরতনন্দন! তথাপি সেই ভৃত্যেরা 'হে ব্রহ্মহন্!' এইভাবে বার বার তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল; কিন্তু অর্ব্বাবসু সে ব্রহ্মহত্যা নিজকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না ॥১৫॥

তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার ভাই এই কার্য্য করিয়াছে, আর আমি তাহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি"। তথাপি সেই ভৃত্যেরা ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে সেই কথাই বলিতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মহাতপা ব্রহ্মর্ষি অর্ব্বাবসু নীরবে বনেই গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর তপস্যা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৭॥

এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অর্ব্বাবসু সূর্য্যসম্বন্ধে এক বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিলেন।

(১৫)...ব্রহ্মবধ্যাং স্বয়ং কৃতাম্—বা ব কা পি।

প্রীতাস্তস্যাভবন্ দেবাঃ কর্ম্মণাঽর্ব্বাবসোর্নৃপ !।
তং তে প্রবরয়ামাসুর্নিরাসুশ্চ পরাবসুম্ ॥১৯॥
ততো দেবা বরং তস্মৈ দদুরগ্নিপুরোগমাঃ।
স চাপি বরয়ামাস পিতুরুত্থানমাত্মনঃ।
অনাগস্ত্বং তথা ভ্রাতুঃ পিতুশ্চাস্মরণং বধে ॥২০॥
ভরদ্বাজস্য চোত্থানং যবক্রীতস্য চোভয়োঃ।
প্রতিষ্ঠাঞ্চাপি বেদস্য সৌরস্য দ্বিজসত্তমঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
এবমস্ত্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি বরান্ দদুঃ।
ততঃ প্রাদুর্ব্বভূবুস্তে সর্ব্ব এব যুধিষ্ঠির ! ॥২২॥
অথাব্রবীদ্‌যবক্রীতো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
সমধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চরিতানি চ ॥২৩॥
কথঞ্চ রৈভ্যঃ শক্তো মামধীয়ানং তপস্বিনম্।
তথা যুক্তেন বিধিনা নিহন্তুমমরোত্তমাঃ ! ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রীতা ইতি। প্রবরয়ামাসুঃ সর্ব্বথোৎকর্ষাৎ প্রবরং চক্রুঃ, নিরাসুঃ প্রত্যাচখ্যুঃ ॥১৯॥

তত ইতি। উত্থানমুজ্জীবনম্। অনাগস্ত্বং নিরপরাধত্বম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। সৌরস্য সূর্য্যসম্বন্ধিনঃ, বেদস্য স্বয়ং প্রকাশিতস্য, প্রতিষ্ঠাং লোকে চিরস্থিতিম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি। তে সর্ব্ব এব রৈভ্য-ভরদ্বাজ-যবক্রীতাঃ ॥২২॥

অথেতি। সমধীতং তপসৈব সম্যক্ প্রাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ, ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যাদীনি ॥২৩॥

তাহার পর যজ্ঞের অগ্রভোজী ও অবিনাশী সূর্য্যদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিজেই আসিয়া অর্ব্বাবসুকে দর্শন দান করিলেন ॥১৮॥

আর, রাজা! অন্য দেবতারাও অর্ব্বাবসুর কার্য্যে তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা অর্ব্বাবসুকে শ্রেষ্ঠ করিলেন এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ অর্ব্বাবসুকে বর দিতে চাহিলেন; তখন আপন পিতার জীবন, ভ্রাতার নির্দ্দোষতা, বধ বিষয়ে পিতার অস্মরণ, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের জীবন এবং আত্মপ্রকাশিত সূর্য্যমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই সকল বর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অর্ব্বাবসু প্রার্থনা করিলেন ॥২০—২১॥

'এইরূপই হউক' এই কথা দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন এবং সেই সকল বরই দিলেন। যুধিষ্ঠির! তাহার পর তাঁহারা সকলেই আবির্ভূত হইলেন ॥২২॥

তদনন্তর যবক্রীত অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণকে বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি সম্যক্‌রূপে বেদ লাভ করিয়াছিলাম, ব্রত সকলও করিয়াছিলাম ॥২৩॥

দেবা উচুঃ।

মৈবং কৃথা যবক্রীত! যথা বদসি বৈ মুনে!।
ঋতে গুরুমধীতা হি সুখং বেদাস্ত্বয়া পুরা ॥২৫॥
অনেন তু গুরূন্ দুঃখাত্তোষয়িত্বাত্মকর্ম্মণা।
কালেন মহতা ক্লেশাদ্‌ব্রহ্মাধিগতমুত্তমম্ ॥২৬॥

লোমশ উবাচ।

যবক্রীতমথোক্তৈ্বং দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সঞ্জীবয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ পুনর্জগ্মুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। অধীয়ানং নিত্যং বেদং পঠন্তম্। তথা যুক্তেন প্রকারেণ ॥২৪॥

মেতি। এবং মনসি মা কৃথাঃ। ঋতে বিনা, অধীতাস্তপসা লব্ধাঃ ॥২৫॥

অনেনেতি। অনেন রৈভ্যেণ তু। আত্মকর্ম্মণা পরিচর্য্যারূপেণ। ব্রহ্ম বেদঃ, অধিগতং লব্ধম্। গুরুসেবয়া লব্ধত্বাত্তব বেদলাভাপেক্ষয়া রৈভ্যস্য বেদলাভো গরীয়ানিত্যয়ং ত্বাং হন্তুমশকদিতি ভাবঃ। অতএবোত্তমমিত্যুক্তম্ ॥২৬॥

যবেতি। সাগ্নয়শ্চ তে পুরোগমা অগ্রগামিনশ্চেতি তে। ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সূর্য্যস্তং দ্বিজং দদর্শ আত্মানং দর্শয়ামাস ॥১৯॥ তং দেবাঃ প্রকর্ষেণ বরয়ামাসুঃ নিরাসুর্নিরাচক্রুর্যজ্ঞাদিতি শেষঃ ॥২০॥ প্রতিষ্ঠাং সম্প্রদায়প্রবৃত্তিম্, সৌরো বেদঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ॥২১—২২॥ সমধীতং সম্যক্‌প্রাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ ॥২৩—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

যথানিয়মে বেদপাঠও করিতাম, তপস্বীও ছিলাম; তথাপি রৈভ্যমুনি কি করিয়া আমাকে সেইভাবে বধ করিতে সমর্থ হইলেন?" ॥২৪॥

দেবগণ বলিলেন—"যবক্রীতমুনি! যেরূপ আপনি বলিতেছেন, সেরূপ মনে করিবেন না। কারণ, আপনি পূর্ব্বে গুরু ব্যতীত সুখে বেদলাভ করিয়াছিলেন ॥২৫॥

আর, রৈভ্যমুনি পরিচর্য্যাদ্বারা অতিকষ্টে গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘকালে বহু ক্লেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা রৈভ্যমুনির বেদলাভ উৎকৃষ্ট ছিল" ॥২৬॥

লোমশ বলিলেন—"অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারা যবক্রীতকে এইরূপ বলিয়া ভরদ্বাজপ্রভৃতি সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

---

(২৬)…অনেন তু গুরুম্—পি। (২৭)…সেন্দ্রপুরোগমাঃ—বা ব কা নি।

আশ্রমস্তস্য পুণ্যোঽয়ং সদাপুষ্পফলদ্রুমঃ।
অত্রোষ্য রাজশার্দ্দূল! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত!।
সমতীতোঽসি কৌন্তেয়! কালশৈলঞ্চ পার্থিব! ॥১॥

এষা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ!।
স্থানং বিরজসং পুণ্যং যত্রাগ্নির্নিত্যমিধ্যতে ॥২॥

এতদ্বৈ মানুষেণাদ্য ন শক্যং দ্রষ্টুমদ্ভুতম্।
সমাধিং কুরুতাব্যগ্রাস্তীর্থান্যেতানি দ্রক্ষ্যথ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রম ইতি। তস্য রৈভ্যস্য। সদা পুষ্পাণি ফলানি চ যেষু তে তাদৃশা দ্রুমা যত্র সঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

উশীরেতি। গিরিশব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। সমতীতঃ অতিক্রান্তঃ ॥১॥
এষেতি। সপ্তবিধা সপ্তপ্রবাহা। বিরজসং নির্ম্মলম্। ইধ্যতে দীপ্যতে ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সেই পবিত্র রৈভ্যমুনির আশ্রম; এ আশ্রমের বৃক্ষসকল সর্ব্বদাই পুষ্পবান্ ও ফলবান্ থাকে। তুমি এখানে বাস করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে" ॥২৮॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"হে ভরতবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজা! তুমি উশীরবীজ, মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সপ্তপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন; এই স্থানটী নির্ম্মল ও পবিত্র; যে স্থানে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন ॥২॥

---

(২৮)…সর্ব্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসি—বা ব কা। * '…অষ্টত্রিংশদধিকশততমঃ…' —বা ব কা পি, '…চত্বারিংশদধিকশততমঃ…'—নি।

এতৎ পশ্যসি দেবানামাক্রীড়ং চরণাঙ্কিতম্ ।
অতিক্রান্তোঽসি কৌন্তেয় ! কালশৈলঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥৪॥
শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামো মন্দরঞ্চৈব পর্ব্বতম্ ।
যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুবেরশ্চৈব যক্ষরাট্ ॥৫॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি গন্ধর্ব্বাঃ শীঘ্রগামিনঃ ।
তথা কিম্পুরুষা রাজন্ ! যক্ষাশ্চৈব চতুর্গুণাঃ ॥৬॥
অনেকরূপসংস্থানা নানাপ্রহরণাশ্চ তে ।
যক্ষেন্দ্রং মনুজশ্রেষ্ঠ ! মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
তেষামৃদ্ধিরতীবাত্র গতৌ বায়ুসমাশ্চ তে ।
স্থানাৎ প্রচ্যাবয়েয়ুর্যে দেবরাজমপি ধ্রুবম্ ॥৮॥
তৈস্তাত ! বলিভির্গুপ্তা যাতুধানৈশ্চ রক্ষিতাঃ ।
দুর্গমাঃ পর্ব্বতাঃ পার্থ ! সমাধিং পরমং কুরু ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। সমাধিম্ এতত্তীর্থদর্শনে একাগ্রতাম্, অব্যগ্রা অনাকুলচিত্তাঃ ॥৩॥
এতদিতি। আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানম্, অতএব দেবানামেব চরণাঙ্কিতম্ ॥৪॥
শ্বেতমিতি। শ্বেতং গিরিং কৈলাসম্। মাণিবরো নাম, মণিভদ্রোঽপ্যস্য নাম ॥৫॥
অষ্টেতি। চতুর্গুণা অষ্টাশীতিসহস্রাণামেব। সংস্থানমঙ্গম্ ॥৬—৭॥
তেষামিতি। ঋদ্ধির্ধনসম্পৎ। স্থানাদ্দেবরাজত্বপদাৎ, প্রচ্যাবয়েয়ুঃ ভ্রংশয়েয়ুঃ ॥৮॥

এই অদ্ভুত স্থানটীকে এখন আর মানুষ দেখিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তোমরা অধীর না হইয়া একাগ্রতা অবলম্বন কর; তাহা হইলেই তীর্থগুলি দেখিতে পাইবে ॥৩॥

এই দেবগণের ক্রীড়াস্থান দেখিতেছ, ইহাতে সেই দেবগণের চরণচিহ্ন সকল রহিয়াছে। কুন্তীনন্দন ! তুমি কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥৪॥

আমরা এখন ক্রমশঃ কৈলাসপর্ব্বত ও মন্দরপর্ব্বতে প্রবেশ করিব; যেখানে মাণিবরযক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের অবস্থান করেন ॥৫॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা ! অষ্টাশী হাজার দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর এবং তাহার চতুর্গুণ যক্ষ নানাবিধ রূপ ও অঙ্গশালী হইয়া এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া যক্ষশ্রেষ্ঠ মণিভদ্রের সেবা করিয়া থাকে ॥৬—৭॥

এখানে তাহাদের অত্যন্ত ধনসমৃদ্ধি আছে এবং তাহারা গমনে বায়ুর তুল্য বেগবান্; যাহারা দেবরাজকে নিশ্চয়ই স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে ॥৮॥

(৪)…এতদ্দ্রক্ষ্যসি—বা ব কা নি। (৫)…অত্র মাণিবরঃ—বা ব কা নি।

কুবেরসচিবাশ্চান্যে রৌদ্রা মৈত্রাশ্চ রাক্ষসাঃ।
তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেয়! সংযত্তো বিক্রমে ভব ॥১০॥
কৈলাসপর্ব্বতো রাজন্। ষড়্‌যোজনশতোচ্ছ্রিতঃ।
যত্র দেবাঃ সমায়ান্তি বিশালা যত্র ভারত! ॥১১॥
অসংখ্যেয়াস্তু কৌন্তেয়! যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ।
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ কুবেরসদনং প্রতি ॥১২॥
তান্ বিগাহস্ব পার্থাদ্য তপসা চ দমেন চ।
রক্ষ্যমাণো ময়া রাজন্! ভীমসেনবলেন চ ॥১৩॥
স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পর্ব্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। গুপ্তা রক্ষিতাঃ, যাতুধানৈ রাক্ষসৈঃ। সমাধিং গমনে একাগ্রতাম্ ॥৯॥

কুবেরেতি। রৌদ্রা ভয়ঙ্করাঃ, মৈত্রা মিত্রভাবাপন্নাঃ,অবস্থাবিশেষে ইত্যুভয়ত্রাপ্যাশয়ঃ। সমেষ্যাম মিলিতা ভবিষ্যামঃ, বিসর্গলোপ আর্ষঃ। সংযত্তো যত্নবান্ ॥১০॥

কৈলাসেতি। উচ্ছ্রিত উচ্চঃ। বিশালা বদরী নগরী বা ॥১১॥

অসংখ্যেয়া ইতি। সুপর্ণা গরুড়বংশীয়াঃ। কুবেরসদনং প্রতি কুবেরনগরে ॥১২॥

তানিতি। তান্ বিগাহস্ব তেষু প্রবিশ। দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ ॥১৩॥

স্বস্তীতি। স্বস্তি মঙ্গলম্। সমিতিঞ্জয়ো যুদ্ধবিজয়ী। দধাতু বিদধাতু ॥১৪॥

বৎস পৃথানন্দন! সেই বলবান্ গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের রক্ষিত এই সকল দুর্গম পর্ব্বত দেখা যাইতেছে; এ গুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগ কর ॥৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি ও কোমলস্বভাব অন্যান্য অনেক রাক্ষসও কুবেরের মন্ত্রী হইয়া রহিয়াছে; আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইব; সুতরাং কুন্তীনন্দন! তুমি বিক্রমপ্রকাশে বিশেষ যত্নবান্ হও ॥১০॥

ভরতনন্দন রাজা! কৈলাসপর্ব্বত ছয় শত যোজন উচ্চ; যেখানে দেবতারা আসিয়া থাকেন এবং যেখানে বিশাল একটী নগরী আছে ॥১১॥

কুন্তীনন্দন! অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্ব্ব কুবেরের নগরে অবস্থান করে ॥১২॥

পৃথানন্দন রাজা! আমি ও ভীমসেন তোমাকে রক্ষা করিব—এই অবস্থায় তুমি আজ তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর ॥১৩॥

---

(১০)···সংযত্তো বিক্রমেণ চ—বা ব কা,···যত্তো বিক্রমণে ভব—নি।

মরুতশ্চ সহাশ্বিভ্যাং সরিতশ্চ সরাংসি চ।
স্বস্তি দেবাসুরেভ্যশ্চ বসুভ্যশ্চ বিশাংপতে ! ॥১৫॥
ইন্দ্রস্য জাম্বূনদপর্ব্বতাদ্বৈ শৃণোমি ঘোষং তব দেবি ! গঙ্গে !।
গোপায়য়েমং সুভগে ! গিরিভ্যঃ সর্ব্বাজমীঢ়াপচিতং নরেন্দ্রম্ ॥১৬॥
দদস্ব শর্ম্ম প্রবিবিক্ষতোঽস্য শৈলানিমান্ শৈলসুতে ! নৃপস্য।
উক্ত্বা তথা সাগরগাং স বিপ্রো যত্তো ভবস্বেতি শশাস পার্থম্ ॥১৭॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপূর্ব্বোঽয়ং সম্ভ্রমো লোমশস্য কৃষ্ণাং সর্ব্বে রক্ষত মা প্রমাদম্।
দেশো হ্যয়ং দুর্গতমো মতোঽস্য তস্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

মরুত ইতি। হে বিশাংপতে! অশ্বিভ্যাং সহ মরুতো বায়বঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ তে স্বস্তি বিদধত্বিতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। দেবাসুরেভ্যশ্চ বসুভ্যশ্চ তে স্বস্তি ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৫॥

ইন্দ্রস্যেতি। জাম্বূনদপর্ব্বতাৎ স্বর্ণপর্ব্বতাৎ সুমেরুতঃ। গোপায়য় রক্ষ, আয়প্রত্যয়ান্তাদ্‌-গুপধাতোশ্চুরাদিত্বাৎ স্বার্থে ইন্। সর্ব্বৈঃ আজমীঢৈরজমীঢ়বংশীয়ৈঃ অপচিতং পূজিতম্ ॥১৬॥

দদস্বেতি। শর্ম্ম মঙ্গলম্, প্রবিবিক্ষতঃ প্রবেষ্টুমিচ্ছতঃ। যত্তঃ শৈলপ্রবেশে যত্নবান্ ॥১৭॥

অপূর্ব্ব ইতি। প্রমাদমনবধানতাম্, মা কুরুতেতি শেষঃ। দুর্গতমঃ অতীবদুর্গমঃ পরমত্যন্তম্, শৌচং বাঙ্মনঃকায়শুদ্ধিম্, আচরধ্বং কুরুত ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

উশীরেতি ॥১॥ যত্রাগ্নির্নিত্যমিধ্যত ইতি ত্রিযোগিনারায়ণাখ্যং হরিদ্বারাৎ পরতঃ স্থান-মস্তি ॥২—১০॥ বিশালা বদরী ॥১১—১৫॥ ইন্দ্রস্য ইন্দ্রসম্বন্ধিনো জাম্বূনদং সুবর্ণং তন্ময়াৎ পর্ব্বতান্মেরোঃ গোপায়য়েতি ণিজন্তস্য রূপম্, দেবৈরিতি শেষঃ স্বার্থে বা ণিচ্, আজমীঢ়বংশে

বরুণ, যুদ্ধবিজয়ী যমরাজা, গঙ্গা, যমুনা ও পর্ব্বত সকল তোমার মঙ্গল করুন ॥১৪॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সমস্ত বায়ু, সমস্ত নদী ও সমস্ত সরোবর তোমার মঙ্গল করুন এবং অন্যান্য দেবতা, অসুর ও বসুগণ হইতেও তোমার মঙ্গল হউক ॥১৫॥

গঙ্গাদেবি! আমি ইন্দ্রের সুমেরুপর্ব্বত হইতে তোমার শব্দ শুনিতেছি। সুভগে! তুমি সমস্ত অজমীঢ়বংশীয়গণকর্ত্তৃক সম্মানিত এই রাজাকে পর্ব্বত হইতে রক্ষা কর ॥১৬॥

শৈলসুতে! রাজা যুধিষ্ঠির এই পর্ব্বতসমূহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতে-ছেন; অতএব তুমি ইঁহাকে মঙ্গল দান কর"। লোমশমুনি গঙ্গাকে এইরূপ বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে, "তুমি পর্ব্বতপ্রবেশে যত্নবান্ হও" ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীদ্ভীমমুদারবীর্য্যং কৃষ্ণাং যত্তঃ পালয় ভীমসেন !।
শূন্যেঽর্জ্জুনেঽসন্নিহিতে চ তাত ! ত্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভয়েষু ॥১৯॥
ততো মহাত্মা স যমৌ সমেত্য মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় বিমৃজ্য গাত্রে।
উবাচ তৌ বাষ্পকলং স রাজা মা ভৈষ্টমাগচ্ছতমপ্রমত্তৌ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরবাক্যে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অব্রবীদ্যুধিষ্ঠির ইতি শেষঃ। উদারবীর্য্যং মহাবলম্। যত্তো যত্নবান সন্। শূন্যে লোকরহিতে স্থানে, অর্জ্জুনে চাসন্নিহিতে, কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৯॥

তত ইতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ। বাষ্পকলং স্নেহাশ্রুবিন্দুবিসর্জ্জনপূর্ব্বকম ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াংপঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

অপচিতং পূজিতং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥১৬॥ দদস্ব দেহি ॥১৭॥ শৌচং বাঙ্মনঃকায়শুদ্ধিম্ ॥১৮—১৯॥ ভৈষ্টমিতি চ্ছেদঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"লোমশমুনির অভূতপূর্ব্ব ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে; অতএব তোমরা সকলে দ্রৌপদীকে রক্ষা কর এবং নিজেরাও সাবধান হও। ইনি এই স্থানটাকে অত্যন্ত দুর্গম মনে করেন; সুতরাং সকলেই সর্ব্বপ্রকার পবিত্র হও" ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমকে বলিলেন—"ভীম! তুমি বিশেষ যত্নবান্ হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। কারণ, বৎস! শূন্য স্থানে অর্জ্জুন নিকটে না থাকিলে ভয়ের সময়ে দ্রৌপদী তোমাকেই অবলম্বন করেন" ॥১৯॥

তাহার পর মহাত্মা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ ও গাত্রমার্জ্জন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর" ॥২০॥

—:*:—

* '...একোনচত্বারিংশদধিকঃ...' —বা ব কা পি, '...একচত্বারিংশদধিকঃ...' —নি।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অন্তর্হিতানি ভূতানি বলবন্তি মহান্তি চ।
অগ্নিনা তপসা চৈক শক্যং গন্তুং বৃকোদর! ॥১॥
সন্নিবর্ত্তয় কৌন্তেয়! ক্ষুৎপিপাসে বলাশ্রয়াৎ।
ততো বলঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ সংশ্রয়স্ব বৃকোদর! ॥২॥
ঋষেস্ত্বয়া শ্রুতং বাক্যং কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি।
বুদ্ধ্যা প্রপশ্য কৌন্তেয়! কথং কৃষ্ণা গমিষ্যতি ॥৩॥
অথবা সহদেবেন ধৌম্যেন চ সমং বিভো!।
সূতৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব সর্ব্বৈশ্চ পরিচারকৈঃ ॥৪॥
রথৈরশ্বৈশ্চ যে চান্যে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি।
সর্ব্বৈস্ত্বং সহিতো ভীম! নিবর্ত্তস্বায়তেক্ষণ! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্তরিতি। অন্তর্হিতানি অদৃশ্যতয়া তিষ্ঠন্তি, ভূতানি দেবজাতীয়াঃ প্রাণিনঃ। অতএব তান্যনিষ্টমপি কুর্য্যুরিতি ভাবঃ। তেন চ অগ্নিনা অগ্নিগ্রহণেন, তপসা তদ্বলেন ॥১॥

সমিতি। সন্নিবর্ত্তয় সম্যগ্নিজহীহি। দাক্ষ্যং দুর্গমস্থানে গমনৈনপুণ্যম্ ॥২॥

ঋষেরিতি। ঋষের্লোমশাৎ। প্রপশ্য পর্য্যালোচয়। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥৩॥

অথবেতি। সূতৈঃ সারথিভিঃ, পৌরোগবৈঃ পাকশালাধ্যক্ষৈঃ, "পৌরোগবস্তদধ্যক্ষঃ" ইত্যমরঃ। নিবর্ত্তস্ব, পর্ব্বতপ্রবেশাদিতি শেষঃ। হে আয়তেক্ষণ! বিস্তৃতনয়ন! ॥৪—৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভীম! এখানে বলবান্ ও বিশালাকৃতি প্রাণী সকল অদৃশ্যভাবে থাকে; সুতরাং অগ্নি গ্রহণ করিয়া তপোবলে যাইতে পারা যায় ॥১॥

কুন্তীনন্দন ভীম! তুমি সহিষ্ণুতার বলে ক্ষুধা ও পিপাসা পরিত্যাগ কর এবং দুর্গম পথে গমনের শক্তি ও নিপুণতা অবলম্বন কর ॥২॥

কুন্তীনন্দন! তুমি লোমশমুনির নিকট কৈলাসপর্ব্বতের বিবরণ শুনিয়াছ; সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা পর্য্যালোচনা কর দেখি—দ্রৌপদী কি করিয়া গমন করিবেন ॥৩॥

অথবা, প্রভাবশালী বিস্তৃতনয়ন ভীম! সহদেব, ধৌম্য, সারথিগণ,

ত্রয়ো বয়ং গমিষ্যামো লঘ্বাহারা যতব্রতাঃ।
অহঞ্চ নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ ॥৬॥
মমাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ গঙ্গাদ্বারে সমাহিতঃ।
বসেহ দ্রৌপদীং রক্ষন্ যাবদাগমনং মম ॥৭॥

ভীম উবাচ।

রাজপুত্রী শ্রমেণার্ত্তা দুঃখার্ত্তা চৈব ভারত!
ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া ॥৮॥
তব চাপ্যরতিস্তীব্রা বর্ত্ততে তমপশ্যতঃ।
গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেম্বপলায়িনম্।
কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত! ॥৯॥
দ্বিজাঃ কামং নিবর্ত্তন্তাং সর্ব্বে চ পরিচারকাঃ।
সূতাঃ পৌরোগবাশ্চৈব যঞ্চ মন্যেত নো ভবান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয় ইতি। লঘ্বাহারাঃ স্বল্পভোজনাঃ, যতব্রতা সংযতনিদ্রাদিনিয়মাঃ ॥৬॥

মমেতি। আকাঙ্ক্ষন্ প্রতীক্ষমাণঃ, গঙ্গাদ্বারে হরিদ্বারে। বস তিষ্ঠ ॥৭॥

রাজেতি। কল্যাণী কল্যাণকারিণী কৃষ্ণা, শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া অর্জ্জুনদর্শনেচ্ছয়া ॥৮॥

তবেতি। অরতির্বিষাদঃ। গুড়াকেশমর্জ্জুনম্। সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ অপশ্যতস্তব কিং পুনঃ সা অরতির্ন ভবিষ্যতীতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

দ্বিজা ইতি। কামং যথেপ্সিতম্। মন্যেত সহ গমনায় নানুমন্যেত ॥১০॥

পাকশালাধ্যক্ষগণ, সমস্ত পরিচারক, রথ, অশ্ব এবং অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ পথের কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, ইঁহাদের সকলের সহিত তুমি নিবৃত্ত হও ॥৪—৫॥

কেবল আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ—আমরা তিন জন অল্প ভোজন করিতে থাকিয়া এবং নিদ্রাপ্রভৃতি নিয়ম সংযত করিয়া গমন করিব ॥৬॥

আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং দ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সাবধান হইয়া আমার প্রত্যাগমনপর্য্যন্ত এই গঙ্গাদ্বারেই অবস্থান কর” ॥৭॥

ভীম বলিলেন—“ভরতনন্দন! পরিশ্রান্তা, দুঃখিতা, রাজনন্দিনী এবং সকলেরই কল্যাণকারিণী দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় যাইবেনই ॥৮॥

ভরতনন্দন! আপনি, যুদ্ধে অপলায়ী ও মহাত্মা একমাত্র অর্জ্জুনকে দেখিতেছেন না বলিয়াই আপনার গুরুতর বিষাদ চলিতেছে; এ অবস্থায় আবার সহদেবকে, আমাকে ও দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইলে কি আরও গুরুতর বিষাদ হইবে না? ॥৯॥

ন হ্যহং হাতুমিচ্ছামি ভবন্তমিহ কর্হিচিৎ।
শৈলেঽস্মিন্ রাক্ষসাকীর্ণে দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥১১॥
ইয়ঞ্চাপি মহাভাগা রাজপুত্রী পতিব্রতা।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র! নোৎসহেদ্বিনিবর্ত্তিতুম্ ॥১২॥
তথৈব সহদেবোঽয়ং সততং ত্বামনুব্রতঃ।
ন জাতু বিনিবর্ত্তেত মনোজ্ঞো হ্যহমস্য বৈ ॥১৩॥
অপি চাত্র মহারাজ! সব্যসাচিদিদৃক্ষয়া।
সর্ব্বে লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্‌যাস্যামহে সহ ॥১৪॥
যদ্যশক্যো রথৈর্গন্তুং শৈলোঽয়ং বহুকন্দরঃ।
পদ্ভিরেব গমিষ্যামো মা রাজন্! বিমনা ভব ॥১৫॥
অহং বহিষ্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি।
ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধির্মা রাজন্! বিমনা ভব ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। হাতুং ত্যক্তুম্। দুর্গেষু দুর্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাবচেষু স্থানেষু ॥১১॥
ইয়মিতি। ঋতে বিনা। নোৎসহের শক্নুয়াৎ, পতিব্রতারূপত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥
তথেতি। ত্বাং প্রতি অনুব্রতঃ অনুকূলঃ। জাতু কদাচিৎ, মনোজ্ঞঃ অভিপ্রায়জ্ঞঃ ॥১৩॥
অপীতি। সব্যসাচিদিদৃক্ষয়া অর্জ্জুনদর্শনেচ্ছয়া। লালসভূতা উৎসুকা জাতাঃ ॥১৪॥
যদীতি। বহূনি কন্দরাণি গুহা যত্র সঃ। বিমনা উদ্বিগ্নচিত্তঃ ॥১৫॥

সুতরাং সকল ব্রাহ্মণ, পরিচারক, সারথি, পাকশালাধ্যক্ষ এবং আপনি যাঁহাকে যাইবার অনুমতি না দিবেন, তিনি ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত হউন ॥১০॥

কিন্তু আমি এই রাক্ষসাকীর্ণ পর্ব্বতে দুর্গম ও বিষম স্থানে কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তা'র পর মহাভাগা ও পতিব্রতা এই রাজনন্দিনী দ্রৌপদী আপনাকে ছাড়িয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না ॥১২॥

এবং এই সহদেবও সর্ব্বদাই আপনার অনুকূল; সুতরাং সহদেবও কখনই নিবৃত্তি পাইবে না। কারণ, আমি উহার মনের ভাব জানি ॥১৩॥

আর, মহারাজ! সকলেই অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত যাইব ॥১৪॥

তবে, এই পর্ব্বতে বহুতর গুহা আছে বলিয়া যদি রথে গমন করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে আমরা পদব্রজেই গমন করিব; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না ॥১৫॥

সুকুমারৌ তথা বীরৌ মাদ্রীনন্দিকরাবুভৌ।
দুর্গে সন্তারয়িষ্যামি যত্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ। *

এবং তে ভাষমাণস্য বলং ভীমাভিবর্দ্ধতাম্।
যত্ত্বমুৎসহসে বোঢ়ুং পাঞ্চালীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১৮॥
যমজৌ চাপি ভদ্রং তে নৈতদন্যত্র বিদ্যতে।
বলং তব যশশ্চৈব ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিশ্চ বর্দ্ধতাম্ ॥১৯॥
যত্ত্বমুৎসহসে বোঢ়ুং ভ্রাতরৌ সহ কৃষ্ণয়া।
মা তে গ্লানির্মহাবাহো! মা চ তেঽস্তু পরাভবঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। বহিষ্যে বক্ষ্যামি, ইড়াগম আর্ষঃ। ন শক্ষ্যতি গন্তুমিতি শেষঃ ॥১৬॥
সুকুমারাবিতি। মাদ্র্যা নন্দিকরৌ আনন্দজনকৌ। দুর্গে দুর্গমস্থানে ॥১৭॥
এবমিতি। উৎসহসে উৎসাহেনেচ্ছসি ॥১৮॥
যমজাবিতি। যমজৌ নকুলসহদেবৌ চাপি বোঢ়ুমুৎসহস ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৯॥
যদিতি। গ্লানিরায়াসঃ। পরাভবো যুদ্ধে পরাজয়ঃ ॥২০॥

রাজা! পাঞ্চালী যেখানে যেখানে গমন করিতে না পারিবেন, আমি সেইখানে সেইখানেই উঁহাকে বহন করিব; এ-ই আমার ইচ্ছা; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না ॥১৬॥

তা'র পর কোমলাঙ্গ, বীর ও মাদ্রীর আনন্দজনক নকুল এবং সহদেবও যে দুর্গমস্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, সেখানে উঁহাদিগকে আমি পার করিয়া দিব" ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভীম! তুমি যখন যশস্বিনী পাঞ্চালীকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ এবং এইরূপ বলিতেছ, তখন তোমার বলবৃদ্ধি হউক ॥১৮॥

এবং যখন নকুল-সহদেবকেও বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার মঙ্গল, বল, যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি লাভ করুক। এরূপ ব্যবহার অন্যত্র নাই ॥১৯॥

মহাবাহু! তুমি যখন দ্রৌপদীর সহিত নকুল-সহদেবকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন যেন তোমার গ্লানি ও পরাভব হয় না" ॥২০॥

* রাজোবাচ—পি। (১৮)…পাঞ্চালীং বিপুলেঽধ্বনি—পি নি। (২০)…যত্ত্বমুৎসহসে নেতুম্—বা ব কা নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণাঽব্রবীদ্বাক্যং প্রহসন্তী মনোরমম্।
গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্য্যো মাং প্রতি ভারত! ॥২১॥

লোমশ উবাচ।

তপসা শক্যতে গন্তুং পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্।
তপসা চৈব কৌন্তেয়! সর্ব্বে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পার্থিব।।
অহঞ্চ ত্বঞ্চ কৌন্তেয়! দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষমাণাস্তে সুবাহুবিষয়ং মহৎ।
দদৃশুর্ম্মুদিতা রাজন্! প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২৪॥
কিরাত-তঙ্গণাকীর্ণং পুলিন্দশতসঙ্কুলম্।
হিমবত্যমরৈর্জুষ্টং বহ্বাশ্চর্য্যসমাকুলম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। গমিষ্যামি স্বয়মেবেত্যাশয়ঃ। সন্তাপ উদ্বেগঃ ॥২১॥

তপসেতি। শক্যত ইতি কর্ত্তরি যন্, ধাতুশ্চায়মুভয়পদী দৈবাদিকঃ ॥২২॥

নকুল ইতি। শ্বেতবাহনম্ অর্জ্জুনম্ ॥২৩॥

এবমিতি। সুবাহোঃ পুলিন্দরাজস্য বিষয়ং রাজ্যম্। ক্লীবত্বমার্ষম্। প্রভূতগজবাজিমৎ প্রচুরহস্ত্যশ্বযুক্তম্। কিরাত-তঙ্গণ-পুলিন্দা অন্ত্যজবিশেষাঃ ॥২৪—২৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে মনোহর বাক্য বলিলেন—"আমি নিজেই গমন করিতে পারিব; সুতরাং ভরতনন্দন! আপনি আমার বিষয়ে উদ্বেগ করিবেন না" ॥২১॥

লোমশ বলিলেন—"তপোবলেই গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাইতে পারা যায়; সুতরাং কুন্তীনন্দন! আমরা সকলেই তপস্যাযুক্ত হইব ॥২২॥

রাজা কুন্তীনন্দন! তাহার পর ভীম, নকুল, সহদেব, আমি এবং তুমি—আমরা সকলে যাইয়া অর্জ্জুনকে দর্শন করিব" ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাঁহারা আনন্দিতচিত্তে এইরূপ আলাপ করিতে করিতে যাইয়া সুবাহুরাজার বিশাল রাজ্য দর্শন করিলেন; সেই রাজ্যে প্রচুর হস্তী, অশ্ব, কিরাত, তঙ্গণ ও পুলিন্দ ছিল, হিমালয়ভাগে দেবতারা বিচরণ করিতেন এবং বহুতর আশ্চর্য্য বস্তু ছিল ॥২৪—২৫॥

---

(২১)—প্রহসন্তী মনোরমা—বা ব কা নি।

সুবাহুশ্চাপি তান্ দৃষ্ট্বা পূজয়া প্রত্যগৃহ্লত।
বিষয়ান্তে পুলিন্দানামীশ্বরঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥২৬॥
ততস্তে পূজিতাস্তেন সর্ব্ব এব সুখোষিতাঃ।
প্রতস্থুর্বিমলে সূর্য্যে হিমবন্তং গিরিং প্রতি ॥২৭॥
ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চৈব ভৃত্যান্ পৌরোগবাংস্তথা।
সূদাংশ্চ পারিবর্হাংশ্চ দ্রৌপদ্যাঃ সর্ব্বশো নৃপ। ॥২৮॥
রাজ্ঞঃ পুলিন্দাধিপতেঃ পরিদায় মহারথাঃ।
পদ্ভিরেব মহাবীর্য্যা যযুঃ কৌরবনন্দনাঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
তে শনৈঃ প্রাদ্রবন্ সর্ব্বে কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ।
তস্মাদ্দেশাৎ সুসংহৃষ্টা দ্রষ্টুকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সুবাহুরিতি। পূজয়া সম্মানেন। বিষয়ান্তে রাজ্যপ্রান্তে। ঈশ্বরো রাজা ॥২৬॥

তত ইতি। সুখেন উষিতা রাত্রাববস্থিতাঃ। বিমলে সূর্য্যে উদিতে সতি ॥২৭॥

ইন্দ্রেতি। পৌরোগবান্ পাকশালাধ্যক্ষান্, সূদান্ পাচকান্, দ্রৌপদ্যাঃ পারিবর্হান্ পরিচারকাংশ্চ। পরিদায় রক্ষণার্থং সমর্প্য ॥২৮—২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অন্তর্হিতানীতি ॥১—২৮॥ পরিদায় রক্ষার্থং সমর্প্য ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

পুলিন্দরাজ সুবাহুও রাজ্যপ্রান্তে তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতি ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৬॥

তাহার পর তাঁহারা সকলেই সুবাহুকর্তৃক সম্মানিত হইয়া রাত্রিতে সুখে বাস করিয়া প্রভাতকালে নির্ম্মল সূর্য্য উদিত হইলে হিমালয়পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

রাজা। ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভৃত্যগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ, পাচকগণ এবং দ্রৌপদীর পরিচারকগণকে পুলিন্দরাজের নিকট রাখিয়া মহারথ ও মহাবীর পাণ্ডবেরা পদব্রজেই প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥২৮—২৯॥

সেই পাণ্ডবেরা সকলেই অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দিত

* '…চত্বারিংশদধিকশততম…' —বা ব কা পি, '…দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম…'— নি।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীমসেন! যমৌ চোভৌ! পাঞ্চালি! চ নিবোধত।

নাস্তি ভূতস্য নাশো বৈ পশ্যতাস্মান্ বনেচরান্ ॥১॥

দুর্ব্বলাঃ ক্লেশিতাঃ স্মেতি যদ্বহামেতরেতরম্।

অশক্যেঽপি ব্রজামেতি ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥২॥

তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।

যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনঞ্জয়মুপান্তিকে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। প্রাদ্রবন্ অগচ্ছন্, কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা। সুসংহৃষ্টা আনন্দিতাঃ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভীমেতি। ভূতস্য অতীতস্য পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, ভোগেন বিনা নাশো নাস্তি। অস্মান্ রাজপুত্রানপি বনেচরান্ পশ্যত। প্রাক্তনকর্ম্মণ এবেদং ফলমিতি ভাবঃ ॥১॥

উক্তার্থে হেত্বন্তরাণ্যাহ—দুর্ব্বলা ইতি। দুর্ব্বলাঃ কৃতাঃ ক্লেশিতাশ্চ শত্রুভিরিতি শেষঃ। ইতরেতরং পরস্পরম্, বহামঃ অনুকূলয়াম ইত্যর্থঃ। বিসর্গাণাং লোপ আর্ষঃ ॥২॥

হইয়া দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভীম! নকুল! সহদেব! দ্রৌপদি! তোমরা শ্রবণ কর—ভোগ ব্যতীত প্রাক্তন কর্ম্মের নাশ হয় না; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—আমরা রাজপুত্র হইয়াও বনচারী হইয়াছি ॥১॥

তা'র পর শত্রুরা আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে ও কষ্ট দিতেছে এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করিতেছি, আর অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অগম্য স্থানে গমন করিতেছি ॥২॥

মহাবীর অর্জ্জুনকে যে নিকটে দেখিতেছি না, তাহা—অগ্নি যেমন তূলরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার অঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছে ॥৩॥

(৩)···ধনঞ্জয়মুপান্তিকাৎ—বা ব কা।

তস্য দর্শনতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমাস্থিতম্।
যাজ্ঞসেন্যাঃ পরামর্ষঃ স চ বীর! দহত্যুত ॥৪॥
নকুলাৎ পূর্ব্বজং পার্থং ন পশ্যাম্যমিতৌজসম্।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর! ॥৫॥
তীর্থানি চৈব রম্যাণি বনানি চ সরাংসি চ।
চরামি সহ যুষ্মাভিস্তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৬॥
পঞ্চ বর্ষাণ্যহং বীর! সত্যসন্ধং ধনঞ্জয়ম্।
যন্ন পশ্যামি বীভৎসুং তেন তপ্যে বৃকোদর! ॥৭॥
তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ন পশ্যামি মহাবাহুং তেন তপ্যে বৃকোদর! ॥৮॥
কৃতাস্ত্রং নিপুণং যুদ্ধেঽপ্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
ন পশ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠং তেন তপ্যে বৃকোদর! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তৎ ধনঞ্জয়াদর্শনং কর্ত্তৃ। উপান্তিকে অন্তিকে ॥৩॥
তস্যেতি। দর্শনে তৃষ্ণা যস্য তম্। পরামর্ষঃ দুঃশাসনেন কেশাকর্ষণম্ ॥৪॥
নকুলাদিতি। পার্থমর্জ্জুনম্। উগ্রধন্বানং ভয়ঙ্করধনুর্দ্ধরম্ ॥৫॥
তীর্থানীতি। তস্যার্জ্জুনস্য। এতদপি প্রাক্তনস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলমিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
পঞ্চেতি। পঞ্চ বর্ষাণি যাবৎ। সত্যসন্ধং সত্যপ্রতিজ্ঞম্ ॥৭॥
তমিতি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশো নিয়ন্তা তং জিতনিদ্রমনলসমিত্যর্থঃ ॥৮॥

বীর! অনুজগণের সহিত বনে আসিয়াছি এবং এখন অর্জ্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই অবস্থায় আবার দ্রৌপদীর সেই কেশাকর্ষণ স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতেছি ॥৪॥

বৃকোদর! নকুলের অগ্রজ, অমিততেজা, অজেয় ও ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে আমি সন্তপ্ত হইতেছি ॥৫॥

তাহাতেই তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় তোমাদের সহিত মনোহর তীর্থ, বন ও সরোবরসমূহে বিচরণ করিতেছি ॥৬॥

বীর ভীমসেন! আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ বীভৎসু অর্জ্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ॥৭॥

ভীম! সিংহের ন্যায় সবিক্রমে গমনকারী, আলস্যহীন, শ্যামবর্ণ ও মহাবাহু অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৮॥

বৃকোদর! অস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধে নিপুণ, ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে অতুলনীয়

চরন্তমরিসঙ্ঘেষু কালে ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং সিংহস্কন্ধং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
যঃ স শক্রাদনবরো বীর্য্যেণ দ্রবিণেন চ।
যময়োঃ পূর্ব্বজঃ পার্থঃ শ্বেতাশ্বোঽমিতবিক্রমঃ ॥১১॥
দুঃখেন মহতাবিষ্টস্তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
সততং য ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোঽপ্যণীয়সা।
ঋজুমার্গপ্রপন্নস্য শর্ম্মদাতাঽভয়স্য চ ॥১৩॥
স তু জিহ্মপ্রবৃত্তস্য মায়য়াভিজিঘাংসতঃ।
অপি বজ্রধরস্যাজৌ ভবেৎ কালবিষোপমঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কৃতেতি। অপ্রতিমানং নিরুপমম্। কালে আয়ুঃশেষে। প্রভিন্নং মদস্রাবিণম্ ॥৯—১০॥

য ইতি। অনবরঃ অনিকৃষ্টঃ। দ্রবিণেন পরাক্রমেণ। ফাল্গুনমর্জ্জুনম্ ॥১১—১২॥

সততমিতি। অণীয়সাপি অতিক্ষুদ্রেণাপি জনেন, ক্ষিপ্যমাণস্তিরস্ক্রিয়মাণঃ। ঋজুমার্গপ্রপন্নস্য সরলপথবর্ত্তিনঃ, শর্ম্মদাতা সুখদাতা, অভয়স্য চ দাতা। জিহ্মপ্রবৃত্তস্য কুটিলপথবর্ত্তিনঃ, মায়য়া কূটভাবেন। কালস্য সর্পস্য বিষোপমঃ ॥১৩—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীমসেন ইতি। ভূতস্য প্রাক্তনকর্ম্মণঃ ॥১—৩॥ পরামর্ষঃ কেশেষু গ্রহণম্ ॥৪—৮॥ অপ্রতিমানং নাস্তি প্রতিমানং সাদৃশ্যং যস্য সোঽপ্রতিমানস্তম্ ॥৯॥ প্রভিন্নং স্রবন্মদম্ ॥১০॥

কুরুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্তকালে ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় শত্রুমধ্যে বিচরণকারী, মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় বলবান্ এবং সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৯—১০॥

ভীমসেন ! যিনি বলে ও পরাক্রমে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন, যিনি নকুল ও সহদেবের অগ্রজ এবং যাঁহার অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও বিক্রমের তুলনা নাই, সেই অজেয় ভীমধন্বা অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না; তাহাতেই গুরুতর দুঃখে অভিভূত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছি ॥১১—১২॥

অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও তিরস্কার করিলে যিনি সর্ব্বদা ক্ষমাই করিয়া থাকেন এবং সরল পথে চলিলে তাহাকে সুখ ও অভয় দান করিয়া থাকেন, তিনি আবার যুদ্ধে কুটিলপথগামী এবং ছলপূর্ব্বক জিঘাংসু ইন্দ্রের পক্ষেও কালসর্পের বিষের ন্যায় তীব্র হইয়া থাকেন ॥১৩—১৪॥

(১০)···কালং ক্রুদ্ধমিবান্তকম্—পি। (১১) যশ্চ শক্রাদনবরঃ—পি। (১৪)···অপি বজ্রধরস্যাপি—বা ব কা নি।

শত্রোরপি প্রপন্নস্য সোঽনৃশংসঃ প্রতাপবান্।
দাতাঽভয়স্য বীভৎসুরমিতাত্মা মহাবলঃ ॥১৫॥
সর্ব্বেষামাশ্রয়োঽস্মাকং রণেঽরীণাং প্রমর্দ্দিতা।
আহর্ত্তা সর্ব্বরত্নানাং সর্ব্বেষাং নঃ সুখাবহঃ ॥১৬॥
রত্নানি যস্য বীর্য্যেণ দিব্যান্যাসন্ পুরা মম।
বহূনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ সুযোধনঃ ॥১৭॥
যস্য বাহুবলাদ্বীর! সভা চাসীৎ পুরা মম।
সর্ব্বরত্নময়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পাণ্ডব! ॥১৮॥
বাসুদেবসমং বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যসমং যুধি।
অজেয়মমিতং যুদ্ধে তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ॥১৯॥
সঙ্কর্ষণং মহাবীর্য্যং ত্বাঞ্চ ভীমাপরাজিতম্।
অনুযাতঃ স্ববীর্য্যেণ বাসুদেবঞ্চ শত্রুহা ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শত্রোরিতি। প্রপন্নস্য শরণাগতস্য। অনৃশংসো দয়ালুঃ। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ ॥১৫॥
সর্ব্বেষামিতি। সুখাবহঃ বিনয়সৌজন্যাদিনা সুখজনকঃ ॥১৬॥
রত্নানীতি। দিব্যানি উৎকৃষ্টানি। প্রাপ্তঃ দ্যূতে বিজিত্য লব্ধবান ॥১৭॥
যস্যেতি। সভা ইন্দ্রপ্রস্থনগরে ময়দানবেন নির্ম্মিতা ॥১৮॥
বাসুদেবেতি। অমিতং নিরুপমম্। ফাল্গুনম্ অর্জ্জুনম্ ॥১৯॥
সঙ্কর্ষণমিতি। সঙ্কর্ষণং রামম্। অনুযাতঃ অনুকৃতবান্। শত্রুহা শত্রুহন্তা ॥২০॥

সেই প্রতাপশালী, অসাধারণ উদারচেতা ও মহাবল অর্জ্জুন শরণাগত শত্রুর উপরেও দয়ালু হইয়া অভয় দান করিয়া থাকেন ॥১৫॥

এবং তিনি আমাদের সকলেরই অবলম্বন, যুদ্ধে শত্রুবিজয়ী, সর্ব্বপ্রকার রত্নের আহরণকারী এবং আমাদের সকলেরই সুখজনক ॥১৬॥

যাঁহার বাহুবলে পূর্ব্বে আমার বহুজাতীয় বহুতর উৎকৃষ্ট রত্ন হইয়াছিল; যেগুলি এখন দুর্য্যোধন পাইয়াছেন ॥১৭॥

আর বীর পাণ্ডুনন্দন! যাঁহার বাহুবলে পূর্ব্বে আমার (ইন্দ্রপ্রস্থনগরে) সর্ব্বরত্নময়ী ত্রিভুবনবিখ্যাত সভা নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥১৮॥

যিনি বলে কৃষ্ণের সমান এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য, সেই অজেয় ও যুদ্ধে অতুলনীয় অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না ॥১৯॥

ভীম! শত্রুহন্তা অর্জ্জুন আপন বাহুবলে মহাবীর বলরামের, অপরাজিত তোমার এবং কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥২০॥

যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ।
জবে বায়ুর্মুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥২১॥
তে বয়ং তং নরব্যাঘ্রং সর্ব্বে বীরং দিদৃক্ষবঃ।
প্রবেক্ষ্যামো মহাবাহো! পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২২॥ (যুগ্মকর্ম্ম)
বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ।
তং সদাঽধ্যুষিতং যক্ষৈর্দ্রক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্ ॥২৩॥
কুবেরনলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিরক্ষিতাম্।
পদ্ভিরেব গমিষ্যামস্তপ্যমানা মহত্তপঃ ॥২৪॥
ন স যানবতা শক্যো গন্তুং দেশো বৃকোদর!।
ন নৃশংসেন লুব্ধেন নাপ্রশান্তেন ভারত! ॥২৫॥
তত্র সর্ব্বে গমিষ্যামো ভীমার্জ্জুনগবেষিণঃ।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাঃ সার্দ্ধং বিপ্রৈর্মহাব্রতৈঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

যস্যেতি। প্রভাবে যুদ্ধনৈপুণ্যে। জবে বেগে। সোমশ্চন্দ্রঃ। দিদৃক্ষব ইতি দৃশেঃ সনন্তাদুপ্রত্যয়স্য নিষ্ঠাদিতয়া কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাদ্দ্বিতীয়ৈব ॥২১—২২॥

বিশালেতি। বদরী কর্কন্ধুবৃক্ষঃ, তথৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অধ্যুষিতম্ অধিষ্ঠিতম্ ॥২৩॥

কুবেরেতি। কুবেরস্য নলিনীং সরসীম্। তপ্যমানাঃ কুর্ব্বাণাঃ ॥২৪॥

নেতি। যানবতা রথাদিমতা জনেন। অপ্রশান্তেন কামাদ্যভিভূতচিত্তেন ॥২৫॥

বাহুবল ও যুদ্ধনৈপুণ্যবিষয়ে ইন্দ্র যাঁহার তুল্য, বেগবিষয়ে বায়ু যাঁহার সমান, মুখসৌন্দর্য্যে চন্দ্র যাঁহার সদৃশ এবং ক্রোধবিষয়ে সনাতন মৃত্যু যাঁহার উপমাস্থল, সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় আমরা সকলে গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিব ॥২১—২২॥

যেখানে বিশাল একটা বদরীবৃক্ষ এবং নর ও নারায়ণ ঋষির আশ্রম রহিয়াছে, সর্ব্বদা যক্ষাধিষ্ঠিত সেই উত্তম পর্ব্বত আমরা দর্শন করিব ॥২৩॥

এবং আমরা গুরুতর তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া পদব্রজেই রাক্ষসরক্ষিত মনোহর কুবেরসরোবরে গমন করিব ॥২৪॥

কারণ, ভরতনন্দন ভীমসেন! কোন যানে আরোহণ করিয়া সে দেশে গমন করিতে পারা যায় না এবং নৃশংস, লুব্ধ ও অসংযতচিত্ত লোকও সেখানে যাইতে পারে না ॥২৫॥

(২৩)…যত্র নারায়ণাশ্রমঃ—পি। (২৪)…রাক্ষসৈরভিসেবিতাম্—বা ব কা নি। (২৫) ন চ যানবতা—বা ব কা, নাতপ্ততপসা শক্যঃ—নি।

মক্ষিকা মশকান্ দংশান্ সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ সরীসৃপান্।
প্রাপ্নোত্যনিয়তঃ পার্থ! নিয়তস্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭॥
তে বয়ং নিয়তাত্মানঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্।
প্রবেক্ষ্যামো মিতাহারা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। হে ভীম! অর্জ্জুনগবেষিণঃ অর্জ্জুনান্বেষিণঃ। নিস্ত্রিংশঃ খড়্গঃ ॥২৬॥
মক্ষিকা ইতি। অনিয়ত উপবাসাদিনিয়মরহিতঃ, নিয়ত উপবাসাদিমান্ ॥২৭॥
ত ইতি। নিয়তাত্মানঃ সংযতচিত্তাঃ কামরাগাদিরহিতচিত্তা ইতি যাবৎ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

ভারতভাবদীপঃ

অনবরোহহীনঃ ॥১১—১৪॥ অভয়স্য চ দাতা, অমিতাত্মা মহামনাঃ ॥১৫—১৮॥ অমিত-মহিংসিতমজিতমিতি যাবৎ ॥১৯॥ হে ভীম! ॥২০॥ সোম ইতি মধুরবাক্যত্বং লক্ষ্যতে ॥২১—২৩॥ নলিনীং পুষ্করিণীম্ ॥২৪—২৬॥ অনিয়তোঽশুচিঃ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

—:*:—

ভীম! আমরা সকলেই তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য মহাব্রত ব্রাহ্মণগণের সহিত সেখানে গমন করিব ॥২৬॥

পৃথানন্দন! নিয়মবিহীন লোক মক্ষিকা, মশক, দংশ (ডাঁশ), সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্প দেখিতে পায়; কিন্তু নিয়মশালী লোক সেগুলি দেখিতে পায় না ॥২৭॥

অতএব আমরা নিয়মশালী ও মিতাহারী হইয়া অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিব" ॥২৮॥

—:*:—

(২৭) মক্ষিকাদংশমশকান্—বা ব কা। * '…একচত্বারিংশদধিকশততমঃ…'—বা ব কা পি, '…ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমঃ…'—নি।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

লোমশ উবাচ।

দ্রষ্টারঃ! পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে নদ্যঃ সপুরকাননাঃ।
তীর্থানি চৈব শ্রীমন্তি স্পৃষ্টঞ্চ সলিলং করৈঃ ॥১॥
পর্ব্বতং মন্দরং দিব্যমেষ পন্থাঃ প্রযাস্যতি।
সমাহিতা নিরুদ্বিগ্নাঃ সর্ব্বে ভবত পাণ্ডবাঃ! ॥২॥
অয়ং দেবনিবাসো বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যতি।
ঋষীণাঞ্চৈব দিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৩॥
এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্য্যা মহানদী।
বদরীপ্রভবা রাজন্! দেবর্ষিগণসেবিতা ॥৪॥
এষা বৈহায়সৈর্নিত্যং বালখিল্যৈর্মহাত্মভিঃ।
অর্চ্চিতা চোপযাতা চ গন্ধর্ব্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্রষ্টার ইতি। হে দ্রষ্টারঃ! তীর্থদর্শিনঃ! যুষ্মাভির্দদৃশিরে ইতি শেষঃ ॥১॥
পর্ব্বতমিতি। দিব্যং স্বর্গীয়ম্। সমাহিতা অর্জ্জুনদর্শনে একাগ্রচিত্তাঃ ॥২॥
অয়মিতি। বো যুষ্মাকম্। দিব্যানাং স্বর্গীয়াণাম্। নিবাসোঽপি গন্তব্যঃ ॥৩॥
এষেতি। শিবজলা মঙ্গলকরজলা, মহানদী গঙ্গা, বদরীপ্রভবা তত উৎপন্না ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—"হে তীর্থদর্শিগণ! তোমরা—সকল পর্ব্বত, নগর ও বনের সহিত সকল নদী এবং সুন্দর তীর্থ সকল দর্শন করিয়াছ, হস্ত দ্বারা সেগুলির জলও স্পর্শ করিয়াছ ॥১॥

পাণ্ডবগণ! এই পথ স্বর্গীয় মন্দরপর্ব্বতে যাইবে; সুতরাং তোমরা সকলে এখন একাগ্রচিত্ত ও নিরুদ্বেগ হও ॥২॥

ঐ দেবনিবাস এবং স্বর্গীয় পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের নিবাসভূমিতে তোমাদের গমন করিতে হইবে ॥৩॥

রাজা! শুভজলা, পুণ্যজনিকা, মনোহরা, বদরিকাশ্রমোৎপন্না ও দেবর্ষি-গণসেবিতা এই মহানদী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন ॥৪॥

আকাশগামী মহাত্মা বাল্যখিল্য ঋষিরা সর্ব্বদা ইহার সেবা করেন এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বেরাও এখানে আসিয়া থাকেন ॥৫॥

অত্র সাম স্ম গায়ন্তি সামগাঃ পুণ্যনিস্বনাঃ।
মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভৃগুশ্চৈবাঙ্গিরাস্তথা ॥৬॥
অত্রাহ্নিকং সুরশ্রেষ্ঠো জপতে সমরুদ্গণঃ।
সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭॥
চন্দ্রমাঃ সহ সূর্য্যেণ জ্যোতীংষি চ গ্রহৈঃ সহ।
অহোরাত্রবিভাগেন নদীমেতামনুব্রজন্ ॥৮॥
এতস্যাঃ সলিলং মূর্দ্ধ্না বৃষাঙ্কঃ পর্য্যধারয়ৎ।
গঙ্গাদ্বারে মহাভাগ! যেন লোকস্থিতির্ভবেৎ ॥৯॥
এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।
প্রয়তেনাত্মনা তাত! অভিগম্যাভিবাদত ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এষেতি। বৈহায়সৈঃ খেচরৈঃ। উপযাতা সেবিতা ॥৫॥
অত্রেতি। অত্র অস্যা মহানদ্যাস্তীরে। কে তে সামগা ইত্যাহ—মরীচিরিতি ॥৬॥
অত্রেতি। আহ্নিকং দৈনিকমিষ্টমন্ত্রম্, সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রঃ। পরিধাবন্তি অনুসরন্তি ॥৭॥
চন্দ্রমা ইতি। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি। অনুব্রজন্নিতি অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৮॥
এতস্যা ইতি। বৃষাঙ্কঃ শিবঃ। যেন সলিলেন, লোকস্থিতির্মর্ত্ত্যলোকরক্ষা ॥৯॥
এতামিতি। প্রয়তেনাত্মনা সংযতেন চিত্তেন। অভিবাদতেতি যলোপ আর্ষঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্রষ্টার ইতি। ভো দ্রষ্টারঃ! সর্ব্বে মন্দরাদন্যে পর্ব্বতা দৃষ্টা ইতি শেষঃ ॥১--৩॥ মহানদী গঙ্গা অলকনন্দা বা ॥৪॥ উপযাতা ইষ্টসিদ্ধ্যর্থং প্রার্থিতা ॥৫॥ সামগাঃ—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মবিদ্গেয়াং সাম শ্রূয়তে "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে হা ৩ বু্হা ৩ বু্হা ৩ বু অহমন্ন"মিত্যাদি মরীচ্যাদয়োঽত্র সার্ব্বাত্ম্যং স্বস্য পশ্যন্তো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥৬॥ আহ্নিকং নৈয়মিকং জপম্, পরিধাবন্তি

মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা—এই সকল সামগায়ী পুণ্যধ্বনিকারী ঋষিরা ইহার তীরেই সামগান করিয়া থাকেন ॥৬॥

ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়া এইখানেই দৈনিক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; তখন সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহার অনুসরণ করেন ॥৭॥

সূর্য্যের সহিত চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহের সহিত নক্ষত্রমণ্ডল দিন ও রাত্রিবিভাগ অনুসারে এই নদীরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন ॥৮॥

মহাভাগ! মহাদেব হরিদ্বারে এই নদীর জলই মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন; যে জলদ্বারা মর্ত্ত্যলোকের রক্ষা হয় ॥৯॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লোমশস্য মহাত্মনঃ।
আকাশগঙ্গাং প্রয়তাঃ পাণ্ডবা অভ্যবাদয়ন্ ॥১১॥
অভিবাদ্য চ তে সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্ম্মচারিণঃ।
পুনঃ প্রযাতাঃ সংহৃষ্টাঃ সর্ব্বৈ ঋষিগণৈঃ সহ ॥১২॥
ততো দূরাৎ প্রকাশন্তং পাণ্ডুরং মেরুসন্নিভম্।
দদৃশুস্তে নরশ্রেষ্ঠা বিকীর্ণং সর্ব্বতো দিশম্ ॥১৩॥
তান্ প্রষ্টুকামান্ বিজ্ঞায় পাণ্ডবান্ স তু লোমশঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শৃণুধ্বং পাণ্ডুনন্দনাঃ! ॥১৪॥
এতদ্বিকীর্ণং সুশ্রীমৎ কৈলাসশিখরোপমম্।
যৎ পশ্যসি নরশ্রেষ্ঠ! পর্ব্বতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫॥
এতান্যস্থীনি দৈত্যস্য নরকস্য মহাত্মনঃ।
পর্ব্বতপ্রতিমং ভাতি পর্ব্বতপ্রস্তরাশ্রিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। প্রয়তাঃ সংযতচিত্তাঃ সন্তঃ ॥১১॥

অভিবাদ্যেতি। প্রযাতাঃ প্রস্থিতাঃ, সংহৃষ্টা অর্জ্জুনদর্শনাশয়া আনন্দিতাঃ ॥১২॥

তত ইতি। প্রকাশন্তং প্রকাশমানম্, পাণ্ডুরং শ্বেতম্, মেরুসন্নিভমুচ্চম্ ॥১৩॥

তানিতি। কিং বাক্যমুবাচেত্যাহ—শৃণুধ্বমিত্যাদি ॥১৪॥

এতদিতি। সুশ্রীমৎ অতীবোজ্জ্বলম্। ভাতি, এতদস্থিবৃন্দমিতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥

অতএব বৎস! তোমরা সকলেই যাইয়া সংযতচিত্তে এই মাহাত্ম্যবতী গঙ্গাদেবীকে নমস্কার কর" ॥১০॥

মহাত্মা লোমশমুনির সেই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সংযতচিত্ত হইয়া মন্দাকিনীকে নমস্কার করিলেন ॥১১॥

ধর্ম্মাচারী পাণ্ডবেরা সকলে মন্দাকিনীকে নমস্কার করিয়া আনন্দিত হইয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তদনন্তর সেই মনুষ্যশ্রেষ্ঠেরা সকলেই দূর হইতে প্রকাশমান, শ্বেতবর্ণ, সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপ্ত একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা সেই পদার্থটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা বুঝিয়াই বাক্যাভিজ্ঞ লোমশমুনি এই কথা বলিলেন—"পাণ্ডবগণ! শ্রবণ কর—॥১৪॥

নরশ্রেষ্ঠ! বিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত উজ্জ্বল, কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং পর্ব্বতপ্রমাণ বিস্তৃত এই যাহা দেখিতেছ, এগুলি—বিশালদেহ নরকা-

পুরাতনেন দেবেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা।
দৈত্যো বিনিহতস্তাত। সুররাজহিতৈষিণা ॥১৭॥
দশ বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্য মহামনাঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যায়বিক্রমাৎ ॥১৮॥
তপোবলেন মহতা বাহুবেগবলেন চ।
নিত্যমেব দুরাধর্ষো ধর্ষয়ন্ স দিতেঃ সুতঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
স তু তস্য বলং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মে চ চরিতং ব্রতম্।
ভয়াভিভূতঃ সংবিগ্নঃ শক্র আসীত্তদাঽনঘ! ॥২০॥
তেন সঞ্চিন্তিতো দেবো মনসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
সর্ব্বত্রগঃ প্রভুঃ শ্রীমানাগতশ্চ স্থিতো বভৌ ॥২১॥
ঋষয়শ্চাপি তং সর্ব্বে তুষ্টবুশ্চ দিবৌকসঃ।
তং দৃষ্ট্বা জ্বলমানশ্রীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি। পুরাতনেন আদিমেনেত্যর্থঃ। হে তাত! বৎস! ॥১৭॥
দশেতি। তপ্য তপ্ত্বা। স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নম্। স নরকঃ ॥১৮—১৯॥
স ইতি। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিষয়ে, ব্রতমুপবাসাদি। সংবিগ্নঃ অস্থিরচিত্তঃ ॥২০॥
তেনেতি। তেন শক্রেণ। অব্যয়ঃ অবিনশ্বরঃ। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥২১॥

সুরের অস্থি; এগুলি পার্ব্বত্যপ্রস্তরে থাকিয়া পর্ব্বতেরই মত শোভা পাইতেছে ॥১৫—১৬॥

বৎস! আদিদেব পরমাত্মা বিষ্ণু দেবরাজের হিতের জন্য এই নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

মহামনা নরকাসুর দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া, সেই তপোবলে এবং বেদাধ্যয়ন ও বিক্রমের প্রভাবে ইন্দ্রের পদ প্রার্থনা করিয়াছিল। কারণ, সে নরকাসুর গুরুতর তপস্যার বলে এবং বাহুবেগের প্রভাবে সর্ব্বদাই দেবগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকিয়া তাঁহাদের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষই হইয়াছিল ॥১৮—১৯॥

হে নিষ্পাপ রাজা! তখন ইন্দ্র তাহার বল ও ধর্ম্মসঞ্চয়ের বিষয় জানিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥২০॥

তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করিলে আদিদেব, অবিনাশী, সর্ব্বত্রগামী, জগদীশ্বর ও সুন্দরাকৃতি বিষ্ণু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

(১৭)...দৈত্যো বিনিহতস্তেন—কা নি। (১৮)...তপস্তপ্তং মহাত্মনা—পি।

নষ্টতেজাঃ সমভবত্তস্য তেজোঽভিভর্ৎসিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা বরদং দেবং বিষ্ণুং দেবগণেশ্বরম্ ॥২৩॥
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ বজ্রভৃৎ।
প্রাহ বাক্যং ততস্তূর্ণং যতস্তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥২৪॥ (বিশেষকম্)

বিষ্ণুরুবাচ।

জানামি তে ভয়ং শক্র! দৈত্যেন্দ্রান্নরকাত্ততঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃসিদ্ধেন কর্ম্মণা ॥২৫॥
সোঽহমেনং তব প্রীত্যা তপঃসিদ্ধমপি ধ্রুবম্।
বিযুনজ্মি দেহাদ্দেবেন্দ্র! মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ঋষয় ইতি। জ্বলমানশ্রীঃ জ্বলৎকান্তিঃ, হব্যবাহনঃ অগ্নিঃ, নষ্টতেজা অভিভূততেজাঃ। তেজসা অভিভর্ৎসিতস্তিরস্কৃতঃ। বজ্রভৃৎ ইন্দ্রঃ। ততস্তস্মিন্ নরকাসুরবিষয়ে, যতো যস্মান্নরকাসুরাৎ তস্য বজ্রভৃতঃ, ভয়ং ভবেদভবৎ ॥২২—২৪॥

জানামীতি। স্থানং পদম্। তপসা সিদ্ধেন সম্পন্নেন, কর্ম্মণা বলোদ্রেকেণ ॥২৫॥

স ইতি। বিযুনজ্মি পৃথক্ করোমি। অত্রাক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিচরন্তি, তমিন্দ্রম্ ॥৭—৯॥ অভিবাদত অভিবাদয়ত, অক্ষরলোপ আর্ষঃ ॥১০—১২॥ পাণ্ডুরং শ্বেতম, অশ্মনাং রাশিমিতি শেষঃ ॥১৩—১৫॥ নরকস্য ভৌমাসুরস্য ॥১৬—২৬॥ পাণিনা চপেটা-

তখন ঋষিরা ও দেবতারা সকলেই তাঁহার স্তব করিলেন; উজ্জ্বলকান্তি ভগবান্ অগ্নিদেব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া হীনতেজা হইয়া পড়িলেন এবং ইন্দ্র সেই বরদাতা, আদিদেব এবং দেবগণেরও অধীশ্বর বিষ্ণুকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি ও অবনত হইয়া, নমস্কার করিয়া—যাহা হইতে তাঁহার ভয় হইয়াছিল, সেই নরকাসুরের কথা সত্বরই বলিলেন ॥২২—২৪॥

তখন বিষ্ণু বলিলেন—"দেবরাজ! আমি জানি যে, সেই দৈত্যরাজ নরকাসুর হইতে তোমার ভয় জন্মিয়াছে। কারণ, সেই নরকাসুর আপন তপস্যানিষ্পন্ন বলপ্রভাবে ইন্দ্রত্বপদ প্রার্থনা করিতেছে ॥২৫॥

দেবরাজ! নরকাসুর তপঃসিদ্ধ হইলেও, আমি তোমার প্রতি প্রণয়-বশতঃ উহাকে উহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি; তুমি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর" ॥২৬॥

---

(২৪)···প্রাহ বাক্যং ততস্তথম্—বা নি। (২৫) জানামি তে ভয়ং তাত!—পি।

তস্য বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পাণিনা চেতনাং হরৎ।
স পপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭॥
তস্যৈতদস্থিসংঘাতং মায়াবিনিহতস্য বৈ।
ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ণোঃ কর্ম্ম প্রকাশতে ॥২৮॥
নষ্টা বসুমতী কৃৎস্না পাতালে চৈব মজ্জিতা।
পুনরুদ্ধরিতা তেন বরাহেণৈকশৃঙ্গিণা ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্! বিস্তরেণেমাং কথাং কথয় তত্ত্বতঃ।
ইচ্ছামি বিবুধেশস্য তস্য শ্রোতুং মুনে! কথাম্ ॥৩০॥
কথং তেন সুরেশেন নষ্টা বসুমতী তদা।
যোজনানাং শতং ব্রহ্মন্! পুনরুদ্ধরিতা তদা ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। পাণিনা পাণিস্পর্শমাত্রেণৈব। হরৎ অহরৎ, অড়ভাব আর্ষঃ। বিষ্ণুস্পর্শেন নরকনিবৃত্তিশ্চ বৈবেত্যাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমূহ্যেয়ম্ ॥২৭॥

তস্যেতি। সংঘাতপদস্য নপুংসকত্বমার্ষম্। কর্ম্ম কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥২৮॥

নষ্টেতি। বরাহেণ বরাহমূর্ত্তিনা, একশৃঙ্গিণা শৃঙ্গবদেকদন্তশালিনা ॥২৯॥

ভগবন্নিতি। তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন। বিবুধেশস্য দেবাধীশ্বরস্য, তস্য বিষ্ণোঃ ॥৩০॥

(এই কথা বলিয়াই যাইয়া) মহাতেজা বিষ্ণু হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াই নরকাসুরের চৈতন্য হরণ করিলেন; তখন বজ্রতাড়িত পর্ব্বতরাজের ন্যায় নরকাসুর ভূতলে পতিত হইল ॥২৭॥

বিষ্ণুমায়া-নিহত সেই নরকাসুরেরই এই অস্থিসমূহ দেখা যাইতেছে। বিষ্ণুর এই আর একটী কার্য্যের ফল প্রকাশ পাইতেছে ॥২৮॥

সমগ্র পৃথিবী পাতালে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পর বিষ্ণু, পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল এক-দন্তশালী বরাহরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় তাহাকে উত্তোলন করিয়াছিলেন" ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভগবন্ লোমশমুনি! আপনি বিস্তরক্রমে ও যথার্থরূপে এই বৃত্তান্তটী বলুন; আমি বিষ্ণুর সেই বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩০॥

ব্রাহ্মণ! পৃথিবী তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন কেন? এবং বিষ্ণুই বা তাঁহাকে আবার একশত যোজন উপরে তুলিয়াছিলেন কেন? ॥৩১॥

---

(২৭)···পাণিনা প্রাহরদ্বপুঃ—পি। (২৯ শ্লোকাৎ পরম্···'দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ' —পি। (৩০) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা নি নাস্তি।

কেন চৈব প্রকারেণ জগতো ধারিণী ধরা।
শিবা দেবী মহাভাগা সর্ব্বশস্যপ্ররোহিণী ॥৩২॥
কস্য চৈব প্রভাবাদ্ধি যোজনানাং শতং গতা।
কেনৈতদ্বীর্য্যসর্ব্বস্বং দর্শিতং পরমাত্মনঃ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম !।
শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্ব্বং ত্বং হি তস্য প্রতিশ্রয়ঃ ॥৩৪॥

লোমশ উবাচ।

যন্মেঽহং পরিপৃষ্টোঽস্মি কথামেতাং যুধিষ্ঠির !।
তৎ সর্ব্বমখিলেনেহ শ্রূয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৫॥
পুরা কৃতযুগে তাত ! বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে।
যমত্বং কারয়ামাস আদিদেবঃ সনাতনঃ ॥৩৬॥
যমত্বং কুর্ব্বতস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ।
ন তত্র ম্রিয়তে কশ্চিজ্জায়তে বা তথাঽচ্যুত ! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। যোজনানাং শতং যাবৎ, উদ্ধরিতা উদ্ধৃতা। ইড়াগম আর্ষঃ ॥৩১॥
কেনেতি। শিবা মঙ্গলকারিণী। পরমাত্মনঃ পরমাত্মনা বিষ্ণুনা ॥৩২—৩৩॥
এতদিতি। তস্য বৃত্তান্তস্য, প্রতিশ্রয়ো জ্ঞানেনাশ্রয়ঃ জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥৩৪॥
যদিতি। তে ত্বয়া। অখিলেন প্রকারেণ শ্রূয়তাম্, ভাষতো ভাষমাণস্য ॥৩৫॥
পুরেতি। ভয়ঙ্করে বর্ত্তমানে, মরণাভাবেন প্রাণিভারাধিক্যাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
যমত্বমিতি। তথা পূর্ব্ববদেব, জায়তে বা উৎপদ্যতে চ। হে অচ্যুত ! ধর্ম্মাদভ্রষ্ট ! ॥৩৭॥

জগতের আধার, মঙ্গলকারিণী ও সর্ব্বশস্যোৎপাদিনী মহাভাগা পৃথিবীদেবী কাহার প্রভাবে কি প্রকারে একশত যোজন নিম্নে গিয়াছিলেন? আবার পরমাত্মা বিষ্ণুই বা কি কারণে এই বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন? ॥৩২—৩৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে ও বিস্তরক্রমে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আপনি সে সমস্তই জানেন" ॥৩৪॥

লোমশ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার নিকট এই যে উপাখ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সমস্তই আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩৫॥

বৎস ! পূর্ব্বকালে একদা সত্যযুগ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল। কারণ, আদিদেব নারায়ণ তখন যমের কার্য্য করিতেন ॥৩৬॥

(৩২)···ধারিণী ধ্রুবা—পি। (৩৬)···আদিদেবঃ পুরাতনঃ—বা ব কা।

বর্দ্ধন্তে পক্ষিসংঘাশ্চ তথা পশুগবৈড়কম্।
গবাশ্বঞ্চ মৃগাশ্চৈব সর্ব্বে তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৮॥
তথা পুরুষশার্দ্দূল! মানুষাশ্চ পরন্তপ!।
সহস্রশো হ্যযুতশো বর্দ্ধন্তে সলিলং যথা ॥৩৯॥
এতস্মিন্ সঙ্কুলে তাত! বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে।
অতিভারাদ্বসুমতী যোজনানাং শতং গতা ॥৪০॥
সা বৈ ব্যথিতসর্ব্বাঙ্গী ভারেণাক্রান্তচেতনা।
নারায়ণং বরং দেবং প্রপন্না শরণং গতা ॥৪১॥
পৃথিব্যুবাচ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি তিষ্ঠেয়ং সুচিরং ত্বিহ।
ভারেণাস্মি সমাক্রান্তা ন শক্নোমি স্ম বর্ত্তিতুম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

বর্দ্ধন্ত ইতি। পশবো মহিষাদয়ঃ গাবঃ স্ত্রীগব্যঃ এড়কা মেষাশ্চ তৎ। গাবঃ পুঙ্গবা অশ্বাশ্চ তৎ। পিশিতাশনা মাংসভোজিনো রাক্ষসাদয়শ্চ ॥৩৮॥

তথেতি। সলিলং নদ্যাদৌ পূরাগমনসময়ে যথা বর্দ্ধতে, তথা ॥৩৯॥

এতস্মিন্নিতি। সঙ্কুলে প্রাণিনাং সংঘর্ষে। যোজনানাং শতমধস্তাদ্‌গতা ॥৪০॥

সেতি। আক্রান্তচেতনা অভিভূতচৈতন্যা। প্রপন্না বিপন্না ॥৪১॥

ভগবন্নিতি। ইহ যুষ্মন্নির্দ্দিষ্টে স্থানে। বর্ত্তিতুং তত্র স্থাতুম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘাতেন, চেতনাং হরৎ প্রাণান্ জহার ॥২১—৩০॥ কেন চ প্রকারেণ উদ্ধরিতা পুনরুদ্ধৃতেতি শেষঃ ॥৩১—৩২॥ গতা অধস্তাদিতি শেষঃ ॥৩৩—৩৭॥ পশবশ্চ গাবশ্চ এড়কা মেষাশ্চ পশু-

---

ধার্ম্মিক রাজা। সেই জ্ঞানী নারায়ণ যখন যমের কার্য্য করিতেন, তখন কেহই মরিত না, পূর্ব্বের ন্যায় কেবল জন্ম গ্রহণই করিত ॥৩৭॥

তাহাতে পশু, পক্ষী, গাভী, মেষ, ষাঁড়, অশ্ব, হরিণ এবং মাংসভোজী সকল প্রাণী কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছিল ॥৩৮॥

এবং পরন্তপ নরশ্রেষ্ঠ! জোয়ারের সময় জল যেমন কেবলই বৃদ্ধি পায়, তেমন মানুষও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত সংখ্যায় বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল ॥৩৯॥

বৎস! এইরূপ সেই ভয়ঙ্কর প্রাণিসংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, পৃথিবী সেই গুরুতর ভারে শতযোজন নিম্নে চলিয়া গেলেন ॥৪০॥

এবং সেই ভারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত হইল এবং চৈতন্যও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল; তাই তিনি বিপন্ন হইয়া দেবপ্রধান নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥৪১॥

মমেমং ভগবন্! ভারং ব্যপনেতুং ত্বমর্হসি।
শরণাগতাস্মি তে দেব! প্রসাদং কুরু মে বিভো! ॥৪৩॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবানক্ষরঃ প্রভুঃ।
প্রোবাচ বচনং হৃষ্টঃ শ্রব্যাক্ষরসমীরিতম্ ॥৪৪॥

বিষ্ণুরুবাচ।

ন তে মহি! ভয়ং কার্য্যং ভারার্ত্তে। বসুধারিণি!।
অহমেব তথা কুর্ম্মি যথা লঘ্বী ভবিষ্যসি ॥৪৫॥

লোমশ উবাচ।

স তাং বিসর্জ্জয়িত্বা তু বসুধাং শৈলকুণ্ডলাম্।
ততো বরাহঃ সংবৃত্ত একশৃঙ্গো মহাদ্যুতিঃ ॥৪৬॥
রক্তাভ্যাং নয়নাভ্যাস্তু ভয়মুৎপাদয়ন্নিব।
ধূমঞ্চ জনয়ন্নক্ষ্ণা তত্র দেশে ব্যবর্দ্ধত ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। ব্যপনেতুমপসারয়িতুম্। প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥৪৩॥
তস্যা ইতি। অক্ষরঃ অবিনশ্বরঃ। শ্রব্যাক্ষরসমীরিতং মধুরবর্ণসম্বন্ধম্ ॥৪৪॥
নেতি। তে তব। "বা কর্ত্তরি কৃত্যে" ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। কুর্ম্মি করোমি ॥৪৫॥
স ইতি। শৈলঃ পর্ব্বত এব কুণ্ডলং যস্যাস্তাম্। একশৃঙ্গঃ শৃঙ্গবদেকদন্তঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গবেড়কম্ ॥৩৮—৪৪॥ স তে ত্বয়া, হে মহি! কুর্ম্মি করোমি ॥৪৫—৪৬॥ ধূমং ধূপং জনয়ন্নিতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ, যথা যথা ধূমো জনতি তথা তথাঽবর্দ্ধতেত্যর্থঃ ॥৪৭॥ অক্ষরো বেদাত্মা

তখন পৃথিবী বলিলেন—"ভগবন্! আপনার অনুগ্রহেই আমি দীর্ঘকাল যথাস্থানে ছিলাম; কিন্তু ভারাক্রান্ত হইয়া এখন আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না ॥৪২॥

অতএব ভগবন্! আপনি আমার এই ভার অপনীত করুন; দেব! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি; প্রভু! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ॥৪৩॥

অবিনশ্বর ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া এই মধুর বাক্য বলিলেন ॥৪৪॥

বিষ্ণু বলিলেন—"পৃথিবী! ভারার্ত্তে! বসুন্ধরে! তুমি ভয় করিও না। আমিই তাহা করিব, যাহাতে তুমি লঘু (হাল্কা) হইবে" ॥৪৫॥

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর মহাতেজা নারায়ণ পর্ব্বতকুণ্ডলা পৃথিবীকে বিদায় দিয়া এক বিশালদন্ত শূকর হইলেন ॥৪৬॥

(৪৭)⋯ধূমঞ্চ জনয়ন্নক্ষ্ণা—বা ব কা নি।

স গৃহীত্বা বসুমতীং শৃঙ্গেণৈকেন ভাস্বতা।
যোজনানাং শতং বীর! সমুদ্ধরতি সোঽক্ষরঃ ॥৪৮॥
তস্যাঞ্চোদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
দেবাঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্ব ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪৯॥
হাহাভূতমভূৎ সর্ব্বং ত্রিদিবং ব্যোম ভূস্তথা।
ন পর্য্যবস্থিতঃ কশ্চিদ্দেবো বা মানুষোঽপি বা ॥৫০॥
ততো ব্রহ্মাণমাসীনং জ্বলমানমিব শ্রিয়া।
দেবাঃ সর্ষিগণাশ্চৈব উপতস্থুরনেকশঃ ॥৫১॥
উপসৃর্প্য চ দেবেশং ব্রহ্মাণং লোকসাক্ষিণম্।
ভূত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে বাক্যমুচ্চারয়ংস্তদা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

রক্তাভ্যামিতি। অক্ষা অনলবন্নেত্রযুগলেন, ধূমঞ্চ জনয়ন্নিবেত্যর্থঃ ॥৪৭॥
স ইতি। শৃঙ্গেণ শৃঙ্গতুল্যেন দন্তেন। স প্রসিদ্ধঃ, অক্ষরঃ অবিনশ্বরঃ ॥৪৮॥
তস্যামিতি। সংক্ষোভঃ সঞ্চলনম্। সংক্ষুভিতাঃ সঞ্চলিতাঃ ॥৪৯॥
হেতি। হাহাভূতং হাহাশব্দকৃভূতম্। পর্য্যবস্থিতঃ স্থিরঃ সন্ স্থিতঃ ॥৫০॥
তত ইতি। জ্বলমানং জ্বলন্তমিব, শ্রিয়া তেজসা। উপতস্থুরুপগতাঃ ॥৫১॥
উপেতি। উপসর্প্য উপসৃপ্য। উচ্চারয়ন্ উদচারয়ন্। গুণোঽভাগমাভাবশ্চার্ষঃ ॥৫২॥

সেই শূকর রক্তবর্ণ নয়নযুগলদ্বারা সকলেরই যেন ভয় জন্মাইতে থাকিয়া এবং সেই নয়নদ্বারা যেন ধূম উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৪৭॥

সেই বরাহমূর্ত্তি অবিনশ্বর নারায়ণ উজ্জ্বল একটা দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া একশত যোজন উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন ॥৪৮॥

পৃথিবীকে উত্তোলন করিবার সময়ে গুরুতর কম্পন হইল; তাহাতে সমস্ত দেবতা ও সমস্ত ঋষি কম্পিত হইলেন ॥৪৯॥

আর স্বর্গের লোক এবং আকাশচারী ও ভূতলবাসী প্রাণী সকল হাহাকার করিয়া উঠিল; দেবতা বা মানুষ কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না ॥৫০॥

তাহার পর ঋষিগণের সহিত অনেক দেবতা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকিয়া তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন ॥৫১॥

তখন তাঁহারা সকলে দেবাধিপতি লোকসাক্ষী ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

লোকাঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে ব্যাকুলঞ্চ চরাচরম্ ।
সমুদ্রাণাঞ্চ সংক্ষোভস্ত্রিদশেশ ! প্রকাশতে ।
সৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা ॥৫৩॥
কিমেতৎ কিংপ্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগৎ ।
আখ্যাতু নো ভবান্ শীঘ্রং বিসংজ্ঞাঃ স্মেহ সর্ব্বশঃ ॥৫৪॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অসুরেভ্যো ভয়ং নাস্তি যুষ্মাকং কুত্রচিৎ ক্বচিৎ ।
শ্রূয়তাং যৎকৃতে ত্বেষ সংক্ষোভো জায়তেঽমরাঃ ! ॥৫৫॥
যোঽসৌ সর্ব্বত্রগঃ শ্রীমানক্ষরাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।
তস্য প্রভাবাৎ সংক্ষোভস্ত্রিদিবস্য প্রকাশতে ॥৫৬॥
সৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা ।
সমুদ্ধৃতা পুনস্তেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ॥৫৭॥
তস্যামুদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত ।
এবং ভবন্তো জানন্তু ছিদ্যতাং সংশয়শ্চ বঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকা ইতি। যোজনানাং শতং গতা উর্দ্ধমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৩॥
কিমিতি। কস্য প্রভাব ইতি কিংপ্রভাবস্তেন। বিসংজ্ঞা বিগতচৈতন্যপ্রায়াঃ ॥৫৪॥
অসুরেভ্য ইতি। কুত্রচিৎ বর্ত্তমানে কালে। যৎকৃতে যন্নিমিত্তকঃ। হে অমরাঃ! ॥৫৫॥
য ইতি। শ্রীমান্ সর্ব্বাধিকৈশ্বর্য্যশালী, অক্ষরাত্মা অবিনশ্বরস্বরূপঃ ॥৫৬॥
সেতি। গতা লোকভারেণাধস্তাদিতি শেষঃ। সমুদ্ধৃতা যোজনশতোর্দ্ধমেব ॥৫৭॥

"দেবেশ্বর! সমস্ত জগৎ বিচলিত হইল, স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকল অত্যন্ত আকুল হইল, সমুদ্রগুলিরও উদ্বেলন প্রকাশ পাইল এবং এই সেই সমগ্র পৃথিবীও একশত যোজন উপরে উঠিল! ॥৫৩॥

এটা কি? কাহার প্রভাবে হইল? যাহাতে এই জগৎটা আকুল হইল। আপনি সত্বর আমাদিগকে বলুন, আমরা সকলেই প্রায় চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছি" ॥৫৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ! বর্ত্তমান সময়ে কোথাও তোমাদের অসুরভয় নাই; তবে যে জন্য এই সঞ্চালন হইল, তাহা শোন—॥৫৫॥

সর্ব্বব্যাপী ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী ঐ যে অবিনশ্বর মূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রভাবে স্বর্গের এই সঞ্চলন হইল ॥৫৬॥

লোকের ভারে সমগ্র পৃথিবী শতযোজন নিম্নে গিয়াছিল, সেই পরমাত্মা বিষ্ণু আবার তাহাকে উত্তোলন করিলেন ॥৫৭॥

দেবা ঊচুঃ।

ক্ব তদ্ভূতং বসুমতীং সমুদ্ধরতি হৃষ্টবৎ।
তং দেশং ভগবন্! ব্রূহি তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥৫৯॥

ব্রহ্মোবাচ।

হন্ত গচ্ছত ভদ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতম্।
এষোঽত্র ভগবান্ শ্রীমান্ সুপর্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৬০॥
বারাহেণৈব রূপেণ ভগবাল্লোঁকভাবনঃ।
কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্ধরন্ ॥৬১॥
এতস্যোরসি সুব্যক্তং শ্রীবৎসমভিরাজতে।
পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সর্ব্বে ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। ছিদ্যতাম্ অনেন মদ্বচনেন নাশ্যতাম্, বো যুষ্মাকম্ ॥৫৮॥

ক্বেতি। ভূতং প্রাণী। বরাহপদপ্রয়োগে নিকর্ষপ্রতীতিরিতি ভূতপদপ্রয়োগঃ ॥৫৯॥

হন্তেতি। বো যুষ্মাকম্, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত্বিতি শেষঃ। নন্দনে বনে। সুপর্ণঃ স্বর্ণচূড়ঃ, "সুপর্ণঃ স্বর্ণচূড়ে স্যাদ্‌গরুড়ে কৃতমালকে" ইতি মেদিনী। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥৬০॥

বারাহেণেতি। লোকভাবনো জগৎস্রষ্টা। কালানলো জগদ্দাহী বহ্নিঃ ॥৬১॥

তৎপরিচায়কং চিহ্নমাহ—এতস্যেতি। শ্রীবৎসং রোমাবর্ত্তরূপং চিহ্নম্ ॥৬২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৮—৫১॥ বাক্যমুচ্চারয়ন্নুচ্চারিতবন্তঃ ॥৫২—৫৯॥ নন্দনে ইন্দ্রবনে, অত্র এতৎসমীপে ॥৬০—৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৮॥

তাহাকে উত্তোলন করিবার সময়েই এই সঞ্চালন হইয়াছে; ইহা তোমরা অবগত হও এবং তোমাদের সংশয় দূরীভূত হউক" ॥ ৮॥

দেবগণ বলিলেন—"ভগবন্! সে প্রাণীটি কোথায়, যে—আনন্দিত হইয়াই যেন পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছে? আপনি সেই স্থানটার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাইব" ॥৫৯॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা যাও, যাইয়া নন্দনবনস্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর। ঐশ্বর্য্যশালী, মনোহরমূর্ত্তি ও স্বর্ণচূড়াধারী ইনি সেইখানেই বিরাজিত আছেন ॥৬০॥

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপেই পৃথিবী উত্তোলন করিয়া প্রলয়বহ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥৬১॥

উঁহার বক্ষস্থলে সুস্পষ্ট শ্রীবৎস-(রোমাবর্ত্ত) চিহ্ন রহিয়াছে। দেবগণ! তোমরা সকলে যাইয়া সুস্থভাবে স্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর" ॥৬২॥

লোমশ উবাচ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং শ্রুত্বা চামন্ত্র্য চামরাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু তাং কথাং সর্ব্বে পাণ্ডবা জনমেজয়!।
লোমশাদেশিতেনাশু পথা জগ্মুঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে অষ্টদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে শূরাস্ততধন্বানস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ খড়্গবন্তোঽমিতৌজসঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। শ্রুত্বা, তন্মুখাদেব পৃথিব্যুদ্ধারবৃত্তান্তমিতি শেষঃ। দেবাঃ ক্রীড়াশীলাঃ ॥৬৩॥

শ্রুত্বেতি। লোমশেন আদেশিত আদিষ্টঃ। প্রহৃষ্টবৎ সন্তুষ্টা ইব ॥৬৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

লোমশ বলিলেন—"তাহার পর দেবতারা যাইয়া, মহাত্মাকে দেখিয়া, তাঁহার নিকট পৃথিবী উত্তোলনের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন" ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! পাণ্ডবেরা সকলে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দিত হইয়া লোমশের আদিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! মহাবীর, অসাধারণ তেজস্বী ও ধনুর্দ্ধর-

* '…দ্বিচত্বারিংশদধিকঃ…'—বা ব কা, '…ত্রিচত্বারিংশদধিকঃ…'—পি, '…চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ…' নি।

পরিগৃহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
পাঞ্চালীসহিতা রাজন্! প্রযযুর্গন্ধমাদনম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
সরাংসি সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ।
বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দদৃশুর্গিরিমূর্দ্ধনি ॥৩॥
নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবর্ষিগণসেবিতান্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় বীরা মূলফলাশিনঃ ॥৪॥
চেরুরুচ্চাবচাকারান্ দেশান্ বিষমসঙ্কটান্।
পশ্যন্তো মৃগজাতানি বহূনি বিবিধানি চ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
ঋষিসিদ্ধামরযুতং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্।
বিবিশুস্তে মহাত্মানঃ কিন্নরাচরিতং গিরিম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। ততধন্বানো বিস্তৃতকার্ম্মুকাঃ। সমার্গণা ধৃতবাণাঃ। বদ্ধে জ্যাঘাতবারণায় ধৃতে গোধা চর্ম্মপট্টিকা অঙ্গুলিত্রাণঞ্চ যৈস্তে। পরিগৃহ্য সহচরীকৃত্য ॥১—২॥

সরাংসীতি। বহুলাশ্ছায়া যেষাং তান্। গিরিমূর্দ্ধনি পর্ব্বতোপরি ॥৩॥

নিত্যেতি। আধায় সংস্থাপ্য আত্মনৈবাত্মানং রক্ষিত্বেত্যর্থঃ। উচ্চাবচাকারান্ উন্নতাবনতান্, বিষমসঙ্কটান্ অতীববিপৎসঙ্কুলান্। মৃগজাতানি পশুসমূহান্ ॥৪—৫॥

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধনু বিস্তৃত করিয়া, বাণ ও তরবারি হাতে লইয়া, পৃষ্ঠে তূণ বন্ধন করিয়া, গোধা (গুণাঘাতবারণকারী চর্ম্মকোষ) ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া, দ্রৌপদীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

(এইভাবে তাঁহারা গমন করিতে থাকিয়া) পর্ব্বতের উপরে সরোবর, নদী, পর্ব্বত, বন এবং নিবিড় ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন ॥৩॥

ফল-মূলভোজী মহাবীর পাণ্ডবেরা আপনারাই আপনাদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া, নানাবিধ বহুতর পশু দর্শন করিতে করিতে অনেক দেশ অতিক্রম করিলেন; সে সকল দেশে সর্ব্বদাই ফুল ও ফল পাওয়া যাইত এবং দেবগণ ও ঋষিগণ বিচরণ করিতেন; আর সে দেশগুলি উঁচু-নীচু এবং অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল ছিল ॥৪—৫॥

ক্রমে মহাত্মা পাণ্ডবেরা গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন; সে পর্ব্বতে দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ থাকিতেন এবং কিন্নরগণ বিচরণ করিত, আর সে পর্ব্বত গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণের প্রিয় ছিল ॥৬॥

(২)···জ্যেষ্ঠাঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্—বা ব কা। (৪)···আত্মনাত্মানমাধায়—বা ব কা। (৫)···বিষম-কণ্টকান্—পি।

প্রবিশৎস্বথ বীরেষু পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্।
চণ্ডবাতং মহদ্বর্ষং প্রাদুরাসীদ্বিশাংপতে! ॥৭॥
ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্।
পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষঞ্চ দ্যাঞ্চৈব সহসাবৃণোৎ ॥৮॥
ন স্ম প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদাবৃতে ব্যোম্নি রেণুনা।
ন চাপি শেকুস্তে কর্ত্তুমন্যোন্যস্যাভিভাষণম্ ॥৯॥
ন চাপশ্যংস্ততোঽন্যোন্যং তমসাবৃতচক্ষুষঃ।
আকৃষ্যমাণা বাতেন সাশ্মচূর্ণেন ভারত! ॥১০॥
দ্রুমাণাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেঽনিশম্।
অন্যেষাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমভবন্মহান্ ॥১১॥
দ্যৌঃ স্বিৎ পততি কিং ভূমির্দীর্য্যন্তে পর্ব্বতা নু কিম্।
ইতি তে মেনিরে সর্ব্বে পবনেনাতিমোহিতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

ঋষীতি। কিন্নরৈঃ আচরিতং পর্য্যটিতম্, গিরিং গন্ধমাদনম্ ॥৬॥
প্রেতি। বীরেষু পাণ্ডবেষু। চণ্ডস্তীব্রো বাতো যস্মিন্ তৎ, বর্ষং বৃষ্টিঃ ॥৭॥
তত ইতি। পত্রৈঃ সহেতি সপত্রঃ স চাসৌ বহুলশ্চেতি সঃ, মহান্ বেগবান্ ॥৮॥
নেতি। প্রজ্ঞায়তে স্ম দৃশ্যতে স্ম। রেণুনা ধূল্যা। তে পাণ্ডবাদয়ঃ ॥৯॥
নেতি। তমসা অন্ধকারেণ। সাশ্মচূর্ণেন পাষাণরেণুসহিতেন ॥১০॥
দ্রুমাণামিতি। মহীজানাং লতাদীনাম্ ॥১১॥
দ্যৌরিতি। স্বিৎ প্রশ্নে। ভূমির্দীর্য্যতে কিম্। মেনিরে, শব্দাতিরেকাদেব ॥১২॥

নরনাথ! পাণ্ডবগণ গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিবার পরেই তীব্র বায়ু ও বিশাল বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল ॥৭॥

তাহার পর বেগবান্ প্রচুর ধূলি ও পত্র সমুত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ আবৃত করিয়া ফেলিল ॥৮॥

ধূলিতে আকাশ আবৃত হইলে তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইতে লাগিলেন না, কিংবা পরস্পর আলাপ করিতেও সমর্থ হইলেন না ॥৯॥

ভরতনন্দন! তৎপরে অন্ধকারে নয়ন আবৃত করিল এবং প্রস্তররেণুবাহী বায়ু আকর্ষণ করিতে থাকিল; তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকেও দেখিতে পাইতে লাগিলেন না ॥১০॥

ক্রমে বৃক্ষ ও লতাপ্রভৃতি বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া অনবরত ভূতলে পড়িতে থাকিল; তাহাতে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥১১॥

তে পথানন্তরান্ বৃক্ষান্ বল্মীকান্ বিষমাণি চ।
পাণিভিঃ পরিমার্গন্তো ভীতা বায়োর্নিলিল্যিরে ॥১৩॥
ততঃ কার্ম্মুকমুদ্যম্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
কৃষ্ণামাদায় সঙ্গম্য তস্থাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪॥
ধর্ম্মরাজশ্চ ধৌম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় সহদেবস্তু পর্ব্বতে ॥১৫॥
নকুলো ব্রাহ্মণাশ্চান্যে লোমশশ্চ মহাতপাঃ।
বৃক্ষানাসাদ্য সন্ত্রস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥১৬॥
মন্দীভূতে তু পবনে তস্মিন্ রজসি শাম্যতি।
মহদ্ভির্জলধারৌঘৈর্বর্ষমভ্যাজগাম হ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। "পথঃ পন্থাঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। পথানাম্ অনন্তরান্ অব্যবহিতান্। বিষমাণি বন্ধুরাণি স্থানানি। বায়োর্ভীতাঃ, নিলিল্যিরে লুক্কায়িতা বভূবুঃ ॥১৩॥

তত ইতি। উদ্যম্য উত্তোল্য ধৃত্বা। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। সঙ্গম্য গত্বা ॥১৪॥

ধর্ম্মেতি। নিলিল্যাতে লুক্কায়িতৌ বভূবতুঃ। অগ্নিহোত্রাণি তদ্দ্রব্যাণি ॥১৫॥

নকুল ইতি। সন্ত্রস্তা বাত্যাতঃ অতীবভীতাঃ সন্তঃ ॥১৬॥

মন্দীতি। রজসি ধূলিজালে, শাম্যতি নিবৃত্তে সতি। বর্ষং বৃষ্টিঃ ॥১৭॥

তখন তাঁহারা সকলেই প্রবল বাত্যায় অত্যন্ত মোহিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, 'একি আকাশ খসিয়া পড়িতেছে! না, পৃথিবী ফাটিয়া যাইতেছে! না, পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে!' ॥১২॥

তাহার পর তাঁহারা বায়ুভয়ে ভীত হইয়া হস্তদ্বারা পথের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ, বল্মীকমৃত্তিকা ও বন্ধুর স্থান অন্বেষণ করিয়া সেই গুলির ভিতরে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যাইয়া একটা বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির ও ধৌম্য যাইয়া নিবিড় বনের ভিতরে লুক্কায়িত হইলেন এবং সহদেব অগ্নিহোত্রের জিনিষগুলি লইয়া পর্ব্বতের ভিতরে আশ্রয় লইলেন ॥১৫॥

এবং নকুল, অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও মহাতপা লোমশমুনি অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

---

(১৪) ততঃ কার্ম্মুকমাদায়—বা ব কা নি।

ভৃশং চটচটাশব্দো বজ্রাণাং ক্ষিপ্যতামিব।
ততস্তাশ্চঞ্চলাভাসশ্চেরুরভ্রেষু বিদ্যুতঃ ॥১৮॥
ততোঽশ্মসহিতা ধারাঃ সংবৃণ্বত্যঃ সমন্ততঃ।
প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমীরিতাঃ ॥১৯॥
তত্র সাগরগা হ্যাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ সকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাংপতে! ॥২০॥
বহন্ত্যো বারি বহুলং ফেনোড়ুপপরিপ্লুতম্।
পরিসস্রুর্মহাশব্দাঃ প্রকর্ষন্ত্যো মহীরুহান্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ভৃশমিতি। ক্ষিপ্যতাং ক্ষিপ্যমাণানাম্। চঞ্চলা আভা যাসাং তাঃ, অভ্রেষু মেঘেষু ॥১৮॥

তত ইতি। অশ্মসহিতা বর্ষোপলযুক্তাঃ, ধারা জলানাম্ ॥১৯॥

তত্রেতি। সাগরগাঃ ক্রমেণ সমুদ্রগামিন্যঃ, আপো জলানি। সকলুষা আবিলাঃ ॥২০॥

বহন্ত্য ইতি। ফেনা এব উড়ুপানি তৈঃ পরিপ্লুতং ব্যাপ্তম্, বহুলম্, বারি মেঘজলং বহন্ত্যঃ, মহাশব্দা নদ্য ইতি শেষঃ, মহীরুহান্ বাতভগ্নান্ বৃক্ষান্ প্রকর্ষন্ত্য আকর্ষন্ত্যঃ সত্যঃ, পরিসস্রুঃ অধঃ সস্রুঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তে শূরা ইতি ॥১—১২॥ পথা মার্গেণ, অনন্তরান্ সন্নিহিতান্, নিলিল্যিরে নিলীনাঃ ॥১৩॥ সঙ্গম্যাদায়েত্যন্বয়ঃ, গত্বা গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥১৪—১৮॥ অশ্মসহিতাঃ করকাসহিতাঃ ॥১৯—২০॥ বারি বহন্ত্যা নদ্যঃ ॥২১—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৯॥

সেই বায়ু মন্দীভূত হইলে এবং ধূলিরাশি নিবৃত্তি পাইলে, বিশাল জলধারার সহিত বৃষ্টি আসিল ॥১৭॥

তাহার পর ক্ষিপ্যমাণ বজ্রের ন্যায় বৃষ্টির অত্যন্ত 'চটচটা'-শব্দ হইতে লাগিল এবং চঞ্চলদীপ্তি বিদ্যুৎ সকল মেঘের উপরে বিচরণ করিতে থাকিল ॥১৮॥

নরনাথ! তদনন্তর শিলাবৃষ্টির সহিত বিশাল জলধারা বায়ুকর্ত্তৃক দ্রুত প্রেরিত হইয়া সকল দিক্ আবৃত করিয়া সেই স্থানে অনবরত পতিত হইতে লাগিল ॥১৯॥

নরনাথ! তখন মেঘকর্ত্তৃক সকল দিকে নিক্ষিপ্ত জলরাশি মৃত্তিকাদি স্পর্শে আবিল হইয়া এবং প্রস্তরাদি প্রতিঘাতে ফেন ধারণ করিয়া সমুদ্রের দিকে চলিতে লাগিল ॥২০॥

আর, নদীসমূহ ফেনময় উড়ুপ-(ভেলা) ব্যাপ্ত প্রচুর জল বহন করিয়া এবং বায়ুভগ্ন বৃক্ষ সকল আকর্ষণ করিতে থাকিয়া মহাশব্দে চলিতে লাগিল ॥২১॥

তস্মিন্নুপরতে বর্ষে বাতে চ সমতাং গতে।
গতেঽম্ভসি চ নিম্নানি প্রাদুর্ভূতে দিবাকরে ॥২২॥
নির্জগ্মুস্তে শনৈঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুশ্চ ভারত!।
প্রতস্থিরে পুনর্বীরাঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ক্রোশমাত্রং প্রয়াতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। উপরতে নিবৃত্তে। সমতাং সমানভাবম্। নির্জগ্মুর্বনাদিভ্যো নির্গতাঃ, সমাজগ্মুঃ পরস্পরং সম্মিলিতা বভূবুঃ। বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥২২—২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামূনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ক্রোশেতি। অনুচিতা চিরমেবানভ্যস্তা, "অভ্যস্তে তুচিতং ত্রিষু" ইত্যমরঃ ॥১॥

ভরতনন্দন! ক্রমে সেই বৃষ্টি নিবৃত্তি পাইলে, বায়ু সমানভাব অবলম্বন করিলে, জলগুলি নীচে গেলে এবং সূর্য্য আবার প্রকাশ পাইলে, সেই বীরগণ ধীরে ধীরে বনপ্রভৃতি হইতে নির্গত ও সম্মিলিত হইলেন; তাহার পর তাঁহারা পুনরায় গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন ॥২২—২৩॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন— মহাত্মা পাণ্ডবেরা একক্রোশমাত্র পথ গিয়াছেন, এমন সময়েই পদব্রজে গমন করিতে অনভ্যস্তা দ্রৌপদী বসিয়া পড়িলেন ॥১॥

(২২) তস্মিন্নুপরতে শব্দে—বা ব কা নি। * '...ত্রিচত্বারিংশদধিকঃ...'—বা ব কা, '...চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ...'—পি, '...পঞ্চচত্বারিংশদধিকঃ...'—নি।

শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ চার্দ্দিতা।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী ॥২॥
সা কম্পমানা মোহেন বাহুভ্যামসিতেক্ষণা।
বৃত্তাভ্যামনুরূপাভ্যামূরূ সমবলম্বত ॥৩॥
আলম্বমানা সহিতাবূরূ গজকরোপমৌ।
পপাত সহসা ভূমৌ বেপন্তী কদলী যথা ॥৪॥
তাং পতন্তীং বরারোহাং ভজ্যমানাং লতামিব।
নকুলঃ সমভিদ্রুত্য পরিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫॥

নকুল উবাচ।

রাজন্! পাঞ্চালরাজস্য সুতেয়মসিতেক্ষণা।
শ্রান্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষস্ব ভারত! ॥৬॥
অদুঃখার্হা পরং দুঃখং প্রাপ্তেয়ং মৃদুগামিনী।
আশ্বাসয় মহারাজ! তামিমাং শ্রমকর্ষিতাম্ ॥-॥

ভারতকৌমুদী

শ্রান্তেতি। সৌকুমার্য্যাৎ কোমলাঙ্গত্বাৎ, সম্মুমোহ মোহং প্রাপ্তুমারেভে ॥২॥
সেতি। বাহুভ্যাং নিজাভ্যামেব, বৃত্তাভ্যাং গোলাভ্যাম্, ঊরূ স্বকীয়মূরুদ্বয়ম্ ॥৩॥
আলম্বেতি। সহিতৌ মিলিতৌ, গজকরোপমৌ হস্তিশুণ্ডাতুল্যৌ, বেপন্তী কম্পমানা ॥৪॥
তামিতি। বরারোহাং সুন্দরনিতম্বাম্। সমভিদ্রুত্য দ্রুতং গত্বা ॥৫॥
রাজন্নিতি। অসিতেক্ষণা নীলনয়না। অবেক্ষস্ব প্রতীক্ষস্ব, মা যাহীতি ভাবঃ ॥৬॥
অদুঃখেতি। পরম্ অত্যন্তম্। মৃদুগামিনী শনৈর্গমনকারিণী ॥৭॥

দীনা দ্রৌপদী একেই দুঃখিতা ছিলেন, তাহার পর আবার পরিশ্রান্তা ও বায়ু-বৃষ্টিতে পীড়িতা হইয়া কোমলতাবশতঃ মূর্চ্ছাপন্না হইতে লাগিলেন ॥২॥

তখন নীলনয়না দ্রৌপদী মূর্চ্ছার আবেশে কাঁপিতে থাকিয়া অনুরূপ ও গোল বাহুযুগলদ্বারা আপন ঊরুযুগল ধারণ করিলেন ॥৩॥

তিনি হস্তিশুণ্ডযুগলের ন্যায় মিলিত ঊরুযুগল ধারণ করিয়া কাঁপিতে থাকিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৪॥

তখন বলবান্ নকুল দ্রুত যাইয়া ভগ্ন লতার ন্যায় পড়িবার সময়েই সুনিতম্বা দ্রৌপদীকে ধারণ করিলেন ॥৫॥

নকুল বলিলেন—"রাজা! এই নীলনয়না পাঞ্চালরাজনন্দিনী পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিলেন"; সুতরাং আপনি উঁহার প্রতীক্ষা করুন ॥৬॥

(২)…বাতবর্ষেণ তেন চ—বা ব কা নি। (৩) সা পত্যমানা মোহেন—পি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজা তু বচনাত্তস্য ভৃশং দুঃখসমন্বিতঃ।
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥৮॥
তামবেক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো বিবর্ণবদনাং কৃশাম্।
অঙ্কমানীয় ধর্ম্মাত্মা পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ। †

কথং বেশ্মসু গুপ্তেষু স্বাস্তীর্ণশয়নোচিতা।
ভূমৌ নিপতিতা শেতে সুখার্হা বরবর্ণিনী ॥১০॥
সুকুমারৌ কথং পাদৌ মুখঞ্চ কমলপ্রভম্।
মৎকৃতেঽদ্য বরার্হায়াঃ শ্যামতাং সমুপাগতম্ ॥১১॥
কিমিদং দ্যূতকামেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা।
আদায় কৃষ্ণাং চরতা বনে মৃগগণাযুতে ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি। সমুপাদ্রবৎ দ্রুতং দ্রৌপদ্যন্তিকমগচ্ছৎ ॥৮॥

তামিতি। পর্য্যদেবয়ৎ ব্যলপৎ, "দিবু পরিকূজনে" ইতি চৌরাদিকস্য রূপম্ ॥৯॥

কথমিতি। কথংশব্দো বিষাদে। গুপ্তেষু রক্ষিতেষু। শয়নং শয্যা, উচিতা যোগ্যা ॥১০॥

সুকুমারাবিতি। পাদৌ শ্যামতাং সমুপাগতাবিতি বচনব্যত্যয়েন সম্বন্ধঃ। শ্যামতাং মালিন্যম্ ॥১১॥

কিমিতি। দ্যূতকামেন দ্যূতরাগিণা। মৃগগণাযুতে হিংস্রপশুসমূহপূর্ণে ॥১২॥

মহারাজ! এই মন্দগামিনী দুঃখভোগের অযোগ্যা, অথচ গুরুতর দুঃখ ভোগ করিতেছেন; অতএব আপনি এই পরিশ্রান্তাকে আশ্বস্ত করুন" ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব—নকুলের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন ॥৮॥

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা ও কৃশা দেখিয়া পীড়িত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হায়! সুরক্ষিত গৃহে আস্তীর্ণ উত্তম শয্যায় শয়নের যোগ্যা একমাত্র সুখভোগের অধিকারিণী উত্তমাঙ্গনা দ্রৌপদী আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন! ॥১০॥

হায়! এই বরবর্ণিনীর কোমল চরণযুগল এবং পদ্মকান্তি মুখমণ্ডল আজ আমার জন্যই মলিন হইয়া গিয়াছে! ॥১১॥

† রাজোবাচ—পি।

সুখং প্রাপ্স্যতি কল্যাণী প্রাপ্য পাণ্ডুসুতান্ পতীন্।
ইতি দ্রুপদরাজেন পিত্রা দত্তায়তেক্ষণা ॥১৩॥
তৎ সর্ব্বমনবাপ্যেয়ং শ্রমশোকাধ্বকর্ষিতা।
শেতে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্য মম কর্ম্মভিঃ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা লালপ্যমানে তু ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
ধৌম্যপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে তত্রাজগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫॥
তে তামাশ্বাসয়ামাসুরাশীর্ভিশ্চাপ্যপূজয়ন্।
রক্ষোঘ্নাংশ্চ তথা মন্ত্রান্ জেপুশ্চক্রুস্তথা ক্রিয়াঃ ॥১৬॥
পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু শান্ত্যর্থং পরমর্ষিভিঃ।
স্পৃশ্যমানা করৈঃ শীতৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

সুখমিতি। ইতি বিভাব্যেতি শেষঃ। আয়তেক্ষণা বিশাললোচনা কৃষ্ণা ॥১৩॥
তদিতি। পাপস্য পাপাত্মনঃ, কর্ম্মভির্দ্যূতক্রীড়াদিভিঃ ॥১৪॥
তথেতি। লালপ্যমানে পুনঃ পুনর্বিলপতি সতি। তত্র দ্রৌপদ্যন্তিকে ॥১৫॥
ত ইতি। অপূজয়ন্ সমতোষয়ন্। তথা অনিষ্টনিবারিকাঃ ॥১৬॥

আমি দ্যূতের অনুরাগী, অথচ আমার বুদ্ধি নাই; তাই আমি হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ বনের ভিতরে দ্রৌপদীকে লইয়া বিচরণ করিতে থাকিয়া এটা কি করিলাম ॥১২॥

হায়! কল্যাণী দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে পতি লাভ করিয়া সুখ ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়াই পিতা দ্রুপদরাজা এই আয়তনয়নাকে আমাদের হস্তে দান করিয়াছিলেন ॥১৩॥

কিন্তু আমি পাপাত্মা; তাই আমার কর্ম্মদোষেই ইনি সে সমস্ত না পাইয়া পরিশ্রম, শোক ও পথের ক্লেশে ক্লান্ত ও ভূতলপতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন!” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বার সেইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, ধৌম্যপ্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেখানে আসিলেন ॥১৫॥

তাঁহারা দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন, আশীর্ব্বাদ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন, রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং অনিষ্টনিবারক কার্য্য করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

---

(১৩)…প্রাপ্য বৈ পাণ্ডবান্ পতীন্—বা ব কা নি। (১৬) তে সমাশ্বাসয়ামাসুঃ—চক্রুশ্চ তে ক্রিয়াঃ - বা ব কা নি।

সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্রেণ বায়ুনা।
পাঞ্চালী সুখমাসাদ্য লেভে চেতঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৮॥ (যুগ্মকম্)
পরিগৃহ্য চ তাং দীনাং কৃষ্ণামজিনসংস্তরে।
পার্থা বিশ্রাময়ামাসুর্লব্ধসংজ্ঞাং তপস্বিনীম্ ॥১৯॥
তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ ॥২০॥
পর্য্যাশ্বাসয়দপ্যেনাং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ চ কুরুশ্রেষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২১॥
বহবঃ পর্ব্বতা ভীম! বিষমা হিমদুর্গমাঃ।
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো! কথং নু বিচরিষ্যতি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পঠ্যমানেম্বিতি। করৈর্হস্তৈঃ, শীতৈঃ শীতলৈঃ। চেতঃ চৈতন্যম্ ॥১৭—১৮॥

পরীতি। পরিগৃহ্য নীত্বা। অজিনসংস্তরে আস্তৃতমৃগচর্ম্মণি। তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥১৯॥

তস্যা ইতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ, কিণজাতাভ্যাং ধনুর্গুণঘর্ষণেন জাতচিহ্নাভ্যাং করাভ্যাম্, শনকৈঃ, পূজিতলক্ষণৌ তস্যাঃ পাদৌ, সংববাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ। আর্ষং পদম্ ॥২০॥

পর্য্যাশ্বাসয়দিতি। এনাং দ্রৌপদীম্ ॥২১॥

বহব ইতি। বিষমা বিপৎসঙ্কুলা উচ্চাবচা বা। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥২২॥

মহর্ষিরা শান্তির জন্য মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবেরা শীতল হস্তদ্বারা বার বার স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং জলমিশ্রিত শীতল বায়ুদ্বারা সেবন করিতে থাকিলেন; তখন দ্রৌপদী সুখ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করিলেন ॥১৭—১৮॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা লব্ধচৈতন্যা, দুর্ব্বলা ও শোচনীয়া দ্রৌপদীকে আস্তৃত মৃগচর্ম্মের উপরে রাখিয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলেন ॥১৯॥

নকুল ও সহদেব কিণ-(কড়) চিহ্নিত হস্তযুগল দ্বারা ধীরে ধীরে দ্রৌপদীর রক্ততল ও সুলক্ষণ চরণযুগলের সংবাহন করিতে থাকিলেন ॥২০॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন এবং ভীমকে এই কথা বলিলেন—॥২১॥

"মহাবাহু ভীম! হিমে দুর্গম এবং উঁচু-নীচু বহুতর পর্ব্বত আছে; সেগুলিতে দ্রৌপদী কি করিয়া গমন করিবেন?" ॥২২॥

---

(১৯)…তদা বিশ্বাসয়ামাসুঃ—পি।

ভীমসেন উবাচ।

ত্বাং রাজন্! রাজপুত্রীঞ্চ যমৌ চ পুরুষর্ষভ!।
স্বয়ং নেষ্যামি রাজেন্দ্র! মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩॥
হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্য্যো বিহগো মদ্বলোপমঃ।
বহেদনঘ! সর্ব্বান্ নো বচনাত্তে ঘটোৎকচঃ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ভীমসেনস্য ধর্ম্মরাট্।
ভীমং সম্পূজয়ংস্তুষ্ট এবমস্ত্বিত্যভাষত ॥২৫॥
সোঽনুজ্ঞাতো ধর্ম্মরাজ্ঞা পুত্রং সস্মার রাক্ষসম্।
ঘটোৎকচস্তু ধর্ম্মাত্মা স্মৃতমাত্রঃ পিতৃংস্তদা ॥২৬॥
কৃতাঞ্জলিরুপাতিষ্ঠদভিবাদ্যাথ পাণ্ডবান্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাবাহুঃ স চ তৈরভিনন্দিতঃ ॥২৭॥
উবাচ ভীমসেনং স পিতরং ভীমবিক্রমম্।
স্মৃতোঽস্মি ভবতা শীঘ্রং শুশ্রূষুরহমাগতঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ত্বামিতি। রাজপুত্রীং দ্রৌপদীম্, যমৌ নকুলসহদেবৌ। স্বয়মহমেব ॥২৩॥

হৈড়িম্ব ইতি। হৈড়িম্বো হিড়িম্বায়াঃ পুত্রঃ, বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহগ আকাশচরঃ ॥২৪॥

এতদিতি। ধর্ম্মরাড়্ যুধিষ্ঠিরঃ। সম্পূজয়ন্ প্রশংসন্, যথাকালমুপায়স্মরণাৎ ॥২৫॥

স ইতি। ধর্ম্মরাজ্ঞেত্যাদস্তত্বাভাব আর্ষঃ। ব্রাহ্মণাংশ্চ অভিবাদ্যেতি সম্বন্ধঃ। অভিনন্দিত আশিষা সন্তোষিতঃ। শুশ্রূষুঃ ভবতাং শুশ্রূষাং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥২৬—২৮॥

ভীম বলিলেন—"হে পুরুষপ্রধান রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! একক আমিই আপনাকে, দ্রৌপদীকে এবং নকুল ও সহদেবকে বহন করিয়া লইয়া যাইব; আপনি বিষণ্ণ হইবেন না ॥২৩॥

অথবা, হে নিষ্পাপ রাজা! আমার তুল্য বলবান্, অত্যন্ত উৎসাহী ও আকাশচারী হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আপনার আদেশে আমাদের সকলকেই বহন করিয়া লইয়া যাইবে" ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির ভীমের এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ভীমের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"এইরূপই হউক" ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির অনুমতি করিলে, ভীমসেন তখনই পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন; তিনি স্মরণ করিবামাত্রই ধর্ম্মাত্মা ও মহাবাহু ঘটোৎকচও কৃতাঞ্জলি

(২৫) শ্লোকঃ বা ব কা নি নাস্তি। (২৮)…শীঘ্রং সহসাহমুপাগতঃ—পি।

আজ্ঞাপয় মহাবাহো! সর্ব্বং কর্ত্তাস্ম্যসংশয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভীমসেনস্তু রাক্ষসং পরিষস্বজে ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সদ্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ভক্তোঽস্মান্ রাক্ষসঃ পুত্রো ভীম! গৃহ্নাতু মাতরম্ ॥৩০॥
তব বাহুবলেনাহমতিভীমপরাক্রম!।
অক্ষতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছেয়ং গন্ধমাদনম্ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভ্রাতুর্ব্বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনো ঘটোৎকচম্।
আদিদেশ নরব্যাঘ্রস্তনয়ং শত্রুকর্ষণম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

আজ্ঞাপয়েতি। কর্ত্তাস্মি করিষ্যামি। রাক্ষসং ঘটোৎকচম্, পরিষস্বজে আলিলিঙ্গ ॥২৯॥
ধর্ম্মজ্ঞ ইতি। অস্মান্ প্রতি ভক্তঃ। সদ্যঃ সপদি, মাতরং দ্রৌপদীং বোঢ়ুং গৃহ্নাতু ॥৩০॥
ভীমমেব—স্তৌতি তবেতি। ঘটোৎকচস্য বাহুবলমপি তবৈব বাহুবলমিতি ভাবঃ ॥৩১॥
ভ্রাতুরিতি। ভ্রাতুর্যুধিষ্ঠিরস্য। আজ্ঞায় শ্রুত্বা ॥৩২॥

হইয়া পিতৃপর্য্যায় পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিল; তাহার পর তাঁহারা সকলেও তাহার অভিনন্দন করিলেন। তৎপরে ঘটোৎকচ ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে বলিল—"আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাই আমি আপনাদের পরিচর্য্যা করিবার জন্য সত্বর আসিয়াছি ॥২৬—২৮॥

মহাবাহু! আদেশ করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সমস্ত কার্য্য করিব।" তাহা শুনিয়া ভীমসেন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভীম! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পুত্র ঘটোৎকচ ধর্ম্মজ্ঞ, বলবান্, বীর এবং আমাদের ভক্ত; সুতরাং এখনই এ—দ্রৌপদীকে ধারণ করুক ॥৩০॥

অতিভীমপরাক্রম ভীম! তোমার বাহুবলেই আমি দ্রৌপদীর সহিত অক্ষত শরীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাইতে পারিব" ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া শত্রুহন্তা পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন—॥৩২॥

---

(২৯) শ্লোকাৎ পরম্ '...চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ...'—বা ব কা, '...পঞ্চচত্বারিংশদধিকঃ...'—পি, '...ষট্চত্বারিংশদধিকঃ...'—নি। (৩০)...সদ্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ...ঔরসঃ পুত্রঃ...গৃহ্নাতু মা চিরম্—বা ব কা।

হৈড়িম্বেয়ং পরিশ্রান্তা তব মাতাঽপরাজিত ! ।
ত্বঞ্চ কামগমস্তাত ! বলবান্ বহ তাং খগ ! ॥৩৩॥
স্কন্ধমারোপ্য ভদ্রং তে মধ্যেঽস্মাকং বিহায়সা ।
গচ্ছ নীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ উবাচ ।

ধর্ম্মরাজঞ্চ ধৌম্যঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ যমজৌ তথা ।
একোঽপ্যহমলং বোঢ়ুং কিমুতাদ্য সহায়বান্ ॥৩৫॥
অন্যে চ শতশঃ শূরা বিহগাঃ কামরূপিণঃ ।
সর্ব্বান্ বো ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং বক্ষ্যন্তি সহিতা ময়া ॥৩৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তদা কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ ।
পাণ্ডূনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

হৈড়িম্বেতি । হে হৈড়িম্ব ! । মাতা দ্রৌপদী । হে খগ ! খেচর ! ॥৩৩॥
স্কন্ধমিতি । তে তব ভদ্রমস্তু । বিহায়সা গগনেন । নীচিকয়া নিম্নবর্ত্তিন্যা ॥৩৪॥
ধর্ম্মেতি । অলং সমর্থঃ । অন্যেঽপি রাক্ষসা মম সহায়াঃ সন্তীতি ভাবঃ ॥৩৫॥
অন্য ইতি । বিহগা আকাশচারিণো রাক্ষসাঃ । বক্ষ্যন্তি বহনং করিষ্যন্তি ॥৩৬॥
এবমিতি । অপরে চ রাক্ষসাঃ, পাণ্ডবানপি উহুরিতি শেষঃ ॥৩৭॥

"বৎস ! অপরাজিত ! খেচর ! হিড়িম্বানন্দন ! তোমার মাতা দ্রৌপদী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তুমিও কামগামী এবং বলবান্ ; অতএব তুমি তাঁহাকে বহন কর ॥৩৩॥

বৎস ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি উঁহাকে স্কন্ধে লইয়া আমাদের মধ্যে থাকিয়া নিম্ন আকাশ দিয়া মন্দগতিতে গমন কর, যাহাতে উঁহার কষ্ট না হয়" ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ বলিল—"আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধৌম্যপুরোহিত, দ্রৌপদী এবং নকুল-সহদেবকে বহন করিতে পারি ; সহায়সম্পন্ন হইলে আর বক্তব্য আছে কি ॥৩৫॥

বীর, আকাশচারী ও কামরূপী অন্য শত শত রাক্ষসও আমার সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত আপনাদের সকলকে বহন করিবে" ॥৩৬॥

(৩৬,...বক্ষ্যন্তি সহিতাঽনঘ !—বা ব কা

লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমদ্যুতিঃ।
স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৩৮॥
ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সর্ব্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ।
নিয়োগাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥৩৯॥
এবং সুরমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
আলোকয়ন্তস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥৪০॥
তে ত্বাশুগতিভির্বীরা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাজবৈঃ।
উহ্যমানা যযুঃ শীঘ্রং দীর্ঘমধ্বানমল্পবৎ ॥৪১॥
দেশান্ ম্লেচ্ছজনাকীর্ণান্ নানারত্নাকরান্ শুভান্।
দদৃশুর্গিরিপাদাংশ্চ নানাধাতুসমাচিতান্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

লোমশ ইতি। সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষাণাং মার্গেণ আকাশপথেনৈব ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণানিতি। নিয়োগাদাদেশাৎ, রাক্ষসেন্দ্রস্য ঘটোৎকচস্য ॥৩৯॥

এবমিতি। বদরীং কর্কন্ধুবৃক্ষং তন্নাম্না প্রসিদ্ধমাশ্রমমিত্যর্থঃ ॥৪০॥

ত ইতি। মহাজবৈর্মহাবেগৈঃ। অধ্বানং পন্থানম্, অল্পবৎ অল্পপথবৎ ॥৪১॥

দেশানিতি। বেদবাহ্যাচারা ম্লেচ্ছজনাস্তৈরাকীর্ণান্। গিরেঃ পাদান্ প্রত্যন্তপর্ব্বতান্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া তখনই মহাবীর ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যে থাকিয়া দ্রৌপদীকে বহন করিয়া লইয়া চলিল এবং অন্য রাক্ষসেরা পাণ্ডবগণকে বহন করিয়া নিয়া যাইতে থাকিল ॥৩৭॥

এবং অসাধারণ তেজস্বী লোমশমুনি আপন প্রভাবেই সিদ্ধপথে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

আর, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী অপর কতকগুলি রাক্ষস ঘটোৎকচের আদেশে সেই সকল ব্রাহ্মণকে লইয়া গমন করিতে থাকিল ॥৩৯॥

এইভাবে তাঁহারা অতি মনোহর বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে বদরিকাশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪০॥

মহাবেগশালী ও দ্রুতগামী সেই রাক্ষসেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল বলিয়া তাঁহারা সত্বরই অল্প পথের ন্যায় দীর্ঘ পথ যাইতে থাকিলেন ॥৪১॥

তখন তাঁহারা ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ, নানাবিধ রত্নের আকর ও মনোহর বহুতর দেশ° এবং গৈরিকাদি নানাধাতুব্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর পর্ব্বত দেখিতে

---

(৩৮)…স্বেনৈবাতিপ্রভাবেণ—পি। (৪১)…মহদধ্বানমল্পবৎ—বা ব কা নি।
(৪২)…নানারত্নাকরাযুতান্—বা ব কা নি।

বিদ্যাধরগণাকীর্ণান্ যুতান্ পন্নগকিন্নরৈঃ ।
তথা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈশ্চ সমন্ততঃ ॥৪৩॥
ময়ূরৈশ্চমরৈশ্চৈব বানরৈ রুরুভিস্তথা ।
বরাহৈর্গবয়ৈশ্চৈব মহিষৈশ্চ সমাবৃতান্ ॥৪৪॥
নদীজালসমাকীর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহূন্ ।
নানাবিধৈর্ম্মৃগৈর্জুষ্টান্ বারণৈশ্চোপশোভিতান্ ॥৪৫॥
সমদৈশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরন্বিতাংস্তথা ।
তেঽবতীর্য্য বহূন্ দেশান্ উত্তরাংশ্চ কুরূনপি ॥৪৬॥
দদৃশুর্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ ।
তস্যাভ্যাসে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৪৭॥
উপেতং পাদপৈর্দিব্যৈঃ সদা পুষ্পফলোপগৈঃ ।
দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃত্তস্কন্ধাং মনোরমাম্ ॥৪৮॥
স্নিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়া যুতাম্ ॥
পত্রৈঃ স্নিগ্ধৈরবিরলৈরুপেতাং মৃদুভিঃ শুভাম্ ॥৪৯॥
বিশালশাখাং বিস্তীর্ণামতিদ্যুতিসমন্বিতাম্ ।
ফলৈরুপচিতৈর্দিব্যৈরাচিতাং স্বাদুভির্ভৃশম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

গানক্ষমত্বাক্ষমত্বাভ্যাং কিন্নরাণাং দ্বৈবিধ্যাৎ পৃথগুপাদানম্। চমররুরূ হরিণবিশেষৌ। মৃগৈঃ পশুভিঃ, জুষ্টান্ সেবিতান্, বারণৈর্হস্তিভিঃ। বিহগৈঃ পক্ষিভিঃ। অবতীর্য্য অতিক্রম্য। অভ্যাসে নিকটে। পুষ্পাণি ফলানি চ উপগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তৈঃ। বৃত্তস্কন্ধাং গোলপ্রকাণ্ডদেশাম্। অবিরলচ্ছায়াং নিবিড়চ্ছায়াম্। অবিরলৈর্ঘনৈঃ। উপচিতৈ-

পাইলেন। তাহাতে বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ ও নাগ বিচরণ করিতেছিল এবং ময়ূর, চমরহরিণ, রুরুহরিণ, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষ ভ্রমণ করিতেছিল; আর সে পর্ব্বতগুলির নিকট দিয়া অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং সে গুলিতে নানাবিধ পক্ষী, বহুবিধ পশু, হস্তী, মদমত্ত পক্ষী ও নানাবিধ বৃক্ষ ছিল তাহার পর তাঁহারা বহুতর দেশ ও উত্তর কুরুদেশ অতিক্রম করিয়া নানাবিধ আশ্চর্য্যের আধার কৈলাসপর্ব্বত দর্শন করিলেন এবং তাহার নিকট নর-নারায়ণ ঋষির আশ্রম (বদরিকাশ্রম) দেখিতে পাইলেন; সে আশ্রমে সর্ব্বদাই ফল ও পুষ্পশালী বহুতর উত্তম বৃক্ষ ছিল; আর তাঁহারা সেখানে সেই মনোহর বদরীবৃক্ষ দর্শন করিলেন; তাহার স্কন্ধদেশ গোলাকার, আকৃতি স্নিগ্ধ, ছায়া-

(৪৩)...বানরকিন্নরৈঃ—বা ব কা নি।

মধুস্রবৈঃ সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্।
মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানাদ্বিজগণৈর্যুতাম্ ॥৫১॥
অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে।
নীলশাদ্বলসংছন্নে দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥৫২॥
সুসমীকৃতভূভাগে স্বভাববিমলে শুভে।
জাতাং হিমমৃদুস্পর্শে দেশেঽপহতকণ্টকে ॥৫৩॥ (কুলকম্)
তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈর্ব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
অবতেরুস্ততঃ সর্ব্বে রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ ॥৫৪॥
ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্! সহিতা দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥৫৫॥
তমসা রহিতং পুণ্যমনামৃষ্টং রবেঃ করৈঃ।
ক্ষুত্তৃট্শীতোষ্ণদোষৈশ্চ বর্জ্জিতং শোকনাশনম্ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

বহুলীভূতৈঃ, আচিতাং ব্যাপ্তাম্। নানাদ্বিজগণৈর্বহুবিধপক্ষিসমূহৈঃ। নীলৈঃ শাদ্বলৈর্নব-তৃণৈঃ সংছন্নে আবৃতে। অপহতকণ্টকে দূরীকৃতকণ্টকে ॥৪২—৫৩॥

তামিতি। তাং বদরীম্। মহাত্মানঃ পাণ্ডবাদয়ঃ ॥৫৪॥

তত ইতি। নরনারায়ণাভ্যামৃষিভ্যাম্ আশ্রিতম্ আশ্রিতপূর্ব্বম্। তমসা অন্ধকারেণ।

ভারতভাবদীপঃ

ক্রোশমাত্রমিতি ॥১—২৩॥ বিহগ ইব বিহগঃ খেচরঃ ॥২৪—৩৫॥ বক্ষ্যান্তি বহনং করিষ্যন্তি ॥৩৬—৪১॥ রত্নাকরৈরাসমন্তাদযুতান্ ॥৪২—৪৬॥ অভ্যাসে সমীপে ॥৪৭—৫২॥ স্বভাবত এব

নিবিড়, কান্তি মনোহর, পত্র সকল স্নিগ্ধ, ঘন ও কোমল; শাখাসমূহ বিশাল ও বিস্তীর্ণ এবং ফলসমূহ বৃহৎ, উত্তম, সুস্বাদু ও মধুস্রাবী ছিল। মহর্ষিরা সেই বদরীবৃক্ষের সেবা করিতেন এবং সেই বদরীবৃক্ষের উপরে সর্ব্বদাই মদমত্ত ও আনন্দিত নানাবিধ পক্ষী বিচরণ করিত। আর, সেই বদরীবৃক্ষ যে স্থানে জন্মিয়াছিল, সে স্থানে দংশ (ডাঁশ) ও মশক ছিল না; প্রচুর ফল, মূল ও জল ছিল এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিচরণ করিতেন; আর সে স্থানটী নীলবর্ণ নূতন তৃণে আবৃত, সমতল, স্বভাবনির্ম্মল, নিরুপদ্রব, শীতল ও কোমলস্পর্শ এবং কণ্টকবিহীন ছিল ॥৪২—৫৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই বদরীবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-গণের সহিত রাক্ষসস্কন্ধ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন ॥৫৪॥

রাজা! তাহার পর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া নর-নারায়ণ

(৫৩)…স্বভাববিহিতে শুভে—বা, ব কা নি।

মহর্ষিগণসংবাধং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্যা সমন্বিতম্ ।
দুষ্প্রবেশং মহারাজ ! নরৈর্ধর্ম্মবহিষ্কৃতৈঃ ॥৫৭॥
বলিহোমার্চ্চিতং পুণ্যং সুসংমৃষ্টানুলেপনম্ ।
দিব্যপুষ্পোপহারৈশ্চ সর্ব্বতোঽভিবিরাজিতম্ ॥৫৮॥
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরাচিতং শুভৈঃ ।
মহদ্ভিস্তোয়কলসৈঃ কঠিনৈশ্চোপশোভিতম্ ॥৫৯॥
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ।
দিব্যমাশ্রয়ণীয়ং তমাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৬০॥
শ্রিয়া যুতমনির্দ্দেশ্যং দেবচর্য্যোপশোভিতম্ ।
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চারুকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

অনামৃষ্টং বৃক্ষপত্রাদ্যাচ্ছাদনাৎ অস্পৃষ্টম্। মহর্ষিগণৈঃ সংবাধং নিরবকাশম্, ব্রাহ্ম্যা ব্রাহ্মণসম্পাদিতয়া, লক্ষ্যা কান্ত্যা। ধর্ম্মবহিষ্কৃতৈরধার্ম্মিকৈঃ। বলিভিঃ পূজোপহারৈঃ হোমৈশ্চ অর্চ্চিতং গৌরববিষয়ীকৃতম্, সুসংমৃষ্টং লিপ্তম্ অনুলেপনং গোময়াদিকং যত্র তম্। অগ্নিশরণৈর্হোমগৃহৈঃ, স্রুগ্‌ভাণ্ডৈঃ স্রুক্‌স্রুবাদিস্থাপনপাত্রৈঃ, আচিতং ব্যাপ্তম্। কঠিনৈঃ পাকস্থলীভিঃ, "কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াং গুড়স্য চ" ইতি বিশ্বঃ। ব্রহ্মঘোষৈর্বেদধ্বনিভির্নিনাদিতম্। অনির্দ্দেশ্যং সৌন্দর্য্যে অনির্ব্বচনীয়ম্, দেবস্য চর্য্যা আচারস্তেন উপশোভিতম্। দান্তৈ-

ভারতভাবদীপঃ

বিশেষেণ হিতে স্বভাববিহিতে জাতাং বদরীম্ ॥৫৩—৫৬॥ মহর্ষিগণসংবাধমৃষিগণব্যাপ্তম্, ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্যা ঋগ্‌যজুঃসামাত্মিকয়া। "ঋচঃ সামানি যজূংষি সা হি শ্রীরমৃতা সতা"মিতি শ্রুতেঃ ॥৫৭॥ সুষ্ঠু সংমৃষ্টং সম্মার্জ্জনমনুলেপনঞ্চ যত্র তৎ ॥৫৮॥ অগ্নিশরণৈরগ্ন্যাগারৈঃ, আচিতং ব্যাপ্তম্, কঠিনৈঃ শিক্যৈঃ করঙ্কৈর্বা ॥৫৯—৬০॥ দেবচর্য্যা সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকা, তয়া উপশোভিতম্

ঋষির সেই পুণ্যময় মনোহর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অন্ধকারের বা সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শ ছিল না; ক্ষুধা বা পিপাসা হইত না, শীত বা গ্রীষ্ম ছিল না, কোন শোকের সম্ভাবনাও ছিল না, এবং অধার্ম্মিক লোকের প্রবেশ করা দুষ্কর ছিল; আর মহারাজ! সে আশ্রমটী মহর্ষিগণে পরিপূর্ণ ও ব্রাহ্মীশোভায় পরিশোভিত ছিল এবং সে আশ্রমে গোময়লিপ্ত পবিত্র স্থানে পূজা ও হোম চলিতেছিল, এবং সকল দিকেই উত্তম উত্তম পুষ্প বিক্ষিপ্ত থাকায় বিশেষ শোভা জন্মিয়াছিল; আর সে আশ্রম—বিশাল বিশাল হোমগৃহ, মাঙ্গলিক স্রুক্-স্রুবের পাত্র, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলস ও পাকের স্থালীতে পরিশোভিত ছিল; এবং সে আশ্রম—সকল প্রাণীরই রক্ষক, বেদধ্বনিতে মুখরিত, সকলেরই আশ্রয়ণীয়, শ্রমনাশক, দিব্য-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

সূর্য্যবৈশ্বানরসমৈস্তপসা ভাবিতাত্মভিঃ।
মহর্ষিভির্মোক্ষপরৈর্যতিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৬২॥
ব্রহ্মভূতৈর্মহাভাগৈরুপেতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাস্তানৃষীন্ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৬৩॥
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে দৃষ্ট্বা প্রাপ্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬৪॥
অভ্যগচ্ছন্ত সুপ্রীতাঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
আশীর্ব্বাদান্ প্রযুঞ্জানাঃ স্বাধ্যায়নিরতা ভৃশম্ ॥৬৫॥
প্রীতাস্তে তস্য সৎকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ।
উপাজহ্রুশ্চ সলিলং পুষ্পমূলফলং শুচি ॥৬৬॥ (কুলকম্)
স তৈঃ প্রীত্যাঽথ সৎকারমুপনীতং মহর্ষিভিঃ।
প্রয়তঃ প্রতিগৃহ্যাথ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬৭॥
তং শক্রসদনপ্রখ্যং দিব্যগন্ধমনোরমম্।
প্রীতঃ স্বর্গোপমং পুণ্যং পাণ্ডবঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৬৮॥
বিবেশ শোভয়া যুক্তং ভ্রাতৃভিশ্চ সহানঘ!।
ব্রাহ্মণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

রিন্দ্রিয়দমনশীলৈঃ। ভাবিতাত্মভিঃ শোধিতচিত্তৈঃ। ব্রহ্মভূতৈর্বিরিঞ্চিতুল্যৈঃ, ব্রহ্মবাদিভির্বেদবক্তৃভিঃ। প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ। প্রাপ্তমাগতম্। প্রযুঞ্জানাঃ কুর্ব্বাণাঃ। সৎকারং সৎকারভূতম্ আদরনিদর্শনমিত্যর্থঃ ॥৫৫—৬৬॥

স ইতি। উপনীতম্ উপস্থাপিতম্। প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ। শক্রসদনপ্রখ্যম্ ইন্দ্রভবনতুল্যম্। ব্রাহ্মণৈশ্চ সহেতি সম্বন্ধঃ ॥৬৭—৬৯॥

অনির্ব্বচনীয় ও দেবতার আচারে পরিশোভিত ছিল; আর সে আশ্রমে ফলমূলভোজী, ইন্দ্রিয়সংযমী, মনোহর কৃষ্ণাজিনধারী, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী, তপস্যায় শোধিতচিত্ত, মোক্ষপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য, বেদবক্তা ও মহাত্মা মহর্ষিরা অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া ভ্রাতাদের সহিত সেই মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপাঠনিরত ও অগ্নিতুল্য সেই মহর্ষিরা সকলেই যুধিষ্ঠিরকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং প্রীতিসহকারে যথাবিধানে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র জল, ফুল, ফল ও মূল উপহার দিলেন ॥৫৫—৬৬॥

তত্রাপশ্যত ধর্ম্মাত্মা দেবদেবর্ষিপূজিতম্ ।
নরনারায়ণস্থানং ভাগীরথ্যোপশোভিতম্ ॥৭০॥
পশ্যন্তস্তে নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ।
মধুস্রবফলং দিব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥৭১॥
তদুপেত্য মহাত্মানস্তেঽবসন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
মুদা যুক্তা মহাত্মানো রেমিরে তত্র তে তদা ॥৭২॥
আলোকয়ন্তো মৈনাকং নানাদ্বিজগণাযুতম্ ।
হিরণ্যশিখরঞ্চৈব তচ্চ বিন্দুসরঃ শিবম্ ॥৭৩॥
তস্মিন্ বিহরমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া ।
মনোজ্ঞে কাননবরে সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলে ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ। নরনারায়ণয়োঃ স্থানং তপশ্চরণদেশম্ ॥৭০॥
পশ্যন্ত ইতি। রেমিরে আনন্দুঃ। মধুস্রবফলং মধুস্রাবি বদরীফলম্ ॥৭১॥
তদিতি। মহাত্মান উদারচিত্তাঃ, মহাত্মানস্তীক্ষ্ণবুদ্ধয়ঃ, তে প্রসিদ্ধাঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥৭২॥
আলোকেতি। মৈনাকং পর্ব্বতম্, নানাদ্বিজগণৈর্বহুবিধপক্ষিসমূহৈঃ আযুতং সমন্বিতম্,

ভারতভাবদীপঃ

॥৬১—৬২॥ ব্রহ্মভূতৈর্ব্রহ্মবিত্ত্বেন ব্রহ্মভাবং গতৈঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি ॥৬৩—৬৫॥ সৎকারং চক্রুরিতি শেষঃ ॥৬৬—৭১॥ তদুপেত্য স্থানং প্রাপ্য ॥৭২—৭৪॥

প্রীতিপূর্ব্বক মহর্ষিগণের আনাত সেই সকল উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংযতচিত্ত হইয়া দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সহিত ইন্দ্রভবন তুল্য শোভাসম্পন্ন, দিব্য সৌরভে মনোহর, স্বর্গতুল্য ও পবিত্র সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৬৭—৬৯॥

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেখানে প্রবেশ করিয়া দেবগণ ও দেবর্ষিগণের পূজিত এবং গঙ্গোপশোভিত নর-নারায়ণের তপস্যার স্থান দর্শন করিলেন ॥৭০॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত মধুস্রাবী দিব্য বদরীফল দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৭১॥

উদারচেতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ পাণ্ডবগণ সেই নরনারায়ণস্থানে যাইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সেইখানেই তাঁহারা তখন আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেন ॥৭২॥

তাহাঁর নিকটে মৈনাকপর্ব্বত আছে, তাহার শৃঙ্গ সকল স্বর্ণময় এবং তাহার উপরে বহুবিধ পক্ষী বিচরণ করে; আর "বিন্দুসর"-নামে মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ

পাদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভারাবনামিভিঃ।
শোভিতে সর্ব্বতো রম্যৈঃ পুংস্কোকিলকুলাযুতৈঃ ॥৭৫॥
স্নিগ্ধপত্রৈরবিরলৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ।
সরাংসি চ বিচিত্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৭৬॥
কমলৈঃ সোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সর্ব্বশঃ।
পশ্যন্তশ্চারুরূপাণি রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৭৭॥ (কুলকম্)
পুণ্যগন্ধঃ সুখস্পর্শো ববৌ তত্র সমীরণঃ।
হ্লাদয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্ব্বান্ দ্রৌপদ্যা সহিতান্ প্রভো! ॥৭৮॥
ভাগীরথীং সুতীর্থাঞ্চ শীতাং বিমলপঙ্কজাম্।
মণিপ্রবালবিস্তারাং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

হিরণ্যশিখরং স্বর্ণময়শৃঙ্গম্। শিবং মঙ্গলময়ম্, তদ্বিন্দুসরশ্চ। কাননবরে শ্রেষ্ঠবনে। পুষ্পে-বিকচাঃ প্রফুল্লাস্তৈঃ। অবিরলৈর্ঘনৈঃ। চারুরূপাণি সরাংসীতি সম্বন্ধঃ ॥৭৩—৭৭॥

পুণ্যেতি। হ্লাদয়ন্ আনন্দয়ন্। প্রভো ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥৭৮॥

ভাগীরথীমিতি। মহাত্মানঃ পাণ্ডবাদয়ঃ, পরমদুর্গমে দেবর্ষিচরিতে তস্মিন্ দেশে,

ভারতভাবদীপঃ

পুষ্পবিকচৈর্বিকসিতকুসুমৈঃ ॥৭৫—৭৮॥ সীতাং নামতঃ প্রস্তারঃ সোপানপাদগণাদিরূপঃ ঘট্ট ইত্যর্থঃ ॥৭৯—৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২০॥

একটী জলাশয় এবং মনোহর একটী বন আছে; সেই বনে সকল ঋতুতেই ফুল থাকে; আর ঘন ও মনোহর অনেক বৃক্ষ আছে, সেগুলি সর্ব্বদাই পুষ্পরাশিতে সুশোভিত, ফলভারে অবনত এবং কোকিলগণের কলরবে মুখরিত থাকে; আর সেগুলির পত্র সকল স্নিগ্ধ এবং ছায়া শীতল; আর বিচিত্র ও মনোহর অনেক সরোবর আছে; সেগুলির জল নির্ম্মল এবং সেগুলি পদ্ম ও উৎপলে সর্ব্বদাই শোভা পাইতেছে; এই সকল দর্শন করতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৭৩—৭৭॥

রাজা! তখন পবিত্রসৌরভ ও সুখস্পর্শ বায়ু দ্রৌপদীর সহিত সকল পাণ্ডবকেই আনন্দিত করিয়া বহিত হইত ॥৭৮॥

অত্যন্ত দুর্গম ও দেবর্ষিসেবিত সেই স্থানে বিচিত্র পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ, হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক সেই বিশাল বদরীবৃক্ষের নিকট দিয়া শীতল ভাগীরথী-নদী প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে সুন্দর ঘাট, নির্ম্মল পদ্ম, মণি ও বিদ্রুমের

চিত্রপুষ্পফলাকীর্ণাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্ ।
বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমনু ॥৮০॥
তস্মিন্ দেবর্ষিচরিতে দেশে পরমদুর্গমে ।
ভাগীরথীপুণ্যজলে তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥৮১॥ (বিশেষকম্)
দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ ।
তত্র তে তর্পয়ন্তশ্চ জপন্তশ্চ কুরূদ্বহাঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বীরা হ্যবসন্ পুরুষর্ষভাঃ ॥৮২॥
কৃষ্ণায়াস্তত্র পশ্যন্তঃ ক্রীড়িতান্যমরপ্রভাঃ ।
বিচিত্রাণি নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ং গন্ধমাদনপ্রবেশে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

চিত্রপুষ্পফলাকীর্ণাম্, মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্, বিশালাং বদরীং তরুম্, অনু লক্ষ্যীকৃত্য তৎসমীপে বিদ্যমানামিত্যর্থঃ, সুতীর্থাং শোভনঘট্টাম্, শীতাং শীতলাম্, বিমলপঙ্কজাম্, মণীনাং প্রবালানাঞ্চ বিস্তারা রাশয়ো যস্যাং তাম্, তীরস্থৈঃ পাদপৈরুপশোভিতাঞ্চ, ভাগীরথীম্, বীক্ষমাণাঃ সন্তঃ, ভাগীরথীপুণ্যজলে পিতৄন্ তর্পয়াঞ্চক্রিরে ॥৭৯—৮১॥

দেবানিতি। পরমং দৈহিকং মানসিকঞ্চ, শৌচং পাবিত্র্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮২॥

কৃষ্ণায়া ইতি। তত্র স্থানে, ক্রীড়িতানি বিহারান্, তত্র তদানীম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়া মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাশি এবং তীরে অনেক বৃক্ষ ছিল; এহেন ভাগীরথী দর্শন করিতে থাকিয়া পাণ্ডবপ্রভৃতি সকলেই সেই ভাগীরথীর পবিত্র জলে পিতৃলোকের তর্পণ করিতে থাকিলেন ॥৭৯—৮১॥

এবং কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান ও মহাবীর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া পরম পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ভাগীরথীজলে দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

আর, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও দেবতুল্য পাণ্ডবগণ তখন সেখানে দ্রৌপদীর বিচিত্র বিচরণ দেখিতে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥

(৮০)। দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণাম্—বা ব কা নি। * '...পঞ্চচত্বারিংশদধিক...'—বা ব কা, '...ষট্চত্বারিংশদধিক...'—পি, '...সপ্তচত্বারিংশদধিক...'—নি।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ।
ষড়্‌রাত্রমবসন্‌ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥১॥
ততঃ পূর্ব্বোত্তরে বায়ুঃ পবমানো যদৃচ্ছয়া।
সহস্রপত্রমর্কাভং দিব্যং পদ্মমুপাহরৎ ॥২॥
তদবৈক্ষত পাঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনোরমম্‌।
অনিলেনাহৃতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩॥
তচ্ছুভা শুভমাসাদ্য সৌগন্ধিকমনুত্তমম্‌।
অতীব মুদিতা রাজন্‌! ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥৪॥
পশ্য দিব্যং সুরুচিরং ভীম! পুষ্পমনুত্তমম্‌।
গন্ধসংস্থানসম্পন্নং মনসো মম নন্দনম্‌ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। শৌচং পবিত্রতাম্‌, আস্থিতাঃ স্নানাদিনা অবলম্বিতবন্তঃ ॥১॥
তত ইতি। পূর্ব্বোত্তরে ঈশানকোণাদাগত ইত্যর্থঃ, পবমানঃ পবিত্রতাজনকঃ ॥২॥
তদিতি। অবৈক্ষত অপশ্যৎ। জলজং পদ্মম্‌, শুচি পবিত্রম্‌ ॥৩॥
তদিতি। শুভা শুভলক্ষণা কৃষ্ণা, শুভং শুভসূচকম্‌, সৌগন্ধিকং সুরভি ॥৪॥
পশ্যেতি। অনুত্তমম্‌ অত্যুত্তমম্‌, গন্ধেন সৌরভেণ সংস্থানেন আকারেণ চ সম্পন্নম্‌ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত পবিত্র হইয়া সেই বদরিকাশ্রমেই ছয় দিন বাস করিলেন ॥১॥

তাহার পর ঈশানকোণ হইতে আগত পবিত্র বায়ু যদৃচ্ছাক্রমে সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ স্বর্গীয় একটী সহস্রদল পদ্ম আনয়ন করিল ॥২॥

বায়ুকর্ত্তৃক আনীত দিব্যগন্ধ, মনোহর ও পবিত্র সেই পদ্মটী আসিয়া ভূতলে পতিত হইল; তাহা দ্রৌপদী দেখিলেন ॥৩॥

রাজা! তাহার পর শুভলক্ষণা দ্রৌপদী শুভসূচক, সৌরভসম্পন্ন ও অত্যুত্তম সেই পদ্মটী পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভীমকে বলিলেন— ॥৪॥

"মধ্যমপাণ্ডব! অতিসুন্দর ও অত্যুত্তম এই স্বর্গীয় পুষ্পটী দর্শন করুন;

(১)…ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ—বা ব কা। (৩) তদপশ্যত—পি।

ইদঞ্চ ধর্ম্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ ! ।
হরেদং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে ॥৬॥
যদি তেঽহং প্রিয়া পার্থ ! বহূনীমান্যুপাহর ।
তান্যহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭॥
এবমুক্ত্বা তু পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ।
জগাম ধর্ম্মরাজায় পুষ্পমাদায় ভাবিনী ॥৮॥
অভিপ্রায়স্তু বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষর্ষভঃ ।
প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ স প্রায়াদ্ভীমো মহাবলঃ ॥৯॥
বাতং তমেবাভিমুখো যতস্তৎ পুষ্পমাগতম্ ।
আজিহীর্ষুর্জগামাশু স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। হর আহর, ইদম্ এতজ্জাতীয়ম্, কামায় কামনাপূরণায় ॥৬॥

যদীতি। ইমানি এতজ্জাতীয়ানি পদ্মানি। কাম্যকং কাম্যকবনস্থম্ ॥৭॥

এবমিতি। ধর্ম্মরাজায়েতি "গত্যর্থকর্ম্মণি—" ইত্যাদিনা চতুর্থী। ভাবিনী অনুরাগবতী ॥৮॥

অভীতি। প্রিয়ায়া দ্রৌপদ্যাঃ। প্রায়াৎ তৎ পুষ্পমানেতুমিতি ভাবঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্রেতি ॥১॥ পূর্ব্বোত্তরে ঈশানকোণে ॥২—৩॥ শুভা কল্যাণী, শুভং শোভাযুতম্, সৌগন্ধিকং পদ্মজাতিভেদঃ ॥৪॥ গন্ধেতি। সংস্থানমাকারঃ ॥৫॥ হর আহর, ইদমেতজ্জাতীয়ম্

ইহার সৌরভও চমৎকার, আকৃতিও সুন্দর এবং ইহা আমার চিত্তের আহ্লাদ জন্মাইতেছে ॥৫॥

অতএব পরন্তপ! পুনরায় কাম্যকবনে যাইয়া আমি ইহা ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব; সুতরাং আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য আপনি ইহা আনয়ন করুন ॥৬॥

পৃথানন্দন! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে আপনি এই জাতীয় বহুতর পদ্ম আনয়ন করুন; আমি সেগুলি কাম্যকবনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি" ॥৭॥

ভীমকে এইরূপ বলিয়া যশস্বিনী ও অনুরাগবতী দ্রৌপদী সেই ফুলটী লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥৮॥

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেনও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় প্রস্থান করিলেন ॥৯॥

(৮) এবমুক্ত্বা শুভাপাঙ্গী···জগাম পুষ্পমাদায় ধর্ম্মরাজায় তত্তদা—বা ব কা। (৯)··· প্রায়াদ্ভীমপরাক্রমঃ—পি।

রুক্মপৃষ্ঠং ধনুর্গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
মৃগরাড়িব সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি মহাবাণধনুর্দ্ধরম্।
ন গ্লানির্ন চ বৈক্লব্যং ন ভয়ং ন চ সম্ভ্রমঃ ॥১২॥
কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ স বাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১৩॥
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্বলী।
স তং দ্রুমলতাগুল্ম-চ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)
গিরিং চচারারিহরঃ কিন্নরাচরিতং শুভম্।
নানাবর্ণধরৈশ্চিত্রং ধাতুদ্রুমমৃগাণ্ডজৈঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

বাতমিতি। আজিহীর্ষুঃ আহর্ত্তুমিচ্ছুঃ, তমেব বাতম্ অভি লক্ষ্যীকৃত্য স্থিতং মুখং যস্য সঃ। রুক্মপৃষ্ঠং স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। মৃগরাট্ সিংহঃ। প্রভিন্নো মদস্রাবী ॥১০—১১॥

দদৃশুরিতি। গ্লানিঃ শ্রমঃ, বৈক্লব্যং বিহ্বলতা, সম্ভ্রমো ব্যস্ততা। জুষতে সেবতে আশ্রয়তীত্যর্থঃ। পার্থং ভীমম্, মাতরিশ্বনো বায়োরাত্মজম্। স ভীমঃ ॥১২—১৪॥

অথ ষড্‌ভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন গমনং বর্ণয়তি—গিরিমিতি। অরিহরঃ শত্রুহন্তা,

ভারতভাবদীপঃ

॥৬—১০॥ প্রভিন্নো মত্তঃ ॥১১॥ গ্লানিবৈক্লব্যে দেহচিত্তয়োরবসাদৌ, ভয়ং তৎকারণং স্বোচ্ছেদবুদ্ধিঃ, ভয়াভাবাদেব ময়া যত্নেন গন্তব্যমিত্যাদরঃ সম্ভ্রমঃ ॥১২॥ সোঽপি তং ন জুষতে

ভীমসেন স্বর্ণখচিত ধনু এবং সর্পতুল্য বাণসমূহ লইয়া—যাহা হইতে সেই ফুলটী আসিয়াছিল, সেই বায়ুরই অভিমুখ হইয়া আরও বহুতর পুষ্প আনয়ন করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ সিংহ ও মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥

তখন সকল প্রাণীই, মহাবাণ-কার্ম্মুকধারী ভীমসেনকে দেখিতে লাগিল। পরিশ্রম, বিহ্বলতা, ভয় ও ব্যস্ততা ইহার কোনটাই কখনও পবননন্দন ভীমসেনকে আশ্রয় করে নাই; তাই সেই অবস্থায়ই বলবান্ ভীমসেন আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়া দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ভয় ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আবৃত এবং নীলশিলাব্যাপ্ত পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥১২—১৪॥

তাহার পর তিনি সেই মঙ্গলময় পর্ব্বতে কিছু কাল বিচরণ করিলেন; সে পর্ব্বতে কিন্নরগণ বিচরণ করিত এবং নানাবর্ণের ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী ছিল;

সর্ব্বভূষণসম্পূর্ণং ভূমের্ভুজমিবোচ্ছ্রিতম্।
সর্ব্বর্ত্তুরমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ॥১৬॥
সক্তচক্ষুরভিপ্রায়ান্ হৃদয়েনানুচিন্তয়ন্।
পুংস্কোকিলনিনাদেষু ষট্‌পদাচরিতেষু চ ॥১৭॥
বদ্ধশ্রোত্রমনশ্চক্ষুর্জগামামিতবিক্রমঃ।
আজিঘ্রন্ স মহাতেজাঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোদ্ভবম্ ॥১৮॥
গন্ধমুদ্ধতমুদ্দামো বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ।
বীজ্যমানঃ সুপুণ্যেন নানাকুসুমগন্ধিনা ॥১৯॥
পিতুঃ সংস্পর্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা।
হ্রিয়মাণশ্রমঃ পিত্রা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥২০॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অমিতবিক্রমঃ, মহাতেজাশ্চ স ভীমসেনঃ, সর্ব্বর্ত্তুরমণীয়েষু, গন্ধমাদনস্য সানুষু সমতলদেশেষু, সক্তচক্ষুঃ সৌন্দর্য্যাতিশয়াৎ লগ্ননয়নঃ, অভিপ্রায়ান্ অভিপ্রেতবিষয়ান্ শক্রজয়াদীন্, হৃদয়েন অনুচিন্তয়ন্, পুংস্কোকিলনিনাদেষু, ষট্‌পদানাং ভ্রমরাণাম্ আচরিতেষু বিচরণেষু চ, বদ্ধানি চমৎকারিত্বাদ্‌যথাসম্ভবং নিবেশিতানি শ্রোত্রমনশ্চক্ষুংষি যেন সঃ, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোদ্ভবম্ উদ্ধতম্ অভিনবত্বাৎ প্রবলং গন্ধম্, আজিঘ্রন্, তথা সাধারণপুত্রান্তিকে সাধারণস্য পিতুঃ সংস্পর্শবৎ শীতঃ শীতলস্তেন, সুপুণ্যেন অতিপবিত্রেণ, নানাকুসুমগন্ধিনা, পিত্রা স্বজনকেন, গন্ধমাদন-বায়ুনা, বীজ্যমানঃ, অতএব হ্রিয়মাণশ্রমঃ, আশ্চর্য্যাচ্চ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ রোমাঞ্চিতদেহশ্চ সন্, বনে মত্তো দ্বিপো হস্তীব, উদ্দাম উদ্রিক্তদর্পশ্চ সন্, কিন্নরৈঃ আচরিতং সমন্তাদ্বিচরিতম্, শুভং মঙ্গলকরম্, নানাবর্ণধরৈঃ, ধাতবো গৈরিকাদয়ঃ দ্রুমা বৃক্ষাঃ মৃগাঃ পশবঃ অণ্ডজাঃ পক্ষিণশ্চ তৈঃ, চিত্রং বিচিত্রীকৃতম্, অতএব সর্ব্বভূষণসম্পূর্ণম্, উচ্ছ্রিতম্ উত্তোলিতম্, ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ ভুজমিব স্থিতম্, গিরিং পর্ব্বতম্, চচার বভ্রাম, পরং জগাম চ ॥১৫—২০॥

তাহাতে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পৃথিবীর উত্তোলিত একখানি বাহুর ন্যায় সে পর্ব্বতটীকে দেখা যাইতেছিল। তদনন্তর ভীমসেন অভিপ্রেত বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তখন সকল ঋতুতেই রমণীয় গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমতলস্থানে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকিল; কোকিলের রবে কর্ণ ও মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল; কোথাও ভ্রমরের ভ্রমণ নয়ন আকর্ষণ করিল; কোথাও সমস্ত ঋতুতেই উৎপন্ন পুষ্পসমূহের উদ্দাম গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন এবং পুত্রের নিকট পিতার সংস্পর্শ যেমন শীতল হয়, তেমনই শীতল, পবিত্র ও নানাকুসুমসৌরভবাহী গন্ধমাদনচারী পিতা বায়ু আসিয়া বীজন করিয়া তাঁহার পরিশ্রম দূর করিতে লাগিলেন; এই অবস্থায় অমিত-

স যক্ষগন্ধর্ব্বসুরব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোররিন্দমঃ ॥২১॥
বিষমচ্ছদরচিতৈরনুলিপ্ত ইবাঙ্গুলৈঃ।
বিমলৈর্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাঞ্জনরাজতৈঃ ॥২২॥
সপক্ষমিব নৃত্যন্তং পার্শ্বলগ্নৈঃ পয়োধরৈঃ।
মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতং প্রস্রবণোদকৈঃ ॥২৩॥
অভিরামদরীকুঞ্জ-নির্ঝরোদককন্দরম্।
অপ্সরোনূপুররবৈঃ প্রনৃত্তবরবর্হিণম্ ॥২৪॥
দিগ্বারণবিষাণাগ্রৈর্ঘৃষ্টোপলশিলাতলম্।
স্রস্তাংশুকমিবাক্ষোভ্যৈর্নিম্নগানিঃসৃতৈর্জলৈঃ ॥২৫॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ পঞ্চভিঃ কুলকেন পুষ্পান্বেষণং বর্ণয়তি—স ইতি। তদা অরিন্দমঃ স ভীমঃ, বিষমৈ-রুচ্চাবচৈশ্ছদৈর্বৃক্ষপত্রৈ রচিতাঃ কৃতাস্তৈর্বৃক্ষপত্ররূপৈরিত্যর্থঃ, অঙ্গুলৈরঙ্গুলীভিঃ, কাঞ্চনাঞ্জন-রাজতৈঃ স্বর্ণকজ্জলরজতবর্ণৈঃ, বিমলৈঃ, ধাতুবিচ্ছেদৈঃ বিচ্ছিন্নৈর্গৈরিকাদিধাতুভিঃ করণৈঃ, পর্ব্বতেনৈব কর্ত্রা, অনুলিপ্ত ইব সন্; পুষ্পহেতোঃ যক্ষগন্ধর্ব্ব-সুরব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্, পার্শ্বলগ্নৈঃ পয়োধরৈর্মেঘৈঃ, সপক্ষং নৃত্যন্তমিব স্থিতম্, পার্শ্বলগ্নমেঘানাং পক্ষব-চ্চলনাদিতি ভাবঃ, প্রস্রবণোদকৈর্নির্ঝরজলৈঃ, চ্যুতং স্নপিতম্, অতএব মুক্তাহারৈশ্চিতং ব্যাপ্তমিব স্থিতম্, নির্ঝরজলানাং মুক্তাহারতুল্যশুভ্রবর্ণত্বাদিত্যাশয়ঃ; অভিরামাঃ সুন্দরাঃ দর্য্যো গুহাঃ কুঞ্জা লতাদ্যাবৃতস্থানানি নির্ঝরোদকানি কন্দরা গর্ত্তাশ্চ যস্য তম্; "কন্দরো-ঽঙ্কুশে। বিবরে চ গুহায়াঞ্চ" ইতি হেমচন্দ্রঃ; অপ্সরোনূপুররবৈঃ প্রনৃত্তা বরাঃ শ্রেষ্ঠা বর্হিণো

ভারতভাবদীপঃ

সেবতে। তত্র হেতুঃ—আত্মজমিতি। মাতরিশ্বনো বায়োঃ সার্থঃ ॥১৩—১৬॥ অভিপ্রায়ান্ দেবঋষিগন্ধর্ব্বাদিলীলোন্নয়নহেতূন্ পুষ্পকুশাদিসংস্তরান্ ॥১৭—১৯॥ পিতুর্যথা পুত্রস্পর্শঃ শীতত্বাদৃক্ স্পর্শবতা বায়ুনেত্যর্থঃ। পিত্রা বায়ুনা ॥২০—২১॥ ধাতুবিচ্ছেদৈর্ধাতুভেদৈঃ। অঙ্গুলৈরিব বিষমচ্ছদৈঃ সপ্তপর্ণাদিভির্নানাধাতুরঞ্জিতপত্রৈঃ রচিতৈঃ, বলিভিস্ত্রিপুণ্ড্রাকারৈরনু-লিপ্ত ইবেত্যর্থঃ। আঞ্জনেতি কৃষ্ণধাতুগ্রহণং পীতকৃষ্ণশ্বেতধাতুভিরিত্যর্থঃ ॥২২॥ পয়োধরৈ-র্মেঘৈঃ ॥২৩॥ দরী বিলগৃহম্, কন্দরং মহাপ্রপাতঃ, অভিরামা দরীপ্রভৃতয়ো যস্মিন্ ॥২৪॥ বিষাণাগ্রৈর্দন্তাগ্রৈঃ। "বিষাণং কুষ্ঠকে ক্লীবং ত্রিষু শৃঙ্গেভদন্তয়ো"রিতি মেদিনী। শিলাঃ

বিক্রম, মহাতেজা ও শত্রুহন্তা ভীমসেন বনে মত্ত হস্তীর ন্যায় উদ্দামবেগে চলিতে লাগিলেন ॥১৫—২০॥

তখন শত্রুদমনকারী ভীমসেন পদ্মপুষ্প লইবার জন্য সেই পর্ব্বতটা পর্য্যা-বেক্ষণ করিতে থাকিলেন। সে পর্ব্বতে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মর্ষিগণ বিচরণ

(২২) বিষমচ্ছেদরচিতৈঃ—পি।

সশষ্পকবলৈঃ স্বস্থৈরদূরপরিবর্ত্তিভিঃ।
ভয়ানভিজ্ঞৈর্হরিণৈঃ কৌতূহলনিরীক্ষিতঃ ॥২৬॥
চালয়ন্নূরুবেগেন লতাজালান্যনেকশঃ।
আক্রীড়মানো হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুসুতো যযৌ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
প্রিয়ামনোরথং কর্ত্তুমুদ্যতশ্চারুলোচনঃ।
প্রাংশুঃ কনকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা ॥২৮॥
মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্।
মত্তবারণতাম্রাক্ষো মত্তবারণবারণঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ময়ূরা যত্র তম্, দিগ্বারণানাং দিগ্দন্তিনাং বিষাণাগ্রৈর্দন্তাগ্রৈঃ ঘৃষ্টানি উপলা রত্নানি শিলাতলানি চ যস্য তম্, তথা অক্ষোভ্যৈর্বেগাতিশয়াদ্বায়ুনা অচালনীয়ৈঃ, নিম্নগায়া নদ্যা নিঃস্তৈর্জলৈঃ করণৈঃ, স্রস্তাংশুকমিব স্খলিতবস্ত্রমিব, নদীজলানাং নিম্নগমনাদ্বস্ত্রবৎ শুভ্রত্বাচ্চেতি ভাবঃ, বিলোকয়ামাস গিরিমিত্যনুকর্ষঃ ॥২১—২৫॥

পুনর্গমনমেব বর্ণয়তি দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন—সশষ্পেতি। হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুসুতো ভীমঃ; সশষ্পকবলৈঃ মুখপ্রবেশিতঘাসসহিতৈঃ, স্বস্থৈঃ স্বস্বস্থান এব স্থিতৈঃ, অদূরপরিবর্ত্তিভিঃ অদূরস্থিতৈঃ, ভয়ানভিজ্ঞৈর্হরিণৈঃ, কৌতূহলনিরীক্ষিতঃ, ঊরুবেগেন দেহস্য মহতা বেগেন, অনেকশো লতাজালানি চালয়ন্, আক্রীডমানো বিশেষেণ ক্রীডন্নিব চ সন্, যযৌ ॥২৬—২৭॥

ইদানীং চতুর্ভিঃ কলাপকেন পুষ্পান্বেষণায় ভীমস্য বিচরণং বর্ণয়তি—প্রিয়েতি। প্রাংশুঃ

করিতেন। আর, মেঘসমূহ আসিয়া পার্শ্বে লাগিতেছিল এবং চলিতেছিল, তাহাতে পর্ব্বতটা যেন নাচিতেছিল এবং নির্ঝরের জল পড়িতেছিল, তাহাতে পর্ব্বতটা যেন মুক্তার হারে ব্যাপ্ত ছিল; আর তাহার গুহা, কুঞ্জ, নির্ঝরের জল ও গর্ত্ত মনোহর ছিল; অপ্সরাদের নূপুরের রবে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছিল; দিগ্‌হস্তিগণের দন্তাগ্রে তাহার রত্ন ও প্রস্তরসমূহ ঘর্ষিত ছিল এবং নিস্পন্দ নদীর জল নীচে গিয়াছিল, তাহাতে পর্ব্বতটার পরিহিত বস্ত্র যেন স্খলিত হইয়াছিল ॥২১—২৫॥

হৃষ্টচিত্ত ও সুন্দরাকৃতি ভীমসেন শরীরের গুরুতর বেগে অনেক লতাসমূহ সঞ্চালিত করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতেই যেন গমন করিতে লাগিলেন; তখন অদূরবর্ত্তী নির্ভয়চিত্ত হরিণগুলি মুখের ভিতরে ঘাস রাখিয়া এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই কৌতুকের সহিত তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৬–২৭॥

তদনন্তর সুন্দরনয়ন, উন্নতদেহ, কাঞ্চনবর্ণ, সিংহের ন্যায় দৃঢ়শরীর, মত্ত হস্তীর

---

(২৬) সশষ্পকবলৈঃ সুস্থৈঃ—পি। (২৭) চালয়ানঃ স বেগেন—বা ব কা।

প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভির্ব্যাবৃত্তাভির্বিচেষ্টিতৈঃ।
যক্ষগন্ধর্ব্বযোষাভিরদৃশ্যাভির্নিরীক্ষিতঃ ॥৩০॥
নবাবতারো রূপস্য বিক্রীড়ন্নিব পাণ্ডবঃ।
চচার রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ॥৩১॥ (কলাপকম্)
সংস্মরন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ দুর্য্যোধনকৃতান্ বহূন্।
দ্রৌপদ্যা বনবাসিন্যাঃ প্রিয়ং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥৩২॥
সোঽচিন্তয়দ্‌গতে স্বর্গমর্জ্জুনে ময়ি চাগতে।
পুষ্পহেতোঃ কথং স্বার্য্যঃ করিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
স্নেহান্নরবরো নূনমবিশ্বাসাদ্বলস্য চ।
নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

উন্নতদেহঃ। সিংহস্যেব সংহননং শরীরং যস্য সঃ। মত্তো বারণো হস্তীব বিক্রান্তো বিক্রমবান্, মত্তো বারণো হস্তীব বেগবান্, মত্তস্য বারণস্য হস্তিন ইব তাম্রে অক্ষিণী যস্য সঃ, তথা মত্তং বারণং হস্তিনং বারয়তীতি সঃ, রূপস্য নবাবতারঃ পরমসুন্দর ইত্যর্থঃ, অতএব প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভিঃ, লতাদিব্যবধানাত্তীমেনাদৃশ্যাভিঃ, ব্যাবৃত্তাভিঃ পরিবৃত্তাভিঃ, যক্ষগন্ধর্ব্ব-যোষাভিঃ, বিচেষ্টিতৈঃ প্রিয়ভয়াদ্ভঙ্গীবিশেষৈঃ, নিরীক্ষিতঃ, পাণ্ডবো ভীমঃ, বিক্রীডন্নিব রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু চচার ॥২৮—৩১॥

যুগ্মকেন চিন্তামাহ—সংস্মরন্নিতি। প্রিয়ং পুষ্পাহরণম্। কথং কিম্ ॥৩২—৩৩॥

স্নেহাদিতি। বলস্য নিজশক্তেঃ। ন মোক্ষ্যতি সন্নিধানাদিতি শেষঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সমপাষাণাঃ শয়নাসনযোগ্যাঃ উপলাস্তদন্যে। শষ্পং বালতৃণম্, কবলো গ্রাসস্তদ্‌যুক্তৈঃ ॥২৫—২৭॥ কনকবর্ণাভঃ পীতদীপ্তিঃ, সিংহসংহননঃ সিংহবদ্দৃঢ়াঙ্গঃ ॥২৮॥ বারণানামপি বারণো নিবারকঃ ॥২৯॥ সংগ্রামাদৌ বিচেষ্টিতৈর্ব্যাবৃত্তাভির্নিশ্চেষ্টাভিরেকাগ্রাভিরিত্যর্থঃ ॥৩০॥ রূপস্য

ন্যায় বিক্রমশালী, মত্ত হস্তীর ন্যায় বেগবান্, মত্ত হস্তীর ন্যায় তাম্রনেত্র, মত্ত হস্তিনিবারণসমর্থ এবং রূপের যেন নূতন অবতার ভীমসেন প্রিয়তমা দ্রৌপদীর অভীষ্ট পূরণ করিতে উদ্যত হইয়া রমণীয় গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তখন পতির পার্শ্বেই উপবিষ্ট অদৃশ্য যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব-গণের রমণীরা ফিরিয়া ফিরিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৮—৩১॥

তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকৃত নানাবিধ বহুতর ক্লেশ স্মরণ করিতে থাকিয়া বনবাসিনী দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া চিন্তা করিলেন—'অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্যে স্বর্গে গিয়াছে, আমিও পদ্মপুষ্পের জন্য এদিকে আসিয়াছি; এ অবস্থায় পূজনীয় যুধিষ্ঠির কি করিবেন ॥৩২—৩৩॥

কথং নু কুসুমাবাপ্তিঃ স্যাচ্ছীঘ্রমিতি চিন্তয়ন্।
প্রতস্থে নরশার্দ্দূলঃ পক্ষিরাড়িব বেগিতঃ ॥৩৫॥
সজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুষু।
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥৩৬॥
কম্পয়ন্ মেদিনীং পদ্ভ্যাং নির্ঘাত ইব পর্ব্বসু।
ত্রাসয়ন্ মৃগযূথানি বাতরংহা বৃকোদরঃ ॥৩৭॥
সিংহব্যাঘ্রমৃগাংশ্চৈব মর্দ্দয়ানো মহাবলঃ।
উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পীড়য়ংস্তরসা বলী ॥৩৮॥
লতা বল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ষন্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
উপর্য্যুপরি শৈলাগ্রমারুরুক্ষুরিব দ্বিপঃ।
বিনর্দ্দমানোঽতিভৃশং সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥৩৯॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। কুসুমাবাপ্তিঃ তৎপদ্মপুষ্পপ্রাপ্তিঃ। নরশার্দ্দূলো ভীমঃ ॥৩৫॥

পুনশ্চতুর্ভিঃ কলাপকেন গমনমেব বর্ণয়তি সজ্জেতি। ফুল্লেষু ফুল্লপুষ্পবত্ত্বাদিতি ভাবঃ। নির্ঘাতো বাতাহতবাতপাতঃ। তথা চ তিথিতত্ত্বধৃতা স্মৃতিঃ—"যদন্তরীক্ষে বলবান্ মারুতো মরুতাহতঃ। পতত্যধঃ স নির্ঘাতো জায়তে বায়ুসম্ভবঃ॥" পর্ব্বসু পূর্ণিমাদিষু, তত্রৈব প্রায়েণ তৎসম্ভবাৎ। বাতরংহা বাতবেগঃ। তরসা বেগেন। লতা বৃক্ষাদীনাং শাখাঃ, "সমে শাখালতে" ইত্যমরঃ, বল্লীর্লতাঃ। দ্বিপো হস্তী। বিনর্দ্দমানো বীরস্বভাবাদেব গর্জ্জন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬—৩৯॥

নিশ্চয়ই নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস না থাকায় নকুল ও সহদেবকে নিকট হইতে ছাড়িবেন না ॥৩৪॥

সুতরাং কি করিয়া শীঘ্রই সে পুষ্প পাইব' এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মহাবল ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয় লইয়া, পর্ব্বকালীন নির্ঘাতের ন্যায় চরণযুগলদ্বারা ভূতল কম্পিত করিয়া, হরিণগণের ভয় জন্মাইয়া, সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশুদিগকে মর্দ্দিত করিতে থাকিয়া, বেগে বিশাল বৃক্ষগুলিকে নিপীড়িত ও উন্মূলিত করিয়া, পর্ব্বতারোহী হস্তীর ন্যায় বেগে শাখা ও লতাসমূহকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া, এবং বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় অতিতীব্র গর্জ্জন করিতে থাকিয়া অতি দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; সে অবস্থাতেও তাঁহার মন ও দৃষ্টি পর্ব্বতের সমতল ভূমিতে আকৃষ্ট হইতে থাকিল ॥৩৬—৩৯॥

তেন শব্দেন মহতা ভীমস্য প্রতিবোধিতাঃ।
গুহাং সংতত্যজুর্ব্যাঘ্রা নিলিল্যুর্বনবাসিনঃ ॥৪০॥
সমুৎপেতুঃ খগাস্ত্রস্তা মৃগযূথানি দুদ্রুবুঃ।
ঋক্ষাশ্চোৎসসৃজুর্বৃক্ষাংস্তত্যজুর্হরয়ো গুহাম্।
ব্যজৃম্ভন্ত মহাসিংহা মহিষাশ্চ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১॥
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
তদ্বনং সংপরিত্যজ্য জগ্মুরন্যন্মহাবনম্ ॥৪২॥
বরাহমৃগসিংহাশ্চ মহিষাশ্চ বনেচরাঃ।
ব্যাঘ্রগোমায়ুসংঘাশ্চ প্রণেদুর্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩॥
রথাঙ্গসংঘা দাত্যূহা হংসকারণ্ডবপ্লবাঃ।
শুকাঃ পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। প্রতিবোধিতা জাগরিতাঃ। নিলিল্যুরন্তরালে নিলীনাঃ, বনবাসিনো ব্যাঘ্রাঃ ॥৪০॥
সমিতি। খগাঃ পক্ষিণঃ। ঋক্ষা ভল্লূকাঃ, হরয়ঃ সিংহাঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪১॥
তেনেতি। নাগা হস্তিনঃ, করেণুভির্হস্তিনীভিঃ পরিবারিতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৪২॥
বরাহেতি। গোমায়ুঃ শগালঃ। প্রণেদুঃ ভয়াৎ ক্রোধাচ্চ রুরুবুঃ ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সৌন্দর্য্যস্য। "রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে" ইতি মেদিনী ॥৩১—৩৬॥ নির্ঘাত উৎপাতঃ, পর্ব্বসু উৎসবেষু ॥৩৭॥ পোথয়ন্ মর্দ্দয়ন্ ॥৩৮॥ লতা ভূচরা, বল্লী বৃক্ষচরেতি ভেদঃ ॥৩৯—৪০॥ অবলোকয়ন্ ব্যালোকয়ন্ ॥৪১—৪৩॥ রথাঙ্গসাহ্বাশ্চক্রসমাননামানশ্চক্রবাকা ইতি যাবৎ।

নিদ্রিত ব্যাঘ্রগণ ভীমের সেই বিশাল শব্দে জাগরিত হইয়া গুহা ত্যাগ করিতে লাগিল এবং বনবাসী ব্যাঘ্রেরা অন্তরালে লুকাইতে থাকিল ॥৪০॥

এবং পক্ষিসমূহ ভীত হইয়া উড়িতে লাগিল, হরিণগণ পলায়ন করিতে থাকিল, ভল্লূক সকল বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, সিংহগণ গুহা ত্যাগ করিতে থাকিল, মহাসিংহ সকল হাই তুলিতে লাগিল এবং মহিষগণ দেখিতে থাকিল ॥৪১॥

আর, হস্তিনীবেষ্টিত হস্তিগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া সে বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য মহাবনে যাইতে লাগিল ॥৪২॥

বনচর বরাহ, হরিণ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র ও শৃগালসমূহ গবয়গণের সহিত রব করিতে লাগিল ॥৪৩॥

(৪৩)…ব্যাঘ্রা গোমায়ুসংঘাশ্চ—কা। (৪৪) রথাঙ্গসাহ্বা দাত্যূহাঃ—বা ব কা নি।

তথান্যে দর্পিতা নাগা মহিষাশ্চ মহাবলাঃ।
সিংহব্যাঘ্রাশ্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথাদ্রবন্ ॥৪৫॥
শকৃন্মূত্রঞ্চ মুঞ্চানা ভয়বিভ্রান্তমানসাঃ।
ব্যাদিতাস্যা মহারৌদ্রা ব্যনদন্ ভীষণান্ রবান্ ॥৪৬॥
ততো বায়ুসুতঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
গজেনান্যান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন বা বিভুঃ।
তলপ্রহারৈরন্যাংশ্চ ব্যহনৎ পাণ্ডবো বলী ॥৪৭॥
তে বধ্যমানা ভীমেন সিংহব্যাঘ্রতরক্ষবঃ।
ভয়াদ্বিসসৃজুর্ভীমং শকৃন্মূত্রঞ্চ সুস্রুবুঃ ॥৪৮॥
প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্রং তানপাস্য মহাবলঃ।
বনং পাণ্ডুসুতঃ শ্রীমান্ শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

রথাঙ্গেতি। রথাঙ্গসংঘাশ্চক্রবাকসমূহাঃ। বিসংজ্ঞা ভয়াদচেতনপ্রায়াঃ ॥৪৪॥
তথেতি। নাগা হস্তিনঃ। আদ্রবন আক্রমিতুমাগচ্ছন ॥৪৫॥
শকৃদিতি। শকৃৎ বিষ্ঠাম্। ব্যনদন অকুর্ব্বন, অপরে নাগাদয় ইতি শেষঃ ॥৪৬॥
তত ইতি। শ্রীমান কান্তিমান, বিভুঃ শিক্ষাপ্রভাববান। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭॥
ত ইতি তরক্ষুর্ব্যাঘ্রবিশেষঃ। বিসসৃজুর্বিহায় যযুঃ, সুস্রুবুর্মুমুচুঃ ॥৪৮॥

চক্রবাক, ডাহুক, হাঁস, বালিহাঁস, পিবল, শুক, কোকিল ও কোঁচবকপক্ষী প্রায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪৪॥

আর, দর্পিত ও মহাবল অন্যান্য হস্তী, মহিষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিল ॥৪৫॥

অতিভয়ঙ্কর অপর কতকগুলি জন্তু ভয়ে বিচলিতচিত্ত হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মুখব্যাদান করিয়া, ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥৪৬॥

তদনন্তর সুন্দর, শিক্ষানিপুণ ও বলবান্ ভীমসেন ক্রোধবশতঃ আপন বাহুবলের উপরই নির্ভর করিয়া হস্তীদ্বারাই অন্য হস্তী, সিংহদ্বারাই অন্য সিংহ এবং হস্তদ্বারা অন্যান্য জন্তু বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

ভীমসেন সেইভাবে বধ করিতে থাকিলে অন্যান্য সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষু (কেঁদুয়া বাঘ) ভয়ে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিল এবং বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিল ॥৪৮॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, শব্দে সকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন ॥৪৯॥

অথাপশ্যন্মহাবাহুর্গন্ধমাদনসানুষু।
সুরম্যং কদলীষণ্ডং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ॥৫০॥
তমভ্যগচ্ছদ্বেগেন ক্ষোভয়িষ্যন্ মহাবলঃ।
মহাগজ ইবাস্রাবী প্রভঞ্জন্ বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥৫১॥
উৎপাট্য কদলীস্তম্ভান্ বহুতালসমুচ্ছ্রয়ান্।
চিক্ষেপ তরসা ভীমঃ সমন্তাদ্বলিনাং বরঃ।
বিনদন্ সুমহাতেজা নৃসিংহ ইব দর্পিতঃ ॥৫২॥
ততঃ সংন্যপতংস্তত্র সুবহূনি মহান্তি চ।
রুরুবানরযূথানি মহিষাশ্চ জলাশ্রয়াঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। তান্ নাগাদীন্, অপাস্য বিহায়। শ্রীমান্ সুন্দরাকৃতিঃ ॥৪৯॥

অথেতি। গন্ধমাদনস্য সানুষু সমতলভূমিষু। কদলীষণ্ডং কদলীবনম্ ॥৫০॥

তমিতি। ক্ষোভয়িষ্যন্ আলোড়য়িষ্যন্। আস্রাবী মদস্রাবী ॥৫১॥

উৎপাট্যেতি। বহবশ্চ তে তালবত্তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয়া উন্নতাশ্চেতি তান্। তরসা বেগেন। নৃসিংহো ভগবদবতারো নরসিংহঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি। সংন্যপতন্ সমাগচ্ছন্। রুরবো হরিণবিশেষাঃ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দাত্যূহো ময়ূরশ্চাতকো বা। "দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকে চাতকেঽপী"তি মেদিনী ॥৪৪॥ করেণুশরেণ হস্তিনীকৃতেনোত্তেজনেন পীড়িতাঃ। "শরস্তূত্তেজনে বাণে" ইতি মেদিনী ॥৪৫—৫০॥ আস্রাবী মত্তগজ ইবেত্যর্থঃ ॥৫১॥ কদলীস্তম্ভান্ মৃগবিশেষপাদান্। "রম্ভাবৃক্ষেঽথ কদলী

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বহু যোজনবিস্তৃত অতিমনোহর একটী কদলীবন দর্শন করিলেন ॥৫০॥

তখন মহাবল ভীমসেন সেই বনটীকে আলোড়িত করিবেন বলিয়া মদস্রাবী মহাহস্তীর ন্যায় নানাবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিতে করিতে সেই দিকে বেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

বলিশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা ভীমসেন দর্পিত নরসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকিয়া তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত বহুতর কদলীস্তম্ভ উৎপাটন করিয়া সকল দিকে বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

তখন বহুতর ও বিশাল বিশাল হরিণযূথ, বানরযূথ এবং জলস্থিত মহিষ সে স্থানে উপস্থিত হইল ॥৫৩॥

(৫১)···মত্তো গজ ইব স্রাবী—পি। (৫৩) ততঃ সত্ত্বান্যুপাক্রামন্···রুরুবানরসিংহাংশ্চ মহিষাংশ্চ জলেশয়ান্—বা,ব কা।

প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্রং তানপাস্য মহাবলঃ।
বনং পাণ্ডুসুতঃ শ্রীমান্ নাদেনাপূরয়ন্ দিশঃ ॥৫৪॥
তেন শব্দেন ঘোরেণ ভীমসেনস্য নর্দ্দতঃ।
বনান্তরগতাশ্চাপি বিত্রেসুর্ম্মৃগপক্ষিণঃ ॥৫৫॥
তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা মৃগপক্ষিসমীরিতম্।
জলার্দ্রপক্ষা বিহগাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৫৬॥
তানৌদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভরতর্ষভঃ।
তানেবানুসরন্ রম্যং দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥৫৭॥
কাঞ্চনৈঃ কদলীষণ্ডৈর্ম্মন্দমারুতকম্পিতৈঃ।
বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীরান্তরবিসর্পিভিঃ ॥৫৮॥ (যুগ্মকম্)
তৎ সরোঽথাবতীর্য্যাশু প্রভূতনলিনোৎপলম্।
মহাগজ ইবোদ্দামশ্চিক্রীড় বলবদ্বলী ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। অপাস্য পরিহায়। শ্রীমান্ বীরশোভাবান্ ॥৫৪॥

তেনেতি। নর্দ্দতো গর্জ্জতঃ। মৃগাঃ পশবঃ, "পশবোঽপি মৃগাঃ" ইত্যমরঃ ॥৫৫॥

তমিতি। তং ভীমকৃতং মৃগপক্ষিসমীরিতঞ্চ শব্দম্। বিহগা জলচারিণঃ ॥৫৬॥

তানিতি। ঔদকান্ উদকচারিণঃ। তন্নিরীক্ষণাদেব জলসত্তানুমানমিতি ভাবঃ। কাঞ্চনৈঃ স্থানগুণাদেব কাঞ্চনবর্ণৈঃ। তীরান্তরবিসর্পিভিঃ সরস্তীরপর্য্যন্তবর্ত্তিভিঃ ॥৫৭—৫৮॥

তদিতি। প্রভূতানি নলিনানি পদ্মানি উৎপলানি চ যত্র তৎ। বলবৎ ভৃশম্ ॥৫৯॥

তখন বীরশোভায় শোভিত মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া গর্জ্জনশব্দে সকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে অন্যান্য বনের পশু-পক্ষীও ভীত হইল ॥৫৫॥

এবং ভীমের সেই শব্দ ও পশু-পক্ষিগণের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলার্দ্রপক্ষ সহস্র সহস্র পক্ষী উড়িতে লাগিল ॥৫৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচারী পক্ষিগণকে দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকিয়া একটা মনোহর ও অতিবৃহৎ সরোবর দর্শন করিলেন; তাহারই তীরপর্য্যন্তবিস্তৃত মৃদুবায়ুকম্পিত স্বর্ণবর্ণ কদলীবন যেন সেই সরোবরটাকে বীজন করিতেছিল; তাহাতে সে সরোবর উদ্বেলিত হইতেছিল না ॥৫৭—৫৮॥

(৫৪) অয়ং শ্লোকঃ বা ব ক। নাস্তি।

বিক্রীড্য তস্মিন্ সুচিরমুত্ততারামিতদ্যুতিঃ।
ক্ষোভয়ন্ সলিলং ভীমঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥৬০॥
দধ্মৌ চ শঙ্খং স্বনবৎ সর্ব্বপ্রাণেন পাণ্ডবঃ।
আস্ফোটয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ সন্নাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১॥
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ।
বাহুশব্দেন চোগ্রেণ নর্দ্দন্তীব গিরেগু্র্হাঃ ॥৬২॥
তং বজ্রনিষ্পেষসমমাস্ফোটিতমহারবম্।
শ্রুত্বা শৈলগুহাসুপ্তৈঃ সিংহৈর্ম্মুক্তো মহাস্বনঃ ॥৬৩॥
সিংহনাদভয়ত্রস্তৈঃ কুঞ্জরৈরপি ভারত !।
মুক্তো বিরাবঃ সুমহান্ পর্ব্বতো যেন পূরিতঃ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

বিক্রীড্যেতি। প্রভিন্নো মদস্রাবী, বারণো হস্তী ॥৬০॥

দধ্মাবিতি। স্বনবৎ প্রভূতস্বনং যথা স্যাত্তথা। সর্ব্বপ্রাণেন সর্ব্ববলনিয়োগেন ॥৬১॥

তস্যেতি। ভীমসেনস্য রবেণ পদ্মপ্রাপ্ত্যানন্দাৎ সিংহনাদেন। নর্দ্দন্তি গর্জ্জন্তি স্ম ॥৬২॥

তমিতি। আস্ফোটিতস্য বাহ্বাস্ফোটস্য মহারবম্। মুক্তঃ কৃতঃ ॥৬৩॥

সিংহেতি। কুঞ্জরৈর্হস্তিভিঃ। মুক্তঃ কৃতঃ, বিরাবো গর্জ্জনশব্দঃ ॥৬৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পতাকামৃগভেদয়ো"রিতি মেদিনী। উত্তরশ্লোকাদ্বলিনামিত্যপকৃষ্য বলিনাং যক্ষাদীনাং পতাকাস্তম্ভান্ বা ॥৫২—৫৮॥ নলিনোৎপলং পদ্মপুষ্পম্। "উৎপলী তুষপর্পট্যাং ক্লীবং কুষ্ঠপ্রসূনয়ো"রিতি মেদিনী। উদ্দামো বন্ধনশূন্যঃ ॥৫৯॥ অধ্যগং পর্ব্বতোপরিবনং গন্তুমুদ্যতঃ

তাহার পর বলবান্ ভীমসেন প্রচুর পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত সেই সরোবরে অবতরণ করিয়া বন্ধনমুক্ত মহাহস্তীর ন্যায় বিশেষভাবে জলক্রীড়া করিলেন ॥৫৯॥

সেই সরোবরে বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া অসাধারণতেজা ভীমসেন মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় জল বিক্ষুব্ধ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন ॥৬০॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া সমস্ত বল প্রয়োগ-পূর্ব্বক বিশাল শঙ্খধ্বনি ও বাহ্বাস্ফোটনের শব্দ করিলেন ॥৬১॥

সেই শঙ্খের শব্দে এবং ভীমসেনের সিংহনাদে ও ভয়ঙ্কর বাহুশব্দে পর্ব্বতের গুহাগুলি যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল ॥৬২॥

বজ্রনিষ্পেষণশব্দের তুল্য সেই বাহ্বাস্ফোটনের মহাশব্দ শুনিয়া গুহাসুপ্ত সিংহগণও মহাগর্জ্জন করিল ॥৬৩॥

(৬০)···ততোঽধ্যগংস্ত বেগেন তদ্বনং বহুপাদপম্—বা ব কা।

তং তু নাদং ততঃ শ্রুত্বা মুক্তং বানরপুঙ্গবঃ।
ভ্রাতরং ভীমসেনস্তু বিজ্ঞায় হনুমান্ কপিঃ ॥৬৫॥
দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্য কারণাৎ।
অনেন হি পথা মা বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্য্য সঃ ॥৬৬॥ (যুগ্মকম্)
আস্ত একায়নে মার্গে কদলীষণ্ডমণ্ডিতে।
ভ্রাতুর্ভীমস্য রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭॥
মাঽত্র প্রাপ্স্যতি শাপং বা ধর্ষণাং বেতি পাণ্ডবঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থ এবং সঞ্চিন্ত্য বানরঃ ॥৬৮॥ (যুগ্মকম্)
ব্যাজৃম্ভত মহাকায়ো হনূমান্ বানরর্ষভঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতস্তদা ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মুক্তং ভীমেন কৃতম্। বিজ্ঞায়, স্বরপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। দিবঙ্গমং স্বর্গগামিনং মার্গম্। কারণাজ্জীবনরক্ষণহেতোঃ। গচ্ছেত্তীমঃ। "অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ। কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥" ইত্যুক্তেস্তদানীমপি হনুমতঃ স্থিতিরুপপদ্যতে। "হনূমান্ হনুমানপি" ইতি শব্দভেদপ্রকাশদর্শনাৎ দ্বিরূপত্বং হনুমচ্ছব্দস্য ॥৬৫—৬৬॥

আস্ত ইতি। আস্তে আসীৎ, একস্যৈব জনস্য অয়নং গমনং যত্র তস্মিন্। অথ ভীমস্য জীবননাশসম্ভাবনা কুত ইত্যাহ—মেতি। শাপং কস্যাপি মুনেঃ ॥৬৭—৬৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্নিতি শেষঃ ॥৬০—৬২॥ আস্ফোটিত উদ্ভাবিতঃ বাহুঘাতো বা ॥৬৩—৬৫॥ দিবঙ্গমং মার্গং স্বর্গমার্গম্ ॥৬৬॥ একায়নে অতিসঙ্কুচিতে ॥৬৭॥ বানরঃ কপিঃ, বানানি শুষ্কফলানি

ভরতনন্দন জনমেজয়! সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ভীত হইয়া হস্তী সকলও গুরুতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল; যাহাতে পর্ব্বতটাই পূর্ণ হইয়া গেল ॥৬৪॥

তাহার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ভ্রাতা ভীমকে বুঝিতে পারিয়া, 'ভীম এই পথে গমন না করেন' এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ভীমের জীবনরক্ষার জন্য স্বর্গগামী পথ রোধ করিয়া রহিলেন ॥৬৫—৬৬॥

'ভীমসেন এই পথে যাইতে থাকিয়া কোন মুনির অভিসম্পাত কিংবা কোন প্রাণিকর্তৃক পরাভব প্রাপ্ত না হন' এইরূপ ভাবিয়া হনুমান্ ভীমকে রক্ষা করিবার জন্য কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া সেই পথ রোধ করিয়া, কদলীবনের মধ্যবর্ত্তী অতিসঙ্কুচিত সেই পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬৭—৬৮॥

(৬৫)···মুক্তং বারণপুঙ্গবৈঃ—পি। (৬৯)···হনূমান্ নাম বানরঃ—বা ব কা।

জৃম্ভমাণঃ সুবিপুলং শক্রধ্বজমিবোচ্ছ্রিতম্।
আস্ফোটয়চ্চ লাঙ্গূলমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥৭০॥
তস্য লাঙ্গূলনিনদং পর্ব্বতঃ স গুহামুখৈঃ।
উদ্‌গারমিব গৌর্নর্দ্দন্মুৎসসর্জ্জ সমন্ততঃ ॥৭১॥
লাঙ্গূলাস্ফোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ।
বিঘূর্ণমানশিখরঃ সমন্তাৎ পর্য্যশীর্য্যত ॥৭২॥
স লাঙ্গূলরবস্তস্য মত্তবারণনিস্বনম্।
অন্তর্ধায় বিচিত্রেষু চচার গিরিসানুষু ॥৭৩॥
স ভীমসেনস্তং শ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
শব্দপ্রভবমন্বিচ্ছংশ্চচার কদলীবনম্ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্যেতি। ব্যাজৃম্ভত জৃম্ভাং কৃতবান্। নিদ্রাবশগত ইবেত্যর্থঃ ॥৬৯॥

জ ম্ভেতি। উচ্ছ্রিতং পূজায়ামুত্তোলিতং শক্রধ্বজমিব। আস্ফোটয়দ্ভূমাবপাতয়ৎ ॥৭০॥

তস্যেতি। নর্দ্দন্ গর্জ্জন্ গৌরুদ্গারমিব লাঙ্গূলনিনদমুৎসসর্জ্জ প্রতিধ্বনিঙ্কৃতবান্ ॥৭১॥

লাঙ্গূলেতি। লাঙ্গূলস্য স্ফোটো ভূমৌ পাতস্তস্য শব্দাৎ, চলিতঃ কম্পিতঃ ॥৭২॥

স ইতি। তস্য পর্ব্বতস্য। মত্তবারণনিস্বনং মত্তহস্তিগর্জ্জনশব্দম্ ॥৭৩॥

স ইতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিস্থানম্, অন্বিচ্ছন্ অন্বিষ্যন্ ॥৭৪॥

বিশাল শরীর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তখন কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া নিদ্রিত হইয়াই যেন হাই তুলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

এবং তিনি হাঁই তুলিতে থাকিয়া, উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অতিবিশাল লাঙ্গূলটাকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন; তাহাতে বজ্রপাতশব্দের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল ॥৭০॥

গর্জ্জনকারী বৃষ যেমন উদ্‌গার ত্যাগ করে, তেমন সেই পর্ব্বত গুহামুখদ্বারা সকল দিকে হনুমানের সেই লাঙ্গূলশব্দের প্রতিধ্বনি করিল ॥৭১॥

সেই বিশাল পর্ব্বত হনুমানের লাঙ্গূলক্ষেপের শব্দে কম্পিত হওয়ায় তাহার শৃঙ্গগুলি যেন ঘুরিতে লাগিল এবং সকল দিকেই যেন সে পর্ব্বতটা বিশীর্ণ হইয়া গেল ॥৭২॥

এবং সেই লাঙ্গূলের শব্দ পর্ব্বতস্থিত মত্ত হস্তীদিগের গর্জ্জনশব্দকে তিরোহিত করিয়া পর্ব্বতের বিচিত্র সমতল ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৭৩॥

(৭৪) স ভীমসেনস্তচ্ছ্রুত্বা—বা ব কা নি।

কদলীবনমধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে।
স দদর্শ মহাবাহুর্বানরাধিপতিং তদা ॥৭৫॥
বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্প্রেক্ষং বিদ্যুৎসম্পাতপিঙ্গলম্।
বিদ্যুৎসম্পাতনিনদং বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্ ॥৭৬॥
বাহুস্বস্তিকবিন্যস্ত-পীনহ্রস্বশিরোধরম্।
স্কন্ধভূয়িষ্ঠকায়ত্বাত্তনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭॥
কিঞ্চিদাভুগ্নশীর্ষেণ দীর্ঘরোমাঞ্চিতেন চ।
লাঙ্গূলেনোর্দ্ধগতিনা ধ্বজেনেব বিরাজিতম্ ॥৭৮॥ (কলাপকম্)
হ্রস্বৌষ্ঠং তাম্রজিহ্বাস্যং রক্তবর্ণং চলদ্‌ভ্রুবম্।
বিবৃত্তদংষ্ট্রাদশনং শুক্লতীক্ষ্ণাগ্রশোভিতম্ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ চতুর্ভিঃ কলাপকেন হনুমদ্দর্শনমাহ—কদলীতি। পীনে বিশালে। বিদ্যুতাং সম্পাতঃ সমূহস্তদ্বৎ দুষ্প্রেক্ষস্তম্। বাহুরেব স্বস্তিকং ত্রিকোণং পিষ্টককৃতং বস্তু তত্র বিন্যস্তা স্থাপিতা পীনা স্থূলা হ্রস্বা খর্ব্বা চ শিরোধরা গ্রীবা যেন তম্। পাণৌ স্কন্ধলগ্নে বাহুঃ স্বস্তিকাকারে ভবতীতি দ্রষ্টব্যম্। স্কন্ধে স্কন্ধদেশাবচ্ছেদে ভূয়িষ্ঠঃ কায়ো যস্য তস্য ভাবস্তস্মাৎ, তনুঃ কৃশো মধ্যকটীতটে। যস্য তম্। কিঞ্চিদাভুগ্নম্ ঈষদ্বক্রং শীর্ষম্ উপরিভাগো যস্য তেন, দীর্ঘঞ্চ তৎ রোমাঞ্চিতং রোমব্যাপ্তঞ্চেতি তেন ॥৭৫—৭৮॥

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন মুখং বর্ণয়তি—হ্রস্বৌষ্ঠমিতি। তাম্রে জিহ্বাস্যে রসনামুখবিবরে যস্য

ভারতভাবদীপঃ

রাত্যাদত্ত ইতি বানরঃ অহিংস্র ইত্যর্থঃ ॥৬৮—৭০॥ উদ্গারং প্রতিশব্দং গৌরিব উৎসসর্জ্জ ॥৭১—৭৬॥ বাহোঃ স্বস্তিকং চতুরস্রং মূলং ভংস ইতি যাবৎ। তত্র ন্যস্তকন্ধরমিত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ—স্কন্ধেতি বিপুলাংসত্বাদিত্যর্থঃ ॥৭৭॥ আভুগ্নং দ্বিগুণীকৃতম্ ॥৭৮—৭৯॥ উড়ুপং চন্দ্রম্ ॥৮০॥

সেই শব্দ শুনিয়া ভীমসেনের রোমাঞ্চ জন্মিল; তাই তিনি সেই শব্দের উৎপত্তিস্থানের অন্বেষণে কদলীবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন দেখিলেন—কদলীবনের মধ্যে বিশাল একখানা শিলার উপরে হনুমান্ রহিয়াছেন; তাঁহার আকৃতি বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় দুর্দর্শনীয়, বর্ণও বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গল, শব্দও বিদ্যুৎপাতের ন্যায় বিকট এবং শরীরও বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় চঞ্চল এবং স্থূল ও খর্ব্ব গ্রীবাটাকে ত্রিকোণীকৃত বাহুর উপরে রাখিয়াছেন; স্কন্ধদেশ স্থূল থাকায় কটীদেশ কৃশ ছিল এবং রোমব্যাপ্ত, ধ্বজের ন্যায় উত্তোলিত ও ঈষদ্বক্রপ্রান্ত দীর্ঘ লাঙ্গূলদ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥৭৫—৭৮॥

ওষ্ঠযুগল খর্ব্ব, জিহ্বা ও মুখ তাম্রবর্ণ, অপর অংশও রক্তবর্ণ, ভ্রূযুগল চঞ্চল,

অপশ্যদ্বদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।
বদনাভ্যন্তরগতৈঃ শুক্লৈর্দন্তৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)
কেশরোৎকরসম্মিশ্রমশোকানামিবোৎকরম্।
হিরণ্ময়ীনাং মধ্যস্থং কদলীনাং মহাদ্যুতিম্ ॥৮১॥
দীপ্যমানেন বপুষা স্বর্চ্চিষ্মন্তমিবানলম্।
নিরীক্ষন্তমমিত্রঘ্নং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ॥৮২॥
তং বানরবরং ধীমানতিকায়ং মহাবলম্।
স্বর্গপস্থানমাবৃত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩॥ (বিশেষকম্)
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাবাহুরেকং তস্মিন্ মহাবনে।
অথোপসৃত্য তরসা বিভীর্ভীমস্ততো বলী ॥৮৪॥
সিংহনাদং চকারোগ্রং বজ্রাশনিসমং বলী।
তেন শব্দেন ভীমস্য বিত্রেসুর্ম্মৃগপক্ষিণঃ ॥৮৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন মুখং বর্ণয়তি—হ্রস্বৌষ্ঠমিতি। তাম্রে জিহ্বাগ্রে রসনামুখবিবরে যস্য তৎ। বিবৃত্তা ঈষদ্বক্রা দংষ্ট্রাঃ সম্মুখদন্তাঃ দশনা অপরে দন্তাশ্চ যত্র তৎ। দশনানামেব শুক্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চ অগ্রৈঃ শোভিতম্। রশ্মিবন্তমিতি মোপধত্বাদ্বত্বঃ। উড়ুপং চন্দ্রম্। দন্তানাং চন্দ্ররশ্মিসাদৃশ্যমুন্নেয়ম্ ॥৭৯—৮০॥

পুনস্ত্রিভির্বিশেষকেণ হনুমন্তমেব বর্ণয়তি—কেশরেতি। কেশরোৎকরেণ কিঞ্জল্কসমূহেন সম্মিশ্রম্, অশোকানাং পুষ্পাণাম্ উৎকরং রাশিমিব স্থিতম্, রক্তবর্ণত্বাৎ। হিরণ্ময়ীনাং স্বর্ণবর্ণানামিত্যর্থঃ। স্বর্চ্চিষ্মন্তং শোভনশিখাবন্তম্। লোচনৈরিতি বহুবচনং গৌরবাৎ, মধুবৎ পিঙ্গলৈঃ পিঙ্গলবর্ণৈঃ। ধীমান্ ভীমঃ, অতিকায়ং বৃহদ্দেহম্। স্বর্গপস্থানমিত্যদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। অপশ্যদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৮১—৮৩॥

সম্মুখের দন্ত ও অপর দন্ত সকল ঈষৎ বক্র এবং সেই দন্তসমূহের তীক্ষ্ণ ও শুক্লবর্ণ অগ্রভাগ দ্বারা মুখখানা শোভা পাইতেছিল, আর অভ্যন্তরস্থিত শুক্লবর্ণ দন্তদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; সুতরাং ভীমসেন হনুমানের সে মুখখানাকে রশ্মিযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিলেন ॥৭৯—৮০॥

ভীমসেন আরও দেখিলেন— মহাতেজা, বৃহৎকায় ও মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বর্ণবর্ণ কদলীবনের মধ্যে কেশরব্যাপ্ত অশোকপুষ্পরাশির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উজ্জ্বল দেহে প্রজ্বলিত অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় রহিয়াছেন, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ নয়ন দ্বারা দর্শন করিতেছেন এবং স্বর্গের পথ রোধ করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥৮১—৮৩॥

মহাবাহু ও মহাবল ভীমসেন সেই মহাবনে একাকী হনুমান্‌কে দেখিয়া,

হনূমাংশ্চ মহাসত্ত্ব ঈষদুন্মীল্য লোচনে।
দৃষ্ট্বা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ।
স্মিতেন চৈনমাসাদ্য বানরো নরমব্রবীৎ ॥৮৬॥

হনূমানুবাচ।

কিমর্থং সরুজস্তেঽহং সুখসুপ্তঃ প্রবোধিতঃ।
নন্বু নাম ত্বয়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ॥৮৭॥
বয়ং ধর্ম্মং ন জানীমস্তির্য্যগ্‌যোনিমুপাশ্রিতাঃ।
নরাস্তু বুদ্ধিসম্পন্না দয়াং কুর্ব্বন্তি জন্তুষু ॥৮৮॥
ক্রূরেষু কর্ম্মসু কথং দেহবাক্‌চিত্তদূষিষু।
ধর্ম্মঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন ভীমব্যাপারমাহ—দৃষ্ট্বেতি। এনং হনুমন্তম্। তরসা বেগেন, বিভীঃ নির্ভয়ঃ। অশনির্বিদ্যুৎ, "অশনির্বজ্রবিদ্যুতোঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮৪—৮৫॥

হনূমানিতি। মহাসত্ত্বো মহাবলঃ। লোচনে ইতি দ্বিবচনাদ্দ্বিনয়নত্বমেব হনূমতঃ, কদাচিদ্বহুবচনন্তু গৌরবাৎ। আসাদ্য সম্বধ্য। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮৬॥

কিমিতি। রুজয়া রোগেণ সহেতি সরুজঃ, তে ত্বয়া, প্রবোধিতো জাগরিতঃ ॥৮৭॥

অথ জানতেতি কথমুক্তমিত্যাহ—বয়মিতি। তির্য্যগ্‌যোনিং মনুষ্যেতরযোনিম্ ॥৮৮॥

তাহার পর নির্ভয়চিত্তে বেগে তাঁহার নিকট যাইয়া, বজ্র ও বিদ্যুতের তুল্য ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন; ভীমসেনের সেই সিংহনাদে পশু-পক্ষীরা ভীত হইল ॥৮৪-৮৫॥

তাহার পর মহাবল হনূমান্ নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই নয়নযুগলদ্বারা অবজ্ঞার সহিত ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥৮৬॥

হনূমান্ বলিলেন—"আমি রুগ্‌ণ এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এ অবস্থায় তুমি আমাকে কি জন্য জাগরিত করিলে? ওহে! তুমি যখন সকল বিষয় জান, তখন সকল প্রাণীর প্রতিই তোমার দয়া করা উচিত ॥৮৭॥

আমরা তির্য্যগ্‌জাতি বলিয়া ধর্ম্ম জানি না, (সুতরাং দয়াও করি না); কিন্তু মানুষেরা বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া প্রাণীদের উপরে দয়া করিয়া থাকে ॥৮৮॥

তোমাদের মত বুদ্ধিমান্ মানুষেরা দেহ, বাক্য ও মনের দোষজনক এবং ধর্ম্মনাশক হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন? ॥৮৯॥

---

(৮৬)···হনূমানিদমব্রবীৎ—বা ব.কা নি।

ন ত্বং ধর্ম্মং বিজানাসি বৃদ্ধা নোপাসিতাস্ত্বয়া।
অল্পবুদ্ধিতয়া বাল্যাদুৎসাদয়সি যন্মৃগান্ ॥৯০॥
ব্রূহি কস্ত্বং কিমর্থং বা বনং ত্বমিদমাগতঃ।
বর্জ্জিতং মানুষৈর্ভাবৈস্তথৈব পুরুষৈরপি ॥৯১॥
ক্ব বা ত্বয়াদ্য গন্তব্যং প্রব্রূহি পুরুষর্ষভ!।
অতঃ পরমগম্যোঽয়ং পর্ব্বতঃ সুদুরারুহঃ ॥৯২॥
বিনা সিদ্ধগতিং বীর! গতিরত্র ন বিদ্যতে।
দেবলোকস্য মার্গোঽয়মগম্যো মানুষৈঃ সদা ॥৯৩॥
কারুণ্যাত্ত্বামহং বীর! বারয়ামি নিবোধ মে।
নাতঃ পরং ত্বয়া শক্যং গন্তুমাশ্বসিহি প্রভো! ॥৯৪॥
স্বাগতং সর্ব্বথৈবেহ তবাদ্য মনুজর্ষভ!।
ইমান্যমৃতকল্পানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৯৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্রূরেম্বিতি। ক্রূরেষু হিংসাত্মকেষু। সজ্জন্তে প্রবর্ত্তন্তে ॥৮৯॥
নেতি। নোপাসিতা উপদেশগ্রহণার্থং ন সেবিতাঃ। মৃগান্ পশূন্ ॥৯০॥
ব্রূহীতি। মানুষাণামিম ইতি মানুষাস্তৈঃ, ভাবৈর্বৃত্তিভিঃ, পুরুষৈর্মানুষৈঃ ॥৯১॥
ক্বেতি। সুদুরারুহঃ অতীব দুরারোহঃ, গুণাভাব আর্ষঃ ॥৯২॥
বিনেতি। সিদ্ধানাং নিষ্পন্নযোগশক্তীনাং গতিং বিনা, অন্যেষাং গতিঃ ॥৯৩॥
কারুণ্যাদিতি। কারুণ্যাৎ দয়াতঃ। আশ্বসিহি মদ্বাক্যং বিশ্বসিহি ॥৯৪॥

অথবা, তুমি বৃদ্ধের সেবা কর নাই বলিয়া ধর্ম্ম জান না। যেহেতু তুমি বালক ও অল্পবুদ্ধি বলিয়া পশুগুলিকে উৎসন্ন করিতেছ ॥৯০॥

(সে যাহা হউক,) বল—তুমি কে? কি জন্যই বা এই বনে আসিয়াছ? এ বন কিন্তু মনুষ্যভাব ও মনুষ্যবর্জ্জিত ॥৯১॥

আর, আজ তুমি কোথায় যাইবে, তাহাও বল। নরশ্রেষ্ঠ! এই অত্যন্ত দুরারোহ পর্ব্বত, ইহার পর অগম্য ॥৯২॥

বীর! এখানে সিদ্ধলোকের গমন ব্যতীত অন্য লোকের গমন নাই। কারণ, এটা দেবলোকের পথ; সুতরাং সর্বদাই মানুষের অগম্য ॥৯৩॥

প্রভাবসম্পন্ন বীর! আমি দয়াবশতঃ তোমাকে বারণ করিতেছি; তুমি আমার কথা শোন এবং বিশ্বাস কর; তুমি ইহার পরে আর গমন করিতে সমর্থ হইবে না ॥৯৪॥

(৯০)... বুধা নোপাসিতাস্ত্বয়া—বা ব কা।

ভক্ষয়িত্বা নিবর্ত্তস্ব মা বৃথা প্রাপ্স্যসে বধম্।
গ্রাহ্যং যদি বচো মহ্যং হিতং মনুজপুঙ্গব ! ॥৯৬॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ভীমস্য কদলীষণ্ডপ্রবেশে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
ভীমসেনস্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

যুগ্মকেন বাবণায় নির্বধ্নাতি—স্বাগতমিতি। স্বাগতং সুখেনাগমনং জাতম্, সৌভাগ্যাদিতি ভাবঃ। বৃথা নিষ্ফলম্। মহ্যং মম ॥৯৫—৯৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামেকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এতদিতি। অমিত্রান্ শত্রূন্ কর্ষতি বলেনায়ত্তীকরোতীতি অমিত্রকর্ষণঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

অশোকানামশোকপুষ্পাণাম্ ॥৮১—৮৬॥ সরুজঃ সপীড়ঃ, তে ত্বয়া ॥৮৭—৯৩॥ আশ্বসিহি বিশ্বাসং কুরু ॥৯৪—৯৫॥ মহ্যং মম ॥৯৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২১॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! আজ নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে তোমার এখানে আগমন হইয়াছে। কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ! আমার হিতবাক্য যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই অমৃততুল্য ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতেই নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না" ॥৯৫—৯৬॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ ও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের এই কথা শুনিয়া শত্রুবিজয়ী বীর ভীমসেন তখন বলিলেন ॥১॥

* '…ষট্চত্বারিংশদধিক…'—বা ব কা, '…সপ্তচত্বারিংশদধিক…'—পি, '…অষ্টচত্বারিংশদধিক…'—নি।

ভীম উবাচ।

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানরং বপুরাশ্রিতঃ।
ব্রাহ্মণানন্তরো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্ত্বাস্তু পৃচ্ছতি ॥২॥
কৌরবঃ সোমবংশীয়ঃ কুন্ত্যা গর্ভেণ ধারিতঃ।
পাণ্ডবো বায়ুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্রুতঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
স বাক্যং কুরুবীরস্য স্মিতেন প্রতিগৃহ্য তৎ।
হনূমান্ বায়ুতনয়ো বায়ুপুত্রমভাষত ॥৪॥

হনূমানুবাচ।

বানরোঽহং ন তে মার্গং প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
সাধু গচ্ছ নিবর্ত্তস্ব মা ত্বং প্রাপ্স্যসি বৈশসম্ ॥৫॥

ভীম উবাচ। ✝

বৈশসং বাঽস্তু যদ্বাঽন্যন্ন ত্বাং পৃচ্ছামি বানর!।
প্রযচ্ছ মার্গমুত্তিষ্ঠ মা মত্তঃ প্রাপ্স্যসি ব্যথাম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি। আস্থিত আশ্রিতঃ। ব্রাহ্মণস্য অনন্তরঃ পরঃ। কুন্ত্যা দেব্যা ॥২—৩॥
স ইতি। জ্ঞাতস্যাপি সবিশেষপরিচয়দানাৎ কৌতুকেন স্মিতমিতি ভাবঃ ॥৪॥
বানর ইতি। সাধু ভদ্রং প্রার্থয়সি চেৎ গচ্ছ। বৈশসম্ অন্যকর্ত্তৃকহিংসাম্ ॥৫॥
বৈশসমিতি। বানরেতি সম্বোধনাদবজ্ঞা সূচিতা। মত্তো মম সকাশাৎ ॥৬॥

ভীম বলিলেন—"আপনি কে? কি জন্যই বা বানরদেহ অবলম্বন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বর্ণ—ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশীয়, কুরুকুলোৎপন্ন, কুন্তীকর্ত্তৃক গর্ভে ধৃত, পাণ্ডুনন্দন ও বায়ুর পুত্র ভীমসেন আপনাকে প্রশ্ন করিতেছে" ॥২—৩॥

বায়ুপুত্র হনুমান্ মৃদু হাস্য করিয়া কুরুবীর ভীমসেনের সেই কথা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥৪॥

হনুমান্ বলিলেন—"আমি বানর; আমি তোমার অভীষ্ট পথ দিব না। ভাল চাও ত—যাও, ফের, মৃত্যুর ক্লেশ পাইবে না" ॥৫॥

ভীম বলিলেন—"বানর! আমার মৃত্যুর ক্লেশই হউক, বা অন্য কিছুই হউক, আমি তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি না; তুমি পথ দাও, উঠ, আমা হইতে বেদনা পাইবে না" ॥৬॥

(৩) শ্লোকাৎ পরম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ'—পি। ✝ ভীমসেন উবাচ—বা ব কা।

হনুমানুবাচ।

নাস্তি শক্তির্মমোত্থাতুং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হ্যহম্।
যদ্যবশ্যং প্রয়াতব্যং লঙ্ঘয়িত্বা প্রয়াহি মাম্ ॥৭॥

ভীম উবাচ।

নির্গুণঃ পরমাত্মা তু দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে।
তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্যে ন লঙ্ঘয়ে ॥৮॥
যদ্যাগমৈর্ন জানীয়াং তমহং ভূতভাবনম্।
ক্রমেয়ং ত্বাং গিরিঞ্চেমং হনূমানিব সাগরম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। প্রয়াতব্যং ত্বয়া। ভীমস্য ধর্ম্মজ্ঞানপরীক্ষার্থমিয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥৭॥

নিরিতি। নির্গুণঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ রূপাদিভিশ্চ বিহীনঃ, "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ, পরমাত্মা "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যা জীবস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ। জ্ঞায়তে যস্মাদিতি জ্ঞানং বেদস্তেন বিজ্ঞেয়ম্, "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, নাবমন্যে, অতএব ন লঙ্ঘয়ে ॥৮॥

যদীতি। আগমৈঃ উক্তৈর্বেদৈঃ। ভূতভাবনং ভূতোৎপাদকম্, "যস্মাদিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ক্রমেয়ং ক্রাময়েয়ং লঙ্ঘয়েয়মিত্যর্থঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদিতি ॥১—৪॥ বৈশসং বিরোধম্ ॥৫—৭॥ নির্গুণ ইতি। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো রূপাদয়শ্চ তৈর্বর্জ্জিতঃ, অতএব পরমঃ কোশপঞ্চকে হি অনাত্মন্যাত্মত্বমমুখ্যমাধ্যাসিকত্বাত্তস্য ততোঽন্যস্তু নিরুপাধিচিন্মাত্রো মুখ্য আত্মা প্রত্যগ্‌ভূত আকাশো ঘটমিব দেহং ব্যাপ্য স্থিতঃ। এতেন শুদ্ধত্বংপদার্থ উক্তঃ। অস্য নির্গুণত্বেঽনুভবং প্রমাণয়তি—জ্ঞানবিজ্ঞেয়মিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রার্থধ্যানজপ্রমা তেন জ্ঞেয়ম্। জ্ঞাতবিজ্ঞেয়মিতি পাঠে সর্ব্বপ্রকাশকমহঙ্কারাদি-সাক্ষিণমিত্যর্থঃ। তস্যাবমাননা শালগ্রামাদিবত্তদুপাধিভূতস্য শরীরস্য লঙ্ঘনেন ভবত্যত-স্তদ্দ্বয়ং ন কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥৮॥ ভূতভাবনং ভূতানাং বিয়দাদীনাং জরায়ুজাদীনাঞ্চ ভাবনং

হনূমান্ বলিলেন—"আমি রোগপীড়িত বলিয়া আমার উঠিবার শক্তি নাই; সুতরাং তোমার যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাও" ॥৭॥

ভীম বলিলেন—"নির্গুণ পরমাত্মা (জীবরূপে) দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন; সুতরাং সেই বেদবেদ্য পরমাত্মাকে আমি অবজ্ঞা করিতে পারিব না বলিয়া লঙ্ঘনও করিতে পারিব না ॥৮॥

আমি যদি বেদশাস্ত্রদ্বারা সেই ভূতভাবন পরমাত্মাকে না জানিতাম, তবে হনূমান্ যেমন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমাকে ও এই পর্ব্বতটাকে লঙ্ঘন করিতে পারিতাম" ॥৯॥

হনূমানুবাচ।

ক এষ হনুমান্ নাম সাগরো যেন লঙ্ঘিতঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ! কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১০॥

ভীম উবাচ।

ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ।
রামায়ণেঽতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১॥
রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ।
সাগরঃ প্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ ॥১২॥
স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তুল্যোঽহং তস্য তেজসা।
বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে ॥১৩॥
উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্য মে চাদ্য পৌরুষম্।
মচ্ছাসনমকুর্ব্বাণং ত্বাং বা নেষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি। স্ববিষয়ে লোকবাদস্য রামায়ণস্য চ জ্ঞানপরীক্ষার্থময়ং প্রশ্নঃ ॥১০॥

ভ্রাতেতি। ভ্রাতা, একবায়ুজনিতত্বাৎ, গুণৈঃ পরোপকারাদিভিঃ শ্লাঘ্যঃ। সত্ত্বম্ অধ্যবসায়ঃ। রামায়ণে বাল্মীকিপ্রণীতে ইতিহাসে। শ্রীমান্ ত্রিবর্গসম্পত্তিমান্ ॥১১॥

রামেতি। রামপত্নীকৃতে সীতান্বেষণনিমিত্তে। ক্রমেণ উল্লম্ফনেন ॥১২॥

স ইতি। তেজসা দর্পেণ। নিগ্রহে দমনে, যেন ত্বয়া পন্থা দেয়ঃ স্যাৎ ॥১৩॥

উত্তিষ্ঠেতি। বা অথবা পশ্যেতি সম্বন্ধঃ। মচ্ছাসনং মদাদেশম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

রচনং যস্মাত্তম্। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আত্মনঃ সর্ব্ব এত আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এতেন তৎপদার্থ উক্তঃ। তয়োঃ সামানাধিকরণ্যাবভেদে ব্রহ্মাদ্বৈতঞ্চ

হনূমান্ বলিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি যদি বলিতে পার, তবে বল—এ হনূমান্টা কে, যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল?" ॥১০॥

ভীম বলিলেন—"তিনি আমার ভ্রাতা, গুণে শ্লাঘ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বলসম্পন্ন, রামায়ণে অত্যন্ত বিখ্যাত, ত্রিবর্গসমন্বিত এবং বানরমধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১১॥

যে বানরশ্রেষ্ঠ সীতার অন্বেষণের জন্য শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রটাকে একলম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই মহাবীর আমার ভ্রাতা; আমি তেজে, বলে, পরাক্রমে ও যুদ্ধে তাঁহারই তুল্য; সুতরাং আমি তোমাকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিজ্ঞায় তং বলোন্মত্তং বাহুবীর্য্যেণ দর্পিতম্।
হৃদয়েনাবহস্যৈনং হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫॥

হনূমানুবাচ।

প্রসীদ নাস্তি মে শক্তিরুত্থাতুং জরয়াঽনঘ!।
মমানুকম্পয়া ত্বেতৎ পুচ্ছমুৎসার্য্য গম্যতাম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো হনুমতা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
মনসাঽচিন্তয়দ্ভীমঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥১৭॥
পুচ্ছে প্রগৃহ্য তরসা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
সালোক্যমন্তকস্যৈনং নয়াম্যদ্যেহ বানরম্ ॥১৮॥
সাবজ্ঞমথ বামেন স্ময়ন্ জগ্রাহ পাণিনা।
ন চাশকচ্চালয়িতুং ভীমং পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বিজ্ঞায়েতি। অবহস্য স্বাপেক্ষয়া ন্যূনবলত্বাদুপহস্য, এনং ভীমসেনম্ ॥১৫॥
প্রসীদেতি। পুচ্ছং লাঙ্গূলম্, উৎসার্য্য অপসার্য্য। বলপরীক্ষার্থমুক্তিরিয়ম্ ॥১৬॥
এবমিতি। হীনবীর্য্যপরাক্রমং হনুমন্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥
পুচ্ছ ইতি। তরসা বলেন। সালোক্যং সমানলোকবর্ত্তিতাম্। এতদপ্যচিন্তয়ৎ ॥১৮॥

অতএব তুমি উঠ, আমার পথ দাও; যদি আমার আদেশ পালন না কর, তবে আমার পুরুষকার দেখ—আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাই" ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ ভীমসেনকে বলে উন্মত্ত ও বাহুবলে দর্পিত জানিয়া তাঁহাকে মনে মনে উপহাস করিয়া এই কথা বলিলেন ॥১৫॥

হনুমান্ বলিলেন—"হে নিষ্পাপ! বার্দ্ধক্যবশতঃ আমার উত্থানশক্তি নাই; সুতরাং তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া আমার লাঙ্গূলটা সরাইয়া গমন কর" ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, বাহুবলদর্পিত ভীমসেন হনুমান্‌কে হীনবীর্য্য ও হীনপরাক্রম মনে করিলেন ॥১৭॥

(আরও মনে করিলেন যে,) আমি বলপূর্ব্বক লাঙ্গূল ধারণ করিয়া হীনবীর্য্য ও হীনপরাক্রম এই বানরটাকে আজ এখনই যমলোকে পাঠাইব ॥১৮॥

তাহার পর, ভীমসেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বামহস্ত দ্বারা অবজ্ঞার সহিত হনুমানের লাঙ্গূলটা ধরিলেন; কিন্তু সঞ্চালিত করিতে পারিলেন না ॥১৯॥

উচ্চিক্ষেপ পুনর্দোর্ভ্যামিন্দ্রায়ুধমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
নোদ্ধর্ত্তুমশকদ্ভীমো দোর্ভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০॥
উৎক্ষিপ্তভ্রূর্বিবৃত্তাক্ষঃ সংহতভ্রুকুটীমুখঃ ।
স্বিন্নগাত্রোহভবদ্ভীমো ন চোদ্ধর্ত্তুং শশাক তম্ ॥২১॥
যত্নবানপি চ শ্রীমাল্লাঁঙ্গূলোদ্ধরণোদ্যতঃ ।
কপেঃ পার্শ্বগতো ভীমস্তস্থৌ ব্রীড়ানতাননঃ ॥২২॥
প্রণিপত্য চ কৌন্তেয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ।
প্রসীদ কপিশার্দ্দূল ! দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩॥
সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্ব্বো বাহথ গুহ্যকঃ ।
পৃষ্টঃ সন্ কাম্যয়া ব্রূহি কস্ত্বং বানররূপধৃক্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সাবজ্ঞমিতি। স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। জগ্রাহ পুচ্ছমিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥

উচ্চিক্ষেপেতি। উচ্চিক্ষেপ উৎক্ষেপ্তুমারেভে। দোর্ভ্যাং দ্বাভ্যামেব বাহুভ্যাম্ ॥২০॥

উৎক্ষিপ্তেতি। ভীমঃ, উৎক্ষিপ্তে উত্তোলিতে ভ্রুবৌ যেন সঃ, বিবৃত্তে বিশেষেণ গোলাকারে অক্ষিণী যস্য সঃ, সংহতং সংবদ্ধং কৃতং ভ্রুকুটীমুক্তং মুখং যেন সঃ, শাকপার্থিবাদিত্বাদযুক্তশব্দলোপঃ, স্বিন্নগাত্রশ্চাভবৎ ; কিন্তু তং পুচ্ছমুদ্ধর্ত্তুং ন চ শশাক ॥২১॥

যত্নেতি। লাঙ্গূলোদ্ধরণে যত্নবানপি চ, তত্রাশক্তঃ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

প্রণিপত্যেতি। মম দুরুক্তং কটুবচনম্ ॥২৩॥

তা'র পর মহাবল ভীমসেন দুই হাত দিয়া—আকাশে উদিত ইন্দ্রধনুর তুল্য সেই লাঙ্গূলটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দুই হাত দিয়াও তুলিতে পারিলেন না ॥২০॥

(হনুমানের লাঙ্গূল ধরিয়া প্রাণপণে আকর্ষণ করিতে থাকায়) ভীমের ভ্রূযুগল উপরে উঠিল, নয়নযুগল গোলাকার হইল, মুখে ভ্রূকুটী দেখা দিল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি সে লাঙ্গূল উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥২১॥

ভীমসেন হনুমানের লাঙ্গূল উত্তোলনে উদ্যত এবং যত্নবান্ হইয়াও যখন পারিলেন না, তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া হনুমানের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ॥২২॥

এবং প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—"বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার কটুবাক্যগুলির উপরে ক্ষমা করুন ॥২৩॥

---

(২২)...লাঙ্গূলোদ্ধরণোদ্ধতঃ—বা ব কা নি।

ন চেদ্‌গুহ্যং মহাবাহো ! শ্রোতব্যং স্যাম্ময়া যদি ।
শিষ্যবত্ত্বাস্তু পৃচ্ছামি উপপন্নোঽস্মি তেঽনঘ ! ॥২৫॥

হনূমানুবাচ ।

যত্তে মম পরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম ! ।
তৎ সর্ব্বমখিলেন ত্বং শৃণু পাণ্ডবনন্দন ! ॥২৬॥
অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা ।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ ! হনূমান্ নাম নামতঃ ॥২৭॥
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্ ।
সর্ব্বে বানররাজানস্তথা বানরযূথপাঃ ॥২৮॥
উপতস্থুর্মহাবীর্য্যা মম চামিত্রকর্ষণ ! ।
সুগ্রীবেণাভবৎ প্রীতিরনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সিদ্ধ ইতি। গুহ্যকো যক্ষঃ। কাম্যয়া উৎকটশ্রবণেচ্ছয়া ময়া পৃষ্টঃ সন্ ॥২৪॥
নেতি। গুহ্যং গোপনীয়ম্। উপপন্নোঽস্মি শরণাগতোঽস্মি ॥২৫॥
যদিতি। অখিলেন প্রকারেণ। পাণ্ডুরেব পাণ্ডবঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্ ॥২৬॥
অহমিতি। কেশরিণস্তদাখ্যস্য বানরস্য। জগত আয়ুনা প্রাণরূপত্বাদায়ুষঃ প্রবর্ত্তকেন। অস্তি চ উকারান্তোঽপ্যায়ুশব্দঃ, "বিত্তাদায়ুং তথায়ুষা" ইতি দ্বিরূপকোষাৎ ॥২৭॥
সূর্য্যেতি। বানরযূথপা বানরগণপতয়ঃ। উপতস্থুঃ সিষেবিরে। অনিলস্য বায়োঃ ॥২৮—২৯॥

আমি প্রবল শ্রবণেচ্ছাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—বানররূপধারী আপনি কে ? কোন দেবতা, না সিদ্ধ, না গন্ধর্ব্ব, না যক্ষ, তাহা বলুন ॥২৪॥

নিষ্পাপ মহাবাহু ! যদি গোপনীয় না হয় এবং আমার যদি শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে আমি শিষ্যের ন্যায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং আপনার শরণাগত হইয়াছি" ॥২৫॥

হনুমান্ বলিলেন—"অরিন্দম পাণ্ডুনন্দন ! আমার পরিচয় জানিবার জন্য যখন তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, তখন তুমি সে সমস্তই শ্রবণ কর ॥২৬॥

পদ্মনয়ন ! জগৎপ্রাণ বায়ু কেশরিনামক বানরের পত্নীর গর্ভে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন ; আমার নাম—'হনুমান্' ॥২৭॥

শত্রুবিজয়ী ভীমসেন ! মহাবীর বানররাজগণ এবং বানরযূথপতিগণ সূর্য্যপুত্র সুগ্রীবের এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর সেবা করিতেন। এদিকে অগ্নির

(২৫)…শ্রোতব্যং চেত্তবেন্মম—বা ব কা নি। (২৭)…হনূমান্ নাম বানরঃ—বা ব কা নি।

নিকৃতঃ স ততো ভ্রাত্রা কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ঋষ্যমূকে ময়া সার্দ্ধং সুগ্রীবো ন্যবসচ্চিরম্ ॥৩০॥
অথ দাশরথির্বীরো রামো নাম মহাবলঃ।
বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ চচার বসুধাতলম্ ॥৩১॥
স পিতুঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ সহভার্য্যঃ সহানুজঃ।
সধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥৩২॥
তস্য ভার্য্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপহৃতা বলাৎ।
রাক্ষসেন্দ্রেণ বলিনা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩৩॥
সুবর্ণরত্নচিত্রেণ মৃগরূপেণ রক্ষসা।
বঞ্চয়িত্বা নরব্যাঘ্রং মারীচেন তদাঽনঘ! ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)
হৃতদারঃ সহ ভ্রাত্রা পত্নীং মার্গন্ স রাঘবঃ।
দৃষ্টবান্ শৈলশিখরে সুগ্রীবং বানরর্ষভম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিকৃত ইতি। নিকৃতো বহিষ্কৃতঃ, স সুগ্রীবঃ, ভ্রাত্রা বালিনা, ঋষ্যমূকে পর্ব্বতে ॥৩০॥
সংক্ষেপেণ রামায়ণমাহ—অথেতি। বিষ্ণুঃ রামো নাম সন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥৩১॥
স ইতি। অন্বিচ্ছন্ অনুষ্ঠাতুমিচ্ছন্। সধনুঃ সকার্ম্মুকঃ ॥৩২॥
তস্যেতি। জনস্থানাৎ দণ্ডকারণ্যস্যৈব প্রদেশবিশেষাৎ। ছলমাহ—সুবর্ণেতি ॥৩৩—৩৪॥

সহিত বায়ুর যেমন সৌহার্দ্দ আছে, আমারও তেমনই সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দ্দ ছিল ॥২৮—২৯॥

তাহার পর কোন কারণে বালী সুগ্রীবকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; তাহাতে সুগ্রীব আমার সহিত যাইয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতে দীর্ঘকাল বাস করেন ॥৩০॥

তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ দশরথের পুত্র হইয়া 'রাম' নাম ধারণ করিয়া, মহাবীর ও মহাবল মানুষরূপে ভূতলে বিচরণ করেন ॥৩১॥

ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ সেই রামচন্দ্র পিতার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ধনু ধারণ করিয়া ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করেন ॥৩২॥

হে নিষ্পাপ ভীমসেন! তখন রাক্ষসরাজ মহাবল দুরাত্মা রাবণ স্বর্ণ ও রত্নে বিচিত্র মৃগরূপধারী মারীচনামক রাক্ষসদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রতারিত করিয়া ছলে ও বলে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করে ॥৩৩—৩৪॥

---

(৩৪) শ্লোকাৎ পরম্ '…সপ্তচত্বারিংশদধিকঃ…হনূমানুবাচ'—বা ব কা, '…অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ…হনূমানুবাচ'—পি, '…একোনপঞ্চাশদধিকঃ…হনূমানুবাচ'—নি।

তেন তস্যাভবৎ সখ্যং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
স হত্বা বালিনং রাজ্যে সুগ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥৩৬॥
স রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বানরান্ প্রেষয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৩৭॥
ততো বানরকোটীভিঃ সহিতোঽহং নরর্ষভ !।
সীতাং মার্গন্ মহাবাহো ! প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৩৮॥
ততঃ প্রবৃত্তিঃ সীতায়া গৃধ্রেণ সুমহাত্মনা।
সম্পাতিনা সমাখ্যাতা রাবণস্য নিবেশনে ॥৩৯॥
ততোঽহং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
শতযোজনবিস্তারমর্ণবং সহসা প্লুতঃ ॥৪০॥
অহং স্ববীর্য্যাদুত্তীর্য্য সাগরং মকরালয়ম্।
সুতাং জনকরাজস্য সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

হৃতেতি। ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন, মার্গন্ অন্বিষ্যন্, রাঘবো রামঃ ॥৩৫॥
তেনেতি। স রাঘবঃ। রাজ্যে বানররাজত্বপদে ॥৩৬॥
স ইতি। পরিমার্গণে সমন্তাদন্বেষণে ॥৩৭॥
তত ইতি। বানরকোটীভিরিত্যনেন বানরাণাং বহুত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্ ॥৩৮॥
তত ইতি। প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ। গৃধ্রেণ পক্ষিবিশেষেণ। নিবেশনে ভবনে ॥৩৯॥
তত ইতি। অর্ণবং সমুদ্রম্। প্লুতঃ বৈহায়স্যা গত্যা অতিক্রান্তঃ ॥৪০॥

তাহার পর হৃতদার রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণ করিতে থাকিয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতের শৃঙ্গে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পান ॥৩৫॥

তদনন্তর সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রের সখিত্ব হইল এবং রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩৬॥

সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়া সীতার অন্বেষণে শত শত এবং সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমি বহুতর বানরের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গেলাম ॥৩৮॥

তদনন্তর অতিমহাত্মা গৃধ্র সম্পাতি, রাবণভবনে সীতার অবস্থিতিবৃত্তান্ত আমাদের নিকট বলিলেন ॥৩৯॥

তাঁহার পর আমি, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তৎক্ষণাৎ শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিলাম ॥৪০॥

দৃষ্টবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ! রাবণস্য নিবেশনে।
সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্ ॥৪২॥
দগ্ধ্বা লঙ্কামশেষেণ সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
প্রত্যাগতশ্চাস্য পুনর্নাম তত্র প্রকাশ্য বৈ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)
মদ্বাক্যাচ্চাবধার্য্যাশু রামো রাজীবলোচনঃ।
স বুদ্ধিপূর্ব্বং সৈন্যস্য বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ।
বৃতো বানরকোটীভিঃ সমুত্তীর্ণো মহার্ণবম্ ॥৪৪॥
ততো রামেণ বীরেণ হত্বা তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্।
রণে সরাক্ষসগণং রাবণং লোকরাবণম্ ॥৪৫॥
নিশাচরেন্দ্রং হত্বা তু সভ্রাতৃসুতবান্ধবম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। স্ববীর্য্যাৎ অনন্যসাহায্যাদিত্যাশয়ঃ। সমেত্য প্রাপ্য। অট্টৈর্হর্ম্যাদিগৃহৈঃ। প্রাকারৈঃ প্রাচীরৈঃ তোরণৈর্বহির্দ্বারৈশ্চ সহেতি তাম্। অস্য রামস্য সমীপে ॥৪১—৪৩॥

মদিতি। অবধার্য্য লঙ্কাগমনোপায়ং নিশ্চিত্য। বুদ্ধির্মন্ত্রণা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্শিতম্ ॥৯—১১॥ ক্রমেণ পাদবিক্ষেপেণ ॥১২—১৬॥ এবমুক্তে সতি, তমিত্যধ্যাহারঃ। তং হীনবীর্য্যপরাক্রমং মনসাঽচিন্তয়ৎ মেনে ॥১৭—২৮॥ উপতস্থুর্বালিনং মম চ সুগ্রীবেণ প্রীতিরভবৎ, নিকৃতো নিরস্তঃ ॥২৯—৪১॥ সমেত্য বিদিত্বা সম্ভাষণাদিনা নিশ্চিত্য ॥৪২॥ অস্য রামস্য, তত্র লঙ্কায়াম্ ॥৪৩॥ অবধার্য্য নিশ্চিত্য ॥৪৪॥ লোকরাবণং লোকপীড়াকরম্

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপন বলেই মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাইয়া রাবণভবনে দেবতনয়াসদৃশী জনকতনয়া সীতাকে দর্শন করিলাম এবং বিদেহ-রাজনন্দিনী রামপ্রিয়তমা সীতাদেবীর সহিত আলাপ করিয়া অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া এবং সেখানে নিজের নাম প্রকাশ করিয়া, পুনরায় রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ॥৪১—৪৩॥

তখন পদ্মনয়ন রামচন্দ্র আমার বাক্য শুনিয়া, সৈন্যগণের মন্ত্রণা অনুসারে লঙ্কাগমনের উপায় স্থির করিয়া সত্বরই মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক কোটি কোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমুদ্র পার হইলেন ॥৪৪॥

তাহার পর মহাবীর রামচন্দ্র যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস এবং ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব

(৪৩)···প্রত্যাগতশ্চাস্মি পুনঃ—বা ব কা পি। (৪৪) মদ্বাক্যাচ্চাবধার্য্যাশু—পি,···অবুদ্ধপূর্ব্বমক্লেশ বদ্ধা—নি। (৪৫) ততো রামেণ বীর্য্যেণ—বা ব কা।

ধার্ম্মিকং ভক্তিমন্তঞ্চ ভক্তানুগতবৎসলম্ ।
পুনঃ প্রত্যাহৃতা ভার্য্যা নষ্টা বেদশ্রুতির্যথা ॥৪৭॥ (বিশেষকম্)
তয়ৈব সহিতঃ সাধ্ব্যা পত্ন্যা রামো মহাযশাঃ ।
গত্বা ততোহতিত্বরিতং স্বাং পুরীং রঘুনন্দনঃ ।
অধ্যাবসত্ততোহযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিষতাং প্রভুঃ ॥৪৮॥
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামো নৃপতিসত্তমঃ ।
বরং ময়া যাচিতোহসৌ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৪৯॥
যাবদ্রাম ! কথেয়ং তে ভবেল্লোকেষু শত্রুহন্ ! ।
তাবজ্জীবেয়মিত্যেবং তথাহস্ত্বিতি চ সোহব্রবীৎ ॥৫০॥ (যুগ্মকম্)
সীতাপ্রসাদাচ্চ সদা মামিহস্থমরিন্দম ! ।
উপতিষ্ঠন্তি দিব্যা হি ভোগা ভীম ! যথেপ্সিতাঃ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। লোকরাবণং জগৎপীড়কম্। লঙ্কায়াং রাজ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। নষ্টা লুপ্তা বেদশ্রুতিঃ বেদাখ্যা শ্রুতিঃ, পুরা নারায়ণেনেতি শেষঃ ॥৪৫—৪৭॥

তয়েতি। দ্বিষতাং শত্রূণাম্, অযোধ্যাং যোদ্ধুমশক্যাম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৮॥

তত ইতি। রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ। কথা আখ্যানম্, ভবেত্তিষ্ঠেৎ ॥৪৯—৫০॥

সীতেতি। সীতায়াঃ প্রসাদাৎ প্রসাদেন বরদানাৎ। দিব্যাঃ স্বর্গীয়াঃ, ভোগাঃ খাদ্যাদয়ঃ ॥৫১॥

ও প্রধান প্রধান রাক্ষসের সহিত জগতের উৎপীড়ক রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া, ধার্ম্মিক, ভক্ত ও অনুগতবৎসল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নারায়ণ যেমন লুপ্তশ্রুতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ সীতাকে উদ্ধার করিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ও মহাযশা রঘুনন্দন রাম সেই সাধ্বী পত্নী সীতাদেবীর সহিতই অতি সত্বর যাইয়া, শত্রুগণের অজেয় আপন রাজধানী অযোধ্যানগরীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

তাহার পর পদ্মনয়ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলাম যে, হে শত্রুনাশক রাম ! যে পর্য্যন্ত আপনার এই উপাখ্যান জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততকাল আমি জীবিত থাকিব ; তখন রাম বলিলেন—'তাহাই হউক' ॥৪৯—৫০॥

অরিন্দম ভীম ! আমি এইখানেই আছি ; তাহাতে সীতা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে অভীষ্ট স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৫১॥

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥৫২॥
তদিহাপ্সরসস্তাত! গন্ধর্ব্বাশ্চ সদাঽনঘ!।
তস্য বীরস্য চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাম্ ॥৫৩॥
অয়ঞ্চ মার্গো মর্ত্ত্যানামগম্যঃ কুরুনন্দন!।
ততোঽহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥৫৪॥
ত্বামনেন পথা যান্তং যক্ষো বা রাক্ষসোঽপি বা।
ধর্ষয়েদ্বা শপেদ্বাপি মা কশ্চিদিতি ভারত! ॥৫৫॥ (যুগ্মকম্)
দিব্যো দেবপথো হ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ।
যদর্থমাগতশ্চাসি তৎ সরোঽভ্যর্ণ এব হি ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং হনূমদ্ভীমসংবাদে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রামরাজ্যকালকথনেনাত্মন আয়ুষঃ পরিমাণং সূচয়তি—দশেতি। কারিতবানিতি স্বার্থে ইন্ আর্ষঃ ॥৫২॥

অত্র কেন ভাবেন কালং নয়সীত্যাহ—তদিতি। হে তাত! বৎস!। তস্য রামস্য ॥৫৩॥

যুগ্মকেন মার্গরোধহেতুমাহ—অয়মিতি। মর্ত্ত্যানাং মানুষাণাম্। ধর্ষয়েদভিভবেৎ ॥৫৪—৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৫—৪৭॥ অযোধ্যাং যোদ্ধুমশক্যাম্ ॥৪৮—৫১॥ কারিতবান্ কৃতবান্, স্বার্থে ণিচ্, স্বভবনং বৈকুণ্ঠম্ ॥৫২—৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২২॥

রামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর এবং আরও একসহস্র বৎসর (এগার হাজার বৎসর) রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি আপন বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়াছেন ॥৫২॥

বৎস! নিষ্পাপ! অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা এইখানে আসিয়া সেই বীরের চরিত্রবিষয়ে গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়া থাকে ॥৫৩॥

ভরতবংশীয় কুরুনন্দন! এই পথটা মানুষের অগম্য; বিশেষতঃ তুমি এই পথ দিয়া যাইবার সময়ে কোন যক্ষ বা রাক্ষস তোমাকে অভিভূত না করে বা অভিসম্পাত না দেয়, এই জন্যই আমি দেবসেবিত তোমার এই পথ রোধ করিয়াছিলাম ॥৫৪—৫৫॥

---

(৫৫) প্রথমার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি। (৫৬)…অসি অতএব সরশ্চ তৎ—বা, ব কা নি।

* '…অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ…'—বা ব কা, '…ঊনপঞ্চাশদধিকঃ…'—পি, '…পঞ্চাশদধিকঃ…'—নি।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
প্রণিপত্য ততঃ প্রীত্যা ভ্রাতরং হৃষ্টমানসঃ ॥১॥
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হনুমন্তং কপীশ্বরম্।
ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
অনুগ্রহো মে সুমহাংস্তৃপ্তিশ্চ তব দর্শনাৎ।
একন্তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াদ্যার্য্য! প্রিয়ং মম ॥৩॥
যত্তে তদাসীৎ প্লবতঃ সাগরং মকরালয়ম্।
রূপমপ্রতিমং বীর! তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতুম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দিব্য ইতি। দিব্য উত্তমঃ। অভ্যর্ণে আসন্নে দেশে বর্ত্ততে ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এবমিতি। উক্তো হনূমতা। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া। ময়া তুল্য ইতি শেষঃ ॥১—২॥
অনুগ্রহ ইতি। তৃপ্তিশ্চ সুমহতীত্যর্থঃ। প্রিয়ং প্রীতিকরং কার্য্যম্ ॥৩॥

এটী উত্তম দেবপথ; সুতরাং এ পথে মানুষেরা গমন করিতে পারে না। (সে যাহা হউক) তুমি যে জন্য আসিয়াছ, সে সরোবর নিকটেই আছে” ॥৫৬॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, মহাবাহু, প্রতাপশালী ও হৃষ্টচিত্ত ভীমসেন প্রণিপাত করিয়া কোমল বাক্যে বানরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হনুমান্‌কে বলিলেন—“আমার তুল্য মহাধন্য লোক আর নাই; যেহেতু আমি আপনাকে দেখিতে পাইলাম ॥১—২॥

আর্য্য! আপনি দর্শন দান করিয়া আমার প্রতি অতি গুরুতর অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমারও অতি গুরুতর তৃপ্তি জন্মিয়াছে। এখন আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি আমার একটী প্রিয়কার্য্য করেন ॥৩॥

---

(৩)...এবন্তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াদ্য প্রিয়মাত্মনঃ—বা ব কা, ...এতত্তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়ার্য্যেণ প্রিয়ং মম—নি।

এবং তুষ্টো ভবিষ্যামি শ্রদ্ধাস্যামি চ তে বচঃ।
এবমুক্তঃ স তেজস্বী প্রহস্য হরিরব্রবীৎ ॥৫॥
ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নান্যেন কেনচিৎ।
কালাবস্থা তদা হ্যন্যা ন সা বর্ত্ততি সাম্প্রতম্ ॥৬॥
অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরঃ।
অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্রূপমস্তি মে ॥৭॥
ভূমির্নদ্যো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ।
কালং সমনুবর্ত্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮॥
কালং কালং সমাসাদ্য নরাণাং নরপুঙ্গব !।
বলবীর্য্যপ্রভাবা হি প্রহীয়ন্ত্যুদ্ভবন্তি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। প্লবতো বৈহায়স্যা গত্যা লঙ্ঘয়তঃ। অপ্রতিমং নিরুপমম্ ॥৪॥

এবমিতি। এবং সতি। শ্রদ্ধাস্যামি বিশ্বসিষ্যামি। হরির্বানরো হনূমান্ ॥৫॥

নেতি। অন্যা বৃহদাকৃতিযোগ্যা। বর্ত্ততি বর্ত্ততে ॥৬॥

অন্য ইতি। গলে বদ্ধা গৌরিত্যাদিবৎ কৃতযুগে কাল ইত্যাদাবাধারাধেয়ভাব উপপদ্যতে, অবয়বে অবয়বিসত্তাঙ্গীকারাৎ। প্রধ্বংসনো ধর্ম্মহ্রাসকরঃ ॥৭॥

ভূমিরিতি। নগা বৃক্ষাঃ। কালং সমনুবর্ত্তন্তে কালানুসারেণ পূর্ব্ববিলক্ষণা ভবন্তি। ভাবা বাল্যকৌমারাদ্যবস্থাঃ। মমাপি তথৈব দেহবৈলক্ষণ্যং জাতমিতি ভাবঃ ॥৮॥

বীর! মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার সময়ে আপনার যে রূপ ছিল, এখন সেই অসাধারণ রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥৪॥

ইহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং আপনার বাক্য বিশ্বাস করিব।" ভীম এইরূপ বলিলে, তেজস্বী হনুমান্ হাস্য করিয়া বলিলেন—॥৫॥

"ভীম! তুমি বা অন্য কোন ব্যক্তিই আমার সে রূপ এখন দেখিতে সমর্থ নহ। কারণ, তখন কালের অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল, এখন তাহা নাই ॥৬॥

সত্যযুগে একপ্রকার কাল, ত্রেতাযুগে অন্যপ্রকার কাল; আর এই দ্বাপরযুগে ধর্ম্মহ্রাসজনক অন্যপ্রকার কাল চলিতেছে; সুতরাং এখন আমার সেপ্রকার রূপ হইতে পারে না ॥৭॥

দেহের অবস্থা যেমন কালের অনুগামী হয় (দেহ যেমন কাল অনুসারে বাল্য ও কৌমারপ্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়), তেমন যুগে যুগে ভূমি, নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সিদ্ধ, দেবতা ও মহর্ষিরা কালের অনুগামী হন (কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হন) ॥৮॥

---

(১) পূর্ব্বার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

তদলং তব তদ্রূপং দ্রষ্টুং কুরুকুলোদ্বহ !।
যুগং সমনুবর্ত্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥১০॥

ভীম উবাচ। †

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ্ব আচারঞ্চ যুগে যুগে।
ধর্ম্মকামার্থভাবাংশ্চ কর্ম্ম বীর্য্যং ভবাভবৌ ॥১১॥

হনূমানুবাচ।

কৃতং নাম যুগং তাত ! যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্ত্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে ॥১২॥
ন তত্র ধর্ম্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ।
ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কালমিতি। কালং কালং বিভিন্নং কালম্। বর্ষ্ম বপুঃ। প্রহীয়ন্তি ক্ষীয়ন্তে ॥৯॥

তদিতি। অলমিতি বারণে। যুগং সমনুবর্ত্তামি যুগানুসারেণ খর্ব্বো জাত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

যুগেতি। ভাবঃ অবস্থা, কর্ম্ম বৃত্তিঃ, বীর্য্যং বলম্, ভবাভবৌ উৎপাদনবিনাশৌ ॥১১॥

সত্যযুগাবস্থামাহ—কৃতমিতি। সনাতনো নিত্যস্থিতঃ। কৃতমেব ধর্ম্ম্যং কর্ম্ম, ন কর্ত্তব্যম্ অবশেষাভাবাৎ ॥১২॥

নেতি। সীদন্তি অবহীয়ন্তে স্ম, ক্ষীয়ন্তে অকালমৃত্যুনা। গুণতামপ্রাধান্যম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৪॥ হরির্বানরঃ ॥৫—৮॥ বর্ষ্ম শরীরম্ ॥৯—১০॥ ভাবান্ তত্ত্বানি, কর্ম্ম শুভাশুভম্, বীর্য্যং ফলোদয়পর্য্যন্তং শক্তিঃ, ভবাভবাবুৎপত্তিবিনাশৌ ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যে বা ॥১১॥ কৃতমেব সর্ব্বে কৃতকৃত্যা এবেত্যর্থঃ, তত এব হেতোঃ কৃতযুগং নাম ॥১২॥ গুণতাং মুখ্যামপ্য-

নরশ্রেষ্ঠ ! ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুসারে মানুষের বল, শরীর ও প্রভাব ক্ষয়ও পায় এবং বৃদ্ধিও পায় ॥৯॥

অতএব কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার সেরূপ দেখিতে চাহিও না। কারণ, আমিও যুগের অনুসরণ করিতেছি। যেহেতু কালের অতিক্রম করা দুষ্কর" ॥১০॥

ভীম বলিলেন—"আর্য্য ! আপনি—যুগের সংখ্যা (কয়টা যুগ তাহা) এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, অবস্থা, কর্ম্ম, বল, উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় বলুন" ॥১১॥

হনূমান্ বলিলেন—"বৎস ! প্রথম সত্যযুগ। যে যুগে ধর্ম্ম সনাতন (সর্ব্বদা সিদ্ধ) ছিল, সেই যুগশ্রেষ্ঠের সময়ে মানুষ ধর্ম্মকার্য্য করিয়াই ফেলিত ; কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া অবশিষ্ট রাখিত না ॥১২॥

(১০) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব কা নাস্তি। † ভীমসেন উবাচ—বা ব কা।

দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
নাসন্ কৃতযুগে তাত! তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ ॥১৪॥
ন সাম ঋগ্ যজুর্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী।
অভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্ম্মঃ সন্ন্যাস এব চ ॥১৫॥
ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৬॥
ন বিগ্রহঃ কুতস্তন্দ্রা ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্।
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্ষ্যা ন চ মৎসরঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। নাসন্, পরস্পরং বিভিন্না ইতি শেষঃ, সর্ব্বেষামেবৈকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ, ক্রয়বিক্রয়শ্চ নাসীৎ, সঙ্কল্পমাত্রেণৈব তত্তৎফলসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥১৪॥

নেতি। তত্র কৃতযুগে, সাম ঋক্ যজুর্নাসীৎ বেদভেদো নাসীদিত্যর্থঃ, দ্বাপর এব দ্বৈপায়নেন তস্য করণাৎ "ব্যদধাদ্যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ। ব্রাহ্মণাদয়ো বিভিন্না বর্ণা নাসন্। মানবী মানবসম্বন্ধিনী, ক্রিয়া বীজবপনাদিরূপা নাসীৎ। তর্হি কথং ভোজনাদিনিষ্পত্তিরাসীদিত্যাহ—অভীতি। মানবা অভিধ্যায় সঙ্কল্প্যৈব ফলং ক্রয়বিক্রয়বীজবপনাদিফলম্ অন্নাদিকম্ অলভন্তেতি শেষঃ। সন্ন্যাসস্ত্যাগ এব চ ধর্ম্ম আসীৎ ॥১৫॥

নেতি। যুগস্য সত্যযুগস্য সংসর্গে সম্বন্ধে সতি। বৈকৃতং পরপ্রতারণাদিবিকারঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যতাং গতম্ ॥১৩—১৪॥ ন সামেতি। ত্রয়ীধর্ম্মস্য চিত্তশুদ্ধ্যর্থত্বাত্তস্যাশ্চ তদানীং স্বভাবসিদ্ধত্বান্ন সামাদীন্যাসন্, মানবী ক্রিয়া কৃষ্যাদ্যারম্ভরূপা কিন্তু অবিধ্যায় ফলং সঙ্কল্পাদেব সর্ব্বং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ বৈকৃতং কপটম্ ॥১৬॥ বিগ্রহো বৈরম্, তন্দ্রা আলস্যম্, দ্বেষঃ পরানিষ্ট-

---

তখন ধর্ম্ম ক্ষয় পায় নাই, লোকক্ষয়ও হয় নাই। সেই জন্যই তাহার নাম ছিল—'সত্যযুগ'। কালক্রমে সে যুগও অপ্রধান (নিকৃষ্ট) হইয়াছিল ॥১৩॥

বৎস! সত্যযুগে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগপ্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ছিলেন না, কিংবা তখন ক্রয়-বিক্রয় হইত না ॥১৪॥

তখন সাম, ঋক্ ও যজু এইরূপ বেদবিভাগ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ছিল না এবং মানুষের বীজবপনপ্রভৃতি কার্য্য ছিল না; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিবামাত্রই ক্রয়-বিক্রয়প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ফল লাভ করিত; আর সেই সময়ে কেবল সন্ন্যাসই ধর্ম্ম ছিল ॥১৫॥

সেই সত্যযুগ আরম্ভ হইলে মানুষের রোগ, ইন্দ্রিয়নাশ, অসূয়া, রোদন, দর্প ও বিকার ছিল না ॥১৬॥

ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ॥১৮॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ।
কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৯॥
সমাশ্রমং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তদা হি সমকর্ম্মাণো বর্ণা ধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি বিগ্রহঃ কলহঃ, তন্দ্রা আলস্যম্, পৈশুনং খলতা, মৎসরঃ পরশ্রীকাতরতা ॥১৭॥

তত ইতি। ততস্তত্র, যৎ পরমকং ব্রহ্ম, সৈব যোগিনাং পরা গতিরাসীৎ, সর্ব্ব এব ব্রহ্মনিষ্ঠা আসন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তদা সর্ব্বভূতানামাত্মা নারায়ণঃ, শুক্লঃ শুক্লবর্ণ আসীৎ, "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ ॥১৮॥

অথ যদি কৃতযুগে এক এব বর্ণ আসীত্তদা ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদঃ কদেত্যাহ—ব্রাহ্মণা ইতি। কৃতানি সমাজরাজ্যাদিস্থবিধাবিধানার্থং গুণকর্ম্মানুসারেণ ভগবতৈব পরং নিষ্পাদিতানি লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপাণি যেষাং তে, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইতি গীতায়াং বক্ষ্যমাণত্বাৎ। স্বকর্ম্মাণি চ পরস্তাদ্বক্ষ্যতি ॥১৯॥

নম্বেকবর্ণাস্পদীভূতে কৃতযুগপ্রথমসময়ে কিংবিধমাসীন্মানববৃন্দমিত্যাহ—সমেতি। সম এবাশ্রমো যস্য তৎ, সম এবাচারো যস্য তৎ, সমমেব জ্ঞানং পরস্পরং প্রতি পরস্পরস্য

ভারতভাবদীপঃ

চিন্তনম্, পৈশুনং তন্তাষণম্, ঈর্ষ্যা অক্ষমা, মৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বম্ ॥১৭॥ ততোঽসূয়াদি-ত্যাগাৎ পরমকং পরমানন্দাত্মকং ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইতি শেষঃ। গতিঃ প্রাপ্যম্, আত্মেতি শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণরূপাণি ক্রমেণ কৃতাদিষু ভবন্তীতি। "কৃতে নারায়ণঃ শুক্লঃ" ইত্যুক্তম্ ॥১৮॥ কৃতলক্ষণাঃ—কৃতানি স্বতঃসিদ্ধানি লক্ষণানি শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি যেষাং তে ॥১৯॥ শমঃ ব্রহ্ম তদেব আশ্রয়াদির্যস্য তত্তথা ব্রহ্মৈব ফলপ্রাপ্তয়ে শ্রয়েৎ। তৎপ্রাপ্ত্যর্থ এব আচারো যস্য। তস্যৈব চ জ্ঞানং কেবলং নিরুপাধিবিষয়ম্। ব্রহ্মৈব কর্ম্মাণি গত্যাগত্যাদীনি যেষাং তে

এবং কলহ, আলস্য, বিদ্বেষ, খলতা, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষ্যা বা পরশ্রীকাতরতা ছিল না ॥১৭॥

যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই সে সময়ে যোগিগণের পরম গতি ছিলেন এবং প্রাণিগণের আত্মা নারায়ণ তখন শুক্লবর্ণ ছিলেন ॥১৮॥

সেই সত্যযুগেই (কিছু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণই গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষগণকে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে বিভক্ত করেন; তখন তাঁহারা সকলেই আপন আপন কর্ম্মে নিরত ছিলেন ॥১৯॥

(১৯)...শুভলক্ষণাঃ—পি।

একদেবসমাযুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্‌ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ ॥২১॥
চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোগিনা।
অকামফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সদৃশ এব বোধো যস্য তচ্চ, কেবলমেকম্ একবিধমেব মানববৃন্দমাসীদিত্যর্থঃ,"কেবলশ্চৈককৃৎস্নয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। হি যস্মাৎ, তদা কৃতযুগপ্রথমসময়ে, বর্ণাঃ পরন্তু পৃথক্ পৃথক্ সন্তবিষ্যন্ত্যো মানবশ্রেণয়ঃ, সমকর্ম্মাণঃ সন্ত এব ধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥২০॥

অথ তদানীমুপাস্যদেবভেদোঽপি কিং নাসীদিত্যাহ—একেতি। একস্মিন্ দেবে পরব্রহ্মণ্যেব সমাযুক্তা আসক্তাঃ, একা একবিধা এব মন্ত্রবিধিক্রিয়া যেষাং তে তথাবিধাশ্চ মানবা আসন্। কিঞ্চ বর্ণবিভাগাৎ পরং ব্রাহ্মণাদিভেদেন পৃথগ্‌ধর্ম্মা অপি মানবাঃ, এক এব বেদো যেষাং তে তাদৃশা আসন্, বেদবিভাগস্য দ্বাপরে করণাদিত্যাশয়ঃ; তথা একং কেবলং ধর্ম্মমেব অনুব্রতা আশ্রিতা অভবন্, ন পুনঃ কৃষ্যাদিব্যাপৃতা ইতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ বর্ণবিভাগাৎ পরং ধর্ম্মঃ কিংবিধ আসীদিত্যাহ—চাতুরিতি। চত্বার আশ্রমা ইতি চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্বর্ণ্যাদিবৎ স্বার্থে ষ্যণ্। চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমচতুষ্টয়সম্বন্ধিনা, কালযোগিনা "দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে" ইতি দক্ষাদ্যুক্তদিনদ্বিতীয়ভাগাদিকালসম্বন্ধিনা, কর্ম্মণা স্বাধ্যায়াদিনা, কামফলানি স্বর্গাদীনি তেষাং সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ন কামফলসংযোগঃ অকামফলসংযোগস্তস্মাৎ ফলাভিসন্ধানাভাবেন স্বর্গাদিফলসম্বন্ধাভাবাদিত্যর্থঃ, পরাং গতিং মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি; নিষ্কামকর্ম্মণো মুক্তিফলকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

"অহমগ্নিরহং হুতম্" ইত্যাদিবচনাৎ ॥২০॥ একো দেবঃ প্রত্যগাত্মা তত্রৈব সদা যুক্তা যোগবন্তঃ। একো মন্ত্রঃ প্রণবঃ। একো বিধির্বেদান্তশ্রবণাদিঃ। ক্রিয়া ধ্যানাদিঃ। এক এব তত্ত্বপ্রতিপাদকো বেদো যেষাং সর্ব্বেঽপি জ্ঞাননিষ্ঠা এব ন তু কেবলকর্ম্মঠা ব্যসনিনো বা ॥২॥ কালো দর্শাদিস্তদ্‌যুক্তেন কর্ম্মণা কামফলেনেচ্ছিতফলেন স্ত্র্যাদিনা স্বর্গাদিনা বা সংযোগস্তদ-

তাহার পূর্ব্বে সকল মানুষেরই একপ্রকার আশ্রম, একপ্রকার আচার এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একপ্রকার জ্ঞান ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের বর্ণবিভাগ হইলেও পূর্ব্বে তাহারা একপ্রকার কর্ম্ম করিয়াই ধর্ম্ম লাভ করিত ॥২০॥

আর, তখন তাহাদের একমাত্র দেবতা এবং একপ্রকার মন্ত্র, বিধি ও ক্রিয়া ছিল। পরে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও মনুষ্যগণের বেদ একই ছিল এবং তাহারা কেবল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিত ॥২১॥

এবং (বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ হইয়া গেলে পর) মানুষেরা ফলের কামনা না

(২১) একবেদসমাযুক্তাঃ—পি।

আত্মযোগসমাযুক্তো ধর্ম্মোঽয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতে যুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য শাশ্বতঃ ॥২৩॥
কামঃ কাময়মানেষু ব্রাহ্মণেষু তিরোহিতঃ।
এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্যপরিবর্জ্জিতম্ ॥২৪॥
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ত্ততে।
পাদেন হ্রসতে ধর্ম্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নন্থ স্বাধ্যায়াদিকর্ম্মমাত্রমেব কিং তদানীং প্রধানমাসীদিত্যাহ—আত্মেতি। কৃতে সত্যে যুগে, চাতুর্বর্ণ্যস্য চতুর্ণামেব বর্ণানাম্, অয়ং প্রস্তুতো ধর্ম্মঃ, আত্মনঃ পরব্রহ্মণো যোগো ধ্যানং তেন সমাযুক্তঃ প্রাধান্যেনান্বিতঃ, কৃতলক্ষণো হিরণ্যগর্ভাদিবিহিতনিয়মঃ, শাশ্বতঃ সদাতনঃ, চতুষ্পাদঃ কলয়াপি ন ন্যূন ইত্যর্থঃ, আসীৎ ॥২৩॥

অথ তদানীং কাম এব কিং নাসীদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কৃতযুগাবস্থাবর্ণনমুপসংহরন্নাহ - কাম ইতি। কাময়মানেষু ভৌতিকপ্রভৃতিবৈচিত্র্যাদুৎপদ্যমানকামেষ্বপি, ব্রাহ্মণেষু ব্রহ্মনিষ্ঠেষু চতুর্ষ্বেব বর্ণেষু, কামঃ স্রক্চন্দনবনিতাদিভোগাভিলাষঃ, তিরোহিতঃ গুরূপদেশাদিনা বিলীনোঽভূৎ। ত্রিগুণং প্রকৃতিস্তস্যেদমিতি ত্রৈগুণ্যং প্রাকৃতো ভাবঃ তেন পরিবর্জ্জিতং সর্ব্বথা বিহীনম্, প্রাধান্যেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিহীনং চিন্মাত্রপরং বা এতৎ কৃতযুগং সত্যযুগং নাম ॥২৪॥

ত্রেতাযুগাবস্থাং বর্ণয়তি - ত্রেতামিতি। সত্রং যজ্ঞঃ, প্রবর্ত্ততে আরব্ধং ভবতি, তদানীমেব যজ্ঞবিধায়কবেদপরিগ্রহাদিতি ভাবঃ। হ্রসতে ক্ষীণো ভবতি। রক্ততাং লোহিতবর্ণতাম্। অচ্যুতো বিষ্ণুঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবাৎ ॥২২॥ আত্মনি ব্রহ্মণি যোগ ঐক্যং তেন সমাযুক্তোঽয়ং ধর্ম্মো যোগাখ্যঃ কৃতলক্ষণঃ কৃতযুগসূচকঃ। যদৈব যত্রৈব পুংসি ঈদৃগ্ধর্ম্মো বর্দ্ধতে তদৈব কৃতযুগমিত্যর্থঃ। চতুষ্পাদোঽবিকলঃ ॥২৩॥ ত্রৈগুণ্যং প্রবৃত্তিপ্রকাশমোহাত্মকরজঃসত্ত্বতমসাং সমাহারস্তেন বর্জ্জিতং সত্রং

করিয়া চারিটী আশ্রমবিহিত এবং সেই সেই কালবিহিত কর্ম্মদ্বারা পরম গতি লাভ করিত ॥২২॥

আর, সেই সত্যযুগে শাস্ত্রবিহিত এই ধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মধ্যানই প্রধান ছিল এবং চারি বর্ণেরই এই ধর্ম্ম সর্ব্বদাই চতুষ্পাদ (পূর্ণ) থাকিত ॥২৩॥

এবং তখন ব্রহ্মপরায়ণ মানুষগণের মনে কামের উদয় হইলেও সে কাম গুরুর উপদেশে তিরোহিত হইয়া যাইত এবং কোন প্রাকৃতিক ভাব (রাগ-দ্বেষাদি) উপস্থিত হইত না। এইরূপই সত্যযুগ ছিল ॥২৪॥

---

(২৪) পূর্ব্বার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধর্ম্মপরায়ণাঃ।
ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে ধর্ম্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
ত্রেতায়াং ভাবসঙ্কল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥২৬॥
প্রচলন্তি ন বৈ ধর্ম্মাত্তপোদানপরায়ণাঃ।
স্বধর্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেঽভবন্ ॥২৭॥
দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

সত্যেতি। কিঞ্চ সত্ত্বাশ্রয়াৎ সত্যপ্রবৃত্তা নরাঃ, ক্রিয়া যজনাদিরূপা তন্নিষ্পাদ্যো ধর্ম্মঃ ক্রিয়াধর্ম্মস্তৎপরায়ণাঃ সঞ্জাতাঃ। সত্যে সন্ন্যাসনিষ্পাদ্যো ধর্ম্মঃ, ইহ তু যজনাদিনিষ্পাদ্য ইতি বিশেষঃ। ততো যজ্ঞা বহুবচনান্নানাবিধাঃ প্রবর্ত্তন্তে। পূর্ব্বং সত্রমিত্যেকবচনাদেকবিধমাত্রযজ্ঞপ্রবৃত্তিরিত্যপৌনরুক্ত্যম্। ধর্ম্মা ধর্ম্মার্থাঃ, বিবিধা বর্ণভেদান্নানাপ্রকারাঃ, ক্রিয়া যাজন-পালন-বাণিজ্যসেবাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। সত্যে সত্যসঙ্কল্পাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈব সর্ব্বে ফলভাজ আসন্, ইহ তু ত্রেতায়াং ভাবে যোগশক্তিসত্তায়ামেব সঙ্কল্পঃ ফলোপধায়কো যেষাং তে, যোগশক্তিবলাদেব সঙ্কল্পেন ফলভাজ ইত্যর্থঃ। অতএব ক্রিয়া বীজবপনাদিরূপা দানঞ্চ তাভ্যাং ফলং ধান্যাদিরূপং স্বর্গাদিরূপঞ্চ উপগচ্ছন্তি লভন্ত ইতি তে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

প্রেতি। ত্রেতাযুগে, তপোদানপরায়ণা নরাঃ, ধর্ম্মাৎ, ন প্রচলন্তি ন ভ্রশ্যন্তি, তথা স্বধর্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তঃ যজনপালনবাণিজ্যসেবাদিমন্তশ্চাভবন্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞক্রিয়া রজোমিশ্রত্বাৎ ॥২৪—২৫॥ সত্যেনৈব প্রবৃত্তাঃ। ভাবসঙ্কল্পাঃ ভাবো ভাবনা ক্রিয়া, অহমনেন কর্ম্মণা ইদং ফলমনেন প্রকারেণ করিষ্যামীত্যেবংরূপা, তদ্বিষয় এব সঙ্কল্পো যেষাং অতএব ক্রিয়াদিভিঃ ফলোপগাঃ ফলভুজো ন তু কৃতবৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ ॥২৬ - ২৭॥ দ্বিভাগোনঃ পাদদ্বয়হীনঃ, চতুর্দ্ধা বেদঃ কৃতঃ কৃৎস্নস্যৈকেন ধারয়িতুমশক্যত্বাৎ ॥২৮॥ অনূচঃ ঋঙ্মাত্রেণাপি

ভীম! তুমি ত্রেতাযুগের বিষয়ও শ্রবণ কর; যে যুগে প্রথম যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, ধর্ম্ম একপাদ হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিষ্ণু রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন ॥২৫॥

আর ত্রেতাযুগে মানুষেরা সাত্ত্বিক ছিল বলিয়া সত্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রিয়ানিষ্পাদ্য ধর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল; ক্রমে নানাবিধ যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত এবং যৌগিক ক্ষমতা থাকিলেই মানুষ কেবল সঙ্কল্পদ্বারা ফলসিদ্ধি করিতে পারিত, তদ্ভিন্ন লোকেরা ক্রিয়া ও দানাদিদ্বারা ফল পাইত ॥২৬॥

এবং ত্রেতাযুগে তপস্যাপরায়ণ ও দানপরায়ণ মানুষেরা ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইত না এবং আপন আপন ধর্ম্মে থাকিয়া ক্রিয়াশীল ছিল ॥২৭॥

ততোঽন্যে চ চতুর্ব্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথা পরে।
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাঽপরে ॥২৯॥
এবং শাস্ত্রেষু ভিন্নেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া।
তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি প্রজা ॥৩০॥
একস্য বেদস্যাজ্ঞানাদ্বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্ত্বস্য চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাপরযুগাবস্থামাহ – দ্বাপর ইতি। দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যামূনো দ্বিভাগোনঃ অর্দ্ধমাত্র ইত্যর্থঃ। পীততাং পীতবর্ণত্বম্। চতুর্দ্ধা সাম ঋগ্‌যজুরথর্ব্বভেদাচ্চতুষ্প্রকারঃ। দ্বাপর এব দ্বৈপায়নেন বেদ-বিভাগকরণাদিতি ভাবঃ। তচ্চ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্রষ্টব্যম্ ॥২৮॥

তত ইতি। অন্যে কিয়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ, চত্বারো বেদা যেষু তে চতুর এব বেদান্ জানন্তীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র। অনৃচ ঋক্‌শূন্যাঃ সর্ব্বথৈব বেদজ্ঞানহীনা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥২৯॥

এবমিতি। শাস্ত্রেষু বেদেষু, ভিন্নেষু ভিন্নভিন্নব্যক্তিনিষ্ঠেষু সৎসু, ক্রিয়া যজ্ঞাদিকা, বহুধা নীয়তে প্রণীয়তে লোকৈঃ ক্রিয়তে, ব্যক্তিভেদেন মতভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩০॥

একস্যেতি। একস্য অখণ্ডস্য বেদস্য, অজ্ঞানাৎ শক্তিহ্রাসেন জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। কৃতা দ্বৈপায়নেন। সত্ত্বস্য গুণস্য। কশ্চিৎ, ন পুনস্ত্রেতায়ামিব সর্ব্ব ইত্যাশয়ঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

হীনা অতিমান্দ্যাৎ, যদ্বা চতুর্ব্বেদা ইতি বেদত্রয়োক্তং কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদিকমাথর্ব্বণোপনিষ-দুক্তং ধ্যানঞ্চ সহৈব বানুতিষ্ঠন্তীতি কর্ম্মোপাস্তিসমুচ্চয় উক্তঃ। ত্রিবেদা ইতি কেবলকর্ম্মঠাঃ। দ্বিবেদা ইতি স্বশাখোক্তং সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম ধ্যানং চানুতিষ্ঠন্তি। একবেদা ধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ। "অনৃচঃ কৃতকৃত্যাঃ বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়ে" ইত্যুক্তের্ধ্যানাদপি বিরক্তাঃ

তা'র পর দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদন্যূন হইয়াছে, বিষ্ণু পীতবর্ণ হইয়াছেন এবং বেদ চতুর্বিধ হইয়াছে ॥২৮॥

তাহাতে কেহ কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ কেহ ত্রিবেদী, কেহ কেহ দ্বিবেদী, কেহ কেহ একবেদী এবং কেহ কেহ একেবারেই বেদবিহীন হইয়াছে ॥২৯॥

এবং এইভাবে বেদ বিভিন্ন হইলে, যজ্ঞপ্রভৃতি কার্য্যও বহুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে; আর জনসাধারণ তপস্যা ও দানে প্রবৃত্ত থাকিয়াও রজোগুণপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে ॥৩০॥

মানুষ অখণ্ড এক বেদ শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সে বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সত্ত্বগুণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় বহু জনের মধ্যে কোন এক জন সত্যে অবস্থান করিতেছে ॥৩১॥

(৩১) একবেদস্য চাজ্ঞানাৎ—বা ব কা নি।

সত্ত্বাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোঽভবন্।
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩২॥
যৈরর্দ্দ্যমানাঃ সুভৃশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ।
কামকামাঃ স্বর্গকামা যজ্ঞাংস্তন্বন্তি চাপরে ॥৩৩॥
এবং দ্বাপরমাসাদ্য প্রজাঃ ক্ষীয়ন্ত্যধর্ম্মতঃ।
পাদেনৈকেন কৌন্তেয়! ধর্ম্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৪॥
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্ম্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৫॥
ঈতয়ো ব্যাধয়স্তন্দ্রা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা।
উপদ্রবাশ্চ বর্ত্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাদ্গুণাৎ। ব্যাধয়োঽভবন্, রজসা কামক্রোধাদ্যাবির্ভাবেন ধাতুবৈষম্যোপস্থিতেরিতি ভাবঃ। কামা বনিতাভোগাদ্যভিলাষাঃ, উপদ্রবা উৎপাতাঃ ॥৩২॥

যৈরিতি। যৈরুপদ্রবৈঃ। তপস্তপ্যন্তি তন্নিবারণায়। কাম্যন্ত ইতি কামা বনিতাদয়স্তান্ কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ। তন্বন্তি বিস্তারেণানুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥

ইদানীং দ্বাপরযুগাবস্থাবর্ণনমুপসংহরন্ কলিযুগাবস্থামাহ—এবমিতি। ক্ষীয়ন্তি ক্ষীয়ন্তে। একেন পাদেন, পাদত্রয়ক্ষয়াদিতি ভাবঃ। তৎপাদক্ষয়স্তু ক্রমিক এব ॥৩৪॥

তামসমিতি। তামসং যুগং তমোগুণপ্রধানং কলিযুগম্। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ, কেশবো বিষ্ণুঃ। প্রশাম্যন্তি প্রায়েণ নিবর্ত্তন্তে। ধর্ম্মাঃ সন্ধ্যাবন্দনাদয়ঃ যজ্ঞাশ্চ দর্শপৌর্ণমাসাদয়স্তেষাং ক্রিয়া অনুষ্ঠানানি প্রশাম্যন্তি ॥৩৫॥

ঈতয় ইতি। ঈতয়ঃ—"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ

তা'র পর সত্ত্বগুণভ্রষ্ট লোকদিগের বহুতর রোগ, কাম ও দৈবসম্পাদিত নানাবিধ উপদ্রব হইয়া আসিতেছে ॥৩২॥

যে সকল উপদ্রবে অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য মানুষেরা তপস্যা করিতেছে এবং আর একশ্রেণীর লোকেরা অভীষ্ট বস্তু বা স্বর্গ কামনা করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিতেছে ॥৩৩॥

কুন্তীনন্দন! এইরূপ দ্বাপরযুগে উপস্থিত হইয়া লোক সকল অধর্ম্মবশতঃ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। ইহার পর কলিযুগে ধর্ম্মের একপদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ॥৩৪॥

ভগবান্ নারায়ণ সেই তমোগুণপ্রধান কলিযুগে উপনীত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবেন এবং বেদবিহিত আচার, ধর্ম্মকার্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হইবে ॥৩৫॥

(৩২)...দেবকারিতাঃ—পি। (৩৬)...আধয়ো ব্যাধয়স্তথা—পি নি।

যুগেষ্বাবর্ত্তমানেষু ধর্ম্মো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ।
ধর্ম্মে ব্যাবর্ত্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৩৭॥
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং যান্তি ভাবা লোকপ্রবর্ত্তকাঃ।
যুগক্ষয়কৃতা ধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ব্বতে ॥৩৮॥
এতৎ কলিযুগং নাম নচিরাৎ প্রতিপৎস্যতে।
যুগানুবর্ত্তনং ত্বেতৎ কুর্ব্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি রঘুবংশে মল্লিনাথধৃতাঃ। তন্দ্রা আলস্যানি। আধয়ঃ শোকাদিনা মনোব্যথাঃ, ক্ষুদ্ভয়ং দুর্ভিক্ষাদিনা ক্ষুধার্থোদ্বেগঃ ॥৩৬॥

যুগেষ্বিতি। আবর্ত্তমানেষু নিবর্ত্তমানেষু নশ্যৎস্বিত্যর্থঃ ধর্ম্মো ধর্ম্মস্যৈকৈকপাদঃ, ব্যাবর্ত্ততে নশ্যতি। তথা চ সত্যযুগনাশে ধর্ম্মস্যৈকপাদনাশঃ, ত্রেতানাশে ধর্ম্মস্য দ্বিপাদনাশঃ, দ্বাপরনাশে চ ধর্ম্মস্য ত্রিপাদনাশ ইত্যাশয়ঃ। ধর্ম্মে ধর্ম্মপাদে, ব্যাবর্ত্তমানে নশ্যতি সতি, লোকো ব্যাবর্ত্ততে পরিবর্ত্ততে ক্রমেণাপকৃষ্টস্বভাবো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

লোক ইতি। লোকে পূর্ব্ববর্ত্তিনি লোকস্বভাবে ক্ষীণে সতি যুগক্ষয়াল্লোকস্বভাবপরিবর্ত্তনে সতীত্যর্থঃ, যজ্ঞাদিষু লোকানাং প্রবর্ত্তকাঃ, ভাবা অভিপ্রায়া অপি ক্ষয়ং যান্তি। তথা যুগক্ষয়ে সতি কৃতা যুগক্ষয়কৃতাঃ, ধর্ম্মাঃ পূর্ব্ববদেব ধর্ম্মকার্য্যাণি, প্রার্থ্যন্ত ইতি প্রার্থনানি প্রার্থিতবিষয়ান্, বিকুর্ব্বতে বিপরীতীকুর্ব্বন্তি। কৃতং শান্তিকর্ম্মাপি বিপদমানয়তীতি ভাবঃ। যুগক্ষয়ে লোকক্ষয়াভাবাদেবং ব্যাখ্যা ॥৩৮॥

কলিযুগাবস্থাবর্ণনমুপসংহরতি এতদিতি। নচিরাৎ অদীর্ঘকালাৎ পরম্, প্রতিপৎস্যতে

ভারতভাবদীপঃ

॥২৯—৩০॥ সত্ত্বস্য বুদ্ধের্বিভ্রংশাৎ ক্ষয়াৎ ॥৩১—৩২॥ যৈর্ব্যাধিভিঃ কামৈশ্চ ॥৩৩—৩৪॥ তামসং তমোগুণপ্রধানং কলিম্ ॥৩৫॥ ঈতয়োঽতিবৃষ্ট্যাদয়ঃ ॥৩৬॥ ব্যাবর্ত্ততে নশ্যতি ॥৩৭॥ ভাবা ধর্ম্মজ্ঞানাদয়ঃ, প্রার্থনানি বিকুর্ব্বতে অন্যৎ প্রার্থ্যতেঽন্যৎ জায়তে পৌষ্টিকমপি কর্ম্ম

(অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও অতিসন্নিহিত রাজা—এই ছয় প্রকার) ঈতি, নানাবিধ রোগ, আলস্য, ক্রোধপ্রভৃতি দোষ, নানাপ্রকার উপদ্রব, মনঃপীড়া এবং ক্ষুধার ভয় হইতে থাকিবে ॥৩৬॥

এক একটী যুগ চলিয়া যায়, আর ধর্ম্মের এক একটী পাদ ক্ষয় পায়, এবং ধর্ম্মের এক একটী পাদ ক্ষয় পায়, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরও সেইভাবে পরিবর্ত্তন হয় ॥৩৭॥

লোকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইলে, লোকের প্রবৃত্তিজনক মনের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয় এবং যুগক্ষয়ে কৃত ধর্ম্মকার্য্যও বিপরীত ফল জন্মাইতে থাকে ॥৩৮॥

(৩৮)···প্রধানানি বিকুর্ব্বতে—পি। (৩৯)···নাম অচিরাদেবং প্রবর্ত্ততে—বা ব কা নি।

যচ্চ তে মৎপরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম ! ।
অনর্থকেষু কো ভাবঃ পুরুষস্য বিজানতঃ ॥৪০॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
যুগসংখ্যাং মহাবাহো ! স্বস্তি প্রাপ্নুহি গম্যতাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং হনূমদ্ভীমসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

প্রবর্ত্তিষ্যতে। ইতঃ কিঞ্চিদধিকসপ্তবৎসরপরমেব কলিযুগারম্ভ ইত্যস্মৎপ্রণীতযুধিষ্ঠিরসময়নিরূপণ-গ্রন্থে দ্রষ্টব্যম্। তত্র চৈতদ্বহুধা বিমৃষ্টম্। এতৎ প্রমাণমপি সর্ব্বথা তৎ সমর্থয়তি। চিরজীবিনো বিভীষণাদয়ঃ, এতদ্যুগানুবর্ত্তনং যুগধর্ম্মানুসরণং কুর্ব্বন্তি পূর্ব্বযুগে বিশালদেহাদয়োঽপি পরযুগে খর্ব্বদেহাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ। অতএবাহমপি খর্ব্বদেহঃ সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ ॥৩৯॥

যদিতি। পূর্ব্বার্দ্ধে তদন্যায্যমিতি শেষঃ। যেন হি, বিজানতো বুদ্ধিমতঃ পুরুষস্য, অনর্থকেষু নিষ্প্রয়োজনেষু বিষয়েষু, কো ভাব আগ্রহঃ। মদীয়তদানীন্তনশরীরদর্শনং তব নিষ্প্রয়োজনমেবেতি ভাবঃ ॥৪০॥

এতদিতি। যুগসংখ্যাং তদাদিকম। স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

বিধিলোপান্নাশকং ভবতীতি ভাবঃ ॥৩৮॥ চিরজীবিনো মাদৃশা অপি যুগানুবর্ত্তিনঃ কালানুসারিণো ভবন্তি। অনর্থকেষু নিষ্প্রয়োজনেষু, ভাবোঽভিনিবেশঃ ॥৪০॥ স্বস্তি কল্যাণম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

ইহারই নাম 'কলিযুগ' এবং এই যুগ অচিরকালমধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে। চিরজীবীরা এই যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

অরিন্দম! আমার সম্পূর্ণ পরিচয়ে তোমার যে কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, বিজ্ঞ লোকের নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে আগ্রহ হইবে কেন ? ॥৪০॥

মহাবাহু! তুমি আমার নিকটে যে যুগসংখ্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট তাহা সমস্ত বলিলাম। তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং এখন গমন কর" ॥৪১॥

* '…একোনপঞ্চাশদধিক…'—বা ব কা, '…পঞ্চাশদধিক…'—পি, '…একপঞ্চাশদধিক…'—নি।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ভীমসেন উবাচ।

পূর্ব্বরূপমদৃষ্ট্বা তে ন যাস্যামি কথঞ্চন।
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন স্মিতং কৃত্বা প্লবঙ্গমঃ।
তদ্রূপং দর্শয়ামাস যদ্বৈ সাগরলঙ্ঘনে ॥২॥
ভ্রাতুঃ প্রিয়মভীপ্সন্ বৈ চকার সুমহদ্বপুঃ।
দেহস্তস্য ততোঽতীব বর্দ্ধত্যায়ামবিস্তরৈঃ ॥৩॥
সদ্রুমং কদলীষণ্ডং ছাদয়ন্নমিতদ্যুতিঃ।
গিরেশ্চোচ্ছ্রয়মাক্রম্য তস্থৌ তত্র স বানরঃ ॥৪॥
সমুচ্ছ্রিতমহাকায়ো দ্বিতীয় ইব পর্ব্বতঃ।
তাম্রেক্ষণস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ।
দীর্ঘলাঙ্গুলমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য স্থিতঃ কপিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বেতি। আত্মানং তৎ সাগরলঙ্ঘনকালীনং শরীরম্ ॥১॥

এবমিতি। প্লবঙ্গমো বানবো হনূমান্। সাগরলঙ্ঘনে যৎ রূপমাসীৎ ॥২॥

ভ্রাতুরিতি। বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে স্ম, আয়ামা দৈর্ঘ্যাণি বিস্তরা বিস্তারাস্তৈঃ ॥৩॥

সেতি। কদলীষণ্ডং কদলীবনম্, ছাদয়ন্ ছায়য়া। উচ্ছ্রয়ম্ উচ্চতাম ॥৪॥

সমিতি। সমুচ্ছ্রিতঃ অত্যুচ্চো মহাকায়ো যস্য সঃ। আবিধ্য উত্তোল্য। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

ভীম বলিলেন—'আর্য্য! আমি আপনার পূর্ব্বের আকৃতি না দেখিয়া কোন প্রকারেই যাইব না; সুতরাং আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তবে আপনি আমাকে আপনার সেই আকৃতিটী দর্শন করান" ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, হনূমান্ মন্দ হাস্য করিয়া—সমুদ্রলঙ্ঘনের সময়ে যে রূপটী ছিল, সেই রূপটী ভীমকে দেখাইলেন ॥২॥

হনূমান্ ভ্রাতা ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া শরীরটাকে অতিবৃহৎ করিলেন; তাহাতে তাঁহার শরীর দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অতিবৃদ্ধি পাইল ॥৩॥

তখন অসাধারণতেজা হনূমান্ আপন ছায়াদ্বারা বৃক্ষের সহিত কদলীবনটাকে আচ্ছাদিত এবং পর্ব্বতের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪॥

তদ্রূপং মহদালক্ষ্য ভ্রাতুঃ কৌরবনন্দনঃ।
বিসিস্মিয়ে তদা ভীমো জহৃষে চ পুনঃ পুনঃ ॥৬॥
তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণমিব পর্ব্বতম্।
প্রদীপ্তমিব চাকাশং দৃষ্ট্বা ভীমো ন্যমীলয়ৎ ॥৭॥
আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং স্ময়ন্নিব।
এতাবদিহ শক্তস্ত্বং রূপং দ্রষ্টুং মমানঘ! ॥৮॥
বর্দ্ধয়ে চাপ্যতো ভূয়ো যাবন্মে মনসি স্থিতম্।
ভীম! শত্রুষু চাত্যর্থং বর্দ্ধতে মূর্ত্তিরোজসা ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদদ্ভুতং মহারৌদ্রং বিন্ধ্যপর্ব্বতসন্নিভম্।
দৃষ্ট্বা হনূমতো বর্ম্ম সম্ভ্রান্তঃ পবনাত্মজঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। বিসিস্মিয়ে বিস্মিতো বভূব, তত এব চ জহৃষে রোমাঞ্চিতদেহো জাতঃ ॥৬॥
তমিতি। সৌবর্ণং সুমেরুম্। ন্যমীলয়ৎ ভয়েন নয়নযুগলং মুদ্রিতবান্ ॥৭॥
আবভাষ ইতি। স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। এতাবৎ এতৎপর্য্যন্তম্, ইতো নাধিকম্ ॥৮॥
বর্দ্ধয় ইতি। বর্দ্ধয়ে, বায়ুবরেণ কামরূপিত্বাদিত্যাশয়ঃ। ওজসা তেজসা সহ ॥৯॥
তদিতি। বর্ম্ম শরীরম্, সম্ভ্রান্তো বিচলিতচিত্তঃ, পবনাত্মজো ভীমসেনঃ ॥১০॥

হনূমান্ দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় উত্তোলিত বিশালদেহ, তাম্রনয়ন, তীক্ষ্ণদন্ত ও ভ্রূকুটী-কুটিল-মুখ হইয়া এবং দীর্ঘ লাঙ্গূল উত্তোলন করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন কৌরবনন্দন ভীমসেন ভ্রাতা হনূমানের সেই বিশাল আকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৬॥

এবং তেজের প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায়, সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং উজ্জ্বল আকাশের ন্যায় হনূমান্‌কে দেখিয়া ভীমসেন ভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন ॥৭॥

তখন হনূমান্ ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন ভীমসেনকে বলিলেন—"হে নিষ্পাপ! তুমি আমার এইটুকু আকৃতিই দেখিতে সমর্থ হইলে, (কিন্তু ইহার পর আর নহে) ॥৮॥

ভীম! আমার মনে যতখানি আছে, ততখানিই ইহা অপেক্ষা অধিক রূপ বাড়াইতে পারি; আর শত্রুদের সমক্ষে তেজের সহিতই আমার রূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়" ॥৯॥

(৯) বর্দ্ধেঽহঞ্চাপ্যতো ভূয়ঃ—বা ব কা নি। (১০)...বিন্ধ্যমন্দরসন্নিভম্—পি।

প্রত্যুবাচ ততো ভীমঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
কৃতাঞ্জলিরদীনাত্মা হনূমন্তমবস্থিতম্ ॥১১॥
দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীরস্যাস্য তে বিভো!।
সংহরস্ব মহাবীর্য্য! স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥১২॥
নহি শক্নোমি ত্বাং দ্রষ্টুং দিবাকরমিবোদিতম্।
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং মৈনাকমিব পর্ব্বতম্ ॥১৩॥
বিস্ময়শ্চৈব মে বীর! সুমহান্ মনসোঽদ্য বৈ।
যদ্রামস্ত্বয়ি পার্শ্বস্থে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪॥
ত্বমেব শক্তস্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিনাশয়িতুমঞ্জসা ॥১৫॥
ন হি তে কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মারুতাত্মজ! বিদ্যতে।
তব নৈকস্য পর্য্যাপ্তো রাবণঃ সগণো যুধি ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। সম্প্রহৃষ্টতনূরুহো ভয়েন রোমাঞ্চিতদেহঃ, অদীনাত্মা ভ্রাতৃত্বাদবিষণ্ণমনাঃ ॥১১॥
দৃষ্টমিতি। হে বিভো! অসাধারণপ্রভাব!। সংহরস্ব সঙ্কোচয়, আত্মানং দেহম্ ॥১২॥
নহীতি। অপ্রমেয়ং ময়া প্রমাতুমশক্যম্। অনাধৃষ্যং কেনাপ্যনভিভবনীয়ম্ ॥১৩॥
বিস্ময় ইতি। ত্বয়ৈব রাবণবধঃ কর্ত্তব্য আসীদিতি ভাবঃ ॥১৪॥
ত্বমিতি। সযোধাং যোদ্ধৃবর্গসহিতাম্। অঞ্জসা ঝটিত্যেব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অদ্ভুত, অতিভীষণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের ন্যায় অতিবৃহৎ হনূমানের সেই শরীর দেখিয়া ভীমসেন অস্থির হইয়া পড়িলেন ॥১০॥

তাহার পর ভীমসেন রোমাঞ্চিত দেহ হইয়াও অবিষণ্ণচিত্তে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখবর্ত্তী হনূমান্‌কে বলিলেন—॥১১॥

"প্রভু! মহাবীর! আমি আপনার এই বিশাল শরীরের পরিমাণ দেখিলাম; এখন আপনি নিজেই নিজের শরীরটাকে সঙ্কুচিত করুন ॥১২॥

কারণ, উদিত সূর্য্যের ন্যায় এবং মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অপরিমেয় ও অনভিভবনীয় আপনাকে আর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৩॥

বীর! আজ আমার মনে গুরুতর বিস্ময় জন্মিল; যেহেতু আপনি পার্শ্বে থাকিতে রাম নিজেই রাবণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন ॥১৪॥

আপনিই ত নিজের বাহুবল অবলম্বন করিয়াই যোদ্ধৃবর্গ ও বাহনপ্রভৃতির সহিত সেই লঙ্কাটাকে সত্বরই ধ্বংস করিতে পারিতেন ॥১৫॥

(১৬)…অপর্য্যাপ্তস্তবৈকস্য—পি, …ন চৈব তব পর্য্যাপ্তঃ—নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন হনূমান্ প্লবগর্ষভঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥১৭॥

হনূমানুবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো! যথা বদসি ভারত!।
ভীমসেন! ন পর্য্যাপ্তো মমাসৌ রাক্ষসাধমঃ ॥১৮॥
ময়া তু নিহতে তস্মিন্ রাবণে লোককণ্টকে।
কীর্ত্তির্নশ্যেদ্রাঘবস্য তত এতদুপেক্ষিতম্ ॥১৯॥
তেন বীরেণ তং হত্বা সগণং রাক্ষসাধিপম্।
আনীতা স্বপুরং সীতা কীর্ত্তিশ্চ স্থাপিতা নৃষু ॥২০॥
তদ্‌গচ্ছ বিপুলপ্রজ্ঞ! ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
অরিষ্টং ক্ষেমমধ্বানং বায়ুনা পরিরক্ষিতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অপ্রাপ্যম অসাধ্যম্। পর্য্যাপ্তঃ সমকক্ষঃ, সগণঃ সহায়সহিতঃ ॥১৬॥
এবমিতি। প্লবগর্ষভো বানরশ্রেষ্ঠঃ। গিরা স্বরেণেত্যর্থঃ ॥১৭॥
এবমিতি। ন পর্য্যাপ্তঃ সমকক্ষো নাসীৎ, অসৌ রাবণঃ ॥১৮॥
ময়েতি। কীর্ত্তির্নশ্যেৎ, পরদ্বারা হননে তস্য দুর্ব্বলতাপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥১৯॥
তেনেতি। তেন রামেণ। সগণং সহায়সহিতম্। নৃষু মনুষ্যেষু ॥২০॥

পবননন্দন! আপনার অসাধ্য ত কিছুই নাই; সুতরাং সহায়গণের সহিত রাবণ যুদ্ধে আপনার এককেরও সমকক্ষ ছিল না” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন ॥১৭॥

হনূমান্ কহিলেন—“মহাবাহু ভরতনন্দন ভীমসেন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, রাক্ষসাধম রাবণ আমার সমকক্ষ ছিল না ॥১৮॥

কিন্তু সেই জগৎকণ্টক রাবণকে আমি বধ করিলে, রামের কীর্ত্তি নষ্ট হইত; সেই জন্যই এই কল্প ত্যাগ করা হইয়াছিল ॥১৯॥

পরে, মহাবীর রাম নিজেই সহায়সম্পদের সহিত রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে আপন রাজধানীতে আনিয়া মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ॥২০॥

হে প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন ভীম! তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত

---

(২০)...লোকে চ স্থাপিতং যশঃ—পি।

এষ পন্থাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! সৌগন্ধিকবনায় তে।
দ্রক্ষ্যসে ধনদোদ্যানং রক্ষিতং যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥২২॥
ন চ তে তরসা কার্য্যঃ কুসুমাবচয়ঃ স্বয়ম্।
দৈবতানি হি মান্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ॥২৩॥
বলিহোমনমস্কারৈর্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ !।
দৈবতানি প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি ভারত ! ॥২৪॥
মা তাত ! সাহসং কার্ষীঃ স্বধর্ম্মং পরিপালয়।
স্বধর্ম্মস্থঃ পরং ধর্ম্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥২৫॥
নহি ধর্ম্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। হে বিপুলপ্রজ্ঞ ! মহাবুদ্ধে ! ভ্রাতুর্যুধিষ্ঠিরস্য প্রিয়হিতে রতস্ত্বম্, বায়ুনা পিত্রা পরিরক্ষিতঃ সন্, অরিষ্টং নির্ব্বিঘ্নম্, ক্ষেমং মঙ্গলঞ্চ যথা স্যাত্তথা, অধ্বানং পন্থানং গচ্ছ ॥২১॥

এষ ইতি। সৌগন্ধিকবনায় তৎসহস্রদলপদ্মবনগমনায়। ধনদোদ্যানং কুবেরোপবনম্ ॥২২॥

নেতি। তরসা বলেন। দৈবতানি দেবাঃ, পুরুষেণ মানুষেণ ॥২৩॥

বলীতি। বলিঃ পূজোপহারস্তদ্দানমিত্যর্থঃ। দৈবতানি দেবাঃ, প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥২৪॥

মেতি। হে তাত ! বৎস !। পরমুত্তমং তং ধর্ম্মম্, বুধ্যস্ব, গময়স্ব প্রচারয় চ ॥২৫॥

নেতি। বৃদ্ধাননুপসেব্য অসেবয়া তেভ্য উপদেশমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বরূপমিতি ॥১-৩॥ গিরিশ্চ বিন্ধ্যগিরিরিব, ইবার্থে চঃ ॥৪—১৫॥ পর্য্যাপ্তঃ সমর্থঃ ॥১৬—২০॥ অরিষ্টং নির্ব্বিঘ্নম্ ॥২১—২২॥ পুরুষেণ মর্ত্ত্যেন ॥২৩—২৪॥ গময়স্ব বোধ-

আছ, এক্ষণে বায়ুকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ও কুশলে পথে গমন কর ॥২১॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তোমার সেই পদ্মবনে যাইবার এই পথ। তুমি, যক্ষ ও রাক্ষসগণ রক্ষিত কুবেরোদ্যান দেখিতে পাইবে ॥২২॥

কিন্তু তুমি বলপূর্ব্বক নিজে সেই উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিও না; কারণ, দেবগণকে বিশেষভাবে মান্য করা মানুষের উচিত ॥২৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূজার উপহারদান, হোম, নমস্কার, মন্ত্রপাঠ ও ভক্তিদ্বারা দেবতারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

অতএব বৎস ! তুমি সাহস করিও না। আর, তুমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা কর এবং সেই নিজধর্ম্মে থাকিয়া সেই পরম ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হও এবং তাহা সর্ব্বত্র প্রচার কর ॥২৫॥

অধর্ম্মো যত্র ধর্ম্মাখ্যো ধর্ম্মশ্চাধর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।
স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥২৭॥
আচারসম্ভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদ্বেদাঃ সমুত্থিতাঃ।
বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎপন্না যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৮॥
বেদাচারবিধানোক্তৈর্যজ্ঞৈর্ধার্য্যন্তি দেবতাঃ।
বৃহস্পত্যুশনঃপ্রোক্তৈর্নয়ৈর্ধার্য্যন্তি মানবাঃ ॥২৯॥
পণ্যাকরবণিজ্যাভিঃ কৃষ্যা গোঽজাবিপোষণৈঃ।
বার্ত্তয়া ধার্য্যতে সর্ব্বং ধর্ম্মৈরেতৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অথ ময়া জ্ঞাত এব ধর্ম্ম ইতি কিং তজ্‌জ্ঞানোপদেশেনেত্যাহ—অধর্ম্ম ইতি। যত্র বিষয়ে, দুষ্টনিগ্রহাদিরধর্ম্মোঽপি বস্তুতো ধর্ম্মাখ্য এব, বহূনামুপকারসাধনাৎ তস্য শোধনাচ্চ; দুষ্টসাহায্যাদি-রাপাততো ধর্ম্মোঽপি বস্তুতঃ অধর্ম্মসংজ্ঞিত এব বহূনামপকারানুকূল্যকল্যকরণাদিতি ভাবঃ। স বিষয়ঃ, বিভাগেন পার্থক্যেন বৃদ্ধেভ্যো বিজ্ঞেয়ঃ। যত্র অবুদ্ধয়ো মুহ্যন্তি উক্ততত্ত্বং বিবেক্তুং নার্হন্তি ॥২৭॥

আচারেতি। আচারাঃ সতাং ব্যবহারাঃ শৌচাদয়ঃ। বেদা বেদবোধাঃ ॥২৮॥

বেদেতি। ধার্য্যন্তি ধার্য্যন্তে অবস্থাপ্যন্তে। পরত্রাপ্যেবম্। নয়ৈর্নীতিভিঃ ॥২৯॥

পণ্যেতি। পণং ভৃতিং বেতনমর্হতীতি পণ্যা রাজাদিসেবা, "পণো দ্যূতাদিষূৎসৃষ্টে ভৃতৌ মূল্যে ধনেঽপি চ" ইত্যমরঃ, করো রাজ্ঞঃ করদানম্, বণিজ্যা বাণিজ্যঞ্চ তাভিঃ, কৃষ্যা

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বকমনুতিষ্ঠ, স্বার্থে ণিচ্ ॥২৫—২৬॥ দুর্জ্জনবধোঽধর্ম্মোঽপি ধর্ম্ম এব পরোপঘাতকং সত্যং ধর্ম্মোঽপ্যধর্ম্ম এব ॥২৭॥ আচারঃ শৌচাদিস্তেন ধর্ম্মঃ প্রাপ্যতে, ততো বেদাধিগমস্ততো যজ্ঞানুষ্ঠানং ততো দেবতাপ্রসাদ ইত্যর্থঃ ॥২৮॥ বেদেতি যজ্ঞৈর্দেবানাং নীত্যা মনুষ্যাণাঞ্চ স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥ পণো ভৃতিস্তামর্হতীতি পণ্যা সেবা। "পণো বরাটমানে স্যাৎ"

বৃহস্পতির সমান লোকেরাও ধর্ম্ম না জানিয়া কিংবা বৃদ্ধসেবা না করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥২৬॥

যে স্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্ম হয় এবং ধর্ম্মই অধর্ম্ম হয়, সেই স্থলটা পৃথক্ ভাবে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে; যে স্থানে নির্ব্বোধেরা মুগ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৭॥

আচার হইতে ধর্ম্ম জন্মে, ধর্ম্ম হইতে বেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদজ্ঞান হইতে যজ্ঞ হইতে থাকে এবং সেই যজ্ঞই দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে ॥২৮॥

বেদ ও আচারবিহিত যজ্ঞ দেবগণকে রক্ষা করে এবং বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত নীতিশাস্ত্র মনুষ্যদিগকে রক্ষা করে ॥২৯॥

(২৮)…ধর্ম্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—বা ব কা।

ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজানতাম্।
তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভির্লোকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১॥
সা চেদ্ধর্ম্মকৃতা ন স্যাত্রয়ীধর্ম্মমৃতে ভুবি।
দণ্ডনীতিমৃতে চাপি নির্ম্মর্য্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২॥
বার্ত্তাধর্ম্মে হ্যতিষ্ঠন্ত্যো বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
সুপ্রবৃত্তৈস্ত্রিভির্হ্যেতৈর্ধর্ম্মং সূয়ন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

কৃষিকর্ম্মণা, গাবশ্চ অজাশ্ছাগাশ্চ অবয়ো মেষাশ্চ তেষাং পোষণৈঃ, বার্ত্তা বৃত্তির্জীবিকানির্ব্বাহোপযোগি কার্য্যমিতি যাবৎ তয়া প্রতিগ্রহাদিরূপয়া চ, এতৈঃ পণ্যাদিভির্ধর্ম্মৈর্ব্যবহারৈঃ করণৈঃ, দ্বিজাতিভির্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যৈঃ, সর্ব্বং জগৎ, ধার্য্যতে রক্ষ্যতে ॥৩০॥

ত্রয়ীতি। ত্রয়ী বেদঃ বার্ত্তা জীবিকাশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গতম্, দণ্ডনীতির্ব্যবহারশাস্ত্রঞ্চ, এতাস্তিস্রো বিদ্যাঃ, বিজানতাং লোকযাত্রাজিজ্ঞাসূনাং জনানাং বিদ্যন্তে। সম্যক্ দেশকালপাত্রবিবেচনপূর্ব্বকং প্রযুক্তাভিস্তাভিঃ, লোকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১॥

সেতি। সা লোকযাত্রা চেৎ, ভুবি, ধর্ম্মকৃতা ন্যায়েন বিহিতা ন স্যাৎ, তথা ত্রয়ীধর্ম্মং বেদোক্তধর্ম্মম্, ঋতে বিনা, দণ্ডনীতিং তচ্ছাস্ত্রোক্তনিয়মঞ্চ, ঋতে বিনা, স্যাৎ, তদা ইদং জগৎ, নির্ম্মর্য্যাদং বিশৃঙ্খলং ভবেৎ, অনবরতবিসদৃশব্যবহারাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

বার্ত্তেতি। বার্ত্তাধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহজ্ঞাপকশাস্ত্রোক্তনিয়মে, অতিষ্ঠন্ত্য ইমাঃ প্রজা জনাঃ, বিনশ্যেয়ুঃ, জীবনদাতুরপি জীবননাশাদ্যাচরণাদিত্যাশয়ঃ। কিন্তু প্রজাঃ, সুপ্রবৃত্তৈর্যথাযথপ্রয়োগেণ যথাস্থানপ্রবৃত্তৈঃ, এতৈস্ত্রিভিঃ ত্রয্যাদিশাস্ত্রৈঃ, ধর্ম্মং লোকস্থাপকং ন্যায়ম্, সূয়ন্তি উৎপাদয়ন্তি। দৈবাদিকসূধাতোঃ পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যুপক্রম্য "ব্যবহারে ভৃতৌ ধনে" ইতি মেদিনী। বার্ত্তা জীবিকার্থা বৃত্তি ॥৩০॥ সা চ ক্রমেণ ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ী যাজনাধ্যাপনাদিঃ। বৈশ্যস্য বার্ত্তাপণ্যাদিঃ। ক্ষত্রিয়স্য দণ্ডাদিঃ ॥৩১॥

সেবা, করদান, বাণিজ্য ও কৃষি এবং গো, ছাগ ও মেষ পালন, আর প্রতিগ্রহপ্রভৃতি—এই সকল কার্য্যদ্বারা সমস্ত জগৎ রক্ষা করেন ॥৩০॥

সংসারযাত্রানির্ব্বাহার্থী লোকদিগের বেদ, জীবিকানির্ব্বাহশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্র—এই তিনটী বিদ্যা আছে; যথাস্থানে প্রযুক্ত সেই তিনটী বিদ্যাদ্বারাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় ॥৩১॥

সেই সংসারযাত্রা যদি ন্যায় অনুসারে বিহিত না হয়, কিংবা বেদোক্ত ধর্ম্ম এবং দণ্ডনীতিবিহিত নিয়ম ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হইয়া যায় ॥৩২॥

(৩৩) বার্ত্তাধর্ম্মে হ্যবর্ত্তন্ত্যঃ—বা ব কা।

দ্বিজাতীনামৃতং ধর্ম্মো হ্যেকশ্চৈবৈকবর্ণিকঃ।
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥
যাজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্ম্মশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ।
পালনং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ বৈশ্যধর্ম্মশ্চ পোষণম্ ॥৩৫॥
শুশ্রূষা তু দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্ম উচ্যতে।
ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুবাসিতাঃ ॥৩৬॥
ক্ষত্রধর্ম্মোঽত্র কৌন্তেয়! তব ধর্ম্মোঽভিরক্ষণম্।
স্বধর্ম্মং প্রতিপদ্যস্ব বিনীতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

দ্বীতি। দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণানাম্, ঋতং সত্যমেব, ঐকবর্ণিকঃ তস্মিন্নেকস্মিন্নেব বর্ণে প্রাধান্যেন সংসৃষ্টঃ, একো মুখ্যো ধর্ম্মঃ। কিন্তু যজ্ঞাধ্যয়নদানানি এতে ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ, সাধারণা অমুখ্যাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥

যাজনেতি। যাজনেন যুক্তমধ্যাপনং যাজনাধ্যাপনম্, মধ্যপদলোপী সমাসঃ। ধর্ম্মাদনপেতো ধর্ম্ম্যঃ অপতিতেভ্যঃ সঞ্জাতঃ। পোষণং গবাদিপশূনাম্ ॥৩৫॥

শুশ্রূষেতি। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা, ব্রতং স্বাধ্যায়ার্থব্রহ্মচর্য্যম্। গুরুষু দ্বিজাতিষু বাসিতাঃ পিত্রাদিনা স্থাপিতা ভবেয়ুঃ, তে শূদ্রা ইতি শেষঃ ॥৩৬॥

ক্ষত্রেতি। অভিরক্ষণং তদ্রূপঃ ক্ষত্রধর্ম্মঃ এব তব ধর্ম্মঃ। প্রতিপদ্যস্ব আশ্রয় ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সা লোকযাত্রা ॥৩২—৩॥ ঋতং সত্যমাত্মজ্ঞানাখ্যম্, একো বর্ণঃ শুক্লঃ কেবলসাত্ত্বিকঃ। ধর্ম্মো যোগাখ্যঃ ॥৩৪ ৩৫॥ ভৈক্ষ্যেতি। গুরৌ ত্রিবর্ণে বাসিতং বাসো যেষাং তে শূদ্রা ভৈক্ষ্যাদিভির্হীনা ভবন্তি ॥৩৬॥ ক্ষত্রধর্ম্মোঽত্র প্রকরণে উচ্যতে, স চ তব ধর্ম্মোঽত্র লোকে

এই জনসাধারণ জীবিকানির্ব্বাহের নিয়মে না থাকিলে, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর, বেদ, জীবিকানির্ব্বাহের নিয়ম ও দণ্ডনীতি—এই তিনটীকে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে তাহারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে ॥৩৩॥

সত্যই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান ধর্ম্ম; আর যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটী তাঁহাদের সাধারণ ধর্ম্ম ॥৩৪॥

এবং যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ—এই তিনটি ব্রাহ্মণের (জীবিকা-নির্ব্বাহের) ধর্ম্ম, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং পশুপালন বৈশ্যের ধর্ম্ম ॥৩৫॥

আর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা শূদ্রের ধর্ম্ম; শূদ্র উক্ত তিন বর্ণের নিকট থাকিবে; কিন্তু ভিক্ষা, হোম ও বৈদিকব্রত করিবে না ॥৩৬॥

কুন্তীনন্দন! প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম; সুতরাং তুমি বিনয়সম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপন ধর্ম্ম আশ্রয় কর ॥৩৭॥

বৃদ্ধৈঃ সংমন্ত্র্য সদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিঃ শ্রুতান্বিতৈঃ।
আস্থিতঃ শাস্তি দণ্ডেন ব্যসনী পরিভূয়তে ॥৩৮॥
নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ত্ততে।
তদা ভবন্তি লোকস্য মর্য্যাদাঃ সুব্যবস্থিতাঃ ॥৩৯॥
তস্মাদ্দেশে চ দুর্গে চ শত্রুমিত্রবলেষু চ।
নিত্যং চারেণ বোদ্ধব্যং স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়স্তথা ॥৪০॥
রাজ্ঞামুপায়াশ্চারাশ্চ বুদ্ধিমন্ত্রপরাক্রমাঃ।
নিগ্রহপ্রগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্য্যসাধনম্ ॥৪১॥
সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ।
সাধনীয়ানি কর্ম্মাণি সমাসব্যাসযোগতঃ ॥৪২॥
মন্ত্রমূলা নয়াঃ সর্ব্বে চারাশ্চ ভরতর্ষভ!।
সুমন্ত্রিতে নয়ে সিদ্ধিস্তাং দ্বিজৈঃ সহ মন্ত্রয়েৎ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বৃদ্ধৈরিতি। আস্থিতঃ স্বপদে অবস্থিতঃ। ব্যসনী দ্যূতাদ্যাসক্তঃ ॥৩৮॥

নিগ্রহেতি। দুষ্টানাং দমনানি নিগ্রহাঃ সতাং পালনান্যনুগ্রহাশ্চ তৈঃ ॥৩৯॥

তস্মাদিতি। স্থানং শত্রুমিত্রয়োরবস্থিতিঃ, বৃদ্ধিরুন্নতিঃ, ক্ষয়োঽবনতিঃ ॥৪০॥

রাজ্ঞামিতি। চারা গুপ্তচরাঃ। প্রগ্রহোঽনুগ্রহঃ। দাক্ষ্যং কৌশলম্ ॥৪১॥

সাম্নেতি। সমাসঃ সংক্ষেপঃ সামাদীনামেকৈকং ব্যাসো বিস্তারস্তেষাং সমুদায়শ্চ তয়োর্যোগতঃ যথাসম্ভবং প্রবর্ত্তনাৎ, কর্ম্মাণি পররাজ্যগ্রহণাদীনি ॥৪২॥

ক্ষত্রিয় (রাজা) আপন পদে থাকিয়া বুদ্ধিমান্ অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধগণ ও সাধুগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন; কিন্তু তিনি যদি ব্যসনাসক্ত হন, তবে লোকসমাজে তিরস্কৃত হন ॥৩৮॥

রাজা যখন সমীচীনভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করেন, তখন লোকের মর্য্যাদা সুরক্ষিত থাকে ॥৩৯॥

অতএব রাজা সর্ব্বদাই শত্রু ও মিত্রের সৈন্যে, রাজ্যে এবং দুর্গে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তাহাদের অবস্থিতি, উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানিবেন ॥৪০॥

গুপ্তচর, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং কৌশল—এইগুলি রাজাদের কার্য্যসাধনের উপায় ॥৪১॥

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা—এই গুলির এক একটী কিংবা সকল কয়টী প্রয়োগ করিয়া রাজারা কার্য্য সাধন করিবেন ॥৪২॥

(৪১) রাজ্ঞামুপায়শ্চারাশ্চ—বা ব কা নি।

স্ত্রিয়া মূঢ়েন বালেন লুব্ধেন লঘুনাপি বা।
ন মন্ত্রয়েত গুহ্যানি যেষু চোন্মাদলক্ষণম্ ॥৪৪॥
মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥৪৫॥
ধার্ম্মিকান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।
স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্ম্মসু ॥৪৬॥
স্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মসু বিজ্ঞেয়া রিপূণাঞ্চ বলাবলম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

মন্ত্রেতি। নয়া নীতয়ঃ। তাং সিদ্ধিম্, দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যৈঃ ॥৪৩॥

স্ত্রিয়েতি। লঘুনা নিকৃষ্টপ্রকৃতিনা জনেন সহ। গুহ্যানি গুপ্তবিষয়ান্ ॥৪৪॥

মন্ত্রয়েদিতি। স্নিগ্ধৈঃ আত্মনি স্নেহপরায়ণৈর্জ্জনৈঃ, নীতের্বিন্যাসান্ প্রয়োগান্ ॥৪৫॥

ধার্ম্মিকানিতি। অর্থকার্য্যেষু ধনাদিসাধনব্যাপারেষু। ক্লীবান্ পুংস্ত্বহীনান্ ॥৪৬॥

স্বেভ্য ইতি। কর্ম্মসু কর্ম্মসাধনবিষয়েষু, স্বেভ্যঃ স্বকীয়েভ্যঃ, পরেভ্যঃ পরকীয়েভ্যশ্চ গুপ্তচরাদিজনেভ্যঃ সকাশাৎ, কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়া বুদ্ধিঃ, বিজ্ঞেয়া বিশেষেণাবধারণীয়া রিপূণাং বলাবলঞ্চ বিজ্ঞেয়ম্ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৭॥ আস্থিতোঽনুগৃহীতঃ ॥৩৮—৩৯॥ স্থানং সিদ্ধসংরক্ষণম্ ॥৪০—৪১॥ সমাসঃ সামাদিপঞ্চকে একেন দ্বিত্রৈর্বা কার্য্যসাধনম্। ব্যাসঃ সর্ব্বৈস্তৎসিদ্ধিঃ ॥৪২—৪৪॥ স্নিগ্ধৈর্হিতেপ্সুভিঃ। নীতেঃ প্রজাপারপত্যাদেবিন্যাসাঃ স্থাপনানি ॥৪৫—৪৬॥ স্বেভ্যশ্চাত্মেভ্যঃ

ভরতশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রণাই সমস্ত নীতিপ্রয়োগের ও গুপ্তচরনিয়োগের মূল; সুতরাং সেই নীতিবিষয়ে ভাল করিয়া মন্ত্রণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়; অতএব দ্বিজাতিগণের সহিত সেই কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা করিবে ॥৪৩॥

স্ত্রীলোক, মূর্খ, বালক, লোভী, নিকৃষ্ট স্বভাব ও উন্মত্ত—ইহাদের সহিত গুপ্তবিষয়ের মন্ত্রণা করিবে না ॥৪৪॥

বিদ্বান্ লোকদের সহিত মন্ত্রণা করিবে, সমর্থ লোকদ্বারা কার্য্য করাইবে, প্রণয়ী লোকদ্বারা নীতিপ্রয়োগ করিবে এবং সর্ব্বত্রই মূর্খলোক ত্যাগ করিবে ॥৪৫॥

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকদিগকে, অর্থকার্য্যে বিজ্ঞদিগকে, স্ত্রীলোকদের নিকটে নপুংসকদিগকে এবং নিষ্ঠুরকার্য্যে নিষ্ঠুরদিগকে নিযুক্ত করিবে ॥৪৬॥

---

(৪৪)···ন মন্ত্রয়ীত গুহ্যানি—বা ব কা।

বুদ্ধ্যা সুপ্রতিপন্নেষু কুর্য্যাৎ সাধুষু প্রগ্রহম্ ।
নিগ্রহঞ্চাপ্যশিষ্টেষু নির্ম্মর্য্যাদেষু কারয়েৎ ॥৪৮॥
নিগ্রহপ্রগ্রহে সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ত্ততে ।
তদা ভবতি লোকস্য মর্য্যাদা সুব্যবস্থিতা ॥৪৯॥
এষ তেঽভিহিতঃ পার্থ ! ঘোরো ধর্ম্মো দুরন্বয়ঃ ।
তং স্বধর্ম্মবিভাগেন বিনয়স্থোঽনুপালয় ॥৫০॥
তপোধর্ম্মদমেজ্যাভির্বিপ্রা যান্তি যথা দিবম্ ।
দানাতিথ্যক্রিয়াধর্ম্মৈর্যান্তি বৈশ্যাশ্চ সদ্গতিম্ ॥৫১॥
দ্বিজশুশ্রূষয়া শূদ্রা লভন্তে গতিমুত্তমাম্ ।
ক্ষত্রং যাতি তথা স্বর্গং ভুবি নিগ্রহপালনৈঃ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বুদ্ধ্যেতি । সুপ্রতিপন্নেষু সাধুত্বেনাবধারিতেষু । প্রগ্রহমনুগ্রহম্ ॥৪৮॥
নিগ্রহেতি । নিগ্রহেণ যুক্তঃ প্রগ্রহোঽনুগ্রহস্তস্মিন্ । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৪৯॥
এষ ইতি । ধর্ম্মো রাজনীতিঃ, দুরন্বয়ো দুর্ব্বোধঃ । স্বধর্ম্মস্য বিভাগেন সম্যগ্বিবেকেন ॥৫০॥
তপ ইতি । ধর্ম্মস্তীর্থস্নানাদিঃ, দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, ইজ্যা যজ্ঞঃ । ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ॥৫১—৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

পরেভ্য উৎকোচাদিনা লোভিতেভ্যঃ ॥৪৭॥ বুদ্ধ্যা জীবনাশয়া প্রতিপন্নেষু শরণাগতেষু ॥৪৮—৪৯॥
ঘোরো ধর্ম্মো রাজধর্ম্মঃ ॥৫০—৫৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৪॥

বহু কার্য্যেই স্বপক্ষের লোক ও বিপক্ষের লোকের নিকট হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বুদ্ধি লইবে এবং শত্রুদের বলাবল জানিবে ॥৪৭॥

বুদ্ধিদ্বারা যাঁহারা সাধু বলিয়া নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদের প্রতি রাজা অনুগ্রহ করিবেন ; আর অশিষ্ট ও মর্য্যাদাহীন লোকের উপরে নিগ্রহ করাইবেন ॥৪৮॥

রাজা যখন ন্যায়সঙ্গত নিগ্রহে ও অনুগ্রহে প্রবৃত্ত থাকেন, তখন প্রজাদের মর্য্যাদা সুব্যবস্থিত হয় ॥৪৯॥

পৃথানন্দন ! এই তোমার নিকট ভয়ঙ্কর দুর্ব্বোধ রাজধর্ম্ম বলিলাম। তুমি বিনীত থাকিয়া আপন ধর্ম্ম বিবেচনায় এই ধর্ম্ম পালন কর ॥৫০॥

ব্রাহ্মণেরা যেমন তপস্যা, ধর্ম্মকার্য্য, ইন্দ্রিয়দমন ও যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ করেন, বৈশ্যেরা যেমন দান, অতিথিসৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যদ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত

(৫০)...ধর্ম্মো দুরত্যয়ঃ—পি। (৫২) পূর্ব্বার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি।

সম্যক্প্রণীতদণ্ডা হি কামদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
অলুব্ধা বিগতক্রোধাঃ সতাং যান্তি সলোকতাম্ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং হনূমদ্ভীমসংবাদে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্তঃ সংহৃত্য বিপুলং তদ্বপুঃ কামতঃ কৃতম্।
ভীমসেনং পুনর্দোর্ভ্যাং পর্য্যম্বজত বানরঃ ॥১॥
পরিষ্বক্তস্য তস্যাশু ভ্রাত্রা ভীমস্য ভারত!।
শ্রমো নাশমুপাগচ্ছৎ সর্ব্বঞ্চাসীৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

সম্যগিতি। সম্যগ্ যথাস্থানং প্রণীতঃ কৃতো দণ্ডো যৈস্তে রাজান ইতি শেষঃ ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। কামতো বিপুলং কৃতমিতি সম্বন্ধঃ। দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥১॥

পরীতি। পরিষ্বক্তস্য আলিঙ্গিতস্য। প্রদক্ষিণম্ অনুকূলম্ ॥২॥

হন এবং শূদ্রেরা যেমন দ্বিজাতিসেবা দ্বারা উত্তম গতি লাভ করেন, তেমন ক্ষত্রিয়েরাও পৃথিবীতে ন্যায্য নিগ্রহ ও অনুগ্রহদ্বারা স্বর্গ লাভ করেন ॥৫১—৫২॥

রাজারা কামদ্বেষশূন্য, নির্লোভ ও ক্রোধবিহীন হইয়া (প্রজাদের উপরে) ন্যায়সঙ্গতভাবে দণ্ডবিধান করিয়া সাধুদের লোকে গমন করেন" ॥৫৩॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর হনুমান্ ইচ্ছানুসারে কৃত সেই বিশাল শরীর পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন! হনুমান্ আলিঙ্গন করিলে, ভীমের পরিশ্রম দূরীভূত হইল এবং সমস্ত বিষয়ই তাঁহার অনুকূল হইল ॥২॥

---

* '…পঞ্চাশদধিক…'—বা ব কা, পি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি, '…দ্বিপঞ্চাশদধিক…'—নি।

বলঞ্চাতিবলো মেনে ন মেঽস্তি সদৃশো মহান্।
ততঃ পুনরথোবাচ পর্য্যশ্রুনয়নো হরিঃ ॥৩॥
ভীমমাভাষ্য সৌহার্দ্দাদ্বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা।
গচ্ছ বীর! স্বমাবাসং স্মর্ত্তব্যোঽস্মি কথান্তরে ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ইহস্থশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ! ন নিবেদ্যোঽস্মি কস্যচিৎ।
ধনদস্যালয়াচ্চাপি বিসৃষ্টানাং মহাবল! ॥৫॥
এষ কাল ইহায়াতুং দেবগন্ধর্ব্বযোষিতাম্।
মমাপি সফলং চক্ষুঃ স্মারিতশ্চাস্মি রাঘবম্ ॥৬॥
রামাভিধানং বিষ্ণুং হি জগদ্ধৃদয়নন্দনম্।
সীতাবক্ত্রারবিন্দার্কং দশাস্যধ্বান্তভাস্করম্ ॥৭॥
মানুষং গাত্রসংস্পর্শং গত্বা ভীম! ত্বয়া সহ।
তদস্মদ্দর্শনং বীর! কৌন্তেয়ামোঘমস্তু তে ॥৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

বলমিতি। বলং নূতনমধিকং জাতমিত্যর্থঃ। হরির্হনুমান্। স্বং নিজম্ ॥৩—৪॥

ইহেতি। ধনদস্য কুবেরস্য। বিসৃষ্টানাং ধনদেনৈব প্রেরিতানাং মধ্যে কস্যচিৎ ॥৫॥

এষ ইতি। চক্ষুঃ সফলং জাতং তব দর্শনাদিতি ভাবঃ। হে ভীম! ত্বয়া সহ আলিঙ্গনং কৃত্বেতি শেষঃ, মানুষং মানুষসম্বন্ধিনং গাত্রসংস্পর্শং গত্ব প্রাপ্য, রাঘবং রঘুবংশীয়ম, জগতাং হৃদয়নন্দনং হৃদয়ানন্দজনকম্, সীতায়া বক্ত্রং মুখমেব অরবিন্দং পদ্মং তস্য অর্কং সূর্য্যম্, প্রকাশকত্বাৎ; দশাস্যো রাবণ এব ধ্বান্তমন্ধকারস্তস্য ভাস্করং সূর্য্যম্, নাশকত্বাৎ, রামাভিধানং বিষ্ণুং ত্বয়ৈব স্মারিতোঽস্মি, স্পর্শসাধর্ম্ম্যাদিতি ভাবঃ। অমোঘম্ অব্যর্থম্ ॥৬—৮॥

আর, তখন মহাবল ভীম মনে করিলেন যে, আমার নূতন বল হইয়াছে এবং আমার তুল্য মহাবল লোক আর নাই। তদনন্তর হনুমান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে এবং স্নেহবশতঃ বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ভীমকে বলিলেন—"বীর! এখন আপন বাসস্থানে গমন কর, কথাপ্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও ॥৩—৪॥

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবল! কুবেরভবন হইতে অনেক লোক এখানে প্রেরিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট জানাইবে না যে, আমি এখানে আছি ॥৫॥

বিশেষতঃ দেবরমণীগণ ও গন্ধর্ব্বরমণীগণের এইখানে আসিবার এই সময়। তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নও সফল হইল; আর ভীম! তোমার সহিত

(১)···তদ্বপুঃ কামবর্দ্ধিতম—পি নি। (২)···বিশিষ্টানাং মহাবল!—বা ব কা। (৬) দেশকাল ইহায়াতুম্—বা ব কা পি।

ভ্রাতৃত্বং ত্বং পুরস্কৃত্য বরং বরয় ভারত !।
যদি তাবন্ময়া ক্ষুদ্রা গত্বা বারণসাহ্বয়ম্ ॥৯॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা যাবদেতৎ কারোম্যহম্।
শিলয়া নগরং বাপি মর্দ্দিতব্যং ময়া যদি ॥১০॥
বদ্ধা সুযোধনং বাদ্য পার্শ্বমেবানয়ামি তে।
যাবদেতৎ করোম্যদ্য কামং তব মহাবল ! ॥১১॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১২॥
কৃতমেব ত্বয়া সর্ব্বং মম বানরপুঙ্গব !।
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো ! কাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃত্বমিতি। পুরস্কৃত্য হেতুকৃত্যেত্যর্থঃ। বারণসাহ্বয়ং হস্তিনাং গত্বা ক্ষুদ্রা ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা ইতি সম্বন্ধঃ। সুযোধনং দুর্য্যোধনম্। তব কামং যথেপ্সিতম্ ॥৯—১১॥

ভীমেতি। তস্য হনূমতঃ। অন্তরাত্মনা মনসা ॥১২॥

কৃতমিতি। অনায়াসসাধ্যে বিষয়ে অতীতনির্দ্দেশব্যবহারাৎ করিষ্যমাণেঽপি শত্রুসংহারাদৌ কৃতমিতি নির্দ্দেশঃ। কাময়ে ত্বৎপ্রসন্নতামেব কাময়ামি ॥১৩॥

আলিঙ্গন করিয়া মানুষের গাত্রসংস্পর্শ পাইয়াছি বলিয়া আজ জগতের হৃদয়ানন্দজনক, সীতা-বদন-পঙ্কজের সূর্য্য এবং রাবণান্ধকারেরও সূর্য্য রঘুনন্দন রামনামক নারায়ণকে তুমিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। অতএব বীর ! কুন্তীনন্দন ! আমার দর্শন তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক ॥৬—৮॥

ভরতনন্দন ! তুমি ভ্রাতৃত্ববশতঃ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হস্তিনানগরে যাইয়া আমার যদি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সংহার করিতে হয়, তাহা আমি করিব ; কিংবা প্রস্তরদ্বারা হস্তিনানগরটাকেই যদি আমার মর্দ্দন করিতে হয়, অথবা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার নিকট আনয়ন করিতে হয়, তাহাও আমি করিব ; মহাবল ! তোমার সমস্ত অভীষ্টই আমি করিব" ॥৯—১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীমসেন, মহাত্মা হনূমানের সেই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—॥১২॥

"মহাবাহু বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার সমস্তই করিয়া রাখিয়াছেন, আপনার মঙ্গল হউক। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১৩॥

---

(১১) বদ্ধা দুর্য্যোধনং বাদ্য আনয়ামি তবান্তিকম্—বা ব কা নি।

সনাথাঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ত্বয়া নাথেন বীর্য্যবন্ ! ।
তবৈব তেজসা সর্ব্বান্ বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥১৪॥
এবমুক্তস্তু হনুমান্ ভীমসেনমভাষত ।
ভ্রাতৃত্বাৎ সৌহৃদাচ্চৈব করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥১৫॥
চমূং বিগাহ্য শত্রূণাং শরশক্তিসমাকুলাম্ ।
যদা সিংহরবং বীর ! করিষ্যসি মহাবল ! ॥১৬॥
তদাহহং বৃংহয়িষ্যামি স্ব-রবেণ রবং তব ।
যং শ্রুত্বৈব ভবিষ্যন্তি ব্যসবস্তেহরয়ো রণে ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
বিজয়স্য ধ্বজস্থশ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্ ।
শত্রূণাং তে প্রাণহরান্ সুখং যেন হনিষ্যথ ॥১৮॥
এবমাভাষ্য হনুমাংস্তদা পাণ্ডবনন্দনম্ ।
মার্গমাখ্যায় ভীমায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং হনূমদ্ভীমসংবাদে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সনাথা ইতি। নাথেন প্রভুণা। ধান্যেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া ॥১৪॥

এবমিতি। সৌহৃদাৎ এতৎসৌজন্যনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥

চমূমিতি। চমূং সেনাম্, বিগাহ্য আলোড্য। সিংহরবং সিংহনাদম্। বৃংহয়িষ্যামি বর্দ্ধয়িষ্যামি, স্বরবেণ নিজকণ্ঠধ্বনিনা। ব্যসবো বিগতপ্রাণাঃ ॥১৬—১৭॥

বিজয়স্যেতি। বিজয়স্য অর্জ্জুনস্য। যেন নাদমোচনেন, হনিষ্যথ শত্রূন্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৫॥

মহাবল! আপনি প্রভু থাকায় পাণ্ডবেরা সকলেই প্রভুসম্পন্ন আছেন; আপনার বলেই আমরা সকল শত্রুকে জয় করিব" ॥১৪॥

ভীম এইরূপ বলিলে, হনূমান্ ভীমকে বলিলেন—"ভ্রাতা বলিয়া এবং এই সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য করিব ॥১৫॥

মহাবল বীর! তুমি যখন বাণ ও শক্তিসমাচ্ছন্ন শত্রুসেনা আলোড়ন করিয়া সিংহনাদ করিবে, তখন আমি নিজের কণ্ঠশব্দদ্বারা তোমার সেই সিংহনাদ বর্দ্ধিত করিব; যাহা শুনিয়াই শত্রুেরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে ॥১৬—১৭॥

(১৭) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব ক। পি নাস্তি। (১৯)...তদা পাণ্ডবমধ্যমম্—পি। * '...একপঞ্চাশদধিকঃ...'—বা ব কা পি, নি অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি।